পুরাণসংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত।

কর্ণ পর্ব্ব।

দশম খণ্ড।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক
মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

"এই কর্ণ পর্ব্ব পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের বেদ লাভ, ক্ষত্রিয়ের বল ও যুদ্ধে জয় লাভ হইয়া থাকে। বৈশ্যের প্রভূত ধন লাভ এবং শূদ্রের আরোগ্য লাভ হয়। এই পর্ব্বে সনাতন ভগবান্ নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি এই কর্ণ পর্ব্ব পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। ব্যাসদেবের এই কথা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। এক বৎসর নিরন্তর সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, এই কর্ণ পর্ব্ব শ্রবণেও সেই পুণ্য হইয়া থাকে।" মহাভারত।

সারস্বতাশ্রম।

পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্র।

শকাব্দা ১৭৮৫।

মহাভারতীয় কর্ণ পর্ব্বের সূচিপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি
জনমেজয়ের প্রশ্ন	১	১	১
সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রসংবাদ	২	১	৩৫
ধৃতরাষ্ট্র শোক	৪	১	২৩
ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন	৮	২	৩০
ব্যূহ নির্ম্মাণ	১৫	২	২০
ক্ষেমধূর্ত্তি বধ	১৭	১	১৬
বিন্দ ও অনুবিন্দের বধ	১৯	১	১২
চিত্রসেন বধ	২০	২	৫
অশ্বত্থামার সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ	২২	১	৬
অশ্বত্থামার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ	২৩	২	১২
অশ্বত্থামার পরাজয়	২৫	২	২২
দণ্ড বধ	২৭	১	২১
সঙ্কুল যুদ্ধ	২৮	২	২৩
পাণ্ড্য বধ	৩০	২	৩১
সহদেবের সহিত দুঃশাসনের যুদ্ধ	৩৬	১	২৩
কর্ণের যুদ্ধ	৩৭	১	৮
সুতসোমের সহিত শকুনির যুদ্ধ	৩৯	২	২৮
সংশপ্তক জয়	৪৩	১	১৩
কর্ণ দুর্য্যোধন সংবাদ	৪৯	২	২
শল্যের নিকট সারথ্য প্রস্তাব	৫২	১	৩০
ত্রিপুরোপাখ্যান	৫৫	১	৬
ত্রিপুর বধ	৫৭	১	৩১
শল্যের সারথ্য স্বীকার	৬৩	১	২৬
কর্ণ শল্য সংবাদ	৬৫	১	২৫
কর্ণের আত্মশ্লাঘা	৬৯	১	১৩
কর্ণের অধিক্ষেপ	৬৯	২	৩৬
হংস কাকীয়োপাখ্যান	৭৩	২	২৬

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি
কর্ণের পলায়ন	৯৫	১	৭
যুধিষ্ঠিরের পলায়ন	১০৪	২	৯
অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা	১১১	১	৩৫
বাসুদেব বাক্য	১১২	১	২০
অশ্বত্থামার পলায়ন	১১৬	২	৩৩
অর্জ্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠির বাক্য	১২৮	২	২৫
অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা	১৩০	২	২৮
যুধিষ্ঠিরের তিরস্কার	১৩২	১	১৯
কর্ণার্জ্জুন সংবাদ	১৩৩	২	১৪
যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণের প্রবোধ বাক্য	১৩৭	২	১
যুধিষ্ঠিরার্জ্জুন সংবাদ	১৪০	২	১১
কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ	১৪২	১	১৫
অর্জ্জুনের উপদেশ	১৪৩	২	২৪
অর্জ্জুনের আত্মশ্লাঘা	১৪৭	২	২৮
ভীমসেন বিশোক সংবাদ	১৫০	২	৩৫
শকুনির পরাজয়	১৫৩	১	১১
দুঃশাসনের সহিত ভীমের যুদ্ধ	১৬৫	২	৩২
দুঃশাসন বধ	১৬৮	১	৯
বৃষসেনের সহিত নকুলের যুদ্ধ ও নকুলের পরাজয়	১৭০	১	১৮
বৃষসেনের বধ	১৭২	১	২০
কর্ণ ও অর্জ্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধ	১৭৪	২	৯
দুর্য্যোধনের প্রতি অশ্বত্থামার উপদেশ	১৭৯	২	২৪
কর্ণ ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ	১৮১	২	৩২
রথচক্র গ্রাস	১৮৭	১	১৬
কর্ণ বধ	১৯২	২	৩১
কৌরব সৈন্যগণের পলায়ন	১৯৬	২	৫
কৌরবগণের শিবিরে প্রস্থান	২০১	২	৩১
যুধিষ্ঠিরের হর্ষ	২০২	১	৩৭

কর্ণপর্ব্বের সূচিপত্র সমপূর্ণ।

মহাভারত।

কর্ণ পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই-রূপে মহাবীর দ্রোণ নিহত হইলে দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহীপালগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া অশ্বত্থামার সন্নিধানে গমন করি-লেন। তৎকালে মোহ প্রভাবে তাঁহাদিগের তেজ প্রতিহত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা দ্রোণের নিমিত্ত নিতান্ত শোকাকুল হইয়া অশ্বত্থামারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন এবং শাস্ত্র বিহিত যুক্তি স্মরণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল আশ্বস্ত হইয়া রজনী উপস্থিত হইলে স্ব স্ব শিবিরে সমাগত হইলেন। তথায় তাঁহারা সেই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড স্মরণ করত শোক ও দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া কিছুতেই সুখলাভে সমর্থ হইলেন না। ঐ রজনীতে মহাবীর সূতপুত্র, রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও মহাবল সুবলনন্দন ইহাঁরা সকলেই দুর্য্যো-ধনের আবাসে অবস্থান করিলেন। তাঁ-হারা পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়া কালে দৌপদীরে যে বলপূর্ব্বক সভায় আনয়ন ও পাণ্ডবগ-ণকে অশেষ বিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তৎ সমুদায় স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়াতে তাঁহাদের দুঃখ ও উৎকণ্ঠার আর পরিসীমা রহিল না। সেই রজনী তাঁহা-দের শত বৎসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এই রূপে কৌরব পক্ষীয় ক্ষত্রিয়-গণ অতি কষ্টে সেই যামিনী অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর প্রভাত কালে কৌরবগণ বিধি বিহিত অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া আশ্বস্ত চিত্তে ভাগ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করত সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং কর্ণকে সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হস্তে মাঙ্গল্য সূত্র বন্ধন এবং দধি পাত্র, ঘৃত, অক্ষত, নিষ্ক, গো, হিরণ্য ও মহামূল্য বসন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চন পুর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। তখন সূত, মাগধ ও বন্দিগণ মহাবীর কর্ণকে জয়লাভ হউক, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। এ দিকে পাণ্ডবেরাও প্রভাতোচিত ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া অবিলম্বে যুদ্ধার্থ শিবির হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর পরস্পর জিগীষাপরবশ কৌরব ও পাণ্ডবগণের লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কর্ণ কৌরবগণের সেনাপতি হইলে দুই

দিবস কৌরব ও পাণ্ডবগণের অতি আশ্চর্য্য ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। মহাবীর কর্ণ ঐ দুই দিনের মধ্যে বহু সংখ্য শত্রু বিনাশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণের সমক্ষেই অর্জ্জুন শরে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। মহামতি সঞ্জয় তদ্দর্শনে অবিলম্বে হস্তিনাপুরে গমন করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের সমর সংবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও দ্রোণকে নিহত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন; এ ক্ষণে দুর্য্যোধনের হিতানুষ্ঠান পরায়ণ মহাবীর কর্ণের বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি রূপে প্রাণ ধারণ করিলেন? তিনি যে কর্ণের বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া পুত্রগণের বিজয়লাভের আসংশা করিতেন, সেই মহাবীর বিনষ্ট হইলে কিরূপে জীবন ধারণে সমর্থ হইলেন? তিনি এই একান্ত শোকাবহ বিষয়েও জীবন পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, মনুষ্য অতি কৃচ্ছ্র-দশায় নিপতিত হইলেও কোনমতে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে অভিলাষ করে না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কর্ণ, ভীষ্ম, বাহ্লীক, দ্রোণ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা এবং অন্যান্য অসংখ্য সুহৃৎ ও পুত্র পৌত্রগণের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াও যখন জীবিত রহিলেন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, প্রাণ পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর। হে তপোধন! এ ক্ষণে আপনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। পূর্ব্ব পুরুষগণের অতি বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তি লাভ হইতেছে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কর্ণ বিনষ্ট হইলে মহামতি সঞ্জয় রাজনীযোগে উদ্বিগ্ন মনে বায়ুবেগগামী অশ্বসমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক সত্বরে হস্তিনা নগরীতে গমন করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং সেই হততেজা কুরুরাজকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার পাদ বন্দন ও ন্যায়ানুসারে সৎকার করিয়া অতি কষ্ট সহকারে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি সঞ্জয়। কেমন আপনি ত সুখে আছেন? আপনি আপনার দোষে ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়া ত বিমোহিত হন নাই? বিদুর, দ্রোণ, ভীষ্ম, কেশব এবং রাম, নারদ ও কর্ণ প্রভৃতি মহর্ষিগণ আপনারে সভামধ্যে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে আপনি তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই। এ ক্ষণে কি তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইতেছেন না? ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি আপনার সুহৃদ্‌গণ আপনার হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রু হস্তে নিহত হইয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কি আপনার মন ব্যথিত হইতেছে না?

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত মনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে সঞ্জয়! দিব্যাস্ত্রবেত্তা মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। যিনি প্রতিদিন দশ সহস্র রথীর প্রাণ সংহার করিয়াছেন, সেই ভীষ্ম পাণ্ডব সুরক্ষিত শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত কাতর হইতেছে। ভৃগুনন্দন রাম বাল্যকালে যাঁহারে ধনুর্ব্বেদে উপদেশ ও দিব্যাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, যাঁহার অনুগ্রহে পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য মহীপালগণ মহারথ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই সত্যসন্ধ মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে কলেবর পরিত্যাগ

করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলে যাঁহাদের তুল্য চতুর্বিধ অস্ত্রে পারদর্শী আর কেহই নাই, সেই বীরবরাগ্রগণ্য ভীষ্ম ও দ্রোণ কাল কবলে নিপতিত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত হইতেছে। হে সঞ্জয়! ত্রৈলোক্যে যাঁহার তুল্য অস্ত্রবেত্তা আর কেহই নাই, সেই দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে আমার পক্ষীয়েরা কিরূপ অনুষ্ঠান করিল? মহাবীর ধনঞ্জয়ের বিক্রমে সংশপ্তক সৈন্যগণ বিনষ্ট, দ্রোণ পুত্রের নারায়ণাস্ত্র প্রতিহত ও অন্যান্য সৈন্যগণ পলায়িত হইলে কৌরবেরা কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল? আমার বোধ হইতেছে, উহারা দ্রোণের নিধনানন্তর অর্ণব মধ্যস্থ নৌকার ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন ও পলায়িত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! সৈন্যগণ পলায়ন পরায়ণ হইলে কর্ণ, ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা, মদ্ররাজ শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপ এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি আমার অবশিষ্ট আত্মজগণের মুখবর্ণ কিরূপ হইল? তুমি এ ক্ষণে এই সমস্ত বৃত্তান্ত এবং পাণ্ডব পক্ষীয় ও অস্মৎ পক্ষীয় বীরগণের পরাক্রম কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার অপরাধ বশত কৌরবগণের যে রূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিয়া আপনি ব্যথিত হইবেন না। পণ্ডিত ব্যক্তি দৈব দুর্ঘটনায় অনুতাপ করেন না। মনুষ্যগণের অভিলষিত অর্থ লাভ দৈবায়ত্ত। অতএব ইষ্টের অপ্রাপ্তি বা অনিষ্ট প্রাপ্তি নিবন্ধন শোক করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নহে। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি স্বীয় অশুভ ঘটনা শ্রবণে সমধিক ব্যথিত হই না। দৈবই আমার অনিষ্টের কারণ। অতএব, তুমি নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।

তৃতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ। মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য নিপাতিত হইলে আপনার মহারথ পুত্রগণ বিষণ্ণ, ম্লানবদন ও বিচেতন প্রায় হইলেন। তাঁহারা সকলেই শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক শোকার্ত্তচিত্তে অবাঙ্মুখে পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। কেহ কাহারে কিছুই কহিতে সমর্থ হইলেন না। সৈনিকগণ তাঁহাদিগকে নিতান্ত ব্যথিত দেখিয়া বিষণ্ণ মনে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিল। দ্রোণ বিনাশ দর্শনে তাহাদিগের হস্ত হইতে শোণিতাক্ত শস্ত্র সমুদায় ভ্রষ্ট হইতে লাগিল। হে মহারাজ! অস্ত্র সমুদায় সৈন্যগণের হস্তে লম্বমান থাকাতে নভোমণ্ডলস্থ নক্ষত্র জালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

তখন রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈনিকগণকে নিশ্চেষ্ট ও মৃতকল্প দেখিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! আমি তোমাদেরই বাহুবল আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি; কিন্তু এ ক্ষণে ভারদ্বাজ নিহত হওয়াতে আমাদের সংগ্রাম নিতান্ত বিষণ্ণের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। যুদ্ধেই যোধগণের মৃত্যু হইয়া থাকে। সমর প্রবৃত্ত বীর পুরুষের জয় লাভ বা মৃত্যু হয়, ইহা বিচিত্র নহে। অতএব তোমরা চতুর্দ্দিক হইতে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। ঐ দেখ, মহাবল মহাত্মা কর্ণ শরাসন ও দিব্যাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সমরে বিচরণ করিতেছেন। কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় যাঁহার ভয়ে মৃগেন্দ্র ভীত ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় সতত প্রতিনিবৃত্ত হয়; যিনি মানুষ যুদ্ধেই অযুত নাগ তুল্য পরাক্রমশালী ভীমসেনকে তদ্রূপ দুরবস্থাপন্ন করিয়াছিলেন; এবং যিনি অমোঘ শক্তি দ্বারা দিব্যাস্ত্রবেত্তা মায়াবী ঘটোৎকচকে নিপাতিত করিয়াছেন; অদ্য সেই দুর্ব্বার বীর্য্য সত্যসন্ধ

মহাবীরের অক্ষয্য বাহুবল সন্দর্শন কর। পাণ্ডবেরাও বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায় অশ্বত্থামা ও কর্ণের পরাক্রম দর্শন করুক। তোমরা সকলেই বীর্য্যবান্ ও কৃতাস্ত্র। তোমাদের মিলিত হইবার কথা দুরে থাকুক, তোমরা প্রত্যেকেই সসৈন্য পাণ্ডুপুত্রদিগকে নিপাতিত করিতে পার। হে মহারাজ! মহাবীর দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে এই কথা কহিয়া ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া কর্ণকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন। রণদুর্ম্মদ মহারথ কর্ণ সৈনাপত্য প্রাপ্ত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ করত সৃঞ্জয়, পাঞ্চাল, কৈকয় ও বিদেহগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরাসন হইতে ভ্রমর পংক্তির ন্যায় শত শত শরধারা প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র এই রূপে পরাক্রান্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত এবং সহস্র সহস্র যোধগণকে নিপাতিত করিয়া পরিশেষে অর্জ্জুন হস্তে নিহত হইয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র কর্ণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র অপার শোকসাগরে অবগাহন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে নিহত বোধ করত বিহ্বল ও বিচেতন হইয়া বিসংজ্ঞ মাতঙ্গের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। রাজা ভূতলে পতিত হইলে অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণের আর্ত্তনাদে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। ভরত কুলকামিনীগণ ঘোরতর শোকার্ণবে নিমগ্ন ও নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন গান্ধারী ও অন্যান্য মহিলাগণ রাজার নিকট আগমন পূর্ব্বক সংজ্ঞা শূন্য হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহামতি সঞ্জয় সেই শোকমূর্চ্ছিত বাষ্পপরিপূর্ণ কামিনীগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। মহিলাগণ সঞ্জয়ের বাক্যে সমাশ্বস্ত হইয়া বায়ু চালিত কদলীর ন্যায় বারংবার কম্পিত হইতে লাগিল। মহাত্মা বিদুর প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শরীরে জল সেচন পূর্ব্বক তাঁহারে আশ্বাস প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক রমণীগণকে সমাগত জানিয়া নিতান্ত উন্মত্তের ন্যায় তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন। তৎপরে তিনি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় পুত্রগণের নিন্দা ও পাণ্ডবগণের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং শকুনির ও আপনার বুদ্ধির নিন্দা করিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করত মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্থিরচিত্তে পুনরায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গবল্গণনন্দন! তুমি যাহা কহিলে, সমুদায় শ্রবণ করিলাম। আমার পুত্র রাজ্য কাঙ্ক্ষক দুর্য্যোধন ত জয় লাভে নিরাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করে নাই? তুমি পুনরায় আমার নিকট উহা যথার্থ স্বরূপ কীর্ত্তন কর।

মহামতি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! মহারথ কর্ণ স্বীয় পুত্র ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে কাল কবলে নিপতিত হইয়াছেন। যশস্বী ভীমসেন সমরে দুঃশাসনকে নিপাতিত করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার শোণিত পান করিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণে শোকসন্তপ্ত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে বৎস! আমার অদূরদর্শী পুত্রের দুর্নীতি

বশতই কর্ণ নিহত হইয়াছে। সূতপুত্রের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে শোকে আমার মর্ম্মভেদ হইতেছে। যাহা হউক, এ ক্ষণে কৌরব ও সৃঞ্জয়গণের মধ্যে কাহারা জীবিত রহিয়াছে, আর কাহারাই বা নিহত হইয়াছে, তদ্বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় ছেদন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রতাপবান্ দুরাধর্ষ শান্তনুনন্দন দশ দিনে অর্ব্বুদ সংখ্যক পাণ্ডব সৈন্য নিহত, মহাধনুর্দ্ধর দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালদিগের রথিগণকে নিপাতিত, মহাবীর কর্ণ ভীষ্ম দ্রোণ হতাবশিষ্ট পাণ্ডব সৈন্যের অর্দ্ধাংশ ধ্বংস, মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত্র বিবিংশতি দ্বারকাবাসী শত শত যোধগণকে বিনষ্ট এবং অবন্তি দেশীয় রাজপুত্র মহারথ বিন্দ ও অনুবিন্দ দুষ্কর কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া সংগ্রামে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। আপনার পুত্র বিকর্ণ হতাশ্ব ও ক্ষীণায়ুধ হইয়াও ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক শত্রুগণের সম্মুখে সমবস্থিত হইয়াছেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন, দুর্য্যোধন-দুর্নীতিজনিত বিবিধ ক্লেশ ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছেন। সিন্ধুরাজ প্রভৃতি দশটি রাজ্য যে বীরের বশবর্ত্তী ছিল; যে বীর সতত আপনার শাসনানুসারে কার্য্য করিতেন, অর্জ্জুন নিশিত শরনিকরে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা জয় করিয়া সেই মহাবীর্য্য জয়দ্রথকে নিপাতিত করিয়াছেন। পিতৃমতাবলম্বী যুদ্ধদুর্ম্মদ দুর্য্যোধনপুত্র সুভদ্রাতনয়ের, মহাবল পরাক্রান্ত সমরনিপুণ দুঃশাসন তনয় দ্রৌপদী নন্দনের, কৌরব বংশীয় শস্ত্র বিহীন ভূরিবিক্রম ভূরিশ্রবা সাত্যকির, সমর বিশারদ কৃতাস্ত্র অমর্ষ পূরিত দুঃশাসন ভীমসেনের এবং অর্ণবের অনূপবাসী কিরাতগণের অধিপতি, দেবরাজের প্রিয় সখা, ক্ষত্রধর্ম্ম নিরত ভগদত্ত ও নির্ভীকচিত্ত মহাধনুর্দ্ধর সংগ্রামনিরত অম্বষ্ঠরাজ শ্রুতায়ু ধনঞ্জয়ের হস্তে নিপাতিত হইয়াছেন। যে বীরের বহু সহস্র অদ্ভুত গজ সৈন্য ছিল, মহাবীর অর্জ্জুন সেই সুদক্ষিণকে সংহার করিয়াছেন। কৈলাসাধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত বিপক্ষগণকে সংহার করিয়া অভিমন্যুর হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। আপনার পুত্র চিত্রসেন ভীমের সহিত বহু ক্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে তাঁহার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অসিচর্ম্মধারী শত্রুকুলের ভীষণ মদ্ররাজ নন্দন অভিমন্যুর হস্তে নিহত হইয়াছেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অভিমন্যুর বধে ক্রুদ্ধ হইয়া আত্ম প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ কর্ণের সমক্ষে দৃঢ়বিক্রম, অস্ত্র প্রয়োগ কুশল, কর্ণতুল্য তেজস্বী বৃষসেনকে নিহত করিয়াছেন। পাণ্ডবগণের বিষম বিপক্ষ রাজা শ্রুতায়ুও উহার হস্তে নিহত হইয়াছেন। বৃদ্ধ রাজা ভগীরথ ও কেকয় দেশীয় বৃহৎক্ষত্র সমরাঙ্গনে অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। সহদেব মহাবল পরাক্রান্ত মাতুলজ ভ্রাতা শল্য পুত্র রুক্মরথকে, নকুল শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সমরে বিচরণ করিয়া পরাক্রান্ত ভগদত্ত পুত্রকে, বৃকোদর মহাবল পরাক্রান্ত স্বগণ পরিবেষ্টিত আপনার পিতামহ বাহ্লিককে এবং মহাত্মা অভিমন্যু মগধ দেশীয় জরাসন্ধ কুমার জয়ৎসেনকে নিহত করিয়াছেন। আপনার পুত্র শূরাভিমানী মহারথ দুর্ম্মুখও দুঃসহ ভীমসেনের গদাঘাতে নিহত হইয়াছেন। মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ব্বিষহ, দুর্জ্জয় এবং কলিঙ্গ ও বৃষক নামে সমরদুর্ম্মদ ভ্রাতৃ দ্বয় সংগ্রামে দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক শমন সদনে গমন করিয়াছেন। আপনার সচিব বীর্য্যবান্ বৃষবর্ম্মা ভীমের হস্তে নিহত হইয়াছেন। অর্জ্জুন অযুত নাগের তুল্য

বল সম্পন্ন রাজা পৌরব এবং আপনার শ্যালক বৃষক ও অচলের প্রাণ নাশ করিয়াছেন। দ্বিসহস্র বসাতি, বহুসহস্র সংশপ্তক ও শ্রেণি এবং মহাবল পরাক্রান্ত শূরসেন, বর্ম্মধারী সমর দুর্ম্মদ অভীষাহ, বলবীর্য্য সম্পন্ন শিবি, সংগ্রাম নিপুণ কলিঙ্গ ও গোকুল সংবৃদ্ধ কোপন স্বভাব অপাবৃত্তক বীরগণও অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছেন। ওঘবান্ ও বৃহন্ত ইঁহারা দুই জন মিত্রের হিত সাধনার্থ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। ভীমসেন মহাবাহু মহাধনুর্দ্ধর শালুরাজ ও মহারথ ক্ষেমধূর্ত্তিরে, সাত্যকি অরাতিনিসূদন মহাবল জলসন্ধকে এবং ঘটোৎকচ রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে নিপাতিত করিয়াছেন। সূতপুত্র কর্ণ, তাঁহার মহারথ ভ্রাতৃগণ এবং কেকয়, মালব, মদ্রক, দ্রাবিড়, যৌধেয়, ললিত্থ, ক্ষুদ্রক, উশীনর, মাবেল্লক, তুণ্ডিকের, সাবিত্রীপুত্র, প্রাচ্য, উদীচ্য, প্রতীচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণ অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছেন। তিনি অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এবং ধ্বজ, আয়ুধ, বর্ম্ম ও বসন ভূষণ সম্পন্ন সুখ পরিবর্দ্ধিত বীরগণ ও পরস্পর বধাভিলাষী অমিতপরাক্রম যোধগণকে আক্রমণ পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছেন। হে মহারাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। কর্ণ ও অর্জ্জুনের সংগ্রামে অনেকেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। যে রূপ দেবরাজ বৃত্রাসুরকে, শ্রীরাম রাবণকে, কৃষ্ণ নরক ও মুরকে, পরশুরাম জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব সমবেত যুদ্ধদুর্ম্মদ কার্ত্তবীর্য্যকে, কার্ত্তিকেয় ত্রৈলোক্য মোহন মহাযুদ্ধে মহিষকে এবং রুদ্র অন্ধককে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন অমাত্য বান্ধবের সহিত কর্ণকে নিহত করিয়াছেন। যাহার উপর আপনার পুত্রগণের জয়াশা প্রতিষ্ঠিত ছিল; যে ব্যক্তি এই কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের মূল; পাণ্ডবগণ এ ক্ষণে সেই সূতপুত্রকে সংহার করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে আপনি হিতৈষী বন্ধুগণের হিতবাক্যে কর্ণপাত করেন নাই, সেই নিমিত্তই আপনার রাজ্যকামুক পুত্রগণের বিষম দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি পূর্ব্বে হিতৈষী লোকের অহিতাচরণ করিয়াছিলেন, এ ক্ষণে তাহার ফল ভোগের কাল সমুপস্থিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা আমাদিগের যে সমস্ত যোধগণকে সংহার করিয়াছে, তাহা কহিলে, এ ক্ষণে কৌরবগণ কর্ত্তৃক পাণ্ডব পক্ষের যে সমস্ত বীর নিহত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবীর ভীষ্মদেব অমাত্য ও বন্ধু বান্ধবগণ পরিবৃত মহাবল পরাক্রান্ত কুন্তিগণ এবং নারায়ণ, বালভদ্র প্রভৃতি শত শত শূরগণকে নিপাতিত করিয়াছেন। অর্জ্জুন তুল্য বলবীর্য্য সম্পন্ন সত্যজিৎ পুত্রসমবেত বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদ এবং যুদ্ধবিশারদ মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ সত্যসন্ধ দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। যে মহাবীর বালক হইয়াও সমরে অর্জ্জুন, বাসুদেব ও বলভদ্রের তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন, সেই মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু অসংখ্য শত্রু সংহার পূর্ব্বক পরিশেষে ছয় জন মহারথ কর্ত্তৃক পরিবৃত ও বিরথীকৃত হইয়া দুঃশাসন তনয়ের হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। অরাতি মর্দ্দন শ্রীমান অম্বষ্ঠতনয় মিত্রহিতার্থ অসংখ্য সেনা সমভিব্যাহারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বহুসংখ্যক বিপক্ষ সৈন্য সংহার পূর্ব্বক দুর্য্যোধনপুত্র লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন। মহাবীর দুঃশাসন রণবিশারদ কৃতাস্ত্র মহাধনুর্দ্ধর বৃহন্তকে, দ্রোণাচার্য্য

রণপণ্ডিত রাজা দণ্ডধার, মণিমান্ ও মহাবল পরাক্রান্ত সসৈন্য ভোজরাজ অংশুমানকে, সমুদ্রসেন সমুদ্র তীরবাসী চিত্রসেন ও তাঁহার পুত্রকে, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ অনূপবাসী নীল ও বীর্য্যবান্ ব্যাঘ্রদত্তকে, বিকর্ণ বিচিত্রযোধী চিত্রায়ুধকে, কেকয়রাজ কেকয় দেশীয় যোধগণে পরিবেষ্টিত বৃকোদর সম পরাক্রান্ত স্বীয় ভ্রাতারে এবং আপনার পুত্র দুর্ম্মুখ পর্ব্বতনিবাসী প্রতাপবান্ গদাযোধী জনমেজয়কে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রদীপ্ত গ্রহ দ্বয়ের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত রোচমান নামে ভ্রাতৃ দ্বয় দ্রোণসায়ক প্রভাবে সমরে নিপতিত হইয়াছেন।

হে মহারাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহু সংখ্যক ভূপতি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। অর্জ্জুনের মাতুল পুরুজিত্ ও কুন্তিভোজ এবং পাঞ্চালদেশীয় মিত্রধর্ম্মা ও ক্ষত্রধর্ম্মা দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। বসুদানপুত্র কাশিক যোধগণে পরিবৃত কাশিরাজ অভিভূরে নিপাতিত করিয়াছেন। বীর্য্যবান্ অমিতৌজা যুধামন্যু ও উত্তমৌজা শত শত অরাতি সংহার পূর্ব্বক পরিশেষে কৌরবগণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ শিখণ্ডিতনয় ক্ষত্রদেবকে, কৌরবেন্দ্র বাহ্লীক শস্ত্রধারী সেনাবিন্দু তনয়কে এবং মহাবীর দ্রোণ, মহারথ সুচিত্র ও তাঁহার পুত্র চিত্রবর্ম্মা এবং শিশুপাল পুত্র সুকেতু, মহাবীর সত্যধৃতি, বীর্য্যবান্ নদিরাশ্ব, পরাক্রান্ত সূর্য্যদত্ত, অরাতি মর্দ্দন বসুদান ও অন্যান্য পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণকে আক্রমণ পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছেন। পরমাস্ত্র বিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত মগধরাজ ভীষ্মের হস্তে নিহত হইয়া সংগ্রাম স্থলে শয়ান রহিয়াছেন। পর্ব্বসময়ের সমুদ্রের ন্যায় উদ্ধত মহাবীর বার্দ্ধক্ষেমি বিগতায়ুধ হইয়া নিহত হইয়াছেন। চেদিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু, মহাবীর সত্যধৃতি, কুরুশ্রেষ্ঠ বিপক্ষ দলন সেনাবিন্দু, পরাক্রান্ত শ্রেণিমান্ এবং বিরাট পুত্র মহারথ শঙ্খ ও উত্তর পাণ্ডব হিতার্থে সমরে দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। হে মহারাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক বীর দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আপনি আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যখন অস্মৎ পক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন, তখন আমাদের হতাবশিষ্ট সৈন্যগণও নিঃশেষিত হইবে। মহাবীর ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্য আমার কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আমার আর জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি। যে মহাবীর লক্ষ কুঞ্জর তুল্য বাহুবলশালী ছিল, সেই সমরশোভী সূতপুত্রও একবারে অদৃশ্য হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমাদের যে সমস্ত প্রধান প্রধান বীর নিহত হইয়াছে, তাহা কহিলে, এ ক্ষণে কে কে জীবিত আছে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। আজি তোমার মুখে অসাধারণ বলবীর্য্য সম্পন্ন বীরগণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে যাহারা জীবিত আছে, তাহাদিগকেও আমার মৃত বলিয়া বোধ হইতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! দ্বিজসত্তম দ্রোণাচার্য্য যাঁহারে বিশুদ্ধ চতুর্ব্বিধ মহাস্ত্র ও দিব্যাস্ত্র জাল প্রদান করিয়াছেন, সেই ক্ষিপ্রহস্ত দৃঢ়ায়ুধ বীর্য্যবান্ মহারথ অশ্বত্থামা এবং দ্বারকাবাসী হৃদিকাত্মজ ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা আপনাদের হিতার্থ সমরে সমবস্থিত রহিয়াছেন। যিনি

আপনার বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত ভাগিনেয় পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে কর্ণের তেজ নিরাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই শক্রসমানবীর্য্য দুরাধর্ষ আর্ত্তায়ননন্দন শল্য আপনাদের হিত সাধনার্থ যুদ্ধার্থী হইয়াছেন। মহাবীর গান্ধাররাজ আপনার হিতার্থ আজানীয়, সৈন্ধব, নদীজ, কাম্বোজ, বনায়ুজ ও পার্ব্বতীয়গণ সমভিব্যাহারে সংগ্রামস্থলে উপস্থিত রহিয়াছেন। চিত্রযোধী মহাবাহু কৃপ বিচিত্র শরাসন সমুদ্যত করিয়া এবং মহারথ কৈকয় রাজপুত্র সদশ্বও পতাকাযুক্ত রথে সমারূঢ় হইয়া আপনার হিত কামনায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। আপনার পুত্র পুরুমিত্র অনল ও সূর্য্য সদৃশ প্রভা সম্পন্ন রথে আরোহণ পূর্ব্বক মেঘরহিত গগনমণ্ডলে বিরাজমান সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। পুরুষ প্রধান রাজা দুর্য্যোধন অসংখ্য মাতঙ্গের মধ্যস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক মৃগেন্দ্রের ন্যায় এবং সুবর্ণময় বিচিত্র বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক হেমভূষিত রথে আরোহণ করিয়া অল্পধূম বহ্নির ন্যায় ও মেঘান্তরিত দিবাকরের ন্যায় রাজগণ মধ্যে বিরাজমান হইতেছেন। আপনার পুত্র অসিচর্ম্মপাণি সুষেণ ও সত্যসেন চিত্রসেনের সহিত মিলিত হইয়া আহ্লাদিত চিত্তে সমর বাসনায় অবস্থান করিতেছেন। মহাবীর ক্ষণভোজী, সুদর্শ, জরাসন্ধের প্রথম পুত্র অদৃঢ়, চিত্রায়ুধ, জয়, শ্রুতিবর্ম্মা, শল, সত্যব্রত ও দুঃশল ইঁহারা সংগ্রামার্থ প্রস্তুত রহিয়াছেন। শক্রঘাতন শূরাভিমানী রাজপুত্র কৈতব্যাধিপতি অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি সমভিব্যাহারে সমরে অবস্থান করিতেছেন। মহাবীর শ্রুতায়ু, ধৃতায়ুধ, চিত্রাঙ্গদ ও চিত্রসেন এবং কর্ণের পুত্র সত্যসন্ধ ইঁহারা সংগ্রামার্থ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সমরস্থলে সমবস্থিত রহিয়াছেন। মহাবীর কর্ণের আর দুই পুত্র অল্পবীর্য্য সম্পন্ন সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের প্রভূত সৈন্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী কুরুরাজ দুর্য্যোধন বিজয় কামনায় এই সমুদায় ও অন্যান্য অপরিমিত প্রভাবশালী শ্রেষ্ঠ যোধগণ সমবেত হইয়া প্রভূত মাতঙ্গ সৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, হে সঞ্জয়! অস্মৎপক্ষীয় যে যে বীরগণ বিপক্ষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জীবিত রহিয়াছে, তাহাদের নাম কীর্ত্তন করিলে। তুমি ইতি পূর্ব্বে মৃত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করাতেই আমি কোন্ কোন্ ব্যক্তি জীবিত রহিয়াছে, তাহা অবগত হইয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই রূপ বলিতে বলিতে শ্রেষ্ঠ বীরগণের বিনাশ ও সৈন্যের অল্পমাত্র অবশেষ বার্ত্তা শ্রবণ জনিত শোকে নিতান্ত ব্যাকুলিত ও মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া কহিলেন, হে সঞ্জয়! ক্ষণ কাল বিলম্ব কর, এই সুদারুণ অমঙ্গল সম্বাদ শ্রবণ করিয়া আমার মন নিতান্ত ব্যাকুলিত ও অঙ্গ সকল অবসন্ন হইয়াছে, আমি কোন ক্রমেই সুস্থির হইতে পারিতেছি না। কুরুরাজ সঞ্জয়কে এই কথা কহিয়া নিতান্ত উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর কর্ণ ও সমরে অপরাঙ্মুখ পুত্রগণকে নিহত শ্রবণ, আত্মীয় নাশ ও পুত্র বিয়োগ জনিত দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন; উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র অদ্ভুত ব্যাপারের ন্যায় নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, ভূত সংমোহন, সুমেরু সঞ্চরণের ন্যায়, মহামতি শুক্রাচার্য্যের বুদ্ধি বিভ্রমের ন্যায়, মহাবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রের শত্রু হস্তে পরাজয়ের ন্যায়, মহাতেজস্বী সূর্য্যের ভূতল পতনের ন্যায়, অনন্ত সলিল যুক্ত মহা সাগরের শোষণের ন্যায়, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও সলিলরাশির অত্যন্তাভাবের ন্যায় এবং পুণ্য ও পাপের বৈকল্যের ন্যায় নিতান্ত অদ্ভুত ও অশ্রদ্ধেয় কর্ণবিনাশ বৃত্তান্ত একান্ত মনে চিন্তা করিয়া, সর্ব্বনাশ হইল, অবশিষ্ট সৈন্যগণও বিনষ্ট হইবে বলিয়া স্থির করিলেন এবং শোকসন্তপ্ত চিত্তে শিথিল কলেবরে দীন ভাবে হা হতোস্মি বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাপ ও পরিতাপ করত কহিলেন, হায়! যাহার বল বিক্রম সিংহ ও মাতঙ্গের ন্যায় এবং স্কন্ধ ও চক্ষু বৃষভের ন্যায়; যাহার জ্যানির্ঘোষ তলধ্বনি ও শরবর্ষণ শব্দে রথী, অশ্ব ও মাতঙ্গগণ রণস্থলে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইত; যে বীর বৃষভের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত বৃষভের ন্যায় দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াও প্রতিনিবৃত্ত হইত না এবং জিগীষা পরবশ দুর্য্যোধন যাহার বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়াছে, সেই দুঃসহপরাক্রম পুরুষপ্রবর মহাবীর কর্ণ সহসা কিরূপে অর্জ্জুন শরে নিহত হইল? যে স্বীয় ভুজবীর্য্যে গর্ব্বিত হইয়া বাসুদেব, অর্জ্জুন এবং বৃষ্ণি বংশীয় ও অন্যান্য ভূপালগণকে লক্ষ্যই করিত না; যে বীর আমি কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের অন্যতরকে রথ হইতে নিপাতিত করিব বলিয়া রাজ্যলোলুপ লোভ মোহিত ভয়ার্ত্ত দুর্য্যোধনকে বারংবার আশ্বাস প্রদান করিত; যে মহাবীর দুর্য্যোধনের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত নিহত শরনিকরে কাম্বোজ, অবন্তি, কেকয়, গান্ধার, মদ্রক, মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত, অঙ্গণ, শক, পাঞ্চাল, বিদেহ, কুলিন্দ, কোশল, কাশি, সুহ্ম, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, নিষাদ, পুণ্ড্র, চীন, বৎস, তরল, অশ্বক ও ঋষিকদিগকে পরাজয় করিয়া আমাদের অধীন ও করপ্রদ করিয়াছিল; সেই দিব্যাস্ত্রবেত্তা সেনাপতি কর্ণ কিরূপে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইল। দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র ও মনুষ্যগণ মধ্যে কর্ণই শ্রেষ্ঠ; এই ত্রিলোকমধ্যে আর তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নাই। অশ্বগণ মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, ভূপালগণ মধ্যে বৈশ্রবণ, দেবগণ মধ্যে মহেন্দ্র ও শস্ত্রবর্ষীদিগের মধ্যে কর্ণই শ্রেষ্ঠ। তিনি দুর্য্যোধনের উন্নতির নিমিত্ত বলবীর্য্যশালী পার্থিবগণের সহিত সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। মগধরাজ জরাসন্ধ যাহারে মিত্রভাবে প্রাপ্ত হইয়া যাদব ও কৌরবগণ ব্যতিরেকে আর পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কে সমরে আহ্বান করিয়াছিলেন, আমি সেই মহাবীর কর্ণকে দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জ্জুনহস্তে নিহত শ্রবণ করিয়া সাগর মধ্যে বিদীর্ণ নৌকার ন্যায় ও সমুদ্রমধ্যস্থ প্লবহীন মনুষ্যের ন্যায় শোকার্ণবে নিমগ্ন হইতেছি। হে সঞ্জয়! যখন আমি ঈদৃশ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াও বিনষ্ট না হইলাম, তখন বোধ হইতেছে, আমার হৃদয় বজ্র অপেক্ষাও কঠিন ও দুর্ভেদ্য। হায়! আমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রগণের এই রূপ পরাভব শ্রবণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ না করে! আমি আর এই সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে পারি না; এ ক্ষণে বিষ ভক্ষণ, অগ্নি প্রবেশ বা পর্ব্বত শিখর হইতে পতন দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিবার বাসনা করি।

নবম অধ্যায়।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ বাক্য শ্রবণ

করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! সাধুগণ আপনারে কুল, যশ, শ্রী, তপস্যা ও বিদ্যাতে নহুষনন্দন যযাতির ন্যায় বোধ করিয়া থাকেন। আপনি শাস্ত্রজ্ঞান বিষয়ে মহর্ষিদিগের ন্যায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অতএব এ ক্ষণে আর শোক করিবেন না, ধৈর্য্যাবলম্বন করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যখন শালতরু সন্নিভ সূতনন্দন সমরে নিহত হইয়াছে, তখন দৈবই বলবান্; পুরুষকারে ধিক্, উহা কোন কার্য্যকারক নহে। মহারথ কর্ণ শরনিকরে অসংখ্য যুধিষ্ঠির সৈন্য ও পাঞ্চাল দেশীয় রথিগণকে নিপাতিত, দিক্ সকল তাপিত এবং বজ্রহস্ত বাসব যেমন অসুরগণকে মোহিত করেন তদ্রূপ পাণ্ডবগণকে বিমোহিত করিয়া কি রূপে বায়ুভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল? সূতপুত্রের নিধন নিতান্ত আশ্চর্য্যজনক। আমি কর্ণের নিধন ও অর্জ্জুনের জয় লাভ শ্রবণ করিয়া শোকসাগরের পার দর্শনে অসমর্থ হইয়াছি। আমার চিন্তা অতিশয় পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আর কোন ক্রমেই প্রাণ ধারণ করিতে ইচ্ছা হয় না। হে সঞ্জয়! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রসারময় ও দুর্ভেদ্য; নতুবা পুরুষ প্রধান কর্ণের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণে উহা কি নিমিত্ত বিদীর্ণ হইতেছে না? নিশ্চয়ই দেবতারা আমার সুদীর্ঘ পরমায়ু কল্পনা করিয়াছেন; সেই নিমিত্তই সূতপুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে যার পর নাই দুঃখিত হইয়াও জীবিত রহিয়াছি। হে সঞ্জয়! এই বন্ধুহীন হতভাগ্যের জীবনে ধিক্। অদ্য আমার এই গর্হিত দশা উপস্থিত হওয়াতে আমি নিতান্ত দীন ও সকলের শোচ্য হইলাম। পূর্ব্বে সকল লোকেই আমারে সৎকার করিত; এ ক্ষণে আমি শত্রু কর্ত্তৃক পরিভূত হইয়া কি রূপে জীবন ধারণ করি। মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের নিধনে আমি যারপর নাই দুঃখ ও ব্যসন প্রাপ্ত হইলাম। যখন সূতপুত্র নিহত হইয়াছে, তখন আমার সৈন্যগণও নিঃশেষিত হইল। যে মহাবীর কর্ণ আমার পুত্রগণকে সংগ্রামসাগর হইতে উত্তীর্ণ করিত; আজি সে অসংখ্য শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমরে নিহত হইয়াছে। সেই মহাবীর ব্যতীত আমার জীবনে প্রয়োজন কি? হায়! আজি সেই অধিরথনন্দন কর্ণ শরার্দ্দিত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া রথ হইতে বজ্রবিদারিত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায়, মত্ত মাতঙ্গ বিনিপাতিত কুঞ্জরের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইয়া ভূমণ্ডল সুশোভিত করিতেছে; যে মহাবীর মিত্রগণের অভয়প্রদ, আমার পুত্রগণের বল, পাণ্ডবগণের ভয়স্থান ও ধনুর্দ্ধরদিগের উপমা স্থল ছিল, সেই মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ এ ক্ষণে দেবরাজ বিদারিত পর্ব্বতের ন্যায় অর্জ্জুন শরে নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করিয়াছে। এ ক্ষণে দুর্য্যোধনের অভিলাষ পঙ্গুর গমনেচ্ছা, দরিদ্রের মনোভিলাষ ও তৃষিতের জলবিন্দুর ন্যায় কোন ফলোপধায়ক, হইল না। আমরা যেরূপ কার্য্য করিবার চিন্তা করি, তাহার বিপরীত কার্য্য হইয়া উঠে। অতএব দৈবই বলবান্ ও কাল নিতান্ত দুরতিক্রমণীয়।

হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুঃশাসন কি দীনাত্মা হীনপৌরুষের ন্যায় পলায়ন পরায়ণ হইয়া নিহত হইয়াছে? সে কি ক্ষত্রিয় প্রধান বীরগণের ন্যায় বীরত্ব প্রকাশ না করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে? মহামতি যুধিষ্ঠির বারংবার যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিল কিন্তু মূঢ়াত্মা দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের সেই ঔষধ সদৃশ হিতকর বাক্যে আস্থা প্রদর্শন করে নাই। মহাত্মা ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ান হইয়া অর্জ্জুনের নিকট পাণীয় প্রার্থনা করিলে পার্থ অবনি বিদারণ পূর্ব্বক জলধারা উত্তোলিত করিয়াছিল।

মহাবাহু শান্তনুনন্দন তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, বৎস! আর সংগ্রাম করিও না; আমার নিধনেই তোমাদের যুদ্ধের শেষ হউক। তুমি এ ক্ষণে সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক শান্তিলাভ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত ভ্রাতৃ ভাবে পৃথিবী ভোগ কর। হে সঞ্জয়! আমার পুত্র তৎকালে শান্তনুতনয়ের সেই বাক্যানুসারে কার্য্য না করিয়া এ ক্ষণে শোকসন্তপ্ত হইতেছে। হায়! দীর্ঘদর্শী মহাত্মা বিদুর পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছিলেন এ ক্ষণে তাহাই ঘটিতেছে। সর্ব্বনাশকর দুরোদর প্রভাবে আমার পুত্র ও অমাত্যগণ নিহত হইয়াছে; আমি নিতান্ত কৃচ্ছ্রে নিপতিত হইয়াছি। বালকগণ বিহঙ্গমের পক্ষ ছেদন পূর্ব্বক তাহারে পরিত্যাগ করিয়া তাড়ন করিতে আরম্ভ করিলে সে যেমন পক্ষ হীন ও গমনে অসমর্থ হইয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে, আমিও তদ্রূপ জ্ঞাতিবন্ধু হীন, অর্থবিহীন, নিতান্ত ক্ষীণ ও শত্রুগণের বশীভূত হইয়া যারপর নাই কষ্ট ভোগ করিতেছি! হায়! এখন কোথায় গমন করিব?

দশম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র শোকব্যাকুল ও বিষাদমগ্ন হইয়া এই রূপ বহুতর বিলাপ করত পুনর্ব্বার সঞ্জয়কে কহিলেন, বৎস! যে বীর দুর্য্যোধনের বৃদ্ধির নিমিত্ত সমুদায় কাম্বোজ, অম্বষ্ঠ, কৈকয়, গান্ধার ও বিদেহগণকে জয় করিয়া সমুদায় পৃথিবী বশীভূত করিয়াছিল, বাহুবল শালী পাণ্ডবগণ শরনিকর দ্বারা সেই কর্ণকে সমরে পরাজিত করিয়াছে। সেই মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনশরে নিহত হইলে অস্মৎ পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর সমরাঙ্গনে অবস্থান করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। সূতপুত্র পাণ্ডবশরে নিহত হইলে অস্মৎ পক্ষীয় বীরগণ ত তাহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে নাই? হে সঞ্জয়! যে বীর যে রূপে নিহত হইয়াছে, তুমি তাহা ইতিপূর্ব্বেই আমার নিকট বর্ণন করিয়াছ। দ্রুপদনন্দন শিখণ্ডী উৎকৃষ্ট শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রতিপ্রহার পরাঙ্মুখ ভীষ্মদেবকে নিপাতিত এবং মহাবীর বৃষ্টদ্যুম্ন মহাধনুর্দ্ধর ন্যস্তশস্ত্র যোগান্বিত দ্রোণাচার্য্যকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া খড়্গাঘাতে নিহত করিয়াছে। ঐ বীর দ্বয়ের মৃত্যু ছিদ্রান্বেষণতৎপর অরাতিগণের ছল প্রভাবেই সম্পাদিত হইয়াছে। ন্যায় যুদ্ধে বজ্রধর ইন্দ্রও উহাঁদিগকে সংহার করিতে সমর্থ নহেন। যাহা হউক, এ ক্ষণে, দিব্যাস্ত্রবর্ষী ইন্দ্রোপম মহাবীর কর্ণ কি রূপে মৃত্যুগ্রস্ত হইল, তাহা কীর্ত্তন কর। সুররাজ পুরন্দর যাহারে কবচ ও কুণ্ডল যুগলের বিনিময়ে কনক ভূষণ, অরাতি নিপাতন, দিব্য শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন; যাহার নিকট সুবর্ণ ভূষণ সর্পমুখ দিব্য শর বিদ্যমান ছিল; যে বীর ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণকে অবজ্ঞা করিয়া জামদগ্ন্যের নিকটে ভয়ঙ্কর ব্রহ্ম অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল; যে বীর শরপীড়িত দ্রোণপ্রমুখ বীরগণকে বিমুখ দেখিয়া শরনিকরে সৌভদ্রের শরাসন ছেদনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল; যে বীর অযুত নাগ তুল্য পরাক্রান্ত ও বজ্রের ন্যায় বেগবান ভীমসেনকে সহসা বলহীন করিয়া উপহাস করিয়াছিল; যে বীর নতপর্ব্ব শরনিকরে সহদেবকে নির্জ্জিত ও বিরথ করিয়া কেবল ধর্ম্মানুরোধে নিহত করে নাই; যে বীর ইন্দ্রশক্তি দ্বারা অশেষ মায়াবলম্বী জয়লিপ্সু রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে নিপাতিত করিয়াছে; এবং মহাবীর ধনঞ্জয় ভীত হইয়া যাহার সহিত এতাবৎ কাল দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই; সেই মহাবল পরা-

ক্রান্ত কর্ণ কি রূপে সংগ্রামে নিহত হইল ? তাহার রথ ভঙ্গ, শরাসন বিশীর্ণ বা অস্ত্র বিনষ্ট না হইলে সে কখনই অরাতিশরে নিপতিত হইত না। মহাবীর কর্ণ সমরে মহাচাপ বিঘূর্ণন পূর্ব্বক ভীষণ শর দিব্যাস্ত্র সমুদায় পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারে পরাজয় করা কাহার সাধ্য। হে সঞ্জয় ! তোমার মুখে কর্ণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তাহার শরাসন ছিন্ন বা রথ ভূতলগত অথবা অস্ত্র সমুদায় বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সমুদায়ের অন্যতর কারণ ব্যতীত আর কিছুতেই তাহার বিনাশের সম্ভাবনা নাই।

হে সঞ্জয় ! যে মহাত্মা, আমি অর্জ্জুনকে নিহত না করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিব না বলিয়া দৃঢ়ব্রত করিয়াছিল ; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাহার রণ নৈপুণ্য স্মরণে ভীত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর নিদ্রাগত হয় নাই ; যে বীরের বলবীর্য্য প্রভাবে আমার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের প্রেয়সী পাঞ্চালীরে বল পূর্ব্বক সভামধ্যে আনয়ন করিয়া পাণ্ডবগণ সমক্ষে দাসভার্য্যা বলিয়া, সম্বোধন করিয়াছিল ; যে বীর রোষাবিষ্ট হইয়া সভামধ্যে দ্রৌপদীরে হে বরবর্ণিনি ! তোমার ষণ্ডতিল সদৃশ পতিগণ আর বর্ত্তমান নাই ; অতএব অন্য কোন ব্যক্তিরে পতিত্বে বরণ কর বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, সেই সূতনন্দন কি রূপে শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে ? ঐ মহাবীর পূর্ব্বে দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিল, হে মহারাজ ! আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন। যদি সমরনিপুণ ভীষ্ম ও সদ্ধর্ম্মদ দ্রোণাচার্য্য পক্ষপাত প্রযুক্ত কৌন্তেয়গণকে নিপাতিত না করেন, তবে আমি উহাদের সকলকেই নিহত করিব। আমার স্নিগ্ধচন্দনদিগ্ধ শর সমরাঙ্গনে ধাবমান হইলে গাণ্ডীব শরাসন ও অক্ষয় তূণীর দ্বয় কি করিতে পারিবে ? যে মহাধনুর্দ্ধর এই রূপ আস্ফালন করিয়া দুর্য্যোধনকে আশ্বস্ত করিয়াছিল, সেই সূতপুত্র কি রূপে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে ? যে মহাবীর গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত শরনিকরের উগ্রতা অগ্রাহ্য করিয়া দ্রৌপদীরে হে পাঞ্চালি ! তুমি পতিহীনা হইয়াছ বলিতে বলিতে পাণ্ডবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল ; যে বীর বাহুবল প্রভাবে মুহূর্ত্ত কালও জনার্দ্দন ও সপুত্র পাণ্ডবগণ হইতে ভীত হয় নাই ; আমার মতে পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহারে সংগ্রামে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। অধিরথনন্দন কর্ণ মৌর্ব্বী স্পর্শ বা বর্ম্ম ধারণ করিলে কোন ব্যক্তি তাহার অগ্রে অবস্থান করিতে পারে ? বরং ভূমণ্ডল চন্দ্র, সূর্য্য ও বহ্নির অংশুবিহীন হইতে পারে কিন্তু সমরে অপরাঙ্মুখ কর্ণের বিনাশ কখনই সম্ভাবপর নহে।

আমার পুত্র দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন যে সূতপুত্র কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসনকে সহায় করিয়া বাসুদেবকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, বোধ করি, এ ক্ষণে তাহাদের উভয়কেই নিহত অবলোকন করিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইতেছে। হে সঞ্জয় ! দুর্য্যোধন দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কর্ণকে নিহত ও পাণ্ডবগণকে জয়যুক্ত দর্শন করিয়া কি কহিল ? বোধ করি, সে দুর্ম্মর্ষণ ও বৃষসেনকে নিহত, সৈন্য সমুদায়কে মহারথগণ কর্ত্তৃক ভগ্ন, ভূপতিগণকে পলায়নপরায়ণ এবং রথিগণকে বিদ্রুত অবলোকন করিয়া শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছে। হে সঞ্জয় ! দুর্ব্বিনীত, অভিমানী, দুর্ব্বুদ্ধি, অজিতেন্দ্রিয় দুর্য্যোধন পূর্ব্বে সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও ঐ সুমহান্ বৈরাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে। এ ক্ষণে সৈন্যগণকে ভগ্নোৎসাহ ও প্রধান প্রধান বীরগণের প্রায় সমুদায়কে নিহত দেখিয়া কি কহিল ? গান্ধাররাজ শকুনি পূর্ব্বে সন্তুষ্ট চিত্তে দ্যূতক্রীড়া করিয়া পাণ্ডব-

গণকে বঞ্চিত করিয়াছিল; এ ক্ষণে সে কর্ণকে নিহত অবলোকন করিয়া কি বলিল? সাত্বত বংশীয় মহারথ মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা কর্ণকে নিহত দেখিয়া কি কহিলেন? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যাঁহার নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে বাঞ্ছা করেন, সেই রূপযৌবন সম্পন্ন মহাযশস্বী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কর্ণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কি বলিলেন? আর ধনুর্ব্বেদ বিশারদ রথিসত্তম কৃপ, কর্ণের সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত রণদুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর মদ্ররাজ শল্য এবং যুদ্ধার্থ সমাগত অন্যান্য নৃপতিগণই বা কর্ণকে নিহত দেখিয়া কি কহিলেন?

হে সঞ্জয়! পূর্ব্বে নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর দ্রোণ নিহত হইলে কোন্ কোন্ বীর অংশক্রমে সেনামুখে অবস্থান করিয়াছিলেন? মহারথ মদ্ররাজ শল্য কি নিমিত্ত কর্ণের সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন? মহারথ সূতপুত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কোন্ কোন্ বীর তাঁহার দক্ষিণ চক্র, কে বাম চক্র এবং কাহারাই বা পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়াছিল? তৎকালে কোন্ কোন্ মহাবীর কর্ণকে পরিত্যাগ করে নাই এবং কাহারাই বা ক্ষুদ্রভাব অবলম্ব পূর্ব্বক তাহার সমীপ হইতে পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল? একত্র সমবেত কৌরবগণ সমক্ষে মহারথ কর্ণ কি রূপে নিহত হইল? মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ পাণ্ডবগণ সমরে সমাগত হইয়া কি রূপে জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শর বর্ষণ করিতে লাগিল? এবং মহাবীর কর্ণের সেই সর্পমুখ দিব্যশর কি নিমিত্ত তৎকালে ব্যর্থ হইয়া গেল? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

হে সঞ্জয়! যখন আমাদের প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছে, তখন আমি হতোৎসাহ অবশিষ্ট সৈন্যগণকেও নিঃশেষিত বোধ করিতেছি। মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ আমার নিমিত্ত প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমি কি রূপে জীবন ধারণ করিব? যাহার অযুত কুঞ্জরের তুল্য বাহুবল ছিল, এ ক্ষণে সেই কর্ণও পাণ্ডব কর্ত্তৃক নিহত হইল! আমি বারংবার আর এ রূপ ক্লেশ সহ্য করিতে পারি না। যাহা হউক, দ্রোণের নিধনানন্তর মহাবীর কর্ণ কৌরবগণের হিতার্থ পাণ্ডবগণের সহিত কি রূপ সংগ্রাম করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল, তাহা সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

একাদশ অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুরাজ! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্যের নিধন দিবসে মহারথ দ্রোণপুত্রের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ ও কৌরব সৈন্যগণ ইতস্তত ধাবমান হইলে মহাবীর অর্জ্জুন ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় সৈন্য সমুদায় রক্ষা করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে রণস্থলে অবস্থান ও স্বীয় সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে অবলোকন করিয়া পুরুষকার প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং স্বীয় ভুজবলে অনেক্ষণ পর্য্যন্ত জয়লাভ প্রহৃষ্ট পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করত পরিশেষে সন্ধ্যা সময় সমাগত সন্দর্শন করিয়া সমরে বিরত হইলেন। তখন কৌরবগণ সৈন্যগণের অবহার করিয়া স্বীয় শিবির মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সকলে সমবেত ও অতি রমণীয় আস্তরণ সমাবৃত মহার্হ পর্য্যঙ্কে আসীন হইয়া সুখ শয্যাধিরূঢ় অমরগণের ন্যায় পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে রাজা দুর্য্যোধন সুমধুর প্রিয় বচনে সেই সমস্ত মহা ধনুর্দ্ধরদিগকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন; হে ধীমান্ নরপালগণ! যাহা হইবার হইয়াছে, এ ক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে অবিলম্বে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এই রূপ কহিলে সিংহাসনাধিরূঢ় যুদ্ধার্থী নরপতিগণ বিবিধ চেষ্টা দ্বারা সমরাভিলাষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন বাক্যজ্ঞ মেধাবী আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা প্রাণত্যাগে উদ্যত নরপালগণের ইঙ্গিত অবগত হইয়া ও রাজা দুর্য্যোধনের বালার্ক সদৃশ মুখ মণ্ডল সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! পণ্ডিতেরা স্বামিভক্তি, দেশকালাদি সম্পত্তি, রণপটুতা ও নীতি এই কয়েকটীরে যুদ্ধের সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু এই সকল উপায়ে দৈববল অপেক্ষা করে। আমাদিগের যে সমস্ত দেবতুল্য লোকপ্রবীর মহারথগণ নীতিজ্ঞ, রণদক্ষ, প্রভুপরায়ণ ও নিয়ত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন; কিন্তু তন্নিবন্ধন জয়াশা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। সুনীতি প্রয়োগ করিলে দৈবকেও অনুকূল করা যাইতে পারে। অতএব আজি আমরা সর্ব্ব গুণান্বিত নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষেক করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিব। মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্র অস্ত্রবিশারদ, যুদ্ধদুর্ম্মদ ও অন্তকের ন্যায় অসহ্য। উনি অনায়াসে সমরাঙ্গনে শত্রুগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন।

হে মহারাজ! আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন আচার্য্যতনয়ের মুখে সেই পরম প্রিয় হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের নিধনের পর মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবে বলিয়া তাঁহার মনে মহতী আশা সঞ্জাত হইল। তখন তিনি আশ্বাসযুক্ত হইয়া বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক সুস্থির চিত্তে সূতপুত্রকে কহিলেন; হে কর্ণ! আমি তোমার বলবীর্য্য ও আমার সহিত পরম সৌহার্দ্দের বিষয় বিশেষ রূপে অবগত আছি; তথাপি তোমারে এই হিত কথা কহিতেছি; ইহা শ্রবণ করিয়া তোমার যাহা অভিরুচি হয় কর। তুমি বিজ্ঞতম এবং আমারও তোমা ভিন্ন আর গতি নাই। আমার সেনাপতি মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন। তুমি তাঁহাদিগের অপেক্ষা বলবান। অতএব তুমি সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হও। সেই মহাধনুর্দ্ধর দ্বয় বৃদ্ধ ও ধনঞ্জয়ের পক্ষ ছিলেন। আমি তোমার বাক্যানুসারেই তাঁহাদিগকে বীর বলিয়া গণনা করিতাম। মহাবীর ভীষ্ম পিতামহ বলিয়াই দশ দিবস পাণ্ডুতনয়গণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরিশেষে তুমি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেই ধনঞ্জয় শিখণ্ডীরে পুরোবর্ত্তী করিয়া মহাবীর ভীষ্মকে নিহত করিয়াছে। পিতামহ শরশয্যায় শয়ান হইলে তোমার বাক্যানুসারে দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, তিনিও শিষ্য বলিয়াই পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিতেন। যাহা হউক, আজি তিনিও ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইয়াছেন। হে কর্ণ! এ ক্ষণে তোমার সদৃশ অমিতপরাক্রম যোদ্ধা আর কাহারেও নয়নগোচর হয় না। তোমা হইতেই আমাদিগের জয় লাভ হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। তুমিই পূর্ব্বাপর আমাদিগের হিতসাধন করিতেছ। অতএব তুমি রণধুরন্ধর হইয়া আপনি আপনারে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত কর। কার্ত্তিকেয় যেমন সুরগণের সেনাপতি হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও কৌরবদিগের সেনাপতি হইয়া সৈন্যগণকে রক্ষা করত দৈত্যনিসূদন মহেন্দ্রের ন্যায় শত্রু নিপাতনে নিযুক্ত হও। দানবেরা পুরুষোত্তম বিষ্ণুরে অবলোকন করিয়া যেমন পলায়ন করিয়াছিল, তদ্রূপ মহারথ পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ তোমারে সমরে সমবস্থিত সন্দর্শন করিয়া অমাত্য সমভিব্যাহারে পলায়ন

করিবে। অতএব দিবাকর যেমন অভ্যুদিত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে গাঢ়ান্ধকার উচ্ছেদ করেন, তদ্রূপ তুমি মহতী সেনা লইয়া অরাতিগণকে নিপাতিত কর। অর্জ্জুন কখনই তোমার সমক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে পারিবে না।

মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কুরুরাজ! আমি পূর্ব্বেই তোমারে বলিয়াছি যে, পাণ্ডবগণকে তাহাদের পুত্রগণ ও জনার্দ্দনের সহিত পরাজিত করিব। যাহা হউক, এ ক্ষণে আমি তোমার সেনাপতি হইব, তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব তুমি প্রশান্তচিত্ত হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়া স্থির কর। হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ণ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং সুরপতি যেমন দেবগণের সহিত উত্থিত হইয়া কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিজয়াভিলাষী অন্যান্য ভূপালগণের সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সুবর্ণময় ও মৃণ্ময় পূর্ণ কুম্ভ, হস্তী গণ্ডার ও বৃষের বিষাণ, বিবিধ সুগন্ধি ঔষধ এবং সুসংভৃত অন্যান্য উপকরণ দ্বারা ক্ষৌমাচ্ছাদিত তাম্রময় আসনে আসীন মহাবীর কর্ণকে বিধি পূর্ব্বক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সেই বরাসন সমাসীন সূতপুত্রের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। অরাতিঘাতন কর্ণ এই রূপে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়া বিপ্রগণকে নিষ্ক, ধন ও গোসমূহ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ও বন্দিগণ কর্ণকে কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সূর্য্য যেমন সমুদিত হইয়া উগ্র কিরণজালে তমোরাশি ধ্বংস করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমি মহারণে অনুচরগণ সমবেত কৃষ্ণসহায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংহার কর। উলূকগণ যেমন সূর্য্যরশ্মি সন্দর্শনে অসমর্থ, তদ্রূপ কেশব সমবেত পাণ্ডবগণ ত্বন্নিক্ষিপ্ত শরনিকর অবলোকন করিতে কোন মতেই সমর্থ নহে। দানবগণ যেমন সংগ্রামে গৃহীতশস্ত্র পুরন্দরের অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই, তদ্রূপ পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ তোমার অগ্রে অবস্থান করিতে অক্ষম হইবে। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এই রূপে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া অমিতপ্রভা প্রভাবে দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। আপনার পুত্র কালপ্রেরিত দুর্য্যোধন কর্ণকে সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করিয়া আপনারে কৃতার্থ বোধ করিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র প্রাতঃকালে সৈন্যগণকে সমবেত হইতে আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক আপনার পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া তারকাসুর সংগ্রামে দেবগণে পরিবৃত স্কন্দের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন স্বয়ং সোদরের ন্যায় স্নিগ্ধ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক মহাবীর কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলে সূতপুত্র সৈন্যগণকে সূর্য্যোদয় সময়ে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্রেরা কর্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তূর্য্য প্রভৃতি বাদ্য বাদন পূর্ব্বক সৈন্যগণকে সুসজ্জিত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তখন রাত্রিশেষে আপনার সৈন্যমধ্যে সকলে সুসজ্জিত হও, সকলে সুসজ্জিত হও, সহসা এই শব্দ সমুদ্ভূত হইল। বৃহৎ বৃহৎ হস্তী, বন্ধুরযুক্ত, রথ সন্নদ্ধ তুরঙ্গ ও পদাতি সুসজ্জিত হওয়াতে এবং পরস্পর ত্বরাবান যোধ-

গণ চীৎকার করাতে গগনস্পর্শী ভীষণ শব্দ শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শ্বেত পতাকা পরিশোভিত নাগ কক্ষ কেতু সম্পন্ন বলাকাবর্ণ অশ্বসংযুক্ত বিমল আদিত্যসঙ্কাশ রথে আরূঢ় হইয়া স্বর্ণ বিভূষিত শঙ্খ প্রধ্মাপিত ও কনকমণ্ডিত কোদণ্ড বিধূনিত করিতে লাগিলেন। ঐ রথ হেমপৃষ্ঠ ধনু, তূণীর, অঙ্গদ, শতঘ্নী, কিঙ্কিনী, শক্তি, শূল ও তোমরাদি অস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল। হে মহারাজ! ঐ সময়ে কৌরবগণ মহাধনুর্দ্ধর মহারথ কর্ণকে ধ্বান্তনাশক উদয়োন্মুখ ভানুমানের ন্যায় রথে অবস্থিত অবলোকন করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য বীরগণের বিনাশদুঃখ একবারে বিস্মৃত হইলেন। তখন বীরবর সূতপুত্র শঙ্খ শব্দে যোধগণকে ত্বরান্বিত করত বিপুল কৌরব সৈন্য দ্বারা মকর ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া পাণ্ডবগণের পরাজয় বাসনায় তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। ঐ মকর ব্যূহের মুখে কর্ণ, নেত্রদ্বয়ে মহাবীর শকুনি ও মহারথ উলূক, মস্তকে অশ্বত্থামা, মধ্যেদেশে সৈন্যগণ পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন, গ্রীবায় তাঁহার সোদরগণ, বামপদে নারায়ণী সেনা পরিবৃত যুদ্ধদুর্ম্মদ কৃতবর্ম্মা, দক্ষিণ পদে মহাধনুর্দ্ধর ত্রিগর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যগণে পরিবেষ্টিত সত্য বিক্রম কৃপাচার্য্য, বাম পদের পশ্চাদ্ভাগে বিপুল সেনা পরিবৃত মদ্ররাজ শল্য, দক্ষিণ পদের পশ্চাদ্ভাগে সহস্র রথ ও তিন শত হস্তী সমবেত সত্যপ্রতিজ্ঞ সুষেণ এবং পুচ্ছদেশে মহাবল পরাক্রান্ত সসৈন্য রাজা চিত্র ও চিত্রসেন নামে সহোদর দ্বয় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ এই রূপে সমরে যাত্রা করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ভ্রাত! ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ বীরগণাভিরক্ষিত কৌরব সৈন্য সমুদায়কে কেমন শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছে। হে অর্জ্জুন! ধৃতরাষ্ট্র সৈন্যমধ্যে যে সকল প্রধান প্রধান বীর পুরুষ ছিল, তাহারা নিহত হইয়াছে; এ ক্ষণে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিরাই অবশিষ্ট আছে। সুতরাং নিশ্চয়ই তোমার জয় লাভ হইবে। তুমি যুদ্ধ করিলে আমার হৃদয় হইতে দ্বাদশ বর্ষ সংস্থিত শল্য সমুদ্ধৃত হয়। অতএব এ ক্ষণে তুমি আপনার ইচ্ছানুসারে ব্যূহ নির্ম্মাণ কর। হে মহারাজ! শ্বেতবাহন অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেই বাক্য শ্রবণানন্তর আপনাদিগের সৈন্য লইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। ব্যূহের বাম পার্শ্বে ভীমসেন, দক্ষিণ পার্শ্বে মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন, মধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ধনঞ্জয় এবং যুধিষ্ঠিরের পৃষ্ঠদেশে নকুল ও সহদেব অবস্থান করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন পালিত চক্ররক্ষক পাঞ্চাল দেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমৌজা ধনঞ্জয়ের সমীপে সমবস্থিত হইলেন। অবশিষ্ট বর্ম্মধারী ভূপালগণ স্ব স্ব উৎসাহ ও যত্ন অনুসারে অংশ ক্রমে সেই ব্যূহ মধ্যে অবস্থান করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে উভয় পক্ষের ব্যূহ নির্ম্মাণ হইলে মহাধনুর্দ্ধর কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থ সমুৎসুক হইলেন। বন্ধু বান্ধব সমবেত রাজা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকৃত ব্যূহ দর্শন করিয়া পাণ্ডবগণকে নিহত বোধ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও স্বীয় সৈন্যগণকে ব্যূহিত দেখিয়া কর্ণ সমবেত দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণকে নিহত বিবেচনা করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, দুন্দুভি, ডিণ্ডিম ও ঝর্ঝর প্রভৃতি বাদিত্র সকল চতুর্দ্দিকে বাদিত হইতে লাগিল। ঐ সময় জয়গৃধ্নু শূরগণের সিংহনাদ, অশ্বগণের হ্রেষারব, মাতঙ্গের বৃংহিত ধ্বনি ও রথ নেমির ঘোর নিস্বন শ্রবণগোচর হইল। মহাধনুর্দ্ধর বর্ম্মধারী কর্ণকে ব্যূহমুখে নিরী-

ক্ষণ করিয়া কৌরব পক্ষীয় কোন ব্যক্তিই দ্রোণবধ জনিত দুঃখ অনুভব করিল না। তখন সেই প্রহৃষ্ট নরসঙ্কুল উভয় পক্ষীয় সৈন্য পরস্পর বিনাশার্থ যুদ্ধে কৃতসংকল্প হইল। ঐ সময় কর্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত সৈন্য মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্য সমুদায় নৃত্য করিতেছে। এই রূপে সৈন্যগণ পরস্পর মিলিত হইলে যুদ্ধার্থী বীরগণ ব্যূহের পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে নির্গত হইতে লাগিলেন। অনন্তর পরস্পর নিধনে প্রবৃত্ত হস্তী, অশ্ব ও রথিগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তখন সেই প্রহৃষ্ট হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যে সঙ্কুল দেবাসুর সৈন্য সদৃশ কুরু পাণ্ডব পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল। উগ্রবিক্রম রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিগণ পরস্পরের প্রাণ ও পাপ নাশার্থ পরস্পরের প্রতি আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। প্রধান প্রধান যোধগণ অর্দ্ধচন্দ্র, ভল্ল, ক্ষুরপ্র, অসি, পট্টিশ ও পরশু দ্বারা পূর্ণচন্দ্র ও সূর্য্যের সদৃশ কান্তি এবং পদ্মতুল্য গন্ধযুক্ত নরমস্তক ছেদন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। মহাবাহু বীরগণের রক্তাঞ্জলিযুক্ত আয়ুধ ও বাহু সমুদায় বিপক্ষ পক্ষীয় বীরগণের শরনিকরে ছিন্ন ও নিপতিত হইয়া গরুড়বিধ্বস্ত পঞ্চাস্য ভুজঙ্গ সমুদায়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পুণ্য ক্ষয় হইলে স্বর্গবাসিগণ যেমন বিমান হইতে পতিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ বীরগণ শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া হস্তী, রথ ও অশ্ব সমুদায় হইতে ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অনেকে গুরুতর গদা, পরিঘ ও মুষল সমুদায়ের আঘাতে বিপক্ষ পক্ষীয় বীরগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সেই ভয়ঙ্কর সঙ্কুল যুদ্ধে রথিগণ রথিগণকে, মত্ত মাতঙ্গগণ মত্ত মাতঙ্গদিগকে ও অশ্বারূঢ়গণ অশ্বারূঢ়দিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। অনেক বার পদাতিগণ রথীদিগের, রথিগণ পদাতিদিগের এবং পদাতিগণ অশ্বারোহীদিগের শরে নিপতিত হইলেন। কখন বা নাগগণ রথী অশ্বারোহী ও পদাতিগণকে, পদাতিগণ রথী, অশ্বারোহী ও হস্ত্যারোহীদিগকে, অশ্বগণ রথ, পদাতি ও হস্তিগণকে এবং রথিগণ পদাতি ও মাতঙ্গগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। পদাতি, অশ্বারোহী ও রথিগণ এই রূপে বিপক্ষ পক্ষীয় পদাতি, অশ্বারোহী ও রথিগণের হস্ত, পাদ, রথ ও বিবিধ অস্ত্র ছিন্ন করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই সেনাগণ পরস্পরের শরে নিপীড়িত হইলে মহাবীর বৃকোদর দ্রাবিড় সৈন্য পরিবৃত দৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর তনয়গণ, প্রভদ্রকগণ, সাত্যকি ও চেকিতান এবং ব্যূহাবৃত পাণ্ড্য, চোল ও কেরলগণ সমভিব্যাহারে আমাদের সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন বিশালবক্ষ, দীর্ঘভুজ, উন্নত, পৃথুলোচন, অংপীড়শোভিত, রক্তদন্ত, মত্তমাতঙ্গবিক্রম, বিচিত্র বসনান্বিত, গন্ধচূর্ণাবৃত, বদ্ধখড়্গ, পাশহস্ত, উভয় পক্ষীয় হস্ত্যারোহী ও যুদ্ধপ্রিয়, চাপতূণীরধারী দীর্ঘকেশ, পরাক্রান্ত পদাতি এবং ঘোররূপ পরাক্রান্ত ভীষণ অশ্বারোহিগণ মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর সংগ্রাম করিতে লাগিল। চেদি, পাঞ্চাল, কেকয়, কক্ষষ, কোশল, কাঞ্চি ও মগধ দেশীয় বীরগণ মহাবেগে সমরে ধাবমান হইল। তাহাদিগের রথী, নাগ ও প্রধান প্রধান পদাতি সকল বিবিধ বাদ্যোদ্যমে হৃষ্ট

হইয়া হাস্যবদনে নৃত্য করিতে লাগিল। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহামাত্রগণে পরিবেষ্টিত ও গজারূঢ় হইয়া সৈন্য মধ্য হইতে কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার যথাবিধানে বিভূষিত উগ্রতর মাতঙ্গ উদিতভাস্কর উদয়াচলের অগ্রভাগের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। গজবরের অপূর্ব্ব রত্ন বিভূষিত লৌহ নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট বর্ম্ম শরৎকালীন নক্ষত্রমণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন তোমরহস্তে সেই মাতঙ্গে অবস্থান পূর্ব্বক মধ্যাহ্ন কালীন দিবাকরের ন্যায় তেজঃপ্রভাবে রিপুগণকে তাপিত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় গজারূঢ় ক্ষেমধূর্ত্তি দূর হইতে সেই গজবরকে অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট মনে তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর সেই দ্রুমবান্ মহাপর্ব্বত দ্বয়ের সদৃশ মহাকায় মাতঙ্গ দ্বয়ের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুঞ্জর দ্বয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে গজারোহী বীর দ্বয়ও তীক্ষ্ণ সূর্য্যরশ্মি সদৃশ তোমর দ্বারা পরস্পরকে আহত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তৎপরে উভয়ে হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক মণ্ডলাকারে বিচরণ করত পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহাদিগের সিংহনাদ, আস্ফোটন ও শর শব্দে আহ্লাদিত হইল। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বীর দ্বয় বায়ুবিকম্পিত পতাকাযুক্ত উদ্যতশুণ্ড মাতঙ্গ দ্বয় দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগলেন এবং পরিশেষে পরস্পর পরস্পরের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক বর্ষাকালীন বারিবর্ষী জলদ দ্বয়ের ন্যায় শক্তি ও তোমর বর্ষণ করত গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে এক তোমরাঘাত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করত পুনরায় অতি বেগে ছয় তোমরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলে ক্রোধ প্রদীপ্ত ভীমসেন সেই অঙ্গস্থিত সপ্ত তোমর দ্বারা সপ্তাশ্বযুক্ত দিবাকরের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং যত্ন পূর্ব্বক অরাতির প্রতি এক ভাস্কররর্ণ লৌহময় তোমর নিক্ষেপ করিলেন। কুলূতাধিপতি ক্ষেমধূর্ত্তি শরাসন আকর্ষণ করিয়া দশ শরে সেই তোমর ছেদন পূর্ব্বক ছয় শরে ভীমকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন এক মেঘগভীর নিঃস্বন শরাসন গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ করত শরনিকর নিপাতে অরাতির কুঞ্জরকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। হস্তী ভীমসেনের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত জলধরের ন্যায় সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল। যন্তা অশেষ প্রকার যত্ন করিয়াও তাহারে স্থির করিতে পারিল না। তখন পবনপরিচালিত পয়োধর যেরূপ জলদের অনুগমন করে, তদ্রূপ ভীমসেনের মাতঙ্গ সেই কুঞ্জরের অনুগমন করিতে লাগিল। প্রবলপ্রতাপ ক্ষেমধূর্ত্তি তদ্দর্শনে স্বীয় বারণকে নিবারণ পূর্ব্বক অভিমুখাগত ভীম মাতঙ্গকে বাণবিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন আনতপর্ব্ব ক্ষুর দ্বারা ক্ষেমধূর্ত্তির শরাসন ছেদন করিয়া মাতঙ্গের সহিত তাঁহারে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি তদ্দর্শনে রোষভরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া নারাচ দ্বারা তাঁহার মাতঙ্গের সমুদায় মর্ম্মস্থল ভেদ করিলেন। গজরাজ ক্ষেমধূর্ত্তির ভীষণ শরাঘাতে ভূতলে নিপতিত হইল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন গজনিপতনের পূর্ব্বেই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিও ঐ সময় গদাঘাতে ক্ষেমধূর্ত্তির হস্তীরে পোথিত করিয়া ফেলিলেন! তখন মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি সেই নিহত নাগ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আয়ুধ উদ্যত

করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। রণ-বিশারদ বৃকোদর তাঁহার উপরেও গদাঘাত করিলেন। খড়্গধারী মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি ভীমসেনের সেই গদাঘাতেই গতাসু ও গজসমীপে নিপতিত হইয়া বজ্রভগ্ন অচলের সমীপস্থ বজ্রহত সিংহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার সৈন্য সকল সেই কুলূতকুলতিলক ক্ষেমধূর্ত্তিরে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর কর্ণ নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা পাণ্ডব সেনাগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও কোপাবিষ্ট হইয়া কর্ণের সম্মুখে কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সূতপুত্র সূর্য্যরশ্মি সমপ্রভ কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত নারাচাস্ত্র দ্বারা পাণ্ডব সেনাগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ কর্ণের নারাচ প্রহারে ম্লান ও অবসন্ন হইয়া ভীষণ শব্দ করত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! এই রূপে পাণ্ডব সেনাগণ সূতপুত্র কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে মহাবীর নকুল মহারথ কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীমসেন দুষ্কর কার্য্যকারী অশ্বত্থামারে ও সাত্যকি কেকয় দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দকে নিবারণ করিলেন। তখন রাজা চিত্রসেন, সমাগত শ্রুতকর্ম্মার প্রতি, প্রতিবিন্ধ্য বিচিত্রধ্বজ শরাসন শোভিত চিত্রের প্রতি, দুর্য্যোধন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের প্রতি ও ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ সংশপ্তকগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বৃষ্টদ্যুম্ন কৃপাচার্য্যের সহিত, অপরাজিত শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মার সহিত, মহাবীর শ্রুতকীর্ত্তি শল্যের সহিত এবং প্রতাপশালী মাদ্রীসুত সহদেব আপনার পুত্র দুঃশাসনের সহিত মিলিত হইলেন। ঐ সময় কেকয় দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সাত্যকিরে এবং সাত্যকিও ঐ বীর দ্বয়কে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। নাগ দ্বয় যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের উপর দন্তাঘাত করে, তদ্রূপ কেকয় দেশীয় ভ্রাতৃ দ্বয় যুযুধানের বক্ষঃস্থলে দৃঢ়তর শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি হাস্য করত শর বর্ষণে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। বীর দ্বয় সাত্যকির শরে নিবারিত হইয়া ক্রোধভরে শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার রথ আবৃত করিয়া ফেলিলেন। মহাযশস্বী শিনিপুঙ্গব তদ্দর্শনে সেই বীর দ্বয়ের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সুতীক্ষ্ণ শরজালে নিবারণ করিলেন। তখন তাঁহারা সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া সাত্যকিরে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করত সংগ্রামে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কঙ্কপত্রান্বিত স্বর্ণ মণ্ডিত শরজাল দশ দিক্ আলোকময় করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। ভ্রাতৃ দ্বয়ের শরনিকরে কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সংগ্রাম ভূমি তিমিরাচ্ছন্ন হইল। অনন্তর সাত্যকি সেই ভ্রাতৃ দ্বয়ের ও তাঁহারা সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুদ্ধদুর্ম্মদ যুযুধান সত্বরে অন্য চাপ গ্রহণ পূর্ব্বক জ্যাযুক্ত করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা অনুবিন্দের মস্তক ছেদন করিলেন। সমরনিহত শম্বরাসুরের মস্তক যেরূপ ভূমিসাৎ হইয়াছিল, তদ্রূপ সেই অনুবিন্দের কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে কেকয়গণের শোকের আর পরিসীমা রহিল না।

তখন মহারথ বিন্দ ভ্রাতার নিধন দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক শরনিকরে সাত্যকিরে নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহারে

স্বর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করত পুনরায় তাঁহার বাহু ও উরুদেশে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি বিন্দের শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত কলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন তিনি হাস্য করত সত্বরে পঞ্চবিংশতি বাণে কেকয়কে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের উৎকৃষ্ট কোদণ্ড দ্বিখণ্ড এবং অশ্বগণ ও সারথিরে নিহত করিয়া ফেলিলেন, পরিশেষে রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত চন্দ্র ভূষিত চর্ম্ম ও অসি গ্রহণ করিয়া মণ্ডলাকারে বিচরণ করত অবিলম্বে অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের বিনাশে সাতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। দেবাসুর সংগ্রামে খড়্গধারী জম্ভাসুর ও পুরন্দরের যেরূপ শোভা হইয়াছিল, এ ক্ষণে মহাবীর সাত্যকি ও বিন্দ খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক সেই রূপ শোভা ধারণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর সাত্যকি খড়্গাঘাতে কেকয়রাজের চর্ম্ম দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কেকয়রাজও যুযুধানের শত শত তারাসঙ্কুল চর্ম্ম ছেদন করিয়া কখন মণ্ডলাকারে বিচরণ এবং কখন বা গমন ও প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সত্বরে বজ্রহস্তে সেই রণচারী করবারিধারী কেকয়রাজকে দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বর্ম্মধারী মহাধনুর্দ্ধর কৈকেয় শরাঘাতে ছিন্ন হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! মহারথ সাত্যকি এই রূপে কেকয়রাজ বিন্দকে নিহত করিয়া সত্বরে যুধামন্যুর রথে আরোহণ করিলেন এবং তৎপরে যথাবিধি সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরূঢ় হইয়া পুনরায় সুতীক্ষ্ণ শরনিপাতে কেকয় সৈন্যগণকে বিদলিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ যুযুধানের শরাঘাতে ব্যথিত হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চারি দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা কোপাবিষ্ট হইয়া পঞ্চাশৎ শরে মহীপতি চিত্রসেনকে আহত করিলেন। তখন অভিসারাধিপতি চিত্রসেন নতপর্ব্ব নয় বাণে শ্রুতকর্ম্মারে নিপীড়িত ও পাঁচ বাণে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত নারাচাস্ত্র দ্বারা সেনাগ্রবর্ত্তী চিত্রসেনের মর্ম্ম ভেদ করিলেন। মহাবীর চিত্রসেন শ্রুতকর্ম্মা নিক্ষিপ্ত নারাচাস্ত্রে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া বিচেতন ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় মহাযশস্বী শ্রুতকীর্ত্তি নবতি শরে শ্রুতকর্ম্মারে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর মহারথ চিত্রসেন সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভল্ল দ্বারা শ্রুতকর্ম্মার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শ্রুতকর্ম্মা সুবর্ণভূষণ অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক চিত্রসেনের বিচিত্র রূপ করিয়া দিলেন। চিত্রমাল্যধর যুবা চিত্রসেন ভূপতি শ্রুতকর্ম্মার শরে সমাবৃত হইয়া গোষ্ঠীমধ্যস্থ মহাবৃষভের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন তিনি থাক্ থাক্ বলিয়া নারাচ দ্বারা শ্রুতকর্ম্মার বক্ষঃস্থল বিদারণ করিলেন। শ্রুতকর্ম্মা চিত্রসেন নিক্ষিপ্ত নারাচের আঘাতে গৈরিক বর্ণ রুধির ক্ষরণ করত শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া গৈরিক ধাতুধারাস্রাবী অচলের ন্যায়, কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি চিত্রসেনের শত্রুবারণ শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে তিন শত নারাচে সমাচ্ছন্ন ও শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া এক সুশাণিত

ভল্ল দ্বারা তাঁহার শিরস্ত্রাণ সুশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। চিত্রসেনের মস্তক গগনমণ্ডল হইতে যদৃচ্ছাক্রমে ভূতলে নিপতিত চন্দ্রমার ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। সৈনিকগণ তাঁহারে নিহত দেখিয়া মহাবেগে ইতস্তত ধাবমান হইল। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর শ্রুতকর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট প্রেতরাজ যেমন প্রলয় কালে ভূতগণকে সংহার করেন, তদ্রূপ রোষাবিষ্ট হইয়া শরনিকর নিপাতে সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলে সৈন্যগণ একান্ত নিপীড়িত হইয়া দাবানলদগ্ধ গজযূথের ন্যায় চারি দিকে ধাবমান হইল। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা তাহাদিগকে শত্রু পরাজয়ে নিরুৎসাহ দেখিয়া তাহাদের উপর অনবরত সুশাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য চিত্রকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও তিন বাণে সারথিরে বিদ্ধ করিলে মহাবাহু চিত্র প্রতিবিন্ধ্যের বাহু ও উরুদেশে কঙ্কপত্রবিরাজিত, শাণিতাগ্র, সুবর্ণপুঙ্খ নয় ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য শরনিপাতে চিত্রের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার প্রতি নিশিত পাঁচ শর প্রয়োগ করিলেন। বীরবর চিত্র প্রতিবিন্ধ্যের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্ণঘণ্টা সমাযুক্ত অগ্নিশিখা সদৃশ এক ভীষণ শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য সেই মহোল্কা সন্নিভ শক্তি সমাগত, সন্দর্শন করিয়া অবলীলাক্রমে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই চিত্রবিক্ষিপ্ত বিচিত্র শক্তি প্রতিবিন্ধ্য শরে দ্বিধা ছিন্ন হইয়া যুগান্তকালীন সর্ব্বভূত ত্রাসজনন অশনির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবীর চিত্র আপনার শক্তি ব্যর্থ নিরীক্ষণ করিয়া সুবর্ণজালজড়িত এক মহাগদা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। গদা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র প্রতিবিন্ধ্যের অশ্ব, সারথি ও রথ চূর্ণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। ইত্যবসরে মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া চিত্রের উপর এক কনকবিভূষিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু চিত্র সহসা সেই শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলে শক্তি তাঁহার দক্ষিণ বাহু বিদারণ পূর্ব্বক অশনির ন্যায় সমরাঙ্গন উদ্ভাসিত করিয়া নিপতিত হইল। তখন মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে এক সুবর্ণভূষিত তোমর গ্রহণ পূর্ব্বক চিত্রের বিনাশ বাসনায় তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তোমর চিত্রের বর্ম্ম ও হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বিল প্রবেশোদ্যত ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় মহাবেগে ধরাতলে নিপতিত হইল। মহারাজ চিত্র প্রতিবিন্ধ্যের তোমরে সমাহত হইয়া পরিঘাকার পীন বাহুযুগল প্রসারণ পূর্ব্বক রণ শয্যায় শয়ান হইলেন। কৌরব সৈন্যগণ চিত্ররাজকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি ধাবমান হইয়া কিঙ্কিণী সমাযুক্ত শতঘ্নী ও বিবিধ বাণ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মেঘ যেমন সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন মহাবাহু প্রতিবিন্ধ্য অসুরসৈন্য নিসূদন বজ্রধরের ন্যায় সেই সৈন্যগণকে শরনিকর নিপাতে নিপীড়িত ও বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ প্রতিবিন্ধ্য শরে বিদ্ধ হইয়া বায়ুবেগ সঞ্চালিত ঘনঘটার ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! এই রূপে কৌরব সৈন্যগণ চারি দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে অশ্বত্থামা একাকী অবিলম্বে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের

অভিমুখে গমন করিলেন। তখন দেবাসুর সংগ্রাম সময়ে বৃত্রাসুর ও পুরন্দরের যে রূপ সংগ্রাম হইয়া ছিল, তদ্রূপ সেই বীর দ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

ষোড়শ অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা ত্বরান্বিত হইয়া অস্ত্রলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক ভীমসেনকে প্রথমত নিশিত শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার মর্ম্মস্থলে তীক্ষ্ণ নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন দ্রোণপুত্রের নিশিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও রশ্মিমান সূর্য্যের ন্যায় সুশোভিত হইয়া অশ্বত্থামার প্রতি সহস্র শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণকুমার ও শরনিকরে তাঁহার শরজাল সংহার পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে বৃকোদরের ললাটে নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই দ্রোণপুত্র নিক্ষিপ্ত নারাচ ললাটে দেশে ধারণ করিয়া অরণ্যচারী মত্ত গণ্ডকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়াই যেন অশ্বত্থামার ললাটে তিন নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। আচার্য্যপুত্র সেই ললাটস্থ নারাচত্রয় দ্বারা বর্ষাভিষিক্ত ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি ভীমসেনের উপর বারংবার শত শত শর নিক্ষেপ করিয়াও বায়ু যেমন পর্ব্বতকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ সেই মহাবীর পাণ্ডুতনয়কে কোনক্রমে কম্পিত করিতে পারিলেন না। ভীমসেনও শত শত নিশিত শরে অশ্বত্থামারে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এই রূপে সেই রথারূঢ় মহারথ দ্বয় শরনিকরে পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করত পরস্পর কিরণাভিতাপিত লোকক্ষয় কর দীপ্যমান সূর্য্য দ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর প্রতিকারার্থ যত্নবান হইয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করত দংষ্ট্রায়ুধ ব্যাঘ্র দ্বয়ের ন্যায় সেই মহারণে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ বীর দ্বয় প্রথমত পরস্পরের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে পরস্পরের শরজাল নিরাকৃত করিয়া মেঘজাল নির্ম্মুক্ত মঙ্গল ও বুধগ্রহের ন্যায় শোভমান হইলেন।

এই রূপে সেই সংগ্রাম অতি দারুণ হইলে মহাবীর অশ্বত্থামা বৃকোদরকে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ করিয়া মেঘ যেমন পর্ব্বতকে বারিধারায় সমাচ্ছন্ন করে তদ্রূপ তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ভীমসেনও শত্রুর বিজয় লক্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া তথা হইতেই তাঁহার প্রতীকার করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই বীর দ্বয় বিবিধ মণ্ডল ও গতি প্রত্যাগতি প্রদর্শন পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন বিসৃষ্ট শরনিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত করিয়া পরস্পরের বিনাশ বাসনায় পরস্পরকে বিরথ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা মহাস্ত্র সমুদায় প্রাদুর্ভূত করিলেন। মহাবীর ভীমসেন অস্ত্র দ্বারা সেই মহাস্ত্র সকল সংহার করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে প্রজা সংহারের নিমিত্ত যেমন গ্রহযুদ্ধ হইয়াছিল, এ ক্ষণে সেই বীরদ্বয়ের তদ্রূপ অস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই বীর দ্বয় বিসৃষ্ট শর সমুদায় দিক্ সকল দ্যোতিত করিয়া আপনার সৈন্য মধ্যে নিপতিত হইতে লাগিল। আকাশমণ্ডল এককালে শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনমণ্ডল প্রলয় কালীন উল্কাপাতে সমাবৃত হইয়াছে। সেই বীর

দ্বয়ের পরস্পরের বাণঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গময় দীপ্তশিখ হুতাশন সমুত্থিত হইয়া উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে সিদ্ধগণ সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন যে, এই যুদ্ধ সমুদায় যুদ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বে যে সকল যুদ্ধ হইয়াছে, তৎসমুদায় ইহার ষোড়শাংশের একাংশও নহে। এ রূপ যুদ্ধ আর কুত্রাপি হইবে না। এই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ইঁহারা উভয়েই জ্ঞানসম্পন্ন, শৌর্য্য সমাযুক্ত ও উগ্র পরাক্রম। মহাবীর ভীমসেন ভীমপরাক্রম এবং অশ্বত্থামা অস্ত্রে কৃতবিদ্য। ইঁহারা কি বীর্য্যশালী! এই বীর দ্বয় কালান্তক যম দ্বয়ের ন্যায়, রুদ্র দ্বয়ের ন্যায় ও ভাস্কর দ্বয়ের ন্যায় ঘোররূপে সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতেছেন। হে মহারাজ! সিদ্ধগণের বারংবার এই রূপ বাক্য শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ঐ সময় সমর দর্শনার্থ সমাগত দেবগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধ ও চারণগণ সেই বীর দ্বয়ের অদ্ভুত অচিন্ত্য কার্য্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং দেব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ অশ্বত্থামা ও ভীমসেনকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তখন সেই ক্রোধাবিষ্ট বীর দ্বয় নয়ন বিষ্ফারণ পূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা রোষারুণনেত্র ও স্ফুরিতাধর হইয়া অধর দংশন পূর্ব্বক বারিধারাবর্ষী সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায় শর ও অস্ত্র বর্ষণ করত পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং পরিশেষে পরস্পরের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ বিদ্ধ করত পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মহাবীর দ্বয় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের বিনাশ বাসনায় ভীষণ বাণ দ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বাণ দ্বয় সেনামুখে দ্যোতমান হইয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর্য্য বীর দ্বয়কে আহত করিল। তখন তাঁহারা পরস্পরের শরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রথোপরি অবসন্ন হইলেন। ঐ সময়ে দ্রোণতনয়ের সারথি তাঁহারে অচেতন অবলোকন করিয়া সর্ব্ব সৈন্য সমক্ষে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। ভীমসারথি বিশোকও শত্রুতাপন বৃকোদরকে বারংবার বিহ্বল হইতে দেখিয়া রথ লইয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হইল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সংশপ্তকগণ ও অশ্বত্থামার সহিত অর্জ্জুনের এবং অন্যান্য মহীপালগণের সহিত পাণ্ডবদিগের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শত্রুগণের সহিত কৌরব পক্ষীয় বীরগণের যেরূপ দেহ ও পাপবিনাশন সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া অর্ণবকে যেরূপ সংক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিক্ষোভিত করত নিশিত ভল্ল দ্বারা বীরগণের মনোহর নেত্র, ভ্রূ ও দশন যুক্ত পূর্ণচন্দ্র সন্নিভ বিনাল নলিন সদৃশ মস্তক সমুদায় ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে বিকীর্ণ করিলেন। তাঁহার সুশাণিত ক্ষুর সমুদায় দ্বারা বীরগণের অগুরুচন্দনাক্ত, আয়ুধ ও তলত্রাণ সম্বলিত, পঞ্চাস্য ভুজগ সদৃশ বিশাল বাহু সকল নিকৃত্ত, ভল্ল দ্বারা এক কালে অসংখ্য অশ্ব, অশ্বারূঢ়, সারথি, ধ্বজ, শরাসন, শর ও রত্নাভরণ যুক্ত হস্ত ছিন্ন এবং নিশিত সায়ক নিকর দ্বারা আরোহি সমবেত সহস্র সহস্র রথ, অশ্ব ও গজ খণ্ড খণ্ড হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল।

তখন সেই প্রতিদ্বন্দ্বী বীরগণ একান্ত কোপাবিষ্ট চিত্তে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। বৃষভগণ যেমন গাভী লাভার্থ গর্জ্জন করত শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী বৃষভকে আঘাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাহারা সিংহনাদ করত শরনিকরে অর্জ্জুনকে সমাহত করিতে লাগিল। ত্রৈলোক্য বিজয় কালে ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের সহিত অর্জ্জুনের তদ্রূপ লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বিবিধ অস্ত্র দ্বারা শত্রুগণের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া শরনিকরে তাহাদের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন এবং সমীরণ যেমন মহামেঘ ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ যোধহীন সারথি বিহীন রথ সমুদায়ের ত্রিবেণু, কক্ষ, আয়ুধ, তূণীর, কেতু, যোক্ত্র, রশ্মি, বন্ধুর, কূবর, যুগ, তল্প ও অক্ষাগ্রমণ্ডল সকল ছেদন পূর্ব্বক রথ সকল খণ্ড খণ্ড করত একাকী সহস্র মহারথের কার্য্য সম্পাদন করিয়া অরাতিগণের ভয়বর্দ্ধন ও বিস্মিত বীরগণের প্রেক্ষণীয় হইলেন। সিদ্ধ দেবর্ষি ও চারণগণ তাঁহারে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ দুন্দুভি ধ্বনি এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে এই দৈববাণী হইল যে, এই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির দীপ্তি, অনিলের বল ও সূর্য্যের দ্যুতি ধারণ করিতেছেন। এই এক রথে আরূঢ় বীর দ্বয় ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের ন্যায় সর্ব্বভূতের অপরাজেয়। ইঁহারা সর্ব্ব ভূতশ্রেষ্ঠ নর ও নারায়ণ।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর অশ্বত্থামা সেই সমুদায় অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন ও শ্রবণ পূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইলেন এবং হাস্যমুখে শরসম্বলিত হস্ত দ্বারা শরনিকরবর্ষী অর্জ্জুনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বীর! যদি তুমি আমারে তোমার যোগ্য অতিথি বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে বিশেষ রূপে যুদ্ধরূপ আতিথ্য প্রদান কর। অর্জ্জুন মহাবীর আচার্য্যপুত্র কর্ত্তৃক এই রূপে যুদ্ধার্থ আহূত হইয়া আপনারে কৃতার্থ জ্ঞান করত জনার্দ্দনকে কহিলেন, হে বাসুদেব! আমায় সংশপ্তকগণকে বধ করিতে হইবে; কিন্তু এ ক্ষণে অশ্বত্থামা আমারে আহ্বান করিতেছেন; অতএব তুমি ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিয়া যদি আচার্য্যপুত্রকে আতিথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য হয়, তবে অগ্রে তাহাই কর। হে মহারাজ! মহামতি বাসুদেব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া বায়ু যেমন ইন্দ্রকে যজ্ঞস্থলে সমানীত করে, তদ্রূপ সমরে সমাহূত ধনঞ্জয়কে দ্রোণপুত্রের সমীপে সমুপস্থিত করিয়া অশ্বত্থামারে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে আচার্য্যপুত্র! তুমি এ ক্ষণে স্থির হইয়া প্রহার কর। উপজীবিগণের ভর্ত্তৃপিণ্ড পরিশোধের সময় সমাগত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের বিবাদ সূক্ষ্ম কিন্তু ক্ষত্রিয়ের জয় ও পরাজয় স্থূল। তুমি মোহ প্রযুক্ত অর্জ্জুনের নিকট যে অতিথি সৎকার প্রার্থনা করিতেছ, এ ক্ষণে তাহা লাভ করিবার নিমিত্ত স্থির চিত্তে যুদ্ধ কর।

মহাবীর অশ্বত্থামা বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া কেশবকে ষষ্টি ও অর্জ্জুনকে তিন নারাচে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত ধনঞ্জয় কোপাবিষ্ট হইয়া তিন বাণে আচার্য্য পুত্রের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা অর্জ্জুনশরে ছিন্নচাপ হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য ভীষণ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক জ্যাযুক্ত করিয়া নিমেষ মধ্যে তিন শত বাণে বাসুদেবকে ও সহস্র বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তিনি চরণ দ্বয় স্তম্ভিত করিয়া পরম যত্ন সহকারে অর্জ্জুনের উপর সহস্র

সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; যোগবলে তাঁহার তূণীর, শরাসন, জ্যা, বাহু, বক্ষস্থল, বদন, নাসিকা, নেত্র, কর্ণ, মস্তক, লোমকূপ ও অন্যান্য অঙ্গ এবং রথ ধ্বজ হইতে শরনিকর নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। সেই মহাশরজালে কেশব ও অর্জ্জুন জড়িত হইলে আচার্য্যতনয় যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া মেঘগভীর গর্জ্জনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া কেশবকে কহিলেন, হে মাধব! গুরুপুত্রের অত্যাচার অবলোকন কর। আমরা শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়াছি বলিয়া উনি আমাদিগকে নিহত বোধ করিতেছেন। অতএব এ ক্ষণে আমি শিক্ষাবলে উহাঁর অভিলাষ ব্যর্থ করিতেছি, এই বলিয়া মহাবীর ধনঞ্জয় দিবাকর যেমন নীহার রাশি বিধ্বস্ত করেন, তদ্রূপ সেই দ্রোণপুত্র নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর ত্রিধা ছেদন পূর্ব্বক নিপাতিত করিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় অশ্ব, সারথি, রথ, ধ্বজ, পদাতি ও কুঞ্জরগণের সহিত সংশপ্তকগণকে উগ্রতর শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে যে যে ব্যক্তি যে যে রূপে সমরাঙ্গনে সমবস্থিত ছিল, সকলেই আপনারে শরজালে সমাচ্ছন্ন বোধ করিল। সেই গাণ্ডীব বিমুক্ত বিবিধ শরনিকর কি ক্রোশস্থিত কি সম্মুখস্থিত সমস্ত হস্তী ও নরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। মদবর্ষী মাতঙ্গগণের কর সমুদায় ভল্ল প্রহারে ছিন্ন হইয়া পরশু নিকৃত্ত মহাদ্রুমের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। পর্ব্বতাকার কুঞ্জর সকল সাদিগণের সহিত বজ্রমথিত অচলের ন্যায় ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় বীরগণাধিষ্ঠিত সুশিক্ষিত তুরঙ্গম যুক্ত গন্ধর্ব্ব নগরাকার সুসজ্জিত রথ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া অরাতি পক্ষীয় সুসজ্জিত অশ্বারোহী ও পদাতিগণের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রলয় কালীন সূর্য্য যেমন কিরণজালে অর্ণব পরিশুষ্ক করেন, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় সুতীক্ষ্ণ শরজালে সংশপ্তকগণকে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় পুরন্দর যেমন বজ্র দ্বারা পর্ব্বত বিদারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ নারাচ দ্বারা সত্বরে দ্রোণপুত্রকে বিদীর্ণ করিলেন। তখন আচার্য্যপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের এবং তাঁহার অশ্ব ও সারথির উপর শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে পাণ্ডবনন্দন সেই শর সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর আচার্য্যতনয় অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন দাতা যেমন অপাংক্তেয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া পংক্তিপাবন অর্থিগণের অভিমুখে গমন করেন, তদ্রূপ সংশপ্তকগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্বত্থামার অভিমুখে গমন করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন নভোমণ্ডলস্থ শুক্র ও বৃহস্পতির ন্যায় মহাবীর অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই লোকভীষণ বীর দ্বয় বিমার্গস্থ গ্রহ দ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে শরনিকরে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন নারাচ দ্বারা দ্রোণপুত্রের ভ্রূমধ্য বিদ্ধ করিলে অশ্বত্থামা ঊর্দ্ধ রশ্মি সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কৃষ্ণ সমবেত অর্জ্জুনও অশ্বত্থামার শত শত শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া রশ্মিজাল জড়িত যুগান্ত কালীন দিবাকর দ্বয়ের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব অশ্বত্থামার শরে অভিভূত হইলে অর্জ্জুন চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারা

সৃষ্টি করিয়া বজ্রাগ্নি সদৃশ প্রাণনাশক শরনিকরে দ্রোণপুত্রকে আহত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তেজস্বী রৌদ্রকর্ম্মা দ্রোণকুমার মৃত্যুরও ব্যথাজনক অতি তীব্রবেগ সম্পন্ন সুমুক্ত শরজালে বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণপুত্র যতগুলি শর পরিত্যাগ করিলেন, মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সায়ক নিকর নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহারে অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত আবৃত করিয়া সংশপ্তক সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি সুমুক্ত শরজালে অপরাঙ্মুখ শত্রুগণের শর, শরাসন, তূণীর মৌর্ব্বী, হস্ত, করস্থিত শস্ত্র, ছত্র, ধ্বজ, মনোরম বস্ত্র, মাল্য, ভূষণ, চর্ম্ম, বর্ম্ম এবং মস্তক সমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সুসজ্জিত রথ, নাগ ও অশ্ব সমুদায়ে সমারূঢ় যোধগণ অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত অসংখ্য শরে বাহনগণের সহিত বিদ্ধ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের পূর্ণচন্দ্র, সূর্য্য ও কমলের ন্যায় মনোহর কিরীট ও মাল্য প্রভৃতি বিবিধ ভূষণে ভূষিত মস্তক সকল ভল্ল, অর্দ্ধচন্দ্র ও ক্ষুর দ্বারা ছিন্ন হইয়া নিরন্তর ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

তখন অরাতিঘাতন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও নিষাদদেশীয় বীরগণ গজাসুর তুল্য মাতঙ্গ সমুদায় লইয়া দৈত্যদর্প নিসূদন ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই গজযূথের চর্ম্ম, বর্ম্ম, শুণ্ড, ধ্বজ, পতাকা ও নিষাদি সমুদায়কে ছেদন করিয়া বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পাতিত করিলেন। এই রূপে সেই গজসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইলে মহাবীর ধনঞ্জয়, বায়ু যেমন মহামেঘ দ্বারা দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ অশ্বত্থামারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা স্বীয় শরনিকরে অর্জ্জুনের শর সমুদায় নিবারণ পূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলদজাল যেরূপ চন্দ্র সূর্য্যকে তিরোহিত করিয়া গভীর গর্জ্জন করে, তদ্রূপ বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া পুনরায় তাঁহার ও তাঁহার সৈন্যগণের প্রতি শর প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সহসা দ্রোণপুত্রের শরান্ধকার নিরাশ করিয়া সুপুঙ্খ সায়ক দ্বারা তাঁহার সৈন্যগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি যে কখন শর সন্ধান, কখন শর গ্রহণ, আর কখনই বা শর পরিত্যাগ করিলেন, তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না। কেবল তাঁহার বিপক্ষে যুধ্যমান রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিগণকে শরবিদ্ধ কলেবর ও নিহত হইতে নয়নগোচর হইল। তখন মহাবীর দ্রোণতনয় অতি সত্বরে এককালে দশ নারাচ সন্ধান পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলে তন্মধ্যে পাঁচটী অর্জ্জুনের ও পাঁচটী কেশবের অঙ্গ বিদ্ধ করিল। কুবের ও ইন্দ্রের তুল্য মনুজপ্রধান কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় সেই সমুদায় নারাচে আহত হইয়া রুধির ক্ষরণ পূর্ব্বক নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তদ্দর্শনে সকলেই তাঁহাদিগকে নিহত বলিয়া বোধ করিল। তখন দশার্হনাথ কেশব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আর কেন উপেক্ষা করিতেছ, অশ্বত্থামারে অবিলম্বে বিনাশ কর। উহাঁরে উপেক্ষা করিলে উনি প্রতিকার শূন্য ব্যাধির ন্যায় নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিবেন। প্রমাদ শূন্য অর্জ্জুন অচ্যুতের বাক্য স্বীকার করত যত্ন সহকারে গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত মেষকর্ণ তুল্যাগ্র শরনিকরে দ্রোণতনয়ের চন্দনদিগ্ধ বাহু, বক্ষস্থল, মস্তক ও অনুপম উরুদেশ ক্ষত বিক্ষত করিয়া রথরশ্মি ছেদন পূর্ব্বক অশ্বগণকে বিদ্ধ

করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ অর্জ্জুন শর নিপীড়িত হইয়া অশ্বত্থামারে লইয়া অতি-দূরে পলায়ন করিল। মতিমান্ দ্রোণ-তনয় ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুনের শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত ও হীনাস্ত্র হইয়াছিলেন, এ ক্ষণে সেই বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমগণ কর্ত্তৃক দূরে সমানীত হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের জয় নিশ্চয় করিয়া আর ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করিলেন না। তিনি হতোৎসাহ হইয়া অশ্বগণকে নিযন্ত্রিত করত সূতপুত্রের রথাশ্ব নর-সঙ্কুল বলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে পাণ্ডবগণের প্রবল শত্রু অশ্বত্থামা মন্ত্রৌষধি নিরাকৃত ব্যাধির ন্যায় রণস্থল হইতে অপসারিত হইলে কেশব ও অর্জ্জুন বায়ুবিকম্পিত পতাকা-যুক্ত মেঘগভীর নিস্বন স্যন্দনে সমারূঢ় হইয়া সংশপ্তকগণের অভিমুখে গমন করিলেন।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দণ্ডধার উত্তর দিকে পাণ্ডব সেনাগণকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে উহারা তুমুল কোলাহল করিতে লাগিল। তখন বাসুদেব রথ প্রতিনিবৃত্ত করত গরুড় ও অনিল তুল্য বেগশালী অশ্বগণের গতি রোধ না করিয়াই অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! প্রমাথী দ্বিরদবরে সমারূঢ় মগধরাজ দণ্ডধার মহাবল পরাক্রান্ত এবং শিক্ষা ও বল প্রদর্শনে মহারাজ ভগদত্ত অপেক্ষা অন্যূন। অতএব তুমি অগ্রে ইহারে সংহার করিয়া পশ্চাৎ পুনরায় সংশপ্তকগণকে বিনাশ করিবে। মহাত্মা মধুসূদন এই বলিয়া ধনঞ্জয়কে দণ্ডধার সন্নিধানে সমুপস্থিত করিলেন। ঐ সময় হস্তিযুদ্ধে সুনিপুণ রাহুর ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ মগধরাজ দণ্ডধার বিশ্বসংহর্ত্তা ভীষণ ধূমকেতুর ন্যায় শত্রু সৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গজাসুর সন্নিভ, মহামেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন সম্পন্ন, সুসজ্জিত মাতঙ্গে অবস্থান করিয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক রথ সকল চূর্ণ এবং অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তীও পদ দ্বারা অশ্ব সারথি সমবেত রথ সমুদায় ও মনুষ্যগণকে আক্রমণ ও মর্দ্দন পূর্ব্বক কালচক্রের ন্যায় প্রকাণ্ড শুণ্ড দ্বারা অন্যান্য হস্তীদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। সেই তেজস্বী গজবরের প্রভাবে অসংখ্য বর্ম্মসংবৃত কলেবর অশ্বারোহী ও পদাতি ধরাতলে বিপোথিত হইল।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন জ্যা, তল ও নেমি নিস্বন সম্পন্ন, মদঙ্গ, ভেরী ও অসংখ্য শংখধ্বনি নিনাদিত, রথাশ্ব মাতঙ্গকুল সঙ্কুল রণ মধ্যে সেই মাতঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তখন দণ্ডধার দ্বাদশ শরে অর্জ্জুনকে, ষোড়শ শরে জনার্দ্দনকে ও তিন তিন শরে তাঁহাদের প্রত্যেক অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া ভল্ল দ্বারা তাঁহার শর, শরাসন ও অলঙ্কৃত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া পাদরক্ষকগণের সহিত মহামাত্রকে বিনাশ করিলেন। গিরিব্রজেশ্বর দণ্ডধার তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই অনিল তুল্য তেজস্বী মদোৎকট মাতঙ্গ দ্বারা বাসুদেবকে ধৈর্য্যচ্যুত করিবার নিমিত্ত ধনঞ্জয়ের উপর তোমর প্রহার করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন তিন ক্ষুর দ্বারা তাঁহার করিশুণ্ডোপম ভুজদণ্ড দ্বয় ও পূর্ণ শশাঙ্ক সন্নিভ মস্তক যুগপৎ ছেদন করিয়া অসংখ্য শরে সেই মাতঙ্গকে বিদ্ধ করিলেন। সুবর্ণ বর্ম্মধারী করিবর অর্জ্জুনশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিশাকালে দাবানল প্রভা-

বে প্রজ্বলিত ওষধি পরিপূর্ণ অচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং শরপ্রহার জনিত বেদনায় আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কখন উদ্ভ্রান্ত কখন বা স্খলিত পদে ধাবমান হইয়া মহামাত্রের সহিত বজ্র-বিদারিত শিখরীর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।

তখন মহাবীর দণ্ড স্বীয় ভ্রাতা দণ্ড-ধারকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া তুষার-গৌর, সুবর্ণদাম সমলঙ্কৃত হিমাচল শিখ-র সদৃশ উত্তুঙ্গ মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া ধনঞ্জয়ের বিনাশ বাসনায় তাঁহার সমী-পে আগমন করিলেন এবং সূর্য্যকরপ্রভ তিন তোমরে জনার্দ্দনকে ও পাঁচ তোমরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও ক্ষরধার ক্ষুর দ্বারা তদ্দণ্ডে তাঁহার ভুজ-যুগল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দণ্ডের সেই তোমরধারী অঙ্গদ সমলঙ্কৃত চন্দন চর্চ্চিত ভুজ দ্বয় ক্ষুর দ্বারা ছিন্ন হইয়া অচলশিখর হইতে পতিত রুচির উরগ দ্বয়ের ন্যায় গজপৃষ্ঠ হইতে যুগপৎ নিপ-তিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অর্দ্ধ-চন্দ্র বাণ দ্বারা দণ্ডের মস্তক ছেদন করিলে উহা শোণিতসিক্ত ও করিপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া অস্তাচল হইতে পশ্চিমাভি-মুখে নিপতিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পরে মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহার শ্বেতাভ্র সন্নিভ হস্তীরে দিবাকরের করজাল সদৃশ শরজালে নির্ভিন্ন করিলেন। করিবর অর্জ্জুনশরে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুলিশাহত হিমা-চল শিখরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দণ্ডধার ও দণ্ডের হস্তি দ্বয়ের ন্যায় অন্যান্য হস্তীদিগকে সংহার করিলেন। তদ্দর্শনে শত্রু সৈন্য সমুদায় পলায়ন করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করত স্খলিত হইয়া কোলাহল সহকারে সম-রাঙ্গনে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ইত্যবসরে অর্জ্জুনের সৈনিকপুরুষেরা দেব-গণ যেমন পুরন্দরকে পরিবেষ্টন করে, তদ্রূপ অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিয়া কহিতে লাগিল, হে বীর! আমরা মৃত্যুর ন্যায় যে দণ্ডধারকে দর্শন করিয়া ভীত হই-য়াছিলাম, তুমি এ ক্ষণে তাহারে সংহার করিয়াছ। আমরা মহাবল পরাক্রান্ত শত্রু-গণের ভুজবীর্য্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া-ছিলাম, যদি তুমি তৎকালে আমাদিগকে রক্ষা না করিতে, তাহা হইলে আমরা এ ক্ষণে শত্রুগণের বিনাশে যেরূপ আনন্দিত হই-তেছি, তাহারাও তৎকালে আমাদিগকে নিহত দেখিয়া তদ্রূপ আনন্দিত হইত, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন সুহৃদ্গণের মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে মর্য্যাদানুসারে সৎকার পূর্ব্বক পুনরায় সংশপ্তকগণকে সংহার করি-বার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে জয়শীল অর্জ্জুন দণ্ডধার ও দণ্ডের নিধনানন্তর প্র-ত্যাগত হইয়া মঙ্গলগ্রহের ন্যায় বক্রভাবে সঞ্চরণ করত পুনরায় সংশপ্তকগণকে নিহত করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরব পক্ষীয় অশ্ব, রথ, কুঞ্জর ও যোধগণ পার্থ শরে নিপীড়িত হইয়া বিচলিত, ঘূর্ণিত, ম্লান, পতিত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় ভল্ল, ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র ও বৎসদন্ত দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী বীরগণের পরাক্রান্ত বাহন, ধ্বজ, শর, শরাসন, হস্ত, হস্তস্থিত শস্ত্র, বাহু, মস্তক, ও সারথি সমুদায়কে ছেদন করিয়া ফেলি-লেন। বৃষভ যূথ যেমন গাভী লাভার্থে অন্য বৃষভকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, তদ্রূপ

সহস্র সহস্র শূরগণ অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। হে মহারাজ! ত্রৈলোক্য বিজয়কালে ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এ ক্ষণে অর্জ্জুনের সহিত সেই বীরগণের তদ্রূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় উগ্রায়ুধতনয় দন্দশূক সর্পের ন্যায় তিন শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিল। ধনঞ্জয় তাঁহার শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন বর্ষাকালীন বায়ু প্রেরিত মেঘমণ্ডল যেমন হিমালয়কে আবৃত করে, তদ্রূপ সেই বিপক্ষ পক্ষীয় যোধগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বিবিধ অস্ত্র দ্বারা অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্র নিকরে বিপক্ষ পক্ষের অস্ত্র সমুদায় নিবারণ পূর্ব্বক শরজালে বহুসংখ্য বীরকে সংহার করিয়া রথিগণের ত্রিবেণু, আয়ুধ, তূণীর, চক্র, রথ, ধ্বজ, রশ্মি, যোক্ত্র, অক্ষ, রথের অধোভাগস্থ কাষ্ঠত্রয় ও বর্ম্ম সমুদায় এবং অসংখ্য অশ্ব, পার্ষ্ণি ও সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনবিধ্বস্ত রথ সমুদায় ধনিগণের অগ্নি, অনিল ও সলিলের প্রভাবে বিনষ্ট গৃহ সমুদায়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ অশনি সদৃশ শরনিকরে ছিন্নকবচ হইয়া বজ্রাগ্নিনির্ভিন্ন পর্ব্বতাগ্রস্থিত গৃহ সমুদায়ের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। অশ্বগণ অর্জ্জনের ভীষণ আঘাতে জিহ্বা ও অন্ত্র নির্গত হওয়াতে শোণিতার্দ্র কলেবরে ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। অসংখ্য হস্তী অশ্ব ও মনুষ্য অর্জ্জুনের নারাচে বিদ্ধ হইয়া শব্দায়মান, ম্লান, বিঘূর্ণিত, স্খলিত ও নিপতিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দৈত্যঘাতন মহেন্দ্রের ন্যায় শিলাধৌত অশনি সদৃশ শরনিকরে বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য বীরকে নিহত করিলেন। মহামূল্য বর্ম্ম ও ভূষণে মণ্ডিত মহাস্ত্রধারী নানারূপ বীরগণ রথ ও ধ্বজের সহিত ধনঞ্জয়ের শরে নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ যুদ্ধে পুণ্যকর্ম্মা সৎকুলোদ্ভব জ্ঞান সম্পন্ন বীরগণ নিহত হইয়া স্ব স্ব উৎকৃষ্ট কর্ম্মফলে স্বর্গারোহণ করিলেন; কেবল তাঁহাদের শরীর সমুদায় বসুধাতলে পতিত রহিল। অনন্তর নানা জনপদের অধ্যক্ষ জাতক্রোধ যোধগণ স্বগণ সমভিব্যাহারে মহারথ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। গজারূঢ়, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিগণ জিঘাংসা পরবশ হইয়া বিবিধ শস্ত্র বর্ষণ করত তাঁহার অভিমুখীন হইতে লাগিল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বায়ু যেমন মহামেঘ নির্ম্মুক্ত বারিধারা নিবারণ করে, তদ্রূপ নিশিত শরনিকরে সেই যোধগণ পরিমুক্ত আয়ুধবর্ষণ নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে অশ্ব, পদাতি, হস্তী ও রথ সমুদায়ের সহিত বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি কি বৃথা ক্রীড়া করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ; সত্বরে এই সংশপ্তকগণকে নিপাতিত করিয়া কর্ণবধের চেষ্টা কর। মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্যে স্বীকার করিয়া দানবহন্তা ইন্দ্রের ন্যায় বল প্রকাশ পূর্ব্বক শস্ত্র দ্বারা অবশিষ্ট সংশপ্তকগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন যে কখন শর গ্রহণ কখন শর সন্ধান আর কখনই বা শর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা অবহিত হইয়াও কেহ জানিতে পারিল না। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের হস্তলাঘব দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। হংসগণ যেরূপ সরোবরে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই শুভ্রবর্ণ শরনিকর সৈন্যগণ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

এই রূপে সেই সুমহান্ জনসংক্ষয় সমু-

পস্থিত হইলে মহামতি কেশব সমরভূমি সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! এক দুর্য্যোধনের অপরাধে এই অতি ভয়ঙ্কর ভরতকুলক্ষয় ও পার্থিবগণের বিনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে। ধনুর্দ্ধরগণের রাশি রাশি হেমপৃষ্ঠ কার্ম্মুক, শরমুষ্টি, তূণীর, সুবর্ণপুঙ্খ নতপর্ব্ব শর, নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত পন্নগ সদৃশ তৈলধৌত নারাচ, হেমভূষিত বিচিত্র তোমর, কনকপৃষ্ঠ চর্ম্ম, সুবর্ণ নির্ম্মিত প্রাস, কনকভূষিত শক্তি, হেমসূত্র বেষ্টিত বিপুল গদা, সুবর্ণযষ্টি, সুবর্ণ মণ্ডিত পট্টিশ, সুবর্ণদণ্ড যুক্ত পরশু, ভীষণ পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভুশুণ্ডী, লৌহময় প্রাস ও ভীষণ মুষল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিপতিত রহিয়াছে। জয়লোলুপ বীরগণ বিবিধ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক নিহত হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, সহস্র সহস্র যোদ্ধা গদাবিমথিত কলেবর, মুষল চূর্ণিত মস্তক এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া নিপতিত রহিয়াছে। শর, শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, খড়্গ, প্রাস, পট্টিশ, নখর ও লগুড় প্রভৃতি অস্ত্রে ছিন্ন ভিন্ন রুধির পরিপ্লুত মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীদিগের দেহে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়াছে। বীরগণের তলত্র ও অঙ্গদযুক্ত চন্দনচর্চ্চিত বাহু, অঙ্গুলিত্রাণযুক্ত অলঙ্কৃত ভুজাগ্র, হস্তিশুণ্ড সদৃশ ঊরু এবং চূড়ামণি ও কুণ্ডলে অলঙ্কৃত মস্তক সমুদায় দ্বারা সমর ভূমি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। হেমকিঙ্কিনী যুক্ত রথ সকল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, অসংখ্য শোণিতলিপ্ত অশ্ব, রথাধস্থিত কার্ম্মুক, তূণীর, পতাকা, ধ্বজ, যোধগণের মহাশঙ্খ, পাণ্ডুরবর্ণ প্রকীর্ণক, নিস্তব্ধ রণশয়ান পর্ব্বতাকার মাতঙ্গ, বিচিত্র পতাকা, নিহত গজযোধী, মাতঙ্গগণের বিচিত্র কম্বল, গজচূর্ণিত ঘণ্টা, বৈদূর্য্যমণিমণ্ডিত দণ্ড, অঙ্কুশ, অশ্বগণের যুগশেখর রত্নচিত্রিত বর্ম্ম, সাদিগণের ধ্বজাগ্রে বিদ্ধ সুবর্ণ মণ্ডিত চিত্রকম্বল, অশ্বগণের সুবর্ণখচিত মণিমণ্ডিত রাঙ্কব আস্তরণ, ভূপালগণের কাঞ্চনমালা, চূড়ামণি, ছত্র ও চামর সকল নিপতিত রহিয়াছে। নরপতিদিগের কুণ্ডলালঙ্কৃত, চন্দ্রনক্ষত্র সপ্রভ, শ্মশ্রুল বদনমণ্ডল সমস্তাৎ নিপতিত থাকাতে রণভূমি বিকসিত পদ্ম ও কুমুদযুক্ত সরোবরের ন্যায়, শরৎকালীন চন্দ্র নক্ষত্র ভূষিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। হে অর্জ্জুন! এই সমুদায় অবলোকনে বোধ হইতেছে যে, তুমি সমরস্থলে আপনার অনুরূপ কর্ম্ম করিয়াছ। তুমি যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছ, দেবরাজ ভিন্ন আর কাহারও এ রূপ করিবার সাধ্য নাই।

হে মহারাজ! অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই রূপে সমরভূমি প্রদর্শন করত গমন করিতে করিতে দুর্য্যোধনের বল মধ্যে শঙ্খ, দুন্দুভি, ভেরী ও পণবের ধ্বনি, এবং হস্তী, অশ্ব, রথ ও অস্ত্রের তুমুল শব্দ শ্রবণ করিলেন। তখন তিনি সেই বায়ুবেগগামী অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিয়া পাণ্ড্যরাজকে কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণকে শরপীড়িত করিতে দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় অস্ত্রবিশারদ মহাবীর পাণ্ড্য অন্তকের ন্যায়, অসুরনিপাতী ইন্দ্রের ন্যায় নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা অরাতিগণের সায়ক সমুদায় ছেদন পূর্ব্বক অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের দেহ বিদারণ করিয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করিতেছিলেন।

এক বিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন হে সঞ্জয়! তুমি পূর্ব্বেই লোকবিশ্রুত পাণ্ড্যরাজ প্রবীরের নাম কীর্ত্তন করিয়াছ; কিন্তু তাঁহার সংগ্রাম কার্য্য বর্ণন কর নাই। অতএব এ ক্ষণে

বিস্তার পূর্ব্বক আমার নিকট সেই বীরের বিক্রম, শিক্ষা প্রভাব, বীর্য্য ও দর্প কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! যে মহাবীর ধনুর্ব্বিদ্যা পারগ আপনার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে পরাক্রম দ্বারা পরাভূত করিতে পারেন যিনি কাহারেও কখন আত্ম তুল্য বোধ করেন না, যিনি আপনারে কর্ণ ও ভীষ্মের সমকক্ষ এবং বাসুদেব ও অর্জ্জুন হইতে ন্যূন বলিয়া কখনই স্বীকার করেন না, সেই শস্ত্রধরাগ্রগণ্য ভূপালশ্রেষ্ঠ পাণ্ড্য প্রকোপিত অন্তকের ন্যায় কর্ণের সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। সেই অসংখ্য রথাশ্বপদাতি সঙ্কুল সেনাগণ পাণ্ড্য শরে নিপীড়িত হইয়া সমরে কুলালচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ অরাতিঘাতন পাণ্ড্য শরনিকরে অশ্ব, রথ, ধ্বজ, আয়ুধ, মাতঙ্গ ও সারথি সমুদায়কে বিধ্বস্ত করিয়া সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। আরোহি সমবেত দ্বিরদগণ পাণ্ড্যের ভীষণ শরে ধ্বজ পতাকা ও আয়ুধ বিহীন হইয়া পাদরক্ষকদিগের সহিত প্রাণ ত্যাগ পূর্ব্বক বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। ঐ মহাবীর সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে শক্তি, প্রাস ও তূণীরধারী সংগ্রামনিপুণ অশ্বারূঢ় মহাবল পরাক্রান্ত পুলিন্দ, খশ, বাহ্লীক, নিষাদ, অন্ধ্রক, কুণ্ডল, দাক্ষিণাত্য ও ভোজগণকে শস্ত্র ও বর্ম্ম বিবর্জ্জিত করিয়া নিহত করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা অশঙ্কিত পাণ্ড্যকে শরনিকরে সেই চতুরঙ্গিণী সেনা নিহত করিতে দেখিয়া অসংভ্রান্ত চিত্তে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং হাস্যমুখে মধুর বাক্যে তাঁহারে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে কমললোচন মহারাজ! তুমি সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; তোমার বল ও পৌরুষ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং তোমার পরাক্রমও ইন্দ্রের সদৃশ। তুমি বিশাল বাহুযুগল দ্বারা বিস্তৃত মৌর্ব্বী সম্পন্ন শরাসন বিস্ফারণ করত মহাজলদের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া শত্রুগণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতেছ। এ ক্ষণে আমি এই সমরে আমা ভিন্ন অন্য কাহারেই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পাই না। অরণ্যে ভীমপরাক্রম সিংহ যেমন নির্ভীকচিত্তে মৃগগণকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ তুমি একাকী অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির প্রাণ সংহার করিতেছ এবং ভীষণ রথ নিস্বনে ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল কম্পিত করত শস্যঘ্ন শব্দায়মান শরৎকালীন মহামেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছ; অতএব তুমি এ ক্ষণে তূণীর হইতে সর্প সদৃশ সুনিশিত শরনিকর সমুদ্ধৃত করিয়া অন্ধক যে রূপ ত্র্যম্বকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তদ্রূপ কেবল আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। মলয়ধ্বজ পাণ্ড্য এই রূপে অশ্বত্থামার বাক্যবাণে তাড়িত হইয়া তথাস্তু বলিয়া কর্ণি দ্বারা দ্রোণতনয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র হাস্য করিয়া প্রথমত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সদৃশ উগ্র মর্ম্মভেদী শরনিকরে পাণ্ড্যকে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি দশমী গতি সংযুক্ত মর্ম্মভেদী নারাচ সকল পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর পাণ্ড্য নিশিত নয় বাণে তৎক্ষণাৎ সেই নারাচনিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি চারি বাণে দ্রোণপুত্রের অশ্বগণকে নিপীড়িত ও নিহত করিয়া শরজালে তাঁহার শরনিকর ও বিস্তৃত জ্যা ছেদন করিলেন। অনন্তর অমিত্রঘাতন দ্রোণনন্দন স্বীয় শরাসনে অন্য জ্যারোপণ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, পরিচারকগণ অচিরাৎ তাঁহার

রথে অন্যান্য উৎকৃষ্ট অশ্ব সমুদায় সংযোজিত করিয়াছে। তখন তিনি সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। পুরুষপ্রধান পাণ্ড্য অশ্বত্থামার শরনিকর নিঃশেষিত হইবার নহে জানিয়াও তৎপ্রযুক্ত সায়ক সমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার চক্ররক্ষক দ্বয়কে বিনাশ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ড্যের হস্তলাঘব নিরীক্ষণ পূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া জলধর নিক্ষিপ্ত জলধারার ন্যায় শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি দিবসের অর্দ্ধ প্রহর মধ্যে আট আটটি বৃষভ সংযোজিত অষ্ট শকটপূর্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া নিঃশেষিত করিলেন। তৎকালে যে যে ব্যক্তি অন্তকেরও অন্তক সদৃশ রোষপরবশ অশ্বত্থামারে নিরীক্ষণ করিল, তাহারা প্রায় সকলেই বিমোহিত হইল। এই রূপে মহাবীর অশ্বত্থামা মেঘ যেমন গ্রীষ্মাবসানে পর্ব্বত পাদপ পরিপূর্ণ পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ শত্রু সৈন্যের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ পাণ্ড্য হৃষ্ট মনে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা সেই দ্রোণকুমার নির্ম্মুক্ত শরজাল নিরাকরণ করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ড্য মহীপতির সিংহনাদ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার চন্দনাগুরুভূষিত মলয়প্রতিম ধ্বজ ও চারি অশ্ব নিপাতিত করিয়া এক শরে সারথিরে সংহার পূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্রবাণে জলদনিস্বন শরাসন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাঁহার রথ চূর্ণ করিয়া অস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক তন্নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল নিবারণ করিলেন। ঐ সময় দ্রোণতনয় পাণ্ড্যকে নিহত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত সমর করিবার বাসনায় তাঁহারে সংহার করিলেন না।

ইত্যবসরে মহারথ কর্ণ পাণ্ডবগণের নাগবল ও অন্যান্য সৈন্য সমুদায় বিদ্রাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি রথিগণকে রথশূন্য করিয়া বহুসংখ্য শরে অশ্ব ও হস্তীদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় এক সুসজ্জিত মহাবল, পরাক্রান্ত মাতঙ্গ আরোহিবিহীন ও অশ্বত্থামার শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তীর প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক মহাবেগে পাণ্ড্যের অভিমুখে আগমন করিল। তখন হস্তিযুদ্ধে সুনিপুণ মলয়ধ্বজ পাণ্ড্য সত্বরে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেশরী যেমন গিরিশিখরে আরোহণ করে, তদ্রূপ সেই মাতঙ্গে আরোহণ করিলেন এবং অঙ্কুশাঘাত দ্বারা উহার ক্রোধোদ্দীপন করিয়া নিহত হইলি নিহত হইলি বলিয়া বারংবার অশ্বত্থামারে তর্জ্জন করত ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি এক সূর্য্যকরপ্রখর তোমর প্রয়োগ পূর্ব্বক আনন্দ সহকারে সিংহনাদ পরিত্যাগ পুরঃসর তাঁহার মণি, হীরক, সুবর্ণ, অংশুক ও মুক্তাহারে সমলঙ্কৃত কিরীট ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও পাবকের ন্যায় দ্যুতি সম্পন্ন কিরীট পাণ্ড্যের শরে ছিন্ন হইয়া বজ্রাভিহত অদ্রিশৃঙ্গের ন্যায় শব্দ করত ভূতলে নিপতিত ও চূর্ণ হইয়া গেল। তখন মহারথ অশ্বত্থামা পদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া যমদণ্ড সন্নিভ চতুর্দ্দশ শর গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ শরে হস্তীর পাদ চতুষ্টয় ও শুণ্ড, তিন শরে পাণ্ড্যের বাহু দ্বয় ও মস্তক এবং ছয় শরে তাঁহার ছয় অনুচরকে সমাহত ও নিপাতিত করিলেন। তখন পাণ্ড্যরাজের চন্দন চর্চ্চিত, সুবর্ণ, মুক্তা, মণি ও হীরকে সমলঙ্কৃত সুদীর্ঘ সুবৃত্ত ভুজযুগল ধরাতলে নিপতিত হইয়া গরুড় নিহত উরগ দ্বয়ের ন্যায় বিলুণ্ঠমান হইতে লাগিল। তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণ শশি সপ্রভ

রোষকষায়িত লোচন আননং ক্ষিতিতলে নিপতিত হইয়া বিশাখা নক্ষত্র দ্বয়ের মধ্যগত চন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সমরনিপুণ মহাবীর অশ্বত্থামা এই রূপে পাণ্ড্য রাজের দেহ তিন শরে চারি অংশে এবং তাঁহার হস্তীর কলেবর পাঁচ শরে ছয় অংশে বিভক্ত করাতে সেই দশধা বিভক্ত দেহ দ্বয় ইন্দ্রের বজ্র দ্বারা বিভক্ত দশ দৈবত হবির ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত রহিল।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর পাণ্ড্য বিপক্ষ পক্ষীয় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া রাক্ষসগণের তৃপ্তি সাধন পূর্ব্বক শ্মশানাগ্নি যেমন মৃত কলেবররূপ স্বধা লাভ করিয়া সলিল দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্রের শরাঘাতে প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিলেন। তখন আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন সুহৃদ্বর্গ সমভিব্যাহারে সেই কৃতকার্য্য আচার্য্যপুত্র সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া দেবরাজ যেমন বলাসুর বিজয়ী বিষ্ণুরে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ হৃষ্ট মনে তাঁহারে যথোচিত উপচারে সৎকার করিলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এই রূপে অশ্বত্থামা পাণ্ড্যরাজকে নিহত ও মহাবীর কর্ণ একাকী শত্রুগণকে বিদ্রাবিত করিলে অর্জ্জুন কি করিল? ধনঞ্জয় মহাবল পরাক্রান্ত ও অস্ত্রে কৃতবিদ্য। ভগবান মহাদেব তাহারে সর্ব্বভূতের অজেয় হইবে বলিয়া বর প্রদান করিয়াছেন; অতএব সেই অর্জ্জুন হইতেই আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে। যাহা হউক, এ ক্ষণে সে তৎকালে সংগ্রামস্থলে কি করিল, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ড্য নিহত হইলে হৃষীকেশ সত্বরে অর্জ্জুনের হিতার্থ তাঁহারে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এ ক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আর দেখিতে পাইতেছি না। অন্যান্য পাণ্ডবগণও প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যাগত হইলে বিপক্ষ সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেন। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ অশ্বত্থামার অভিলাষানুসারে সৃঞ্জয়গণকে নিহত এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল চূর্ণিত করিয়াছে। হে মহারাজ! বাসুদেব এই সমস্ত কথা অর্জ্জুনের কর্ণগোচর করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় ভ্রাতার মহাভয় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া হৃষীকেশকে কহিলেন, হে মাধব! শীঘ্র রথ সঞ্চালন কর। মহাত্মা হৃষীকেশ অর্জ্জুনের বাক্যানুসারে সেই প্রতিদ্বন্দ্বি বিহীন রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। নির্ভীকচিত্ত ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ও সূতপুত্র প্রভৃতি কৌরবগণ পুনরায় মিলিত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত পুনর্ব্বার মহাবীর কর্ণের যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন সংগ্রাম হইতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় ধনুর্দ্ধর বীর পুরুষেরা পরস্পরের বিনাশ বাসনায় বিবিধ বাণ, পরিঘ, অসি, পট্টিশ, তোমর, মুষল, ভুষুণ্ডি, শক্তি, ঋষ্টি, পরশু, গদা প্রাস, কুন্ত, ভিন্দিপাল ও অঙ্কুশ প্রভৃতি অস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং ত্রাণ, জ্যা, তল ও রথের নির্ঘোষে দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও পৃথিবীমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া পরস্পর অরাতির অভিমুখে গমন করিলেন। বীরগণ সেই শব্দে পরম আহ্লাদিত হইয়া বিবাদ শেষ করিবার বাসনায় বীরগণের সহিত মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সৈনিক পুরুষেরা শরাসন, তলত্র ও জ্যার শব্দ, কুঞ্জরদিগের বৃংহিত, ধাবমান পদাতিগণের চীৎকার এবং শূরগণের বিবিধ তলশব্দ ও তর্জ্জন গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত, ম্লান ও নিপতিত হইল।

ঐ সময় মহাবীর কর্ণ সেই শব্দায়মান

অস্ত্রবর্ষী বীরগণের মধ্যে অনেককেই সংহার পূর্ব্বক শর নিপাতে পাঞ্চালগণের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজযুক্ত বিংশতি রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত প্রধান প্রধান বীরগণ শরজালে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে শর বর্ষণ পূর্ব্বক যথপতি হস্তী যেমন সারসকুল সমাকীর্ণ পদ্মবন আলোড়িত করে, তদ্রূপ শত্রু সৈন্য সমুদায় ক্ষুভিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শত্রুগণ মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া শরাসন আস্ফালন পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের চর্ম্ম ও বর্ম্ম সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতে লাগিল। তৎকালে কাহাকেই তাঁহার দ্বিতীয় বাণের স্পর্শ সহ্য করিতে হইল না। সারথি যেমন অশ্বের উপর কষার আঘাত করে, তদ্রূপ তিনি অরাতি সৈন্যগণের তলত্রের উপর বর্ম্ম, দেহ ও অস্ত্রসংহারক শর সমূহের আঘাত করত সিংহ যেমন মৃগগণকে মর্দ্দন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বল প্রকাশ পূর্ব্বক পাণ্ডু, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, যুযুধান এবং যমজ নকুল ও সহদেব ইহাঁরা সমবেত হইয়া কর্ণের প্রতি গমন করিলেন। যোধগণ ঐ সকল মহাবীরকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া প্রাণপণে পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সিংহনাদ পরিত্যাগ, সংগ্রামার্থ আহ্বান ও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উদ্যত কালদণ্ড সদৃশ গদা, মুষল ও পরিঘ গ্রহণ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল এবং পরস্পর পরস্পরের প্রহারে নিহত হইয়া রুধির ক্ষরণ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তৎকালে কাহার মস্তিষ্ক বহির্গত, কাহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত এবং কাহারও বা আয়ুধ সকল ইতস্তত নিপতিত হইল। কতকগুলি সৈন্য শরপূর্ণ কলেবর হইয়া রুধিরলিপ্ত দশনপংক্তি বিরাজিত, দাড়িম সন্নিভ বক্ত্র দ্বারা জীবিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কতকগুলি সৈন্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিপক্ষগণকে পরশু দ্বারা তক্ষণ, পট্টিশ ও অসি দ্বারা ছেদন, শক্তি দ্বারা বিদারণ, ভিন্দিপাল দ্বারা নিক্ষেপ এবং নখর, প্রাস ও তোমর দ্বারা বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে সৈন্যগণ পরস্পর নিহত হইয়া রুধিরধারা বর্ষণ পূর্ব্বক ছিন্ন রক্তচন্দন বৃক্ষের ন্যায় ধরাশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। রথী কর্ত্তৃক রথী, হস্তী কর্ত্তৃক হস্তী, পদাতি কর্ত্তৃক পদাতি ও অশ্ব কর্ত্তৃক অশ্ব নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ধ্বজদণ্ড, করিশুণ্ড এবং মনুষ্যগণের মস্তক, হস্ত ও ছত্র সমুদায় ক্ষুর, ভল্ল ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য মনুষ্য, হস্তী ও রথ সমবেত অশ্ব সকল বিমর্দ্দিত হইল। করিনিকর অশ্বারোহী কর্ত্তৃক ছিন্নশুণ্ড ও নিহত হইয়া পতাকা ও ধ্বজের সহিত পর্ব্বতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইতে লাগিল। হস্তী ও রথী সমুদায় পদাতিদিগের বাহুবলে নিহত ও নিপতিত হইল। অসংখ্য অশ্বারোহী পদাতি দ্বারা ও পদাতিগণ অশ্বারোহী দ্বারা নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল। মৃত মনুষ্যগণের বদনমণ্ডল ও কলেবর মৃদিত পদ্ম ও ম্লান মাল্যদামের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। দ্বিরদ, অশ্ব ও মনুষ্যগণের পরম রমণীয় রূপ পঙ্কক্লিন্ন বস্ত্রের ন্যায় সাতিশয় মলিন ও একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন দুর্য্যোধন প্রেরিত

প্রধান প্রধান মহামাত্রগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার মানসে ক্রুদ্ধ ও জিঘাংসা পরতন্ত্র হইয়া করিসৈন্য সমভিব্যাহারে অভিমুখে ধাবমান হইল। গজযুদ্ধ বিশারদ প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য এবং অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, মগধ, তাম্রলিপ্তক, মেকল, কোশল, মদ্র, দর্শান, নিষধ ও কলিঙ্গদেশীয় বীরগণ একত্র মিলিত হইয়া জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শর, তোমর ও নারাচ বর্ষণ করত পাঞ্চাল সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই পার্ষ্ণি, অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্কুশ দ্বারা সঞ্চালিত পর্ব্বতাকার নাগগণকে নারাচ ও শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাহাদের মধ্যে কোন কোনটারে দশ, কোন কোনটারে ছয় ও কোন কোনটারে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন পাণ্ডব ও পাঞ্চালপক্ষীয় যোধগণ দ্রুপদ তনয়কে মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় সেই করিসৈন্য সমাচ্ছন্ন করিতে দেখিয়া নিশিত অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করত মহাবেগে ধাবমান হইল এবং নাগগণের উপর শরবর্ষণ করত জ্যা নির্ঘোষ ও তলধ্বনি সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। বীর্য্যবান্ নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, চেকিতান, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও প্রভদ্রকগণ মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ সেই করিগণের উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মাতঙ্গগণ বীরগণের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও মেচ্ছগণ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া অশ্ব, মনুষ্য ও রথিগণকে শুণ্ড দ্বারা উত্তোলন, পদ দ্বারা মর্দ্দন ও দন্তাঘাতে বিদারণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনেক বীর করিগণের দন্তলগ্ন হইয়া ভীষণ বেগে নিপতিত হইল।

ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি উগ্রবেগ নারাচ দ্বারা সমীপস্থিত বঙ্গাধিপতির মাতঙ্গের মর্ম্ম ভেদ করিয়া নিপাতিত করিলেন। বঙ্গরাজ সেই নিহত মাতঙ্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিলেন, সাত্যকি তাঁহার বক্ষস্থলে নারাচ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারেও ধরাসাৎ করিলেন। তখন মহাবীর সহদেব তিন নারাচে পুণ্ড্রের পর্ব্বতাকার হস্তীর পতাকা, বর্ম্ম, ধ্বজ ও মহামাত্রকে ছেদন পূর্ব্বক তাহারে সংহার করিয়া পুনরায় অঙ্গাধিপতনয়ের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত নকুল সহদেবকে নিবারণ করিয়া যমদণ্ডের ন্যায় তিন নারাচ দ্বারা অঙ্গরাজপুত্রকে ও শত নারাচে তাঁহার হস্তীরে নিপীড়িত করিলেন। তখন অঙ্গরাজপুত্র ক্রোধভরে নকুলের প্রতি সূর্য্যকিরণ তুল্য আট শত তোমর নিক্ষেপ করিলে মাদ্রীতনয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রত্যেক অস্ত্র ত্রিধা ছেদন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অঙ্গরাজতনয় এই রূপে নকুলের শরে নিহত হইয়া স্বীয় মাতঙ্গের সহিত ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন। হস্তিশিক্ষাবিশারদ অঙ্গরাজনন্দন নিহত হইলে অঙ্গদেশীয় মহামাত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলকে সংহার করিবার মানসে সুবর্ণময় রজ্জু ও তনুচ্ছদ সম্বলিত পতাকাযুক্ত পর্ব্বতাকার গজযূথ লইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইল। মেকল, উৎকল, কলিঙ্গ, নিষধ ও তাম্রলিপ্তদেশীয় বীরগণ জিঘাংসা পরবশ হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর ও তোমর বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমকগণ নকুলকে মেঘাবৃত দিনকরের ন্যায় অস্ত্রাচ্ছন্ন অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার রক্ষার্থ তথায় উপনীত হইলেন। অনন্তর সেই হস্তিযূথের সহিত শর তোমরবর্ষী রথিগণের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। রথিগণের নারাচে মাতঙ্গগণের কুম্ভ, মর্ম্ম ও দন্ত সমুদায় বিদীর্ণ ও

ভূষণ সকল বিশীর্ণ হইতে লাগিল। মহাবীর সহদেব সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে আটটী মহাগজের প্রাণ সংহার করিয়া তাহাদিগকে আরোহিগণের সহিত ভূতলে নিপাতিত করিলেন। কুলনন্দন নকুলও উৎকৃষ্ট শরাসন আকর্ষণ করিয়া বক্রগতি নারাচনিকরে নাগগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও প্রভদ্রকগণ বৃহৎকায় মাতঙ্গগণের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই পর্ব্বতপ্রমাণ হস্তিগণ পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণের জলধরনির্ম্মুক্ত জলধারার ন্যায় শরধারায় নিহত হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। এই রূপে পাণ্ডব পক্ষীয় রথী ও হস্ত্যারোহিগণ কৌরবপক্ষীয় নাগগণকে নিপাতিত করিয়া অন্যান্য বিপক্ষ সেনাগণকে ভিন্নকূল নদীর ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ তাহাদিগকে বিলোড়িত ও বিক্ষোভিত করিয়া পুনর্ব্বার কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর দুঃশাসন সহদেবকে রোষাবিষ্ট চিত্তে শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তৎসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মহারথগণ ঐ দুই মহাবীরকে পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধ্বজ পট বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন রোষপরবশ হইয়া তিন শরে সহদেবের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। পাণ্ডুপুত্র সহদেবও সপ্ততি নারাচে দুঃশাসনকে প্রহার করিয়া তিন শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন দুঃশাসন সহদেবের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ত্রিসপ্ততি শরে তাঁহার বাহু যুগল ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সহদেব তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক দুঃশাসনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে উহা তাঁহার জ্যা ছেদন করিয়া অম্বরতল পরিভ্রষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন তিনি অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া দুঃশাসনের প্রতি এক নিশিত শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন সেই যমদণ্ডোপম বিশিখ সমাগত দেখিয়া খরধার খড়্গ দ্বারা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি সহদেবের প্রতি সেই খড়্গ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সত্বরে শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন। সহদেব সেই খড়্গ আগমন করিতে দেখিয়া হাস্য মুখে নিশিত শরনিকরে সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর দুঃশাসন সহদেবকে লক্ষ্য করিয়া চতুঃষষ্টি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সহদেব সেই সমস্ত শর মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং দুঃশাসনকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য শর প্রয়োগ করিলেন। আপনার আত্মজ দুঃশাসনও তিন তিন শরে সহদেব নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর খণ্ড খণ্ড করিয়া বসুন্ধরাকে বিদীর্ণ করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি শরজালে সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া নয় শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন সহদেব ক্রোধভরে বল পূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া দুঃশাসনের প্রতি কালান্তকযমোপম ভয়ঙ্কর এক শর প্রয়োগ করিলে উহা মহাবেগে তাঁহার কবচ ভেদ পূর্ব্বক বল্মীক মধ্যগামী পন্নগের ন্যায় ধরণীতলে প্রবেশ করিল। মহাবীর দুঃশাসন সেই শরাঘাতে বিমোহিত হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহারে জ্ঞানশূন্য অবলোকন করিয়া এবং স্বয়ং নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া সত্বরে ভীতমনে রণস্থল হইতে রথ অপসারিত

করিল। হে মহারাজ! মহাবীর সহদেব এই রূপে আপনার আত্মজ দুঃশাসনকে পরাজয় করিয়া মনুষ্য যেমন রোষভরে পিপীলিকাপুট বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্য সমুদায় বিমথিত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর কর্ণ মাদ্রীতনয় নকুলকে কৌরব সৈন্য বিদ্রাবণে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন নকুল হাস্যমুখে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সূতনন্দন! আমি বহুকালের পর অনুকূল দৈব প্রভাবে তোমার নেত্রগোচরে নিপাতিত হইলাম। হে পাপাত্মন্! তুমিই এই অনর্থ পরম্পরা বৈর ও কলহের মূল। তোমার দোষেই কৌরবগণ পরস্পর মিলিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। অতএব এ ক্ষণে তুমি আমার প্রভাব নিরীক্ষণ কর। আজি আমি তোমারে সংহার করিয়া কৃতকার্য্য ও গতজ্বর হইব। মহাবীর সূতনন্দন নকুলের মুখে রাজপুত্রের বিশেষত ধনুর্দ্ধারীর সমুচিত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীর! তুমি আমারে প্রহার কর; অদ্য আমি তোমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করিব। হে শূর! অগ্রে যুদ্ধে বীরজনোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ বাগ্‌জাল বিস্তার করা তোমার কর্ত্তব্য। বীরগণ বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া শক্ত্যনুসারে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। এ ক্ষণে তুমি আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আমি আজি তোমার দর্পচূর্ণ করিব। মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া সত্বরে ত্রিসপ্ততি শরে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল নকুল সূতপুত্র শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া আশীবিষ সদৃশ ভীষণ অশীতি শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন কর্ণ স্বর্ণপুঙ্খ নিশিত শরনিকরে নকুলের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ত্রিংশত বাণে তাঁহারে নিপীড়িত করিলে সেই সমুদায় শর ভুজঙ্গগণ যেমন পৃথিবী ভেদ করিয়া সলিল পান করিয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহার কবচ ভেদ পূর্ব্বক শোণিত পান করিল।

অনন্তর নকুল অন্য এক হেমপৃষ্ঠ কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক বিংশতি শরে কর্ণকে ও তিন শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে খরধার ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন পুরঃসর হাস্যমুখে তিনশত সায়কে পুনরায় তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন অন্যান্য রথী ও সমরদর্শনার্থ সমাগত দেবগণ নকুলের শরনিকরে সূতপুত্রকে নিপীড়িত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ অন্য এক ধনু গ্রহণপূর্ব্বক পাঁচ বাণে নকুলের জত্রুদেশ বিদ্ধ করিলেন। ভুবনদীপন ভগবান্ ভাস্কর স্বীয় রশ্মিজাল প্রভাবে যেমন শোভমান হন, মহাবীর মাদ্রীতনয় সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত জত্রুদেশে বিদ্ধ শর সমুদায় দ্বারা তদ্রূপ সুশোভিত হইলেন এবং অবিলম্বে সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার ধনুঃকোটি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া শরজালে নকুলের চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। নকুল কর্ণ চাপচ্যুত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া শরজাল প্রয়োগ পূর্ব্বক অবিলম্বে তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন নভোমণ্ডল সেই শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া খদ্যোত সঙ্কুলের ন্যায়, শলভ সমাকীর্ণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সেই শ্রেণীভূত শরনিকর অনবরত নিপতিত হইয়া শ্রেণীভূত ক্রৌঞ্চপক্ষীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তৎকালে নভোমণ্ডল শরজালে এককালে সমাচ্ছন্ন ও দিবাকর তিরোহিত হইলে আকাশগামী

কোন প্রাণীই আর ভূতলে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ হইল না।

হে মহারাজ! এই রূপে চতুর্দ্দিক শরনিকরে নিরুদ্ধ হইলে মহাবীর কর্ণ ও নকুল উদিত কাল সূর্য্য দ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। সোমকগণ কর্ণচাপচ্যুত শরজালে সমাহত ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কৌরব সৈন্যগণও নকুল শরে সমাহত হইয়া সমীরণ সঞ্চালিত অম্বুদের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তখন উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই বীর দ্বয়ের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগের শরপাতপথ অতিক্রম পূর্ব্বক সেই ঘোরতর সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এই রূপে সৈন্য সকল উৎসারিত হইলে তাঁহারা পরস্পর বধাভিলাষে দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন ও বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। নকুল নির্ম্মুক্ত কঙ্কপত্রযুক্ত শর সকল সূতপুত্রকে এবং সূতপুত্র নির্ম্মুক্ত শরজাল নকুলকে বিদ্ধ করিয়া গগনতলে অবস্থান করিতে লাগিল। এই রূপে সেই বীর দ্বয় পরস্পরের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া জলদজাল সমাবৃত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় সকলের অদৃশ্য হইলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীষণ আকার ধারণ পূর্ব্বক নকুলকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলে মহাবীর নকুল কর্ণের শরে পরিবৃত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তখন সূতপুত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার উপর সংস্র সহস্র শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই অনবরত নিক্ষিপ্ত শরজালে সমরাঙ্গন এককালে মেঘচ্ছায়ার ন্যায় শরচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তৎপরে মহাত্মা সূতপুত্র নকুলের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক হাস্য মুখে তাঁহার সারথিরে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন এবং শরনিকর দ্বারা তাঁহার দিব্য রথ চূর্ণ করিয়া পতাকা, গদা, খড়্গ, শতচন্দ্র যুক্ত চর্ম্ম ও অন্যান্য উপকরণ সকল এবং চক্ররক্ষকগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পরিঘ উদ্যত করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূতপুত্র তীক্ষ্ণধার সায়ক দ্বারা সেই ভীষণ পরিঘ ছেদন পূর্ব্বক নকুলকে নিরস্ত্র করিয়া সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা তাঁহারে সাতিশয় পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। অস্ত্রবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ এই রূপে মহাত্মা নকুলকে প্রহার করিলে তিনি সূতপুত্রকে প্রহার করিতে অসমর্থ হইয়া সহসা ব্যাকুলিতচিত্তে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সূতপুত্র হাস্য করত মাদ্রীতনয়ের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার গলদেশে জ্যারোপিত কার্ম্মুক সমর্পণ করিলেন। পাণ্ডুনন্দন কর্ণের শরাসনে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া মণ্ডলমধ্যগত শশধরের ন্যায়, শক্রচাপ শোভিত নিবিড় মেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ মহাত্মা নকুলকে কহিলেন, হে মাদ্রীতনয়! তুমি ইতিপূর্ব্বে বৃথা বাক্য ব্যয় করিয়াছ। যাহা হউক, এ ক্ষণে লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই। তুমি আর মহাবল পরাক্রান্ত কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। এখন হয় সদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, না হয় গৃহে প্রতিগমন বা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমীপে গমন কর। হে মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা মহাবীর কর্ণ তৎকালে নকুলকে এই মাত্র বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তিনি মাদ্রীতনয়কে ঐ সময় অনায়াসে বিনাশ করিতে পারিতেন কিন্তু কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়া তদ্বিষয়ে বিরত হইলেন। এই রূপে পাণ্ডুতনয় নকুল

কর্ণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দুঃখিত মনে কুম্ভস্থিত ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত লজ্জাবনত মুখে গমন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের রথে আরোহণ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্রও নকুলকে পরাজিত করিয়া অবিলম্বে শুভ্রবর্ণ অশ্ব সংযুক্ত ও ভূরি পতাকা শোভিত রথে সমাসীন হইয়া পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই মধ্যাহ্নকালে সেনাপতি সূতপুত্রকে পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান দেখিয়া পাণ্ডবগণের মধ্যে মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ চক্রাকারে পরিভ্রমণ করত পাঞ্চালগণকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে কোন কোন সারথি চক্র, ধ্বজ, পতাকা, অশ্ব ও অক্ষবিহীন রথে অবসন্ন পাঞ্চাল দেশীয় রথিগণকে লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রথকুঞ্জর সকল দাবানলে দগ্ধ হইয়াই যেন রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। অন্যান্য করিগণ বিদীর্ণকুম্ভ, রুধিরাক্ত কলেবর, বিরহিতশুণ্ড ও নিকৃত্তলাঙ্গুল হইয়া বিদলিত অভ্রখণ্ডের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। কোন কোনটা নারাচ, শর ও তোমরের আঘাতে ভয়বিহ্বল হইয়া হুতাশনে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় কর্ণের অভিমুখে গমন করিল। আর কোন কোনটা পরস্পরের আঘাতে শোণিত ক্ষরণ করত জলস্রাবী পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইল। অশ্বগণ উরুচ্ছদ, গ্রথিতকেশর, স্বর্ণ, রৌপ্য ও কাংস্যময় আভরণ, কবিকা, চামর, চিত্রকম্বল, তূণীর এবং আরোহিবিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। খড়্গ, প্রাস ও ঋষ্টি দ্বারা বিদ্ধ, কঞ্চুক ও উষ্ণীষধারী অশ্বারোহিগণের মধ্যে কেহ কেহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গবিহীন, কেহ কেহ নিহত, কেহ কেহ নিহন্যমান ও কেহ কেহ বা কম্পিত হইতে লাগিল। রথিগণ নিহত হওয়াতে বেগগামী অশ্ব সংযুক্ত সুবর্ণমণ্ডিত রথ সকল অক্ষ, কূবর, চক্র, ধ্বজ, পতাকা ও ঈষাদণ্ড বিহীন হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। অসংখ্য রথী নিহত ও অনেকে ইতস্তত ধাবমান হইল। অনেকে অস্ত্রহীন হইয়া এবং অনেকে অস্ত্রহীন না হইয়াই প্রাণ ত্যাগ করিল। তারকাজাল সমাকীর্ণ উৎকৃষ্ট ঘণ্টাযুক্ত, বিচিত্রবর্ণ পতাকা পরিশোভিত বারণগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। অসংখ্য মস্তক, ঊরুদেশ, বাহু এবং অন্যান্য অবয়ব সকল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর সূতপুত্রের সায়ক প্রভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত যোধগণের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা রহিল না। সঞ্জয়গণ সূতপুত্রের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া অনলে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় পুনরায় তাঁহারই অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তখন হতাবশিষ্ট পাঞ্চাল মহারথগণ সেই যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় সেনা নিপাতন মহারথ কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ তাঁহাদিগের অনুগমন করত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের ন্যায় তাঁহাদিগকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র যুযুৎসু অরাতি সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন, মহাবীর উলূক থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন যুযুৎসু বজ্র সদৃশ শিতধার শর দ্বারা উলূককে তাড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর উলূকও ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত ক্ষুরপ্রে তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে কর্ণি দ্বারা তাড়িত করিলেন। মহাবীর যুযুৎসু

তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ ও বেগশালী অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রোষকষায়িত নয়নে ষষ্টি বাণে উলূককে ও তিন বাণে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহারে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন উলূক কোপাবিষ্ট হইয়া স্বর্ণ ভূষিত বিংশতি শরে যুযুৎসুরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার কাঞ্চনময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর যুযুৎসু উলূকের শরে ধ্বজ উন্মথিত হওয়াতে ক্রোধে অধীর হইয়া পাঁচ বাণে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন উলূক তৈলধৌত ভল্ল দ্বারা যুযুৎসুর সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সারথির ছিন্ন মস্তক অম্বরতল পরিভ্রষ্ট বিচিত্র তারকার ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর উলূক যুযুৎসুর চারি অশ্বকে নিহত করিয়া তাঁহারে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। আপনার পুত্র যুযুৎসু উলূকের শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া অন্য রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। উলূকও তাঁহারে পরাজিত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে আপনার পুত্র শ্রুতকর্ম্মা নিশিত শরনিকরে পাঞ্চাল ও সঞ্জয়গণকে নিপীড়িত করত অকুতোভয়ে নিমেষার্দ্ধ মধ্যে শতানীকের অশ্ব সমুদায় ও সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ শতানীক সেই অশ্ববিহীন রথে অবস্থান পূর্ব্বক আপনার পুত্রের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। ঐ গদা শ্রুতকর্ম্মার অশ্ব, সারথি ও রথ সংচূর্ণিত করিয়া অবনি বিদারণ করতই যেন নিপতিত হইল। এই রূপে সেই কুরুকুল কীর্ত্তিবর্দ্ধন বীর দ্বয় পরস্পরের আঘাতে বিরথ হইয়া পরস্পরের প্রতি নেত্রপাত করত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তখন আপনার পুত্র শ্রুতকর্ম্মা বিবিংশুর রথে ও শতানীক সত্বরে প্রতিবিন্ধ্যের রথে আরোহণ করিলেন।

ঐ সময় সুবলনন্দন শকুনি ক্রুদ্ধ হইয়া সুতসোমকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু বারিবেগ যেমন পর্ব্বতকে চালিত করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ তাঁহারে কম্পিত করিতে পারিলেন না। সুতসোম পিতার পরম শত্রু শকুনিরে অবলোকন করিয়া বহু সহস্র শরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন অস্ত্র প্রয়োগ দক্ষ বিচিত্র যোদ্ধা শকুনি শরজালে সুতসোমের শরনিকর ছেদন পূর্ব্বক তিন বাণে তাঁহারে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণকে তিলপ্রমাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে তত্রত্য সকল লোকেই চীৎকার করিয়া উঠিল। ধনুর্দ্ধর সুতসোম এই রূপে হতাশ্ব, বিরথ ও ছিন্নধ্বজ হইয়া সত্বরে শরাসন হস্তে রথ হইতে ভূতলে অবতরণ পূর্ব্বক স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত বিবিধ বিশিখ দ্বারা শকুনির রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ শকুনি সেই রথ সমীপে সমাগত শলভরাজি সন্নিভ শরজাল সন্দর্শনে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া শরনিকরে তৎ সমুদায় ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় তত্রত্য সমুদায় যোদ্ধা ও আকাশস্থিত সিদ্ধগণ সুতসোমকে পদাতি হইয়া রথস্থ শকুনির সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট ও চমৎকৃত হইলেন। তখন সুবলনন্দন নতপর্ব্ব সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা সুতসোমের শরাসন ও তূণীর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রথ বিহীন সুতসোম এই রূপে ছিন্নচাপ হইয়া বৈদূর্য্য ও উৎপলের ন্যায় প্রভাযুক্ত হস্তিদন্ত নির্ম্মিত মুষ্টিদেশ সম্পন্ন খড়্গ সমুদ্যত করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। শকুনি সুতসোমের সেই বিমলাম্বর সন্নিভ সঞ্চালিত খড়্গকে কালদণ্ডের ন্যায় রোধ করিতে লাগিলেন। তখন শিক্ষাবল সম্পন্ন সুতসোম সেই অসি ধারণ পূর্ব্বক সহসা ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত,

আবৃত্ত, আপ্লুত, বিপ্লুত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ প্রকার মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক বারংবার সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বলবীর্য্য সম্পন্ন সুবলনন্দন সুতসোমের প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুতসোমও অসি দ্বারা তৎ সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শকুনি তদ্দর্শনে কোপাবিষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি আশীবিষ সদৃশ শর সমূহ পরিত্যাগ করিলেন। গরুড় তুল্য পরাক্রম শালী সুতসোম স্বীয় বল ও শিক্ষা প্রভাবে হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎসমুদায়ও খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে সেই বীরপুরুষ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে শকুনি সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার প্রভা সম্পন্ন অসি ছেদন করিলেন। সেই মহাখড়্গ ছিন্ন হইলে উহার অর্দ্ধভাগ ভূতলে নিপতিত হইল ও অর্দ্ধভাগমাত্র সুতসোমের হস্তে রহিল। তখন মহারথ সুতসোম স্বীয় খড়্গ ছিন্ন অবগত হইয়া ছয় পদ গমন পূর্ব্বক শকুনির অভিমুখে সেই হস্তস্থিত খড়্গার্দ্ধ নিক্ষেপ করিলেন। সুতসোমনিক্ষিপ্ত অর্দ্ধছিন্ন খড়্গ মহাত্মা সৌবলের স্বর্ণ হীরক বিভূষিত সগুণ শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর সুতসোম সত্বরে শ্রুতকীর্ত্তির রথে আরোহণ করিলেন। শকুনিও অন্য দুর্জ্জয় কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুগণকে নিপীড়িত করত পাণ্ডব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর সুবলনন্দন সমরে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে ঘোরতর নিনাদ সমুত্থিত হইল। তখন মহাত্মা শকুনি সেই শস্ত্রধারী গর্ব্বিত পাণ্ডবপক্ষীয় সৈনিকগণকে বিদ্রাবিত করত দেবরাজ যেমন দৈত্য সেনাগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।

সপ্ত বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে শরভ যেমন বনমধ্যে সিংহকে দেখিয়া নিবারণ করে, তদ্রূপ কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবল পরাক্রান্ত কৃপ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া এক পদও গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রাণিগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের রথসন্নিধানে কৃপাচার্য্যের রথ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নিতান্ত ভীত হইয়া দ্রুপদতনয়কে বিনষ্ট বলিয়া অবধারণ করিল। তখন রথী ও সাদিগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া কহিতে লাগিল, বোধ হয়, মহাত্মা কৃপ দ্রোণনিধনে জাতক্রোধ হইয়াছেন। ইনি মহাতেজস্বী, দিব্যাস্ত্রবেত্তা ও উদার, বীশক্তি সম্পন্ন। আজি কি ধৃষ্টদ্যুম্ন ইহাঁর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন? এই সমস্ত সৈন্য কি মহাভয় হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে? ঐ মহাবীর কি আমাদিগকে সংহার না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন? ইহাঁর রূপ কৃতান্তের ন্যায় নিতান্ত করাল। আজি ইনি সংগ্রামে দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় ভয়ঙ্কর কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন, সন্দেহ নাই। ঐ সমরবিজয়ী মহারথ লঘুহস্ত এবং মহাস্ত্র ও বলবীর্য্য সম্পন্ন। অদ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন নিঃসন্দেহই উহাঁর সহিত সমরে পরাঙ্মুখ হইবেন। হে মহারাজ! উভয় পক্ষীয় বীরগণ এই রূপে নানা প্রকার জল্পনা করিতে লাগিল।

অনন্তর মহারথ কৃপ ক্রোধভরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা নিশ্চেষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নের মর্ম্মদেশে আঘাত করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্য্যের শরজালে একান্ত সমাহত ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার সারথি তাঁহারে কহিলেন, হে মহা-

বীর! আপনার মঙ্গল ত? আমি যুদ্ধকালে আপনার এই রূপ বিপদ্ ত কখন নিরীক্ষণ করি নাই। এ ক্ষণে দুর্দ্দৈব বশতই আপনি মর্ম্মভেদী শর নিক্ষেপে অসমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু ঐ সিপ্রবর আপনার মর্ম্মদেশ লক্ষ্য করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ করিতেছেন; অতএব আমি অবিলম্বে অর্ণব মুখ হইতে প্রতিনিবৃত্ত নদীবেগের ন্যায় এই রথ প্রতিনিবৃত্ত করি। এ ক্ষণে যিনি তোমার বিক্রম বিনষ্ট করিয়াছেন, ঐ ব্রাহ্মণ অবধ্য। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সারথির মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদুবচনে কহিলেন, হে সূত! আমার চিত্ত বিমোহিত ও দেহ হইতে স্বেদজল নির্গত হইয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত ও অনবরত বিকম্পিত হইতেছে। অতএব এ ক্ষণে ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জুন সন্নিধানে রথ উপনীত কর। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, অর্জ্জুন বা ভীমসেনের নিকট সমুপস্থিত হইলে অদ্য আমার শ্রেয়োলাভ হইবে। হে মহারাজ! তখন সারথি অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করত যে স্থানে ভীমসেন আপনার সৈন্যগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছিলেন, তথায় রথ লইয়া গমন করিতে লাগিল। মহাবীর কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়াছে দেখিয়া অসংখ্য শর বর্ষণ ও মুহুর্ম্মুহু শঙ্খধ্বনি করত ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে কৃপাচার্য্য, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নমুচি দানবকে বিত্রাসিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নকে ভীত করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর হার্দ্দিক্য হাস্যমুখে ভীষ্মের সংহারহেতু একান্ত দুর্দ্ধর্ষ শিখণ্ডীরে বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী সুশাণিত পাঁচ ভল্লে হার্দ্দিক্যের বক্ষদেশে আঘাত করিলেন। তখন হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে ষষ্টি সায়কে শিখণ্ডীরে বিদ্ধ করিয়া হাস্যমুখে এক শরে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদাত্মজ তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে কৃতবর্ম্মারে থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু ঐ সমস্ত বাণ তাঁহার বর্ম্মে লগ্ন হইবামাত্র স্খলিত হইয়া পড়িল। শিখণ্ডী স্বীয় শরনিকর ব্যর্থ ও ক্ষিতিতলে নিপতিত দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা কৃতবর্ম্মার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে মহাবীর কৃতবর্ম্মা ছিন্নকার্ম্মুক হইয়া ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় প্রভাব প্রকটনে অসমর্থ হইলে দ্রুপদতনয় রোষভরে অশীতি শরে তাঁহার বাহুযুগল ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। হৃদিকাত্মজ শিখণ্ডিনিক্ষিপ্ত শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত কলেবর ও একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। কুম্ভমুখ হইতে বিনির্গত সলিলের ন্যায় তাঁহার দেহ হইতে অনবরত রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি রুধিরলিপ্ত কলেবর হইয়া ধাতুধারারঞ্জিত শৈলের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং তৎপরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া শিখণ্ডীর স্কন্ধদেশে বহুসংখ্যক শর বিদ্ধ করিলেন। দ্রুপদাত্মজ স্কন্ধদেশবিদ্ধ শর সমূহ দ্বারা শাখা প্রশাখা শোভিত অতি বৃহৎ পাদপের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সেই বীর দ্বয় পরস্পর পরস্পরের শরাঘাতে রুধিরলিপ্তকলেবর হইয়া পরস্পর শৃঙ্গাভিহত বৃষভ দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এই রূপে তাঁহারা পরস্পরের বধে অধ্যবসায়াকৃষ্ট হইয়া অসংখ্য মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক রথারোহণে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৃতবর্ম্মা সুশাণিত সপ্ততি শরে শিখণ্ডীরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক জীবিতান্তকর ভয়ঙ্কর শর নিক্ষেপ করি-

লেন। মহাবীর শিখণ্ডী ভোজরাজ নিক্ষিপ্ত শরে একান্ত অভিহত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক মোহে অভিভূত হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহারে হার্দ্দিক্য শরাঘাতে নিতান্ত কাতর হইয়া বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া অবিলম্বে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। হে মহারাজ! এই রূপে দ্রুপদাত্মজ শিখণ্ডী কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পাণ্ডব সৈন্যগণ শরনিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় শ্বেতবাহন অর্জ্জুন বায়ু যেমন ইতস্তত তূলরাশি বিকীর্ণ করে, তদ্রূপ আপনার সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব, ত্রিগর্ত্ত, শিবি, শাল্ব, সংশপ্তক ও অন্যান্য নারায়ণী সেনাগণ এবং সত্যসেন, চন্দ্রদেব, মিত্রদেব, সুতঞ্জয়, সৌশ্রুতি, চিত্রসেন, মিত্রবর্ম্মা, সুশর্ম্মা, বসুধর্ম্মা, সুবর্ম্মা ও মহাধনুর্দ্ধর অস্ত্রবিশারদ পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত ত্রিগর্ত্তাধিপতি অর্জ্জুনের উপর শরধারা বর্ষণ করত জলরাশি যেমন সাগরাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! তার্ক্ষ্য দর্শনে পন্নগগণ যেমন নিশ্চেষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই যোধগণ অর্জ্জুনকে দর্শন করিয়া জড়ীভূত হইতে লাগিল। তাহারা ধনঞ্জয়ের শরে নিয়ত নিহন্যমান হইয়াও হুতাশনে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় তাঁহারে পরিত্যাগ করিল না। অনন্তর সত্যসেন তিন, মিত্রদেব ত্রিষষ্টি, চন্দ্রসেন সাত, মিত্রবর্ম্মা ত্রিসপ্ততি, সৌশ্রুতি সাত, শত্রুঞ্জয় বিংশতি ও সুশর্ম্মা নয় শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন এই রূপে সেই বীরগণ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া সৌশ্রুতিরে সাত, সত্যসেনকে তিন, শত্রুঞ্জয়কে বিংশতি, চন্দ্রদেবকে আট, মিত্রদেবকে শত, শ্রুতসেনকে তিন, মিত্রবর্ম্মারে নয় ও সুশর্ম্মারে আট শরে বিদ্ধ করিয়া শিলানিশিত শরনিকরে শত্রুঞ্জয়, সৌশ্রুতি ও চন্দ্রবর্ম্মারে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ পূর্ব্বক পাঁচ পাঁচ বাণে অন্যান্য মহারথগণকে নিবারণ করিলেন। তখন মহাবীর সত্যসেন রোষাবিষ্ট চিত্তে কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া তোমর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সেই লৌহদণ্ড সুবর্ণময় তোমর মহাত্মা বাসুদেবের বাহু বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। সেই আঘাতেই বাসুদেবের হস্ত হইতে প্রতোদ ও রথরশ্মি স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় হৃষীকেশকে বিকলাঙ্গ দর্শন করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি সত্বরে সত্যসেনের নিকট রথসঞ্চালন কর; আমি অবিলম্বেই উহারে বিনাশ করিব। মহাত্মা হৃষীকেশ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে পূর্ব্ববৎ প্রতোদ ও রথরশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক সত্যসেনের নিকট রথ সঞ্চালন করিলেন। মহারথ ধনঞ্জয়ও তীক্ষ্ণ শরনিকরে সত্যসেনকে নিবারণ করিয়া শাণিত ভল্লে তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি শাণিত বাণ দ্বারা মিত্রবর্ম্মারে ও বৎসদন্ত দ্বারা তাঁহার সারথিরে নিপাতিত করিয়া পুনরায় শত শত শর দ্বারা অশ্বগণ সংশপ্তকগণকে ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন এবং পরক্ষণেই সেই রজতপুঙ্খ ক্ষুরপ্র দ্বারা মহাত্মা মিত্রসেনের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক সুশর্ম্মার জত্রুদেশে মহা আঘাত করিলেন। অনন্তর সংশপ্তকগণ ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ক্রোধভরে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করত শরনিকর দ্বারা তাঁহারে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মহারথ অর্জ্জুন নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইন্দ্রাস্ত্রের আবির্ভাব

করিলে সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র শর প্রাদুর্ভূত হইল। রাশি রাশি ধ্বজ, পতাকা, রথ, কার্ম্মুক তূণীর, যুগ, অক্ষ, চক্র, যোক্ত্র, রশ্মি, কূবর, বন্ধুর, প্রাস, ঋষ্টি, গদা, পরিঘ, শক্তি, তোমর, পট্টিশ, চক্র-যুক্ত শতঘ্নী, ভুজ, উরু, কণ্ঠসূত্র, অঙ্গদ, কেয়ূর, হার, নিষ্ক, বর্ম্ম, ছত্র, ব্যজন ও মুকুট সকল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে রণস্থলে মহাশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সুন্দর নেত্রযুক্ত কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণচন্দ্র সদৃশ ছিন্ন মস্তক সকল অম্বরতলস্থিত তারকাজালের ন্যায় লক্ষিত হইল। নিহত বীরগণের মাল্যাম্বরধারী চন্দন দিগ্ধ দেহ সকল ধরাতলে নিপতিত রহিল। তৎকালে সংগ্রাম-স্থল অতি ঘোরতর হইয়া উঠিল। মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজপুত্রগণ এবং অসংখ্য হস্তী ও অশ্ব নিপতিত হওয়াতে রণভূমি পর্ব্বতাকীর্ণ ভূভাগের ন্যায় অতিশয় দুর্গম হইল। ঐ সময় শত্রুঘাতন অর্জ্জুনের রথ-চক্রের গতি রোধ হইয়া গেল। বোধ হইতে লাগিল যেন মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথচক্র তাঁহারে সেই শোণিতজাত কর্দ্দম সমাকীর্ণ সংগ্রামস্থলে বিচরণ পূর্ব্বক অসংখ্য শত্রু ও হস্ত্যশ্ব সমুদায় সংহার করিতে দেখিয়া অবসন্ন হইয়াছে। তখন মনোবেগগামী অশ্বগণ প্রাণপণে সেই কর্দ্দমমগ্ন চক্র আকর্ষণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! পাণ্ডু-তনয় অর্জ্জুন এই রূপে সৈন্যগণকে বিনাশ করিলে তাহারা প্রায় সকলেই রণবিমুখ হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সেই বহু-সংখ্য সংশপ্তকগণকে পরাজিত করিয়া ধূম-বিরহিত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

একোন ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধি-ষ্ঠির কৌরব সৈন্যের উপর অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতেছিলেন। রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং নির্ভীকচিত্তে তাঁহার নিকট যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপ-নার পুত্রকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহারে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্রও নিশিত নয় বাণে ধর্ম্মরাজকে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার সারথির উপর এক ভল্ল প্রয়োগ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের উপর সুবর্ণপুঙ্খ ত্রয়োদশ শর নিক্ষেপ করি-য়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব, এবং এক এক শরে তাঁহার সারথির মস্তক, ধ্বজ, কার্ম্মুক ও খড়্গ ছেদন পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহা-রে পাঁচ বাণে নিতান্ত নিপীড়িত করি-লেন। আপনার পুত্র এই রূপে একান্ত বিষণ্ণ হইয়া সেই অশ্ব বিহীন রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ দুর্য্যোধনের রক্ষার্থ তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন পাণ্ডুতনয়েরাও যুধিষ্ঠিরের সাহায্যার্থ তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সহস্র সহস্র তূর্য্য বাদিত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় যে স্থলে কৌরব ও পাঞ্চালগণ মিলিত হইয়াছিল, সেই স্থানে মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইল। নরগণ নরদিগের সহিত, কুঞ্জরগণ কুঞ্জরদিগের সহিত, রথিগণ রথীদিগের সহিত এবং অশ্বা-রোহিগণ অশ্বারোহীদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। বীরগণ পরস্পর পরস্পরের বিনাশ বাসনায় বিবিধ বিচিত্র যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বীরজনের সমর ব্রতানুসারে পরস্পর পরস্পরের সম্মু-খীন হইয়া প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন; কোন ক্রমেই কেহ সমর পরিত্যাগ করিল না। এই রূপে ঐ যুদ্ধ মুহূর্ত্তকাল অতি মধুরদর্শন

হইল ; কিন্তু অবিলম্বেই একবারে সকলে উন্মত্ত হওয়াতে উহা নির্ম্মর্য্যাদ হইয়া উঠিল। তখন রথিগণ মাতঙ্গদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে বিদীর্ণ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। অশ্বারোহিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন ও অশ্বগণকে বেষ্টন করিয়া তলধ্বনি করিতে লাগিল। মহামাতঙ্গগণ বিদ্রাবিত অশ্বগণের প্রতি ধাবমান হইলে অশ্বারোহিগণ কুঞ্জরদিগের পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব-দেশে শরাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। মদমত্ত দ্বিরদগণ অশ্ব সকলকে বিদ্রাবিত করিয়া দশন প্রহারে বিনষ্ট ও মর্দ্দিত করিতে লাগিল। কতগুলি হস্তী রোষভরে দশন দ্বারা অশ্বারোহিগণের সহিত অশ্বদিগকে বিদ্ধ করিয়া মহাবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোন কোন মাতঙ্গ পদাতি সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সুযোগক্রমে সমাহত হইয়া ঘোরতর আর্ত্ত-স্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় পদাতিগণ আভরণ পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান হইলে গজারোহিগণ জয়লক্ষণ অবগত হইয়া সত্বরে তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল এবং গজদিগকে আহত করিয়া পদাতিগণের কলেবর ভেদ ও আভ-রণ গ্রহণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহা-বেগ সম্পন্ন বলমদমত্ত পদাতিগণও হস্ত্যা-রোহীদিগকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। কতগুলি হস্ত্যারোহী করিশুণ্ড দ্বারা আকাশ মার্গে নিক্ষিপ্ত হই-য়া পতনকালে মাতঙ্গগণের বিষাণাগ্রে বিদ্ধ হইল। কতগুলি হস্ত্যারোহী হস্তীর দন্ত দ্বারা বিনষ্ট হইয়া গেল। কতগুলি সেনা মধ্যে মহাগজ দ্বারা বিদীর্ণ কলেবর ও পুনঃ পুন নিক্ষিপ্ত হইল এবং কতগুলি হস্তীর পুরোবর্ত্তী বীর কুঞ্জরগণ কর্ত্তৃক ব্যজ-নের ন্যায় ভ্রামিত হইয়া নিহত হইল। এই রূপে হস্ত্যারোহীদিগের কলেবর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। নাগগণ প্রাস, তোমর ও ঋষ্টি দ্বারা দন্তান্তরাল কুম্ভ ও দন্ত বেষ্টনে অতি মাত্র বিদ্ধ হইল।

ঐ সময় কোন কোন মাতঙ্গ পার্শ্বস্থ সুদারুণ বীরগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত ও রথিগণ অশ্বারোহিগণ কর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অশ্বারোহিগণ তোমর দ্বারা চর্ম্মধারী পদাতিগণকে ভূতলে মর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিল। হস্তিগণ কোন কোন রথীরে আক্রমণপূর্ব্বক সেই ভয়ঙ্কর সমরাঙ্গনে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোন কোন মহাবল পরাক্রান্ত মাতঙ্গ নারাচ নিহত হইয়া বজ্রভিন্ন গিরিশৃঙ্গের ন্যায় মহীতলে নিপতিত হইল। তখন যো-ধগণ পরস্পর সমাগত হইয়া পরস্পরকে মুষ্টি প্রহার ও পরস্পরের কেশ ধারণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। কেহ কেহ ভুজযুগল উদ্যত করিয়া প্রতিপক্ষকে ভূতলে নিক্ষেপ ও পাদ দ্বারা তাহার বক্ষস্থল আক্রমণ পূর্ব্বক শিরশ্ছেদন করিল। কেহ কেহ অসি দ্বারা পতনোন্মুখ অরাতির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল এবং কেহ কেহ বা জীবিত ব্যক্তির দেহে শস্ত্র বিদ্ধ করিতে লাগিল।

অনন্তর যোদ্ধাদিগের মুষ্টিযুদ্ধ, কেশ গ্রহ ও বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেহ কেহ অতর্কিত সঞ্চারে অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের প্রাণ সংহার করিল। এই রূপে যোধগণ পরস্পর ঘোরতর সঙ্কুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। শস্ত্র ও কবচ সকল শোণিতলিপ্ত হইয়া ধাতুরাগরঞ্জিত বস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে গঙ্গাপ্র-পাতের ন্যায় সেনাগণের ভীষণ কল কল ধ্বনি সমুত্থিত হইল।

হে মহারাজ! এই রূপে শস্ত্রপাত সঙ্কুল ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে সৈন্যগণ শর নিপীড়িত হইয়া আত্মপর অব-

ধারণে অসমর্থ হইল। জিগীষা পরবশ ভূপালগণ যুদ্ধ করিতে হয় বলিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ কি আত্মীয় কি বিপক্ষ পক্ষীয় যাহারে সম্মুখে প্রাপ্ত হইলেন, তাহারেই বিনাশ করিলেন। ফলত তৎকালে বীরগণের শরপ্রভাবে উভয় পক্ষীয় সেনাগণই আকুল হইয়া উঠিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্য নিপাতিত হওয়াতে রণভূমি ক্ষণকাল মধ্যে অতিশয় দুর্গম হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমরাঙ্গনে শোণিত তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ত্রিগর্ত্ত, কর্ণ পাঞ্চাল এবং ভীমসেন কৌরব ও করিসৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সেই অপরাহ্ণ কালে কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যেরা বিপুল যশোলাভাভিলাষে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অতি ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় উপস্থিত হইল।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি তোমার মুখে পুত্রগণের মৃত্যু সংবাদ ও অন্যান্য দুর্ব্বিষহ বিষম দুঃখ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। তুমি যে রূপ যুদ্ধের কথা, কহিতেছ, তাহাতে বোধ হয়, কৌরবগণের জীবন নিঃশেষিত হইয়াছে। হে সূতনন্দন! তুমি বক্তৃতা বিশারদ; অতএব ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মহারথ দুর্য্যোধনকে বিরথ করিয়া কি রূপে তাহার সহিত যুদ্ধ করিল? দুর্য্যোধনই বা কি রূপে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণে প্রবৃত্ত হইল এবং সেই অপরাহ্ণ সময়ে অন্যান্য বীরগণের কি রূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল? তৎসমুদায় বিশেষ রূপে কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! এই রূপে সৈন্যগণ ভাগক্রমে সংগ্রামে মিলিত ও নিহন্যমান হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক বিষপূর্ণ ভুজঙ্গমের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরাজকে লক্ষ্য করত সারথিরে কহিলেন, হে সূত! যে স্থানে বর্ম্মধারী রাজা যুধিষ্ঠির আতপত্র দ্বারা বিরাজিত হইতেছে, তুমি সত্বরে তথায় আমারে লইয়া চল। সারথি দুর্য্যোধনের আজ্ঞা শ্রবণে ধর্ম্মরাজের অভিমুখে রথ চালন করিতে লাগিল। তখন যুধিষ্ঠিরও মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় প্রকোপিত হইয়া স্বীয় সারথিরে দুর্য্যোধনের অভিমুখে গমন করিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন পরস্পর মিলিত হইয়া সরোষ নয়নে পরস্পরের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন শিলানিশিত ভল্ল দ্বারা ধর্ম্মনন্দনের শরাসন ছেদন করিলেন। ধর্ম্মরাজ সেই অবমান সহ্য করিতে না পারিয়া রোষকষায়িত লোচনে অবিলম্বে ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া দুর্য্যোধনের ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দুর্য্যোধনও অন্য চাপ গ্রহণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই ভ্রাতৃ দ্বয় রোষিত সিংহ দ্বয়ের ন্যায়, নর্দ্দমান বৃষ দ্বয়ের ন্যায় জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া শস্ত্র বর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরকে নিপীড়িত করিলেন এবং পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ পূর্ব্বক বিচরণ করত আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন নির্ম্মুক্ত শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কুসুমিত কিংশুক দ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা বারংবার সিংহনাদ, তলধ্বনি, চাপনির্ঘোষ ও শঙ্খ নিস্বন করত পরস্পরের নিপীড়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বজ্রতুল্য বেগশালী তিন বাণে আপনার পুত্রের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যো-

ধনও স্বর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত পাঁচ বাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক সুতীক্ষ্ণ লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ভীষণ শক্তি মহোল্কার ন্যায় সমাগত দেখিয়া নিশিত তিন বাণে ছেদন পূর্ব্বক পাঁচ বাণে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই স্বর্ণদণ্ডান্বিত হুতাশন সন্নিভ শক্তি গগনভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় ভীষণ শব্দ করত নিপতিত হইল। দুর্য্যোধন শক্তি বিনিহত দেখিয়া নিশিত নয় ভল্লে যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিলেন। অরাতিঘাতন যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই রূপে বিদ্ধ হইয়া শরাসনে শর সংযোজন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে ঐ শর আপনার পুত্রকে বিমোহিত করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন দুর্য্যোধন কলহের শেষ করিবার মানসে সরোষ নয়নে গদা উদ্যত করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন। ধর্ম্মরাজ দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় দুর্য্যোধনকে গদা উদ্যত করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় বেগশালী জ্যোতির্ম্ময় মহাশক্তি পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সেই শক্তির আঘাতে মর্ম্মবিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বিমোহিত ও রথোপরি নিপতিত হইলেন। তখন ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহারাজ! দুর্য্যোধন আপনার বধ্য নহে। রাজা যুধিষ্ঠির বৃকোদর কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন কৃতবর্ম্মা ত্বরান্বিত হইয়া সেই দুঃখার্ণবে নিমগ্ন রাজা দুর্য্যোধনের নিকট আগমন করিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে হেমমণ্ডিত গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে হার্দ্দিক্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সেই অপরাহ্ণ সময়ে শত্রুগণের সহিত জয়লাভ লোলুপ কৌরবপক্ষীয় যোধগণের তুমুল সংগ্রাম হইল।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীরগণ মহাবীর কর্ণকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবাসুর যুদ্ধ সদৃশ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিগণ করিবৃংহিত, নরকোলাহল, রথঘর্ঘর শব্দ ও শঙ্খনিস্বন দ্বারা অতিশয় পুলকিত হইয়া ক্রোধভরে বিবিধ আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথী বীর পুরুষ নিক্ষিপ্ত শাণিত পরশু, অসি, পট্টিশ ও বহুবিধ শরে নিহত হইয়া গেল। চন্দ্র, সূর্য্য ও কমলতুল্য, ধবলদশনরাজি বিরাজিত, নাসাবংশ সুশোভিত, কমনীয় লোচন, রুচির কিরীট ও কুণ্ডলে সমলঙ্কৃত নর মস্তক সমূহে রণস্থল সমাকীর্ণ হইল। অসংখ্য পরিঘ, মুষল, শক্তি, তোমর, নখর, ভুষুণ্ডী ও গদা দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হইলে সমরাঙ্গনে ভীষণ রুধিরনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই রূপে অসংখ্য নিহত রথী, পদাতি, অশ্ব ও কুঞ্জর ক্ষত বিক্ষত ও ভীষণদর্শন হওয়াতে সমরাঙ্গন লোকক্ষয় কালীন যমরাজ্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার দেবকুমার সদৃশ আত্মজ ও সৈনিকগণ বহুল বল সমভিব্যাহারে সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সম্পন্ন কৌরবসৈন্য গমন কালে সমুদ্রের ন্যায় গভীর শব্দ করত সুররাজের সেনার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন সুররাজসম বিক্রম সম্পন্ন মহাবীর কর্ণ দিনকর কিরণের ন্যায় প্রখর শরনিকর

দ্বারা উপেন্দ্রতুল্য সাত্যকিরে প্রহার করিতে লাগিলেন। সাত্যকিও সত্বরে বিবিধ শর দ্বারা সর্প বিষের ন্যায় নিতান্ত উগ্র পুরুষপ্রবীর কর্ণকে রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর আপনার সুহৃদ্ অতিরথগণ সাত্যকি নিক্ষিপ্ত শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণের সহিত সত্বরে বসুষেণের নিকট গমন করিলেন। তখন মহার্ণব সন্নিভ কৌরব সৈন্য সমুদায় সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান হইলে দ্রুপদতনয় প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ উহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বহুসংখ্য মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তী বিনষ্ট হইয়া গেল।

ইত্যবসরে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব শত্রু সংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়া সায়ংকালোচিত কার্য্য সমাধানন্তর ভগবান্ ভবানীপতির যথাবিধ অর্চ্চনা করিয়া কৌরব সৈন্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কৌরবগণ বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগের অম্বুদের ন্যায় গভীর নিস্বন যুক্ত, পবন বিকম্পিত ধ্বজপট সম্পন্ন শ্বেতাশ্ব সংযোজিত রথ সম্মুখে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিতপ্রায় হইলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক নৃত্য করতই যেন শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল ও গগনতল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ সুসজ্জিত, যন্ত্র, আয়ুধ ও ধ্বজদণ্ড সমন্বিত, বিমানপ্রতিম রথ সমুদায় সারথির সহিত শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শর প্রয়োগ পূর্ব্বক বৈজয়ন্তী, আয়ুধ ও ধ্বজ সম্পন্ন গজ, মহামাত্র, অশ্ব, সাদী ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! তখন মহারাজ দুর্য্যোধন একাকীই সেই সংক্রুদ্ধ অন্তক সদৃশ দুর্নিবার অর্জ্জুনকে শরনিকর দ্বারা সমাহত করত তথায় আগমন করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন তাঁহারে সমাগত দেখিয়া সাত সায়কে তাঁহার কার্ম্মুক, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিরে ছেদন পূর্ব্বক এক শরে তাঁহার ছত্রদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া আর একটি প্রাণনাশক শর নিক্ষেপ করিলে মহাবীর অশ্বত্থামা উহা সাত খণ্ডে ছেদন করিলেন। তখন ধনঞ্জয় শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক দ্রোণপুত্রের ধনু ও অশ্বগণকে ছেদন পূর্ব্বক কৃপাচার্য্যের কার্ম্মুক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে হার্দ্দিক্যের শরাসন, ধ্বজ ও অশ্বগণ এবং দুঃশাসনের শরাসন ছেদন করিয়া সূতপুত্রের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ সাত্যকিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বরে তিন শরে অর্জ্জুনকে ও বিংশতি শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে বারংবার ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ঐ সময় রোষপরবশ সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুগণকে সংহার ও অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেও তাঁহার কিছুমাত্র গ্লানি উপস্থিত হইল না।

অনন্তর সাত্যকি তথায় আগমন পূর্ব্বক কর্ণকে প্রথমত নিশিত নবতি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি এক শত শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে মহাবীর যুধামন্যু, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, উত্তমৌজা, যমজ নকুল ও সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেকিতান, ধর্ম্মরাজ এবং প্রভদ্রক, চেদি, কারূষ, মৎস্য ও কৈকয়গণ অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিদিগের সহিত কর্ণ বধে অধ্যবসায়াকূঢ় হইয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন ও কটূক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বিবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মহারথ কর্ণ নিশিত শরনিকরে ঐ সমস্ত শস্ত্র ছেদন করিয়া বায়ু যেমন মহীরুহ ভগ্ন করিয়া অপবাহিত করে, তদ্রূপ তথা হইতে তৎ সমুদায় অপসারিত করিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রথী, মহামাত্র সমবেত গজ, সাদীর সহিত অশ্ব ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এই রূপে পাণ্ডব সৈন্যগণ মহাবীর কর্ণের অস্ত্র প্রভাবে বিশস্ত্র, ক্ষত বিক্ষত ও বধ্যমান হইয়া প্রায় সকলেই সমরে পরাঙ্মুখ হইল।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে অস্ত্রজাল বর্ষণ পূর্ব্বক সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমুদায় প্রতিহত করিয়া শরনিকর দ্বারা ভূমণ্ডল দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলেন। অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরজাল মুষলের ন্যায়, পরিঘের ন্যায় শতঘ্নীর ন্যায় ও অতি কঠোর বজ্রের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুনের অস্ত্রবলে নিহন্যমান হইয়া নিমীলিত লোচনে ভ্রমণ ও আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিল এবং কতগুলি শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত ও একান্ত ভীত হইয়া ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর ভগবান ভানুমান্ অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিলেন। গাঢ়তর অন্ধকার ও ধূলিপটল প্রভাবে আর কোন বস্তুই নিরীক্ষিত হইল না। তখন কৌরব পক্ষীয় মহারথগণ রাত্রিযুদ্ধে নিতান্ত ভীত হইয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ক্রোধভরে রণস্থল হইতে অপগমন করিলেন। পাণ্ডবেরাও জয়শ্রী লাভ করিয়া বিবিধ বাদিত্র বাদন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুগণকে উপহাস এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের স্তুতিবাদ করত স্বশিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে উভয় পক্ষীয় বীরগণ যুদ্ধে অবহার করিলে ভূপালগণ পাণ্ডবদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডবেরা সেই নিশাকালে শিবিরে সমাগত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষস, পিশাচ ও শ্বাপদগণ দলবদ্ধ হইয়া রুদ্রদেবের আক্রীড় সন্নিভ সেই ভীষণ রণস্থলে সমাগত হইতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! স্পষ্টই বোধ হইতেছে, অর্জ্জুন স্বচ্ছন্দে আমাদের সমুদায় যোধগণকে নিহত করিয়াছে। ঐ বীর সংগ্রামে অস্ত্র ধারণ করিলে যমও উহার নিকট পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন না। যে বীরবর একাকী দিব্য শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সুভদ্রা হরণ, অগ্নির তৃপ্তি সম্পাদন, এই পৃথিবী পরাজয় পূর্ব্বক সমুদায় ভূপালের নিকট কর গ্রহণ, নিবাত কবচগণের বিনাশ সাধন, ভরতগণের পরিত্রাণ এবং কিরাতরূপী দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম ও তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিল, সেই অর্জ্জুন পরাক্রম দ্বারা নৃপগণকে পরাজিত করিয়াছে। যাহা হউক, এ ক্ষণে সেই অনিন্দনীয় বীরগণ ও আমার পুত্র দুর্য্যোধন কি করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর!

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বর্ম্মায়ুধ বিবর্জ্জিত হত আহত ও বিধ্বস্ত বাহনগণে পরিবেষ্টিত মহামানী কৌরবগণ এই রূপে অরাতি শরে বর্ম্মায়ুধ বিবর্জ্জিত, বাহনবিহীন, হত সৈন্য, একান্ত সমাহত ও নির্জ্জিত হইয়া শিবিরে অবস্থান পূর্ব্বক ভগ্নদংষ্ট্র বিষবিহীন বিষধরের ন্যায় দীনস্বরে পুনরায় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ ও করে কর নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! অর্জ্জুন দৃঢ় কার্য্য-

দক্ষ ও ধৈর্য্যশালী ; বিশেষত বাসুদেব যথা সময়ে উহারে প্রতিবোধিত করিয়া থাকেন। ধনঞ্জয় অদ্য সহসা শস্ত্র বর্ষণ পূর্ব্বক আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু কল্য আমি তাহার সমুদায় সঙ্কল্প ধ্বংস করিব। দুর্য্যোধন কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া ভূপালগণকে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে আদেশ করিলে তাঁহারা স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সেই রজনী সুখে অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে প্রফুল্ল চিত্তে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং দেখিলেন ধর্ম্মরাজ যত্ন পূর্ব্বক বৃহস্পতি ও শুক্রের সম্মত দুর্জ্জয় ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তখন অরাতিঘাতন দুর্য্যোধন যুদ্ধে পুরন্দরের ন্যায়, বলে মরুদ্গণের ন্যায় ও বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় শত্রু নিসূদন, বৃষভস্কন্ধ, সূতপুত্রকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমুদায় সৈন্যগণও কর্ণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহারেই প্রাণ সঙ্কট কালীন বন্ধুর ন্যায় বিবেচনা করিল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সেনাগণ কর্ণের প্রতি অনুরক্ত হইলে দুর্য্যোধন কি করিল? সৈন্যগণের অবহারানন্তর পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইলে আমার পুত্র কি সূর্য্যদর্শনোৎসুক শীতার্ত্ত পুরুষের ন্যায় কর্ণকে দর্শন করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! উভয় পক্ষে সংগ্রাম আরম্ভ হইলে সূতপুত্র কি রূপে যুদ্ধ করিল? পাণ্ডবেরাই বা কি রূপে তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল? মহাবাহু কর্ণ একাকী সৃঞ্জয় ও পার্থগণকে নিহত করিতে পারে। ঐ মহাবীর সংগ্রামকালে ভয়ঙ্কর অস্ত্রজাল এবং ইন্দ্র ও বিষ্ণুর তুল্য ভুজবল ধারণ করিয়া থাকে। দুর্য্যোধন কর্ণকে আশ্রয় করিয়া সংগ্রামে যত্নশীল হইয়াছিল, মহারথ কর্ণও দুর্য্যোধনকে পীড়িত ও পাণ্ডবগণকে পরাক্রান্ত দেখিয়া প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছিল। দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন কর্ণকে আশ্রয় করিয়াই বাসুদেব সমবেত সপুত্র পাণ্ডবগণকে জয় করিতে উৎসাহিত হইয়াছিল; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! কর্ণ কোপাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণকে পরাভূত করিতে পারিল না; অতএব দৈবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। হায়! এ ক্ষণে দ্যূত ক্রীড়ার চরম ফল উপপন্ন হইয়াছে। আমি দুর্য্যোধনের দুর্নীতি জনিত শল্যভূত দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। হে সঞ্জয়! সূতনন্দন নীতিমান, পরাক্রান্ত ও দুর্য্যোধনের অনুগত। তথাপি এই মহাযুদ্ধে আমার পুত্রগণকে নির্জ্জিত ও নিহত শ্রবণ করিতে হইল? হায়! পাণ্ডবগণকে নিবারণ করে, এমন আর কেহই নাই। তাহারা আমাদের সৈন্যগণকে স্ত্রীলোকের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অনায়াসে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; অতএব দৈবই বলবান্।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মিষ্ঠ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এ ক্ষণে তাহা চিন্তা করুন। অতীত কার্য্যের অনুশোচন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। উহা চিন্তার সহিত বিনষ্ট হয়। আপনি পূর্ব্বে সঙ্গত ও অসঙ্গত বিষয়ের পরীক্ষা করেন নাই; সুতরাং এ ক্ষণে আপনার রাজ্যপ্রাপ্তি নিতান্ত দুর্লভ হইয়াছে। পাণ্ডবগণ বারংবার আপনারে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি মোহবশত তাহাদের হিত বাক্যে কর্ণপাতও করেন নাই। বিশেষত আপনি তাহাদের ঘোরতর অনিষ্টাচরণ করিয়াছেন, তন্নিমিত্তই এক্ষণে এই ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। হে মহারাজ! যাহা হইবার হইয়াছে; তাহার নিমিত্ত আর অনুতাপ করা কর্ত্তব্য নহে। এ ক্ষণে যে রূপে ভয়ঙ্কর জনক্ষয় উপস্থিত হইল, তাহা শ্রবণ করুন।

রজনী প্রভাত হইলে, মহাবাহু কর্ণ দুর্য্যোধন সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আজি আমি মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। অদ্য, হয় আমিই তাহারে সংহার করিব, না হয় সেই আমারে বিনাশ করিবে। আমাদের উভয়ের কার্য্য বাহুল্য প্রযুক্ত কখনই যুদ্ধে পরস্পরের সমাগম হয় নাই। হে কুরুরাজ! এ ক্ষণে আমি স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনানুসারে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া রণস্থল হইতে কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। আমাদের প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন এবং আমিও শক্রদত্ত শক্তিহীন হইয়াছি; এ ক্ষণে আমি সমরাঙ্গনে সমুপস্থিত হইলে ধনঞ্জয় অবশ্যই আমার অভিমুখীন হইবে। তখন তুমি তাহার ও আমার দিব্যাস্ত্র সমুদায় দেখিতে পাইবে। সব্যসাচী অর্জ্জুন প্রতিযোদ্ধার কার্য্য বিনাশ, লঘুহস্ততা, দূরপাতিত্ব, কৌশল, অস্ত্রপাত বল, শৌর্য্য, বিজ্ঞান, নিমিত্ত জ্ঞান ও বিক্রম বিষয়ে কখনই আমার তুল্য নহে। হে মহারাজ! আমার এই শরাসন সামান্য নহে, পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া তাঁহার নিমিত্ত বিজয় নামে যে প্রসিদ্ধ শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা দেবরাজ দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়াছেন, যাহার নির্ঘোষে দানবগণ দশ দিক্ শূন্যপ্রায় অবলোকন করিয়াছিল; সুররাজ সেই শরাসন পরশুরামকে প্রদান করেন। ভার্গবও প্রসন্ন হইয়া সেই দিব্য চাপ আমারে প্রদান করিয়াছেন। দেবরাজ ঐ কার্ম্মুক দ্বারা সমাগত দৈত্যগণের সহিত যে রূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আমিও সেই রূপে জয়শীল মহাবাহু অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব। এই আমার পরশুরামদত্ত ভীষণ শরাসন অর্জ্জুনের গাণ্ডীব হইতে শ্রেষ্ঠ; ইহা দ্বারা ভার্গব এক বিংশতি বার পৃথিবী পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি ইহার দিব্য কার্য্য সমুদায় কীর্ত্তন পূর্ব্বক ইহা আমারে প্রদান করিয়াছেন। হে দুর্য্যোধন! অদ্য আমি এই শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয়শীল অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিয়া তোমারে বান্ধবগণের সহিত আনন্দিত করিব। অদ্য এই গিরিকানন সুশোভিতা সসাগরা সদ্বীপা মেদিনী তোমার ও তোমার পুত্রপৌত্রাদির ভোগার্থে কল্পিত হইবে। ধর্ম্মানুরক্ত আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সিদ্ধি লাভ যেমন অশক্য নহে, তদ্রূপ তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমার পক্ষে অসাধ্য নহে। অগ্নিসংস্পর্শ পাদপের যেরূপ অসহ্য হইয়া উঠে, আমিও অর্জ্জুনের তদ্রূপ অসহ্য হইব, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! আমি ধনঞ্জয় অপেক্ষা যে যে অংশে হীন, তৎসমুদায় আমার স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্জ্জুনের শরাসনজ্যা দিব্য, তূণীর দ্বয় অক্ষয়, সারথি বাসুদেব, কাঞ্চনভূষণ দিব্য রথ অগ্নিদত্ত ও অচ্ছেদ্য, অশ্ব সকল মনের তুল্য বেগশালী, এবং ধ্বজ বিস্ময়কর ও দ্যুতিমান বানরে লাঞ্ছিত। আমার এতাদৃশ কিছুই নাই। আমার কেবল একমাত্র বিজয়াখ্য দিব্য কার্ম্মুক ধনঞ্জয়ের অজিত গাণ্ডীব শরাসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে কুরুরাজ! আমি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সমুদায় না থাকাতে অর্জ্জুন অপেক্ষা হীন হইয়াও তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিতেছি। কিন্তু দুঃসহবীর্য্য মদ্ররাজকে আমার সারথি হইতে হইবে। মহাবীর শল্য কৃষ্ণের সদৃশ; উনি যদি আমার সারথ্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে তোমার নিশ্চয়ই জয় লাভ হইবে। অতএব দুঃসহ বীর্য্য শল্যই আমার সারথি হউন। শকট সমুদায় আমার নারাচনিকর বহন এবং উৎকৃষ্ট অশ্বসংযোজিত রথ সকল আমার

পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করুক। হে মহারাজ! এই রূপ হইলে আমি ধনঞ্জয় অপেক্ষা সমধিক হইব। মহাবীর শল্য কৃষ্ণ অপেক্ষা গুণসম্পন্ন এবং আমিও অর্জ্জুন অপেক্ষা সমধিক গুণবান্। কৃষ্ণ যেমন অশ্ব বিজ্ঞান অবগত আছেন, শল্যও তদ্রূপ। বিশেষত শল্য অপেক্ষা ভুজবীর্য্য সম্পন্ন আর কেহই নাই এবং আমার তুল্য অস্ত্রযুদ্ধ করিতে আর কেহই সমর্থ নহেন। অতএব শল্য আমার সারথি হইলে আমার রথ অর্জ্জুনের রথ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে। তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহই ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিব। এ ক্ষণে অবিলম্বে আমার এই অভিলাষ পূর্ণ কর। ইহা সম্পাদিত হইলে আমি সংগ্রামে যেরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিব, তাহা দেখিতেই পাইবে। তখন দেবগণও আমার সম্মুখীন হইতে পারিবেন না। আমি পাণ্ডবগণকে অবশ্যই পরাজয় করিব। সামান্য মনুষ্য পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, তৎকালে দেবাসুরগণও আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবেন না।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহারে অর্চ্চনা করত কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি যেরূপ কহিলে, আমি তাহাই অনুষ্ঠান করিব। এ ক্ষণে তূণীর ও অশ্ব সংযুক্ত রথ সমুদায় তোমার অনুগমন করিবে। শকট সমুদায় তোমর, নারাচ ও শর সকল বহন করুক। আমরাও তোমার অনুগমন করিব।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! দুর্য্যোধন কর্ণকে এই কথা বলিয়া বিনয় পূর্ব্বক মহারথ মদ্ররাজের সমীপে গমন করত তাঁহারে প্রণয় পুরস্কারে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আপনি সত্যব্রত, শত্রুতাপন ও অরাতি সৈন্যের ভয়ঙ্কর। মহাবীর কর্ণ প্রধান প্রধান ভূপালগণের মধ্যে আপনারে যেরূপে বরণ করিয়াছেন, তাহা আপনার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। এ ক্ষণে আমি নতশিরা ও বিনীত হইয়া শত্রুনাশার্থ আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রণয়ানুরোধে পার্থবিনাশ ও আমার হিত সাধন করিবার নিমিত্ত কর্ণের সারথ্য কার্য্য স্বীকার করুন। আপনি সারথির পদে অভিষিক্ত হইলে সূতপুত্র অনায়াসে শত্রুগণকে জয় করিতে পারিবেন। হে মহাত্মন্! আপনি বাসুদেবের সমান, সুতরাং আপনি ভিন্ন আর কেহই কর্ণের অশ্বরশ্মি ধারণ করিবার উপযুক্ত নহে; অতএব কমলযোনি যেমন মহেশ্বরকে ও কৃষ্ণ যেমন বিপন্ন অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন, আপনি সেই রূপ কর্ণকে পরিত্রাণ করুন, হে মদ্ররাজ! পূর্ব্বে বীর্য্যবান্ ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, ভোজরাজ, শকুনি, অশ্বত্থামা, আপনি, ও আমি আমরা অরাতি সৈন্যগণকে নিহত করিবার নিমিত্ত নয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলাম। এ ক্ষণে ভীষ্ম ও দ্রোণের অংশ উন্মূলিত হইয়াছে। মহাবীর শান্তনুতনয় ও আচার্য্য স্ব স্ব হন্তব্য সৈন্যগণকে নিহত করিয়া অন্যান্য অসংখ্য অরাতির প্রাণ সংহার করত পরিশেষে কেবল বিপক্ষদিগের ছল প্রভাবে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অস্মৎপক্ষীয় অন্যান্য প্রধান প্রধান যোধগণও যথাশক্তি আমাদের হিত সাধন করত সমরে অরাতিহস্তে নিপাতিত হইয়া স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। হে রাজন্! পাণ্ডবগণ পূর্ব্বে অল্পসংখ্যক হইয়াও আমাদের অধিকাংশ সেনা নিহত করিয়াছে। এ ক্ষণে সেই সত্যবিক্রম পাণ্ডুপুত্রগণ যাহাতে আমাদের হতাবশিষ্ট সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে না পারে, আপনি তাহার উপায় করুন। হে মদ্ররাজ! মহাবাহু কর্ণ ও আপনি

আপনারা দুই জনই সর্ব্বলোকাতিগামী মহারথ ও আমাদের হিতানুষ্ঠান নিরত। অদ্য মহাবীর রাধেয় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে বাঞ্ছা করিতেছেন। তন্নিবন্ধন আমাদের জয়াশাও বলবতী হইয়াছে; কিন্তু উহাঁর অশ্বরশ্মি গ্রহণ করে, পৃথিবীতে আপনি ভিন্ন আর কাহারেও এমন দেখিতে পাই না। অতএব বাসুদেব সমরে যেরূপ পার্থের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করেন, আপনিও সেই রূপ কর্ণের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করুন। অর্জ্জুন কৃষ্ণের সাহায্যরক্ষিত হইয়া যে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহা আপনি স্ব চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ধনঞ্জয় অন্যান্য বিপক্ষগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া এরূপ শত্রুক্ষয় করিতে সমর্থ ছিল না। এ ক্ষণে কেবল কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াই সমধিক বিক্রম সহকারে প্রতিদিন কৌরব সেনা বিদ্রাবিত করিতেছে। হে মদ্ররাজ! এ ক্ষণে কর্ণের ও আপনার হন্তব্য অরাতি সৈন্যের অল্প অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে; অতএব দিবাকর যেরূপ অরুণের সহিত মিলিত হইয়া অন্ধকার ধ্বংস করেন, তদ্রূপ আপনি ও কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া যুগপৎ সেই অংশ দ্বয় বিনষ্ট করিয়া অর্জ্জুনকে নিহত করুন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ উদিত বাল সূর্য্য দ্বয়ের ন্যায় কর্ণকে ও আপনারে সন্দর্শন করিয়া পলায়ন করুক। যেরূপ সূর্য্য ও অরুণের দর্শনে অন্ধকার তিরোহিত হয়, তদ্রূপ পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ আপনাদিগকে দেখিয়া বিনষ্ট হউক। কর্ণ রথিগণের অগ্রগণ্য, আপনিও সারথিশ্রেষ্ঠ বিশেষত সমরে আপনার তুল্য আর কাহারেও দৃষ্ট হয় না। অতএব বাসুদেব যেমন সকল অবস্থাতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন, আপনিও সেই রূপে সমরে কর্ণকে পরিত্রাণ করুন। আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, আপনি সারথি হইলে পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও কর্ণকে পরাজিত করিতে পারেন না।

হে মহারাজ! কুল, ঐশ্বর্য্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও বলমদে মত্ত মদ্ররাজ শল্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া ললাটে ত্রিশিখা ভ্রূকুটী বিস্তার পূর্ব্বক বারংবার কর যুগল বিকম্পিত ও রোষারুণ নেত্র দ্বয় পরিবর্ত্তিত করত কহিতে লাগিলেন, হে কুরুরাজ! তুমি আমারে নিঃশঙ্কচিত্তে সারথ্য কার্য্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তুমি আমারে হীনবীর্য্য জ্ঞান করিয়া অবমাননা করিতেছ। তুমি কর্ণকে আমা হইতে সমধিক বলশালী বিবেচনা করিয়া তাহার প্রশংসা করিতেছ; কিন্তু আমি তাহারে সমকক্ষ ব্যক্তি বলিয়া গণনাই করি না। এ ক্ষণে তুমি আমারে কর্ণ অপেক্ষা অধিক অংশ নির্দ্দেশ করিয়া দেও। আমি উহা অনায়াসে পরাজয় করিয়া স্বস্থানে গমন করিব। অথবা আমি এ ক্ষণে একাকীই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রু সংহার করিতেছি; তুমি আমার বাহুবল অবলোকন কর। হে মহারাজ! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, মাদৃশ ব্যক্তি কখনই অবমানিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় না আর যুদ্ধে আমার অবমাননা করাও তোমার কর্ত্তব্য নহে। দেখ, আমার বাহুযুগল নিতান্ত স্থূল ও বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়। আমার শরাসন বিচিত্র, শরনিকর ভুজগের ন্যায় একান্ত ভয়ঙ্কর; রথ সুসজ্জিত ও বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমে সংযোজিত এবং গদা সুবর্ণপট্ট সমলঙ্কৃত। আমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সমগ্র মহীমণ্ডল বিদীর্ণ, মহীধর সকল বিক্ষিপ্ত এবং সমুদ্র সকল শুষ্ক করিতেও অসমর্থ নহি। হে মহারাজ! আমি এই রূপ মহাবল পরাক্রান্ত ও শত্রু নিগ্রহে সুদক্ষ। তুমি তথাপি কি নিমিত্ত আমারে নীচ কুলোৎপন্ন কর্ণের সারথ্য

কার্য্যে নিয়োগ করিতেছ। আমারে অকার্য্যে নিয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। শ্রেষ্ঠতর পুরুষ নীচ ব্যক্তির দাসত্ব স্বীকার করিতে কদাচ উৎসাহিত হয় না। প্রীতি পূর্ব্বক সমাগত ও বশীভূত মহৎ ব্যক্তিরে নীচাশয় পুরুষের আয়ত্ত করিয়া রাখিলে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টের বৈপরীত্য করণ জনিত গুরুতর পাপের অনুষ্ঠান করা হয়। বেদে এই রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়েরা বাহু হইতে, বৈশ্যেরা উরু দ্বয় হইতে এবং শূদ্র পাদযুগল হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। এই বর্ণ চতুষ্টয়ের পরস্পর ভিন্ন বর্ণ সংযোগে অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ সঙ্কর জাতি সকল সমুৎপন্ন হইয়াছে। অর্থ সংগ্রহ, দান ও প্রজা পালন এই কয়েকটি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। যাজন, অধ্যাপন, বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ ও লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; কৃষিকার্য্য, পশু পালন ও ধর্ম্মত দান এই কয়েকটি বৈশ্যের ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সূতেরাও ক্ষত্রিয়ের পরিচারক; অতএব সূতের শুশ্রূষা করা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য নহে। আমি মূর্দ্ধাভিষিক্ত, রাজর্ষিকুলসম্ভূত, মহারথ এবং বন্দিগণের সেবনীয় ও স্তোতভাজন; সুতরাং সংগ্রামে সূতপুত্রের সারথ্য স্বীকার করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। হে মহারাজ! আজি আমি তৎকৃত অপমান সহ্য করিয়া কখনই যুদ্ধ করিব না; অতএব এ ক্ষণে বিদায় দাও, স্বগৃহে প্রস্থান করি। এই বলিয়া মহাবীর শল্য অবিলম্বে ক্রোধভরে ভূপালগণমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন।

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন শল্যের প্রতি প্রণয় ও বহুমান নিবন্ধন তাঁহার কর গ্রহণ করিয়া শান্ত ভাবে সর্ব্বার্থসাধন মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে মদ্ররাজ! আপনি যাহা কহিতেছেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি যে অভিপ্রায়ে আপনারে সারথি হইতে অনুরোধ করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। কর্ণ আপনার অপেক্ষা কখনই সমধিক বলশালী নহেন এবং আমিও আপনারে হীন বলিয়া আশঙ্কা করি না। হে মাতুল! আপনি যাহা কহেন, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। আমার মতে আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা কদাচ অনৃত বাক্য প্রয়োগ করিতেন না; এই নিমিত্ত আপনার নাম আর্ত্তায়নি বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। আপনি যুদ্ধে শত্রুগণের শল্য স্বরূপ; এই নিমিত্ত শল্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। অতএব আপনি পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছেন, আমার হিতার্থ তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি বা কর্ণ আমরা কেহই আপনার অপেক্ষা সমধিক বলশালী নহি। হে মহাত্মন্! আমি কর্ণকে ধনঞ্জয় অপেক্ষা এবং আপনারে বাসুদেব অপেক্ষা সমধিক গুণশালী জ্ঞান করিয়া থাকি। মহাবীর সূতপুত্র অস্ত্র যুদ্ধে ধনঞ্জয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং আপনিও বাসুদেব অপেক্ষা দ্বিগুণ অশ্ববিদ্যাভিজ্ঞ ও সমধিক বলবীর্য্য সম্পন্ন। আমি এই নিমিত্তই এ ক্ষণে আপনারে উৎকৃষ্ট অশ্ব সমুদায়ের যূন্তপদে বরণ করিতে অভিলাষ করি।

হে মহারাজ! মহাবীর শল্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কুরুরাজ! তুমি আমারে সৈন্যগণ মধ্যে যে দেবকীপুত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিলে, ইহাতেই আমি তোমার প্রতি অতিমাত্র প্রীত হইলাম। এ ক্ষণে আমি তোমার অভিলাষানুসারে ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত সূতপুত্রের সারথ্য স্বীকার করিতেছি; কিন্তু উহার সহিত আমার এই একটি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট রহিল যে, আমি উহাঁরই সমক্ষে

স্বেচ্ছানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিব। হে মহারাজ! তখন আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ও কর্ণ ইহাঁরা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিলেন।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর দুর্য্যোধন শল্যকে পুনরায় কহিলেন, হে মদ্ররাজ! পুর্ব্বকালে দেবাসুর যুদ্ধে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আমার পিতার নিকট তাহা কীর্ত্তন করেন। এ ক্ষণে আমি আপনারে সেই বৃত্তান্ত কহিতেছি, অবিচারিত চিত্তে উহা শ্রবণ করুন। পুর্ব্বে দেব দানবগণ পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত করেন। তৎকালে দৈত্যগণ তারকাসুরের অধীন ছিল। ঐ যুদ্ধে দেবগণ দৈত্যগণকে পরাজিত করিলে তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী নামে তারকাসুরের তিন পুত্র কঠোর তপোনুষ্ঠান করত অতি সুকঠিন নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক স্ব স্ব দেহ পরিশুষ্ক করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে বরদাতা সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা তাহাদিগের দম, তপ, নিয়ম ও সমাধি দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তাহাদিগকে বর দান করিতে আগমন করিলেন। তখন তারকপুত্রেরা সকলে সমাগত হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল, হে ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাদিগকে এই বর প্রদান করুন যে, আমরা যেন সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের অবধ্য হই। পিতামহ তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে অসুরগণ! কেহই সর্ব্বভূতের অবধ্য নহে; অতএব তোমরা উহা ভিন্ন অন্য যাহা অভিরুচি হয়, তাহা প্রার্থনা কর। তখন সেই অসুরত্রয় একতা অবলম্বন পূর্ব্বক স্থির নিশ্চয় করিয়া প্রণতি পুরঃসর পিতামহকে কহিল, হে দেব! আমরা এই বর প্রার্থনা করি যে, তিন জনে পুরত্রয়ে অবস্থান পূর্ব্বক জনসমাজে পূজিত হইয়া এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিব এবং সহস্র বৎসর অতীত হইলে পুনরায় পরস্পর মিলিত হইব। তখন সেই পুরত্রয়ও একাকার হইবে। তৎকালে যে ব্যক্তি এক বাণে সেই একত্র সমবেত পুরত্রয় সংহার করিতে পারিবেন, আমরা তাঁহার হস্তেই নিহত হইব। লোকপিতামহ ব্রহ্মা অসুরগণের বাক্য শ্রবণে তাহাদিগকে তথাস্তু বলিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

তারকাসুরপুত্রেরা এই রূপে বর লাভ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে পুরত্রয় নির্ম্মাণের নিমিত্ত দৈত্যদানব পূজিত, রোগ বিহীন স্থপতি ময়দানবকে নিযুক্ত করিল। ধীমান্ ময়দানবও স্বীয় তপঃপ্রভাবে স্বর্গে কাঞ্চনময়, অন্তরীক্ষে রজতময় ও মর্ত্ত্যে লৌহময় পুর নির্ম্মাণ করিয়া দিল। ঐ পুরত্রয়ের এক একটী শত যোজন বিস্তীর্ণ ও শত যোজন আয়ত এবং বহুতর গৃহ, অট্টালিকা, প্রাকার, তোরণ, জনতাযুক্ত রাজপথ ও বিবিধ দ্বারে পরিশোভিত। তারকাসুরের তিন পুত্র ঐ পুরত্রয়ের অধীশ্বর হইল। তারকাক্ষের সুবর্ণময়, কমলাক্ষের রজতময় ও বিদ্যুন্মালীর লৌহময় পুরী নির্দ্দিষ্ট হইল। অনন্তর সেই অসুরত্রয় অস্ত্র বলে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তখন তাহারা আর প্রজাপতিরেও তৃণতুল্য বোধ করিল না। পূর্ব্বে যে সমস্ত মাংসাশী সুদৃপ্ত দানবগণ সুরগণ কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়াছিল, এ ক্ষণে তাহারা বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিনায় ক্রমে ক্রমে প্রযুত প্রযুত অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কোটি কোটি জন একত্র সমবেত হইয়া সেই অসুরত্রয়ের সমীপে আগমন পূর্ব্বক ত্রিপুর দুর্গ আশ্রয় করিল এবং পুনরায় সকলে সম্মিলিত হইয়া অকুতোভয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ সমুদায় ত্রিপুরনিবাসী দানব যে যাহাতে অভিলাষী হইল, ময়দানব

মায়াবলে তাহারে তাহাই প্রদান করিতে আরম্ভ করিল।

ঐ সময়ে তারকাক্ষের হরি নামে মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বলোক পিতামহ প্রজাপতিরে পরম পরিতুষ্ট করিলে তিনি তাহারে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন তারকাক্ষপুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল; হে দেব! আমি আমাদিগের পুরমধ্যে একটী বাপী প্রস্তুত করিব। ঐ বাপীজলে যে সমস্ত অস্ত্র নিহত বীরগণকে নিক্ষেপ করা যাইবেক, তাহারা যেন আপনার প্রসাদে পুনর্জ্জীবিত ও সমধিক বলশালী হয়। পিতামহ দানবনন্দনের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া তাঁহারে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তখন তারকাক্ষের পুত্র সেই বিধাতৃদত্ত বর লাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আপনাদের পুরমধ্যে এক মৃতসঞ্জীবনী বাপী প্রস্তুত করিল। দৈত্যগণ যে বেশে নিহত হইত, ঐ বাপীতে নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারা সেই বেশে জীবিত হইয়া উঠিত। এই রূপে দৈত্যগণ সেই বাপী প্রভাবে নিহত দানবগণকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোকের ক্লেশোৎপাদন করিতে লাগিল। দুষ্কর তপঃপ্রভাবে তাহারা সংগ্রামে অক্ষয় হইয়া উঠিল। তখন দেবগণও তাহাদের নিকট ভীত হইতে লাগিলেন।

হে মদ্ররাজ! নির্লজ্জ দানবগণ এই রূপে ব্রহ্মার বরপ্রভাবে দর্পিত ও লোভ মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া দেবগণকে বিদ্রাবণ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাক্রমে রমণীয় দেবারণ্য, তপস্বিগণের পবিত্র আশ্রম ও সুরম্য জনপদ সমুদায়ে বিচরণ করত সকলের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণ কর্ত্তৃক ত্রিভুবন নিপীড়িত দেখিয়া দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দানবগণের পুরত্রয়ের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু বিধাতার বর প্রভাবে সেই অভেদ্য পুর সকল ভেদ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি তৎসমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক দৈত্যগণের দৌরাত্ম্য জ্ঞাপনার্থ দেবগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সুরগণ নতশিরা হইয়া ভগবান্ পিতামহকে প্রণতি পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া দানবগণের বধোপায় জিজ্ঞাসা করিলে কমলযোনি কহিলেন, হে দেবগণ! যে তোমাদের অনিষ্টাচরণ করে, সে আমার নিটক অপরাধী হয়। অতএব দুরাত্মা অসুরগণ তোমাদিগকে নিপীড়িত করিয়া আমার নিকট অপরাধী হইয়াছে। আমি সকল প্রাণীরে সমান জ্ঞান করি; কিন্তু অধার্ম্মিকগণের প্রাণ সংহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। হে দেবগণ! অসুরগণের পুরত্রয় একবাণেই ভেদ করিতে হইবে; সুতরাং ঐ কার্য্য মহাদেব ভিন্ন আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব তোমরা সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা জয়শীল যোদ্ধা মহেশ্বরকে যুদ্ধার্থে বরণ কর। তিনিই তাহাদিগকে নিপাতিত করিবেন।

হে মদ্ররাজ! ধর্ম্মপরায়ণ ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণমাত্র তাঁহারে অগ্রসর করিয়া ঋষিগণের সহিত মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং তপোনিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করত রক্ষোঘ্ন বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন, যিনি সর্ব্বত্র আত্মা ও পরমাত্মা রূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যিনি বিবিধ তপোবলে আত্মতত্ত্ব ও সাংখ্যযোগ অবগত হইয়াছেন এবং আত্মা সতত যাঁহার বশীভূত রহিয়াছে, সেই তেজোরাশি ভগবান্ উমাপতি সুরগণের নয়নগোচর হইলেন। তাঁহারা সেই অনন্য সদৃশ অকল্মষ ভগবান্ দেবদেবকে নানারূপে কল্পিত করিয়াছিলেন, এ ক্ষণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া সকলে সেই মহাত্মাতে স্ব স্ব কল্পনানুরূপ রূপ অবলোকন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সমুদায় ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তখন ভগবান্ শঙ্কর তাঁহাদিগকে উত্থাপিত করিয়া মঙ্গলসূচক বাক্যে সৎকার করত হাস্যমুখে কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা কি কারণে আগমন করিয়াছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। দেবগণ মহাদেব কর্ত্তৃক এই রূপ অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহারে নমস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি দেবাধিদেব, পিনাকধারী, বনমালাবিভূষিত, দক্ষযজ্ঞ বিনাশন, প্রজাপতিদিগের পূজ্য, সকলের স্তুত্য, স্তূয়মান ও স্তুত। আপনি শম্ভু, বিলোহিত, রুদ্র, নীলগ্রীব, শূলধারী, অমোঘ, মৃগাক্ষ, প্রবরায়ুধযোধী, অর্হ, শুদ্ধ, ক্ষয়, ক্রথন, দুর্ব্বারণ, ক্রাথ, বিপ্র, ব্রহ্মচারী, ঈশান, প্রমেয়, নিয়ন্তা, ব্যাঘ্রচর্ম্মবাসা, তপোনিরত, পিঙ্গ, ব্রতাবলম্বী, গজচর্ম্মবাসা, কার্ত্তিকেয় পিতা, ত্রিনেত্র, শরণাপন্নের ক্লেশ সংহর্ত্তা, অসুরঘাতন, বৃক্ষপতি, নারীপতি, গোপতি, যজ্ঞপতি, সসৈন্য ও অমিতৌজা; আপনারে নমস্কার। হে দেব! আমরা কায়মনোবাক্যে আপনার শরণাপন্ন হইলাম; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন। তখন ভগবান্ দেবাদিদেব দেবগণের বাক্যে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রশ্নে পরিতুষ্ট করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! তোমাদের ভয় দূর হউক; এ ক্ষণে বল, আমারে তোমাদের নিমিত্ত কি করিতে হইবে?

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মদ্ররাজ! এই রূপে ভগবান্ ভবানীপতি দেবর্ষিগণকে অভয় প্রদান করিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক সর্ব্বলোকের হিতকর কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। হে দেবেশ! আমি তোমার অনুগ্রহে প্রাজাপত্য পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দানবগণকে অতি মহৎ বর প্রদান করিয়াছি। এ ক্ষণে তুমি ভিন্ন আর কেহই সেই মর্য্যাদানাশক দানবগণকে সংহরি করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি যাচমান দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দানবগণকে পরাজয় কর। তোমার অনুগ্রহে সমুদায় জগৎ সুখী হউক। হে লোকেশ! তুমি সকলের শরণ্য বলিয়া আমরা তোমার শরণাগত হইয়াছি।

তখন দেবাদিদেব রুদ্রদেব কহিলেন, হে দেবগণ! আমার মতে তোমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু দানবগণ নিতান্ত বলদর্পিত বলিয়া আমি একাকী তাহাদের সহিত সংগ্রামে উৎসাহী হইতেছি না। অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়া আমার অর্দ্ধ বল গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুগণকে পরাজিত কর। একতা মহাবল উৎপাদনের কারণ। দেবগণ কহিলেন, হে মহেশ্বর! আমরা তাহাদিগের বলবিক্রম প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাহাদিগের বলবীর্য্য আমাদিগের অপেক্ষা দ্বিগুণতর হইবে। মহেশ্বর কহিলেন, সেই অপরাধী পাপাত্মাগণকে যেরূপে হউক, নিহত করিতে হইবে, অতএব তোমরা আমার অর্দ্ধ তেজ লইয়া তাহাদিগকে বিনাশ কর। সুরগণ কহিলেন, হে ভূতভাবন! আমাদিগের তোমার অর্দ্ধ তেজ ধারণ করিবার শক্তি নাই; অতএব তুমিই আমাদিগের বলার্দ্ধ লইয়া শত্রুগণকে বিনাশ কর।

তখন মহাদেব কহিলেন, হে সুরগণ! যদি তোমরা আমার বলার্দ্ধ ধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমিই তোমাদিগের বলার্দ্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক দানবগণকে নিপাতিত করিব। ভগবান্ মহেশ্বর এই বলিয়া দেবগণের বলার্দ্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বাপেক্ষা মহাবলশালী হইয়া উঠিলেন। তদবধি

তিনি মহাদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনন্তর সেই দেবাদিদেব মহাদেব দেবগণকে কহিলেন, হে সুরগণ! আমি ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও রথারোহণ পূর্ব্বক তোমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ করিব। তোমরা আমার রথ ও ধনুর্ব্বাণ প্রস্তুত কর, তাহা হইলে আমি অবিলম্বেই দানবগণকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইব। দেবগণ কহিলেন, হে দেবেশ্বর! আমরা ত্রিলোকস্থ সমুদায় মূর্ত্তি আহরণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা যে রূপ রথ নির্ম্মাণ করিতে পারেন, তোমার জন্য তদ্রূপ এক দ্যুতিমান্ রথ প্রস্তুত করিব। সুরগণ এই বলিয়া রথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পর্ব্বত, বন, দ্বীপ ও ভূতগণ পরিবৃত, বিশাল নগর সম্পন্ন বসুন্ধরারে দেবাদিদেবের রথ করিলেন। মন্দর পর্ব্বত ও দানবালয় জলনিধি ঐ রথের অক্ষ; মহানদী ভাগীরথী জঙ্ঘা; দিগ্বিদিক্ ভূষণ; নক্ষত্র সকল ঈষা; সত্যযুগ ও স্বর্গ যুগকাষ্ঠ; ভুজগরাজ অনন্তদেব কূবর; হিমালয়, বিন্ধ্যাচল, সূর্য্য ও চন্দ্র চক্র; সপ্তর্ষিমণ্ডল চক্ররক্ষক; গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু ও আকাশ ধুর্ভাগ; জল ও নদী সকল বন্ধন সামগ্রী; দিবা, রাত্রি, কলা, কাষ্ঠা, ছয় ঋতু ও দীপ্ত গ্রহ সমুদায় অনুকর্ষ; তারাগণ বরূথ; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবেণু; ফল পুষ্প পরিশোভিত ওষধী ও লতা সকল ঘণ্টা; রাত্রি ও দিবা পূর্ব্ব ও অপর পক্ষ; ধৃতরাষ্ট্রপ্রমুখ দশ নাগপতি ঈষা; মহোরগগণ যোক্ত্র; সম্বর্ত্তক মেঘ যুগ চর্ম্ম, কালপৃষ্ঠ; নহুষ, কর্কোটক, ধনঞ্জয় ও অন্যান্য নাগগণ অশ্বগণের কেশর বন্ধন; সমুদায় দিক্ প্রদিক্ এবং ধর্ম্ম, সত্য, তপ ও অর্থ অশ্বরশ্মি; সন্ধ্যা, ধৃতি, মেধা, স্থিতি, সন্নতি ও গ্রহ নক্ষত্রাদি দ্বারা পরিশোভিত নভোমণ্ডল বাহ্যাবরণ; লোকেশ্বর ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবের অশ্ব; পূর্ব্ব অমাবস্যা, পূর্ব্ব পৌর্ণমাসী, উত্তর অমাবস্যা ও উত্তর পৌর্ণমাসী অশ্বযোক্ত্র; পূর্ব্ব অমাবস্যায় অধিষ্ঠিত পিতৃগণ যুগকীলক; মন রথোপস্থ; সরস্বতী রথের পশ্চাদ্ভাগ; শক্রচাপসম্বলিত বিদ্যুৎ পবনোদ্ধূত পতাকা; বষট্কার প্রতোদ এবং গায়ত্রী শীর্ষবন্ধন হইলেন। তখন বিষ্ণু, সোম ও হুতাশন এই তিন মহাস্ত্রের যোগে মহেশ্বরের বাণ কল্পিত হইল। অগ্নি সেই বাণের কাণ্ড, সোম ফলক এবং বিষ্ণু তীক্ষ্ণধার স্বরূপ হইলেন। পূর্ব্বে মহাত্মা ঈশানের যজ্ঞে যে সম্বৎসর কল্পিত হইয়াছিল, এ ক্ষণে তাহা উহাঁর শরাসন রূপ ও মহাস্বন সাবিত্রী মৌর্ব্বীরূপ ধারণ করিলেন। কালচক্র হইতে মহামূল্য রত্ন ভূষিত অভেদ্য দিব্য বর্ম্ম বহিষ্কৃত হইল। মৈনাক ও মেরু পর্ব্বত ধ্বজ যষ্টি হইল এবং সৌদামিনী সম্বলিত মেঘমালা পতাকা হইয়া ঋত্বিক্‌গণ মধ্যস্থ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এই রূপে সেই অপূর্ব্ব রথ ও শরাসনাদি নির্ম্মিত হইলে দেবগণ সমুদায় তেজ একত্র সমবেত অবলোকন পূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া মহেশ্বরের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

হে মদ্ররাজ! দেবগণ এই রূপে শত্রুমর্দ্দন শ্রেষ্ঠ রথ নির্ম্মাণ করিলে দেবাদিদেব মহাদেব উহাতে স্বকীয় প্রধান শস্ত্র সমুদায় সংস্থাপন পূর্ব্বক আকাশকে ধ্বজযষ্টি করিয়া উহার উপর মহাবৃষভকে সন্নিবেশিত করিলেন। ব্রহ্মদণ্ড, কালদণ্ড, রুদ্রদণ্ড ও জ্বর রথের পার্শ্বরক্ষক, অথর্ব্ব ও আঙ্গিরস চক্ররক্ষক, ঋগ্বেদ, সামবেদ ও পুরাণ সকল পুরঃসর, ইতিহাস ও যজুর্ব্বেদ পৃষ্ঠরক্ষক ও সমুদায় স্তোত্রাদি, দিব্য বাক্য, বিদ্যা ও বষট্কার পার্শ্বচর হইল। ওঁকার রথের সম্মুখে শোভা পাইতে লাগিল। তখন ভগবান্ দেবদেব ছয়ঋতু সম্পন্ন সম্বৎসরকে বিচিত্র শরাসন করিয়া আপনার ছায়াকেই মৌর্ব্বী

করিলেন। ভগবান্ রুদ্র সাক্ষাৎ কাল স্বরূপ; সম্বৎসর তাঁহার শরাসন, এই নিমিত্তই তাঁহার ছায়ারূপ কালরাত্রি ঐ শরাসনের মৌর্ব্বী হইল। বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র ইঁহারা তাঁহার বাণ স্বরূপ হইলেন। সমুদায় জগৎ অগ্নি সোম ও বিষ্ণুময়; বিশেষত বিষ্ণু অমিততেজা ভগবান্ ভূতনাথের আত্মস্বরূপ; সুতরাং সেই শর অমরগণেরও অসহ্য হইয়া উঠিল। ভগবান্ ভূতনাথ সেই শরে ভৃগু ও অঙ্গিরার যজ্ঞসম্ভূত দুঃসহ ক্রোধাগ্নি নিহিত করিলেন।

হে মদ্ররাজ! ঐ সময় যে নীললোহিত ব্যাঘ্রাজিনধারী ভবানীপতি অযুত সূর্য্যের ন্যায় তেজ সম্পন্ন, ইন্দ্রেরও নিপাতনে সমর্থ, ব্রহ্মবিদ্বেষীদিগের নিহন্তা, ধার্ম্মিকগণের পরিত্রাতা ও অধার্ম্মিকগণের সংহর্ত্তা এবং যাহাঁর অঙ্গ আশ্রয় করিয়া এই অদ্ভুতদর্শন স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ শোভা পাইতেছে, সেই মহাত্মা ভীম বল, ভীম রূপ ও প্রমথনশীল আত্মগুণে পরিবৃত হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর দেবগণ কবচ ও শরাসনধারী ভগবান্ ভবানীপতিরে অগ্নি, সোম ও বিষ্ণু সম্ভূত দিব্য শর গ্রহণ পূর্ব্বক রথারোহণে উৎসুক দর্শন করিয়া পুণ্যগন্ধবাহী সমীরণকে তাঁহার অনুকূলে সঞ্চারিত করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ মহাদেব ধরাতল কম্পিত ও দেবগণকে বিত্রাসিত করত সেই রথারোহণে সমুদ্যত হইলেন। মহর্ষি দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ব্রহ্মর্ষি ও বন্দিগণ তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। নর্ত্তকেরা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে খড়্গ, বাণ ও শরাসনধারী ভগবান্ মহাদেব হাস্য করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! এক্ষণে কোন্ মহাত্মা আমার সারথ্য কার্য্য করিবেন? সুরগণ কহিলেন, হে দেবেশ! তুমি যাঁহারে নিয়োগ করিবে, তিনিই তোমার সারথি হইবেন, সন্দেহ নাই। তখন দেবাদিদেব মহাদেব পুনরায় কহিলেন, হে দেবগণ! যিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইবেন, তোমরা বিবেচনা পূর্ব্বক অবিলম্বে তাঁহারেই সারথি কর।

হে মদ্ররাজ! দেবগণ ভবানীপতির সেই বাক্য শ্রবণে পিতামহের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি দৈত্য বিনাশের নিমিত্ত যেরূপ কহিয়াছিলে, আমরা তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছি। বৃষধ্বজ প্রসন্ন হইয়াছেন, বিচিত্র আয়ুধযুক্ত এক রথও প্রস্তুত করা হইয়াছে; কিন্তু সেই উত্তম রথে কে সারথি হইবে, তাহার কিছুই স্থির হয় নাই; অতএব তুমি কোন প্রধান ব্যক্তিরে সারথি বিধান করিয়া আমাদিগের বাক্য রক্ষা কর। আর তুমিও পূর্ব্বে বলিয়াছ যে, আমি তোমাদিগের হিতানুষ্ঠান করিব; অতএব এ ক্ষণে তদনুরূপ কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। হে কমলাসন! দেবগণের মূর্ত্তির সংযোগে সেই শত্রুবিদারণ রথ নির্ম্মিত হইয়াছে। সপর্ব্বত ধরিত্রী রথ হইয়াছেন। চারি বেদ উহার চারি অশ্ব ও নক্ষত্রমালা বন্ধুর হইয়াছে। দৈত্যনিসূদন ভগবান্ পিনাকপাণি উহার রথী হইয়াছেন; কিন্তু সারথি লক্ষিত হইতেছে না। যিনি সমুদায় দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারেই সারথি করিতে হইবে। আমাদিগের রথ, অশ্ব, যোদ্ধা, কবচ, শস্ত্র ও কার্ম্মুক প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে; এ ক্ষণে তোমা ভিন্ন আর কাহারেও সারথি লক্ষিত হইতেছে না। তুমি সর্ব্ব গুণান্বিত ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; অতএব তুমি অবিলম্বে সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট অশ্বগণকে সংযত কর। হে মদ্ররাজ! এই রূপে সুরগণ আপনাদিগের জয় ও শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত অবনত হইয়া

পিতামহ ব্রহ্মারে সারথি হইতে অনুরোধ করত প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন পিতামহ কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা যাহা কহিতেছ, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে; আমি যুদ্ধকালে মহাদেবের অশ্ব সমুদায় সংযত করিব। অনন্তর দেবগণ সেই বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ পিতামহকে মহাত্মা মহেশ্বরের সারথির পদে অভিষিক্ত করিলেন। ভগবান্ প্রজাপতি সেই লোকপূজিত রথে আরোহণ করিলে পবনের ন্যায় বেগবান অশ্বগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহারে নমস্কার করিল। তখন ত্রিলোকনাথ ব্রহ্মা প্রগ্রহ ও প্রতোদ গ্রহণ পূর্ব্বক মহাদেবকে কহিলেন, হে ভগবন্! রথারোহণ কর। তখন ভগবান্ শূলপাণি সেই বিষ্ণুসোমাগ্নি সমুৎপন্ন শর গ্রহণ করিয়া শরাসন নিস্বনে বসুন্ধরা কম্পিত করত রথে আরোহণ করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও মহর্ষিগণ তাঁহারে রথারূঢ় দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ভবানীপতি শর, শরাসন ও অসি ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় তেজে ত্রিভুবন আলোকময় করিয়া পুনর্ব্বার ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন, হে সুরগণ! আমি অসুরগণকে নিপাতিত করিতে অসমর্থ হইব মনে করিয়া তোমরা শোক করিও না। আমার এই বাণে তাহাদিগকে নিহত বোধ কর। তখন দেবগণ তোমার বাক্য সত্য, অসুরগণ নিহত হইয়াছে এই বলিয়া মহাদেবকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং শঙ্করের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে বিবেচনা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ নীলকণ্ঠ সেই অনুপম রথে আরোহণ পূর্ব্বক দেবগণে পরিবেষ্টিত এবং পরস্পর তর্জ্জমান, চতুর্দ্দিকে ধাবমান, মাংসভোজী, নৃত্যানুরক্ত, তুরাসদ, স্বীয় পারিষদ্গণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তপোনিরত মহাভাগ মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহার বিজয় প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে অভয়দাতা দেবাদিদেব যুদ্ধে নির্গত হইলে অমরগণ ও জগতীতলস্থ যাবতীয় লোকের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। ঋষিগণ তাঁহারে নানাবিধ স্তব করত বারংবার তাঁহার তেজ পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ গন্ধর্ব্বগণ বিবিধ বাদ্য বাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা অসুরগণের উদ্দেশে রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে ভূতনাথ তাঁহারে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেব! তুমি অতন্দ্রিত চিত্তে দৈত্যগণের অভিমুখে অশ্ব চালন কর। আজি আমি শত্রুগণকে সংহার পূর্ব্বক তোমারে বাহুবল প্রদর্শন করিব। ভগবান্ কমলযোনি ভূতনাথের বাক্যানুসারে দৈত্য দানব রক্ষিত ত্রিপুরের অভিমুখে পবন তুল্য বেগবান অশ্বগণকে পরিচালন করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন তাহারা আকাশ পান করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে।

এই রূপে ভগবান্ ভবানীপতি সেই লোকপূজিত অশ্ব সংযোজিত স্যন্দনে সমারূঢ় হইয়া দানব জয়ের নিমিত্ত ধাবমান হইলে তাঁহার ধ্বজাগ্রস্থিত বৃষভ ভীষণ নিনাদ করত দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সেই ভয়াবহ নিনাদ শ্রবণে অসংখ্য দৈত্য প্রাণ ত্যাগ করিল এবং অনেকে যুদ্ধার্থ অভিমুখীন হইল। তদ্দর্শনে শূলপাণি মহাদেব ক্রোধে অধীর হইলেন। তখন সমুদায় প্রাণী ভীত, ত্রৈলোক্য বিকম্পিত ও ঘোর নিমিত্ত সকল লক্ষিত হইতে লাগিল। তৎকালে মহাদেবের সেই রথ সোম, অগ্নি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং সেই শরাসনের সঞ্চালনে অবসন্ন হইল। তখন নারায়ণ সেই শরভাগ হইতে বিনির্গত হইয়া বৃষরূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই মহারথ উদ্ধৃত

করিলেন। ঐ সময় রথ অবসন্ন ও শত্রুগণ গর্জ্জমান হওয়াতে মহাবল পরাক্রান্ত ভগবান্ দেবাদিদেব অশ্বপৃষ্ঠ ও বৃষভের মস্তকে অবস্থান পূর্ব্বক সিংহনাদ করত দানবপুর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অশ্বের স্তন ছেদন ও বৃষের খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। সেই অবধি গো সমূহের খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত ও অশ্বগণ স্তন বিহীন হইয়াছে। হে মহারাজ! অনন্তর মহাদেব শরাসন অধিজ্য ও সেই শর পাশুপতাস্ত্রে সংযোজন পুর্ব্বক কার্ম্মুকে নিহিত করিয়া ত্রিপুরের অপেক্ষা করত দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সেই পুরত্রয় একত্র সমবেত হইল। তদ্দর্শনে দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া মহেশ্বরের স্তব করত জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই পুরত্রয় অসুর সংহারে প্রবৃত্ত অসহ্য পরাক্রম উগ্রমূর্ত্তি ভগবান্ শঙ্করের সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইল। তখন ত্রিলোকেশ্বর মহেশ্বর সেই দিব্য শরাসন আকর্ষণ করিয়া পুরত্রয়কে লক্ষ্য করত সেই ত্রৈলোক্যসারভূত শর পরিত্যাগ করিলেন। শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র সেই পুরত্রয় তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। অসুরগণ ঘোরতর আর্ত্ত স্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন ভগবান্ শঙ্কর তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া পশ্চিম সাগরে নিক্ষেপ করিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই পুরত্রয় ও দানবগণ ত্রিলোকের হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র ভগবান্ শঙ্করের রোষপ্রভাবে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন তিনি হাহাকার শব্দ পরিত্যাগ পুর্ব্বক স্বীয় ক্রোধসম্ভূত হুতাশনকে নিবারিত করিয়া কহিলেন, হে হুতাশন! তুমি এই ত্রিলোককে ভস্মসাৎ করিও না। অনন্তর রুদ্রদেবের প্রযত্নে পূর্ণমনোরথ প্রজাপতিপ্রমুখ দেব, মহর্ষি ও অন্যান্য লোক সমুদায় প্রকৃতিস্থ হইয়া অতি উদার বাক্যে তাঁহার স্তব করত তাঁহার আদেশানুসারে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন। হে মদ্ররাজ! এই রূপে সেই লোকস্রষ্টা দেবাসুরগণের অধ্যক্ষ মহেশ্বর লোকের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা যেমন রুদ্রদেবের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, এ ক্ষণে আপনিও তদ্রূপ মহাবীর সূতপুত্রের সারথ্য গ্রহণ করুন। আপনি কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও কর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে মদ্ররাজ! এই সূতপুত্র সংগ্রামে রুদ্রের সদৃশ এবং আপনিও নীতি প্রয়োগে ব্রহ্মার তুল্য; অতএব আপনি নিশ্চয়ই অসুরগণের ন্যায় এই শত্রুগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন। এ ক্ষণে আজি কর্ণ যাহাতে কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুনকে প্রমথিত ও বিনষ্ট করিতে পারেন, আপনি শীঘ্র তাহার উপায় বিধান করুন। হে মদ্ররাজ! আপনাতেই আমাদিগের রাজ্যলাভ প্রত্যাশা, জীবিতাশা এবং কর্ণের সাহায্য নিবন্ধন জয়াশা বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের রাজ্য, জয় লাভ এবং মহাবীর কর্ণ ও আমরা আপনারই আয়ত্ত; অতএব আপনি এ ক্ষণে অশ্বরশ্মি গ্রহণ করুন। হে মদ্ররাজ! আর এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ আমার পিতার সমক্ষে যে ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আপনি এ ক্ষণে তাহাও শ্রবণ করুন। সেই হেতুগর্ভ কার্য্যার্থ সংশ্রিত অত্যাশ্চর্য্য ইতিহাস শ্রবণ ও অবধারণ করিয়া আমি যে বিষয়ের নিমিত্ত আপনারে অনুরোধ করিতেছি, অসন্দিগ্ধ মনে তাহার অনুষ্ঠান করুন।

মহাযশা মহর্ষি জমদগ্নি ভৃগুবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম রাম। ঐ তেজোগুণ সম্পন্ন জমদগ্নিনন্দন অস্ত্র লাভার্থ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক

রুদ্রদেবকে আরাধনা করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ মহাদেব তাঁহার ভক্তিভাব ও শান্তিগুণে একান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায় অনুধাবন পূর্ব্বক তথায় আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে রাম! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট এবং তোমার অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত হইয়াছি। এ ক্ষণে তুমি আপনারে পবিত্র কর, তাহা হইলে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। হে ভৃগুনন্দন! যখন তুমি পবিত্র হইবে, তখন আমি তোমারে অস্ত্র সমুদায় প্রদান করিব। ঐ সমস্ত অস্ত্র অপাত্র ও অসমর্থ ব্যক্তিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। জমদগ্নিনন্দন রাম ভগবান্ শূলপাণি কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আমি নিয়তই আপনার শুশ্রূষা করিতেছি; আপনি যখন আমারে অস্ত্র ধারণের উপযুক্ত পাত্র বোধ করিবেন, সেই সময়ই আমারে উহা প্রদান করিবেন। এই বলিয়া জমদগ্নিনন্দন তপোনুষ্ঠান, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, নিয়ম, পূজা, উপহার, বলি, মন্ত্র ও হোম দ্বারা বহু বৎসর শঙ্করের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান শঙ্কর মহাত্মা ভার্গবের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবী পার্ব্বতীর সন্নিধানে কহিলেন, প্রিয়ে! দৃঢ়ব্রত পরায়ণ রাম আমার প্রতি অতিমাত্র ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। ভগবান্ উমাপতি পার্ব্বতীকে এই রূপ বলিয়া দেবগণ ও পিতৃগণ সমক্ষে বারংবার জামদগ্ন্যের গুণগরিমার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

হে মদ্ররাজ! ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত অসুরগণ মোহ ও গর্ব্ব প্রভাবে দেবগণকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুরগণ মিলিত ও তাহাদিগের সংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়া অসামান্য যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু উহাদিগকে কিছুতেই পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহারা ভগবান্ রুদ্রের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া ভক্তি প্রভাবে তাঁহারে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের বিপক্ষগণকে সংহার করুন। রুদ্রদেব দেবগণের বাক্য শ্রবণে তাঁহাদের সমক্ষে বিপক্ষ সংহারে অঙ্গীকার করিয়া রামকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাম! তুমি লোকের হিত ও আমার প্রীতি সাধনের নিমিত্ত দেবতাদিগের শত্রুগণকে সংহার কর। রাম কহিলেন, হে দেবেশ! আমি অশিক্ষিতাস্ত্র সুতরাং শিক্ষিতাস্ত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবদলকে দলন করিতে কিরূপে সমর্থ হইব? রুদ্র কহিলেন, হে রাম! আমি কহিতেছি, তুমি সুরশত্রু অসুরগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে। এ ক্ষণে আমার আদেশানুসারে যুদ্ধার্থ গমন কর। তুমি উহাদিগকে পরাজয় করিলে অসামান্য গুণগ্রাম প্রাপ্ত হইবে। তখন রাম রুদ্রদেবের বাক্যে স্বীকার করিয়া সংগ্রামার্থ বলমদমত্ত দানবগণ সন্নিধানে গর্জ্জন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দৈত্যগণ! দেবাদিদেব মহাদেব তোমাদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত আমারে প্রেরণ করিয়াছেন। এ ক্ষণে তোমরা আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। দৈত্যগণ রামের বাক্য শ্রবণমাত্র সংগ্রাম আরম্ভ করিল। মহাবীর রামও অশনিসমস্পর্শ অস্ত্র দ্বারা অবিলম্বে তাহাদিগকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি অস্ত্রাস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইয়া রুদ্রদেবের সন্নিধানে গমন করিলে মহাদেব করস্পর্শ দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহারে ব্রণশূন্য করিয়া প্রীতমনে বহুবিধ বর প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাম! তুমি অনবরত নিপতিত অসুরাস্ত্র সমুদায় সহ্য করিয়া মনুষ্যগণের অসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান

করিয়াছ। এ ক্ষণে তুমি আমার নিকট অভিলষিত দিব্যাস্ত্র সমুদায় গ্রহণ কর।

অনন্তর রাম রুদ্রদেবের প্রসাদে অভিলষিত বর ও দিব্যাস্ত্র সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারে নমস্কার করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে মদ্ররাজ! মহর্ষি আমার পিতার নিকট এই পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই ভৃগুবংশাবতংস মহাবীর পরশুরাম প্রীত মনে কর্ণকে দিব্য ধনুর্ব্বেদে দীক্ষিত করেন। যদি কর্ণের কিছু মাত্র দোষ থাকিত, তাহা হইলে মহর্ষি রাম তাঁহারে কদাচ দিব্যাস্ত্রজাল প্রদান করিতেন না। এই নিমিত্ত আমি কর্ণকে সূতকুলোৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করি না। আমার মতে উনি ক্ষত্রিয়কুলপ্রসূত দেবকুমার এবং মহৎ গোত্র সম্পন্ন; উনি কখনই সূতকুল সম্ভূত নহেন। যেমন মৃগীর গর্ভে ব্যাঘ্রের উৎপত্তি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, তদ্রূপ সামান্য নারীর গর্ভে কুণ্ডলালঙ্কৃত কবচধারী দীর্ঘবাহু আদিত্যসঙ্কাশ মহারথ পুত্র সমুৎপন্ন হওয়া কদাপি সম্ভবপর নহে। হে মদ্ররাজ! কর্ণের ভুজযুগল করিকর সদৃশ নিতান্ত পীন ও বক্ষস্থল অতি বিশাল; অতএব উনি কদাচ প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। উনি মহাবল পরাক্রান্ত রামের শিষ্য ও মহাত্মা।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মদ্ররাজ! সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান ব্রহ্মা এই রূপে রুদ্রদেবের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ফলত রথী অপেক্ষা সমধিক বলশালী ব্যক্তিরে সারথি করা কর্ত্তব্য। অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি রণস্থলে সূতপুত্রের তুরঙ্গমগণকে সংযত করুন। ব্রহ্মা মহাদেব অপেক্ষা অধিক বীর্য্য সম্পন্ন বলিয়া দেবগণ যেমন বিধাতারে শঙ্করের সারথি করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি কর্ণ অপেক্ষা বলশালী বলিয়া আমরা আপনারে সূতপুত্রের সারথ্যে নিয়োগ করিতেছি।

মদ্ররাজ কহিলেন, হে মহারাজ! যে রূপে পিতামহ ব্রহ্মা রুদ্রদেবের সারথ্য কার্য্য করিয়াছিলেন এবং যে রূপে ভগবান ভূতভাবন এক বাণে অসুরগণ সংহার করিয়াছিলেন, সেই অমানুষিক দিব্য উপাখ্যান অনেক বার আমার শ্রবণগোচর হইয়াছে। ভূত ভবিষ্যৎবেত্তা মহাত্মা হৃষীকেশও এ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক অবগত আছেন এবং ইহা অবগত হইয়াই বিধাতা যেমন বৃষভধ্বজের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন। যদি সূতপুত্র কোন ক্রমে অর্জ্জুনকে নিহত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে কেশব স্বয়ং শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ পূর্ব্বক তোমার সৈন্যগণকে উন্মূলিত করিবেন। বাসুদেব ক্রুদ্ধ হইলে কৌরব সৈন্য মধ্যে অবস্থান করে, কাহার সাধ্য।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মদ্ররাজ এই রূপ কহিলে আপনার পুত্র মহাবাহু দুর্য্যোধন অকাতরে তাঁহারে কহিলেন, হে মাতুল! আপনি অস্ত্রবিদগ্রগণ্য সর্ব্ব শস্ত্রবিশারদ কর্ণকে অবজ্ঞা করিবেন না। যাঁহার ভীষণ জ্যানির্ঘোষ শব্দ পাণ্ডব সৈন্যের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তাহারা দশ দিকে পলায়ন করে; মায়াবী রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনারই সমক্ষে রাত্রিকালে যাঁহার মায়া প্রভাবে নিহত হইয়াছে; মহাবীর অর্জ্জুন নিতান্ত ভীত হইয়া এত দিন যাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই; যে মহারথ, মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদরকে কার্ম্মুককোটি দ্বারা সঞ্চালিত করিয়া বারংবার মূঢ় ও ঔদরিক বলিয়া ভৎর্সনা করিয়াছিলেন; যিনি মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবকে পরাজয় করিয়া কোন গূঢ় কারণ

বশত বিনাশ করেন নাই; যিনি বৃষ্ণি-প্রবীর সাত্যকিরে বল পূর্ব্বক পরাজিত ও রথ বিহীন করিয়াছিলেন; যিনি হাস্যমুখে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বারংবার পরাজয় করেন এবং যিনি সমরে রোষপরবশ হইয়া বজ্রধর পুরন্দরকেও সংহার করিতে পারেন, পাণ্ডবেরা কিরূপে সেই মহাবীর কর্ণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। হে মদ্ররাজ! আপনি সকল বিদ্যা ও অস্ত্রে পারদর্শী; এই পৃথিবী মধ্যে আপনার তুল্য ভুজবীর্য্য সম্পন্ন আর কেহই নাই। আপনার পরাক্রম নিতান্ত দুঃসহ এবং আপনি শত্রুগণের শল্যস্বরূপ; এই নিমিত্তই লোকে আপনারে শল্য বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। সাত্বতগণ আপনার ভুজবলে পরাজিত হইয়াছিল। আপনার অপেক্ষা বাসুদেব কি বলশালী? হে মহাবীর! মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় নিহত হইলে বাসুদেব যেমন পাণ্ডব সৈন্য রক্ষা করিবে, তদ্রূপ কর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিলে আপনারেই কৌরব সৈন্য রক্ষা করিতে হইবে। বাসুদেব যে আমাদের সৈন্য সকল নিবারণ করিবে, আর আপনি যে উহাদিগের সৈন্য সংহার করিতে সমর্থ হইবেন না, এ কথা নিতান্ত অসম্ভব। হে মদ্ররাজ! আমি আপনার নিমিত্ত মৃত সহোদর ও মহীপালগণের পদবীতেও পদার্পণ করিতে প্রস্তুত আছি।

তখন শল্য কহিলেন, মহারাজ! তুমি সৈন্যগণের সমক্ষে আমারে যে বাসুদেব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিলে, ইহাতেই আমি তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। এ ক্ষণে আমি তোমারই অভিলাষানুসারে ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামার্থ সমুদ্যত সূতপুত্রের সারথ্য স্বীকার করিতেছি; কিন্তু কর্ণের সহিত আমার এই একটি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট রহিল যে, আমি উহাঁরই সমক্ষে স্বেচ্ছানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিব। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের সহিত ক্ষত্রিয়গণ সমক্ষে শল্যের বাক্যে স্বীকার করিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মদ্ররাজ কর্ণের সারথ্য স্বীকার করিলে রাজা দুর্য্যোধন একান্ত আশ্বাসিত হইয়া হৃষ্ট মনে সূতপুত্রকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, হে মহাবীর! পূর্ব্বে সুররাজ যেমন অসুর সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি এ ক্ষণে পাণ্ডব বিনাশে প্রবৃত্ত হও। তখন মহাবীর কর্ণ পুলকিত মনে দুর্য্যোধনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! মদ্ররাজ অনতিহৃষ্ট মনে অশ্বের প্রগ্রহ গ্রহণে অঙ্গীকার করিতেছেন; অতএব তুমি পুনরায় মধুর বাক্যে উহাঁরে প্রসন্ন কর। রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় স্নিগ্ধগম্ভীর বাক্যে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! মহাবীর কর্ণ অদ্য ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া অধ্যবসায় করিয়াছেন; অতএব আপনি এ ক্ষণে তাঁহার সারথ্য স্বীকার করুন। তিনি অন্যান্য বীরগণকে বিনাশ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সংহার করিবেন, এই নিমিত্ত আমি আপনারে তাঁহার সারথ্য গ্রহণ করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছি। এ ক্ষণে বাসুদেব যেমন অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছেন, তদ্রূপ আপনিও কর্ণের সারথি হইয়া তাঁহারে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন।

তখন মদ্ররাজ রাজা দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রিয়দর্শন! তুমি যদি এইরূপই নিশ্চয় করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমার সমস্ত প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। আমি তোমার যে যে কার্য্যের উপযুক্ত, প্রাণপণে সেই সমস্ত

কার্য্যভার বহন করিতে সম্মত আছি; কিন্তু আমি হিত বাসনা পরবশ হইয়া কর্ণকে প্রিয় বা অপ্রিয়ই হউক, যা কিছু বলিব, তৎ সমুদায় কর্ণকে ও তোমারে ক্ষমা করিতে হইবে। তখন কর্ণ কহিলেন, হে মদ্ররাজ! ব্রহ্মা যেমন রুদ্রদেবের মঙ্গল চিন্তা করিয়াছিলেন এবং বাসুদেব যেমন ধনঞ্জয়ের শুভানুধ্যান করেন, তদ্রূপ আপনিও নিরন্তর আমার শুভ চিন্তা করুন। শল্য কহিলেন, হে কর্ণ! আত্মনিন্দা ও আত্মপ্রশংসা এবং পরনিন্দা ও পরের স্তুতিবাদ এই চারিটি সাধু লোকের নিতান্ত অনভ্যস্ত। কিন্তু আমি তোমার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত যা কিছু আত্মপ্রশংসা করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। আমি অবধানতা, অশ্ব চালন, ভবিষ্যৎ দোষের অবেক্ষণ, দোষ পরিহার জ্ঞান ও দোষ পরিহার সামর্থ্য এই কএকটি গুণে মাতলির ন্যায় সুররাজ ইন্দ্রেরও সারথ্য কার্য্যে সম্যক্ উপযুক্ত হইতে পারি; অতএব এ ক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও। তুমি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমিই তোমার অশ্ব সঞ্চালন করিব।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে কর্ণ! এই মদ্ররাজ শল্য অর্জ্জুন সারথি কৃষ্ণ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। ইনি তোমার সারথ্য কার্য্য করিবেন। মাতলি যেমন ইন্দ্রের অশ্বযুক্ত রথ পরিচালন করেন, তদ্রূপ অদ্য এই মহাত্মা শল্য তোমার রথ সঞ্চালনে প্রবৃত্ত হইবেন। তুমি যোদ্ধা ও মদ্ররাজ সারথি হইলে পার্থগণ সমরে পরাভূত হইবে, সন্দেহ নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে দুর্য্যোধন পুনরায় মহাবল পরাক্রান্ত শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আপনি সংগ্রামে কর্ণের সুশিক্ষিত অশ্ব সকলকে পরিচালিত করুন। আপনি রক্ষিতা হইলে সূতপুত্র ধনঞ্জয়কে অবশ্যই পরাজিত করিতে পারিবেন। তখন মদ্ররাজ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া কর্ণের রথে আরোহণ করিলেন। শল্য সারথি হইলে কর্ণ সুস্থির চিত্তে তাঁহারে কহিলেন, হে সারথে! তুমি অবিলম্বে আমার রথ সুসজ্জিত কর। তখন মদ্ররাজ জয় হউক বলিয়া কর্ণের সেই গন্ধর্ব্বনগরোপম শ্রেষ্ঠ রথ সুসজ্জিত করিয়া তাঁহার নিকট আনয়ন করিলেন। ঐ রথ পূর্ব্বকালে বেদবিৎ পুরোহিত কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়াছে। মহারথ কর্ণ সেই রথকে যথাবিধ পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবান ভাস্করের উপাসনা সমাধান পূর্ব্বক সমীপস্থ মদ্ররাজকে রথারোহণে আদেশ করিলেন। মহাতেজা শল্য কর্ণের আদেশানুসারে সিংহ যেমন পর্ব্বতে আরোহণ করে, তদ্রূপ কর্ণের সেই প্রধান রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ শল্যকে রথারূঢ় দেখিয়া সত্বরে স্যন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক বিদ্যুৎ সম্বলিত নীরদমধ্যস্থ দিনকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এই রূপে সেই বীর দ্বয় এক রথে অধিরূঢ় হইলে তাঁহাদিগকে আকাশ পথে মেঘ সম্মিলিত সূর্য্য ও অনলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর যজ্ঞস্থলে ঋত্বিক্‌গণ যেমন ইন্দ্র ও অগ্নির স্তব করে, তদ্রূপ বন্দিগণ সেই বীর দ্বয়কে স্তব করিতে আরম্ভ করিল। তখন শরনিকরধারী পুরুষব্যাঘ্র কর্ণ সেই মহারথে আরোহণ পূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারণ করত মণ্ডলান্তর্গত মন্দর ভূধরস্থ দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন সেই সমরোদ্যত মহাবাহু সূতপুত্রকে কহিলেন, হে কর্ণ! মহাবীর ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্য সমরে যে কর্ম্ম

করিতে পারেন নাই, এ ক্ষণে তুমি সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে সেই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন কর। আমি মনে করিয়াছিলাম, ভীষ্ম ও দ্রোণ নিশ্চয়ই অর্জ্জুন ও ভীমসেনকে নিপাতিত করিবেন; কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই। অতএব তুমি এ ক্ষণে দ্বিতীয় বজ্রপাণির ন্যায় বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ অথবা ধনঞ্জয়, ভীমসেন এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেবকে সংহার কর। হে সূতনন্দন! তোমার জয় ও মঙ্গল লাভ হউক, তুমি যুদ্ধে গমন পূর্ব্বক পাণ্ডব সেনাগণকে ভস্মীভূত কর।

হে মহারাজ! অনন্তর মেঘনিস্বনের ন্যায় সহস্র সহস্র তূর্য্য ও অযুত অযুত ভেরীর ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। রথারূঢ় মহারথ কর্ণ দুর্য্যোধন বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া যুদ্ধবিশারদ শল্যকে কহিলেন, হে মহাবাহো! এ ক্ষণে অশ্ব চালন কর। আমি অচিরাৎ ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে সংহার করিব। আমি সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইতেছি; ধনঞ্জয় আমার বাহুবল দর্শন করুক। অদ্য আমি পাণ্ডব বিনাশ ও দুর্য্যোধনের জয় লাভের নিমিত্ত সুতীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ করিব।

শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সূতপুত্র! সাক্ষাৎ শতক্রতুও যাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া থাকেন, তুমি সেই সর্ব্বাস্ত্রজ্ঞ মহাধনুর্দ্ধর মহাবল পাণ্ডবগণকে কি সাহসে অবজ্ঞা করিতেছ? সেই মহাবীরগণ কদাপি সমরে প্রতিনিবৃত্ত বা পরাজিত হইবেন না। যখন শুনিবে, সংগ্রামস্থলে ধনঞ্জয়ের অশনিনির্ঘোষ সদৃশ ভীষণ গাণ্ডীব নিস্বন হইতেছে এবং যখন দেখিবে, ভীমসেন কৌরব পক্ষীয় কুঞ্জরগণকে বিশীর্ণদন্ত ও নিহত করিতেছেন; ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির নকুল সহদেব সমভিব্যাহারে নিশিত শরনিকরে নভোমণ্ডলকে ঘনঘটা সমাচ্ছন্নের ন্যায় করিয়াছেন ও অন্যান্য লঘুহস্ত দুরাসদ পার্থিবগণ শত্রুগণের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতেছেন, তখন আর এরূপ কথা মুখে আনিবে না। হে মহারাজ! তখন কর্ণ মদ্ররাজের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহারে রথ চালন করিতে আদেশ করিলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় কৌরবগণ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত অবলোকন করিয়া হৃষ্ট চিত্তে চারি দিক্ হইতে চীৎকার করিতে লাগিলেন। দুন্দুভি, ভেরী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনি, নানা প্রকার বাণ শব্দ এবং অশ্ব হস্তী প্রভৃতির ভীষণ গর্জ্জন হইতে আরম্ভ হইল। কৌরব সৈন্যগণ জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধে গমন করিল। মহাবীর কর্ণ সংগ্রামে যাত্রা করিলে যোধগণের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় বসুন্ধরা কম্পিত হইয়া বিকৃত শব্দ করিতে লাগিল। সূর্য্য হইতে সাত মহাগ্রহকে নির্গত হইতে লক্ষিত হইল। উল্কাপাত, দিগ্‌দাহ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ও প্রচণ্ড বেগে বায়ু বহন হইতে লাগিল। দুর্নিমিত্তদ্যোতক অসংখ্য মৃগ ও পক্ষিগণ সৈন্যগণের বাম ভাগে অবস্থান করিল। কর্ণের অশ্বগণ গমন কালে বারংবার স্খলিতপদ হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষ হইতে ভয়ানক অস্থি বর্ষণ আরম্ভ হইল। অস্ত্র সকল প্রজ্বলিত, ধ্বজনিচয় কম্পিত এবং বাহনগণের অশ্রুধারা অনবরত বিগলিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! কৌরব সৈন্যগণের বিনাশের নিমিত্ত এবম্বিধ ও অন্যান্য নানা প্রকার ভয়াবহ উৎপাত সকল উপস্থিত হইল। তৎকালে দৈব দুর্ব্বিপাক বশত মুগ্ধ হইয়া কেহই সেই দুর্নিমিত্ত সকল লক্ষ্য করিল

না। নরপতিগণ যুদ্ধার্থ প্রস্থিত সূতপুত্রকে জয় হউক বলিয়া উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং কৌরবগণ মনে মনে পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়া স্থির করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর প্রদীপ্ত পাবক তুল্য সূর্য্য সদৃশ শত্রুতাপন কর্ণ মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে বিগতবীর্য্য সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের কার্য্যাতিশয় চিন্তা করত একবারে অভিমান, দর্প ও ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আমি রথারোহণ ও আয়ুধ ধারণ করিলে ক্রোধাবিষ্ট বজ্রপাণি পুরন্দরকে নিরীক্ষণ করিয়াও ভীত হই না। এ ক্ষণে ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথগণকে রণশয্যায় শয়ান দেখিয়া আমি কিছু মাত্র অস্থির হইতেছি না। মহেন্দ্র ও বিষ্ণুর সদৃশ অমিত পরাক্রম, অনিন্দিত, রথ, অশ্ব ও করিগণের নিহন্তা, অবধ্যকল্প, মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণকে অরাতিশরে নিহত দেখিয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হইতেছে না। দিব্যাস্ত্রবেত্তা দ্বিজবর দ্রোণাচার্য্য অসাধারণ বলবীর্য্য সম্পন্ন অসংখ্য মহীপাল এবং সারথি, রথী ও কুঞ্জরদিগকে অরাতিগণ কর্ত্তৃক নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কি নিমিত্ত তাহাদিগকে সংহার করিলেন না? হে কৌরবগণ আমি অর্জ্জুনকে সংগ্রামে দ্রোণেরও সম্মানভাজন অবগত হইয়া সত্য কহিতেছি যে, আমা ভিন্ন অন্যকোন বীরই করাল কৃতান্তের ন্যায় সমাগত ধনঞ্জয়ের ভুজবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। মহাবীর দ্রোণ অস্ত্রাভ্যাস, অবধানতা, বাহুবল, ধৈর্য্য ও নীতি সম্পন্ন ছিলেন, যখন সেই মহাত্মা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন, তখন আজি আমি সকলকেই আসন্নমৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। কর্ম্ম সমুদায় দৈবায়ত্ত; তন্নিবন্ধন আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই পৃথিবীর কোন বস্তুরই স্থিরতা দেখিতেছি না। যখন আচার্য্য নিহত হইয়াছেন, তখন অদ্য সূর্য্যোদয়ে আমি যে জীবিত থাকিব, এ কথা নিঃসন্দেহরূপে কে বলিতে পারে। হে শল্য! অরাতিহস্তে অচিন্ত্যের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, নীতি, দিব্য আয়ুধ, বলবীর্য্য ও কার্য্যকলাপ এই সমস্ত মনুষ্যের সুখোৎপাদনে সমর্থ নহে। দেখ, যিনি বিক্রমে ত্রিবিক্রম ও ইন্দ্রের তুল্য, নীতি বিষয়ে বৃহস্পতি ও শুক্রের সদৃশ এবং তেজে হুতাশন ও আদিত্যের সদৃশ; সেই নিতান্ত দুঃসহবীর্য্য দ্রোণাচার্য্য দিব্যাস্ত্র প্রভৃতি কোন উপায় দ্বারা রক্ষা পাইলেন না। হে মদ্ররাজ! এ ক্ষণে আমাদিগের স্ত্রী পুত্রেরা মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতেছে এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের পৌরুষও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; এ সময় যুদ্ধ করা কেবল আমারই কার্য্য; অতএব তুমি অবিলম্বে বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে আমারে লইয়া যাও। আমা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বাসুদেব, সাত্যকি এবং সৃঞ্জয়গণের বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে। অতএব হে মদ্ররাজ! যে স্থানে পাঞ্চাল, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ অবস্থান করিতেছে, তুমি অবিলম্বে তথায় রথ লইয়া গমন কর। আজি আমি হয় তাহাদিগকে সংহার, না হয় স্বয়ংই দ্রোণ প্রদর্শিত পদবী অবলম্বন পূর্ব্বক যমলোকে প্রস্থান করিব। হে শল্য! আমারেও সেই ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে; তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই; কিন্তু আমি রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়া কোন ক্রমেই মিত্রদ্রোহ করিতে সমর্থ হইব না। দেখ, বিদ্বানই হউক বা মূর্খই হউক, আয়ুক্ষয় হইলে মৃত্যুর হস্তে কাহারই পরি-

ত্রাণ নাই ; আর অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব আমি অবশ্যই সংগ্রামার্থ পাণ্ডবগণ সন্নিধানে গমন করিব। ধৃতরাষ্ট্রতনয় মহারাজ দুর্য্যোধন নিরন্তর আমার শুভ চিন্তা করিয়া থাকেন, তন্নিবন্ধন তাঁহার কার্য্য সংসাধনার্থ প্রীতিকর ভোগ ও দুস্ত্যজ জীবন বিসর্জ্জন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে শল্য! ভগবান রাম আমারে এই ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিবৃত, শব্দহীন চক্রযুক্ত, সুবর্ণময় আসন সম্পন্ন, রজতময় ত্রিবেণু সমলঙ্কৃত, উৎকৃষ্ট তুরগ সংযোজিত রথ প্রদান করিয়াছেন। আর এই আমার বিচিত্র শরাসন, ধ্বজ, গদা, ভয়ঙ্কর সায়কনিকর, সমুজ্জ্বল অসি এবং ভীষণ নিস্বন সম্পন্ন শুভ্র শঙ্খ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি এই বিচিত্র পতাকা সমলঙ্কৃত অশনি সমনিস্বন শ্বেতাশ্ব যুক্ত তূণীর পরিশোভিত রথে আরোহণ করিয়া বল প্রকাশ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে সংহার করিব। যদি সর্ব্বক্ষয়কর মৃত্যু স্বয়ং অপ্রমত্ত হইয়া ধনঞ্জয়কে রক্ষা করেন, তথাপি আমি তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া হয় তাহারে সংহার, না হয় স্বয়ংই ভীষ্মের ন্যায় যমলোকে গমন করিব। অধিক কি যদি অদ্য যম, বরুণ, কুবের এবং ইন্দ্রও স্বগণ সমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিতে অভিলাষ করেন, তথাচ আমি তাঁহাদিগের সহিত তাহারে পরাজয় করিব।

হে মহারাজ! মদ্ররাজ শল্য সংগ্রামার্থ একান্ত হৃষ্ট সূতপুত্রের এইরূপ আত্মশ্লাঘা শ্রবণগোচর করিয়া তাঁহার বাক্যে উপহাস ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহারে প্রতিষেধ করত কহিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি আর আত্মশ্লাঘা করিও না। তুমি যথার্থ মহাবল পরাক্রান্ত বটে ; কিন্তু এ ক্ষণে স্বীয় সামর্থ্য অপেক্ষা অতিরিক্ত বাক্য ব্যয় করিতেছ। ধনঞ্জয় পুরুষ প্রধান, আর তুমি পুরুষাধম। তাঁহার সহিত তোমার কোন রূপেই তুলনা হইতে পারে না। দেখ, দেবরাজের ন্যায় বলবীর্য্য সম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তি সুররাজ রক্ষিত দেবলোকের ন্যায় বাসুদেব প্রতিপালিত দ্বারকাপুরী আলোড়িত করিয়া কৃষ্ণের কনিষ্ঠা ভগিনী সুভদ্রারে হরণ এবং ত্রিভুবন বিভু ভূতভাবন ভগবান্ ভূতনাথকে মৃগবধ কলহ যুদ্ধে আহ্বান করিতে পারে? ঐ মহাবীর অগ্নির প্রতি বহু মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সুর, অসুর, উরগ, নর, গরুড়, পিশাচ, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে পরাজয় করিয়া তাঁহারে অভিলষিত হবি প্রদান করিয়াছিল। হে কর্ণ! গন্ধর্ব্বগণ কৌরবগণ সমক্ষে কলহপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগকে হরণ ও তুমি সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিলে মহাবীর অর্জ্জুন যে সূর্য্যের করজাল সদৃশ শরজাল দ্বারা গন্ধর্ব্বদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরবর্গকে মোচন করিয়াছিল, ইহা কি এ ক্ষণে তোমার স্মৃতিপথে উদয় হয়? ঐ মহাবীর গোগ্রহ যুদ্ধে বলবাহন সম্পন্ন দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণকে পরাজয় করিয়াছিল ; তৎকালে তুমি কি তাহারে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? হে সূতপুত্র! এ ক্ষণে তোমার বধ সাধনের নিমিত্ত এই একটি যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। যদি তুমি অদ্য শত্রুভয়ে, পলায়ন না করিয়া সমরে গমন কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হইবে।

মদ্ররাজ শল্য একাগ্রচিত্তে কর্ণের প্রতি অর্জ্জুনের স্তুতিবাদ সহকৃত অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলে কৌরব সেনাপতি সূতপুত্র সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, হে শল্য! তুমি কি নিমিত্ত অর্জ্জুনের শ্লাঘা করিতেছ। অদ্য অর্জ্জুনের সহিত আমার

যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে ; যদি সে আমারে পরাজয় করিতে পারে, তাহা হইলে তোমার এই শ্লাঘা সফল হইবে। মহাত্মা শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই হউক বলিয়া নিরস্ত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ যুদ্ধার্থ শল্যকে অশ্ব চালন করিতে কহিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর কর্ণের সেই শ্বেতাশ্ব সংযোজিত রথ শল্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া দিবাকর যেমন অন্ধকার বিনাশ করত সমুদিত হন, তদ্রূপ শত্রু সংহার করত ধাবমান হইল।

একোন চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর কর্ণ পরম প্রীত হইয়া সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথে আরোহণ ও পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে গমন করত আপনার সৈন্যগণকে আহ্লাদিত করিয়া পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণকে একাদিক্রমে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! আজি তোমাদিগের মধ্যে যিনি আমারে মহাত্মা ধনঞ্জয়কে দেখাইয়া দিবেন, তিনি যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহারে তাহাই প্রদান করিব। যদি তিনি প্রাপ্ত হইয়াও সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে তাঁহারে শকটপূর্ণ রত্ন প্রদান করিব। যদি তিনি তাহাতেও আহ্লাদিত না হন, তাহা হইলে কাংস্য নির্ম্মিত দোহন পাত্র সমবেত এক শত দুগ্ধবতী গাভী, এক শত গ্রাম এবং অশ্বতরী যুক্ত সুকেশী যুবতিগণ সমবেত শ্বেতবর্ণ রথ প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার সন্তোষ না জন্মে, তাহা হইলে তাঁহারে ছয় মাতঙ্গ সংযোজিত সুবর্ণ নির্ম্মিত রথ ও নিষ্ককণ্ঠ গীতবাদ্যাদিনিপুণ অজাতপুত্র এক শত কামিনী প্রদান করিব। যদি তাহাও তাঁহার সন্তোষকর না হয়, তাহা হইলে এক শত কুঞ্জর, এক শত গ্রাম, এক শত সুবর্ণরথ, গুণবদ্ধ সুশিক্ষিত দশ সহস্র অশ্ব এবং সুবর্ণ শৃঙ্গযুক্ত চারি শত সবৎসা ধেনু প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার প্রীতি না জন্মে, তাহা হইলে তাঁহারে সুবর্ণ মণ্ডিত, মণিময় ভূষণধারী শ্বেতবর্ণ সুদন্তযুক্ত অষ্টাদশবিধ পঞ্চশত অশ্ব এবং কাম্বোজ দেশীয় অশ্বযুক্ত ও সুন্দর ভূষণ বিভূষিত কনকময় রথ প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে তাঁহারে সুবর্ণ ভূষণ বিভূষিত, পশ্চিম দেশ সম্ভূত সুশিক্ষিত ছয় শত হস্তী প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার সন্তোষ না জন্মে, তাহা হইলে মগধদেশ সম্ভূত এক শত নব যৌবন সম্পন্না নিষ্ককণ্ঠী দাসী ও প্রভূত ধনশালী, ভয়শূন্য, নদী ও বনের সমীপবর্ত্তী, রাজভোগ্য চতুর্দ্দশ বৈশ্য গ্রাম প্রদান করিব। যদি ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে তিনি আমার পুত্র, কলত্র ও বিহার সামগ্রী সমুদায়ের মধ্যে যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহারে তাহাই অর্পণ করিব এবং পরিশেষে কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া তাহাদিগের যে সমস্ত অর্থ থাকিবে, তৎ সমুদায়ই তাঁহারে প্রদান করিব।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ বারংবার এই রূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া সাগর সম্ভূত সুস্বর শঙ্খ প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সূতপুত্রের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে তাঁহার অনুগামী হইলেন। তখন আপনার সৈন্য মধ্যে সিংহনাদ মিশ্রিত বৃংহিত ধ্বনি এবং দুন্দুভি ও মৃদঙ্গের নিস্বন সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! এই রূপে আপনার সৈন্যগণ একান্ত আহ্লাদিত হইলে মদ্ররাজ শল্য রণচারী আত্মশ্লাঘানিরত মহারথ সূতপুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক হাস্য করত কহিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে সূতপুত্র! তোমারে ছয় হস্তিসং-

যোজিত সুবর্ণময় রথ প্রভৃতি কিছুই প্রদান করিতে হইবে না। তুমি বালকত্ব প্রযুক্ত কুবেরের ন্যায় ধন দানে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অদ্য অনায়াসেই ধনঞ্জয়কে দেখিতে পাইবে। তুমি অতি অজ্ঞানের ন্যায় প্রভূত ধন দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ কিন্তু অপাত্রে দান করিলে যে সমস্ত দোষ জন্মে, মোহ বশত তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। তুমি যে সমস্ত ধন বৃথা ব্যয় করিতে উদ্যত হইয়াছ, তদ্দ্বারা বিবিধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পার। আর তুমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতে বাসনা করিতেছ, উহা নিতান্ত অসম্ভব। শৃগাল সংগ্রামে সিংহ দ্বয়কে নিপাতিত করিয়াছে, ইহা কদাপি আমাদিগের কর্ণগোচর হয় নাই। তোমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির যাহা অভিলাষ করিবার নহে, তুমি তাহাই অভিলাষ করিতেছ। তোমার কি এমন কোন বন্ধু নাই যে, এ সময়ে তোমারে হুতাশনে পতনোন্মুখ দেখিয়া নিবারণ করে? তুমি কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা করিতে সমর্থ হইতেছ না; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তোমার কাল পূর্ণ হইয়াছে। কোন্ জিজীবিষু ব্যক্তি অসম্বদ্ধ অশ্রোতব্য বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। তুমি যাহা বাসনা করিতেছ, উহা কণ্ঠে মহাশিলা বন্ধন পূর্ব্বক বাহু দ্বয় দ্বারা সমুদ্র সন্তরণ ও গিরিশৃঙ্গ হইতে পতনের ন্যায় নিতান্ত অনর্থকর। এ ক্ষণে যদি তুমি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, তাহা হইলে ব্যূহিত যোদ্ধা ও সেনাগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমার প্রতি দ্বেষ করিতেছি না, দুর্য্যোধনের হিত সাধনার্থই এই রূপ কহিতেছি। এ ক্ষণে যদি তোমার জীবিত থাকিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে আমার বাক্যে আস্থা প্রদর্শন কর।

কর্ণ কহিলেন, হে শল্য! আমি স্বীয় বাহুবল প্রতাবে অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিতেছি। তুমি মিত্রতা পূর্ব্বক শত্রুতাচরণ করিয়া আমারে ভীত করিতে অভিলাষী হইয়াছ। যাহা হউক, এ স্থানে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, অদ্য ইন্দ্রও আমারে এই অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না।

অনন্তর মহাবীর মদ্রেশ্বর শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহারে পুনর্ব্বার প্রকোপিত করিবার নিমিত্ত কহিলেন, হে সূতপুত্র! যখন অর্জ্জুনের জ্যানিঃসৃত বেগবান্ নিশিতাগ্র শরজাল তোমার অনুগমন করিবে, যখন সব্যসাচী দিব্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক কৌরব সেনা তাপিত করত নিশিত শরনিকরে তোমারে নিপীড়িত করিবে, সেই সময় তোমারে অনুতাপ করিতে হইবে। বালক যেমন জননীর ক্রোড়ে শয়ান হইয়া চন্দ্র গ্রহণ করিতে বাসনা করে, তদ্রূপ তুমি মোহ বশত অদ্য দেদীপ্যমান রথস্থ অর্জ্জুনকে জয় করিতে প্রার্থনা করিতেছ। হে মূঢ়! অদ্য অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করাতে তীক্ষ্ণধার ত্রিশূলে তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ষিত করা হইতেছে। ক্ষীণজীবী ক্ষুদ্র মৃগশাবক যেমন রোষাবিষ্ট বৃহৎ সিংহকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করে, তদ্রূপ তুমি অদ্য অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতেছ। অরণ্যে মাংসতৃপ্ত শৃগাল যেমন সিংহের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ তুমি মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত্র ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিয়া বিনষ্ট হইও না। হে কর্ণ! তুমি শশক হইয়া প্রতিনগণ্ড বিশাল দশনশালী মহাগজ স্বরূপ ধনঞ্জয়কে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছ। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ কামনা করাতে তোমার কাল দ্বারা বিলম্ব মহাবিষ ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ সর্পকে বিদ্ধ করা হইতেছে। শৃগাল যেমন

কেশরান্বিত ক্রুদ্ধ সিংহকে ও ভুজঙ্গ যেমন আত্মবিনাশার্থ বলবান্ পতগশ্রেষ্ঠ সুপর্ণকে আহ্বান করে, তুমি সেই রূপ ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিতেছ এবং প্লববিহীন হইয়া চন্দ্রোদয়ে পরিবর্দ্ধিত অসংখ্য মীন সমাকীর্ণ ভীষণ জলনিধি উত্তীর্ণ হইতে উদ্যত হইয়াছ। বৎস যেমন সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গশালী, প্রহার-সমর্থ বৃষকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে এবং ভেক যেমন বারিপ্রদ নিবিড় মহামেঘের উদ্দেশে ও আত্মগৃহস্থিত কুক্কুর যেমন অরণ্যচারী ব্যাঘ্রের উদ্দেশে ঘোরতর গর্জ্জন করে, তদ্রূপ তুমি নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের উদ্দেশে গর্জ্জন ও তাঁহারে সমরে আহ্বান করিতেছ। হে কর্ণ! অরণ্যমধ্যে শশক পরিবেষ্টিত শৃগাল যে পর্য্যন্ত সিংহ সন্দর্শন না করে, তাবৎকাল আপনারে সিংহের ন্যায় বোধ করিয়া থাকে। তুমিও তদ্রূপ শত্রুসূদন নরসিংহ ধনঞ্জয়কে না দেখিয়া আপনারে সিংহ বলিয়া বোধ করিতেছ। যে পর্য্যন্ত সূর্য্য ও চন্দ্রমার ন্যায় প্রভাব সম্পন্ন এক রথাধিষ্ঠিত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে না দেখিতেছ, তাবৎ কাল তোমার আপনারে ব্যাঘ্র বলিয়া বোধ হইতেছে। যে পর্য্যন্ত ঘোর সংগ্রামে গাণ্ডীব নির্ঘোষ তোমার কর্ণগোচর না হইবে, তাবৎ কাল তুমি যাহা ইচ্ছা, তাহাই কহিতে পারিবে; কিন্তু অর্জ্জুনের রথ ও শরাসনের গম্ভীর নিস্বনে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত হইলে তোমারে নর্দ্দমান শার্দ্দূলদর্শী শৃগালের ন্যায় বিমূঢ় হইতে হইবে। হে মূঢ়! মহাবীর ধনঞ্জয় সিংহের সদৃশ প্রভাব সম্পন্ন; আর তুমি বীর জনের বিদ্বেষ করিয়া শৃগালের ন্যায় লক্ষিত হইতেছ। হে সূতপুত্র! মূষিক ও বিড়ালের, কুক্কুর ও ব্যাঘ্রের, শৃগাল ও সিংহের, শশক ও কুঞ্জরের, মিথ্যা ও সত্যের এবং বিষ ও অমৃতের যেরূপ প্রভেদ, তোমার এবং ধনঞ্জয়েরও তদ্রূপ বিভিন্নতা, সন্দেহ নাই।

এক চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত শল্য সূতপুত্রকে এই রূপ তিরস্কার করিলে মহাবীর কর্ণ তাঁহার বাক্-শল্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে মদ্ররাজ! গুণগ্রাহী ভিন্ন গুণবান্ ব্যক্তির গুণাবধারণে সমর্থ হয় না। তুমি গুণ বিহীন; কি রূপে গুণাগুণ পরিজ্ঞানে সমর্থ হইবে। মহাবীর অর্জ্জুনের মহাস্ত্রনিচয়, শরাসন, ক্রোধ ও বল বিক্রম এবং মহাত্মা কেশবের মাহাত্ম্য আমার যে রূপ বিদিত আছে, তোমার তদ্রূপ নহে। আমি আপনার ও অর্জ্জুনের বীর্য্যের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়াই গাণ্ডীবধারীরে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছি। হে শল্য! আমার নিকট এক এক তূণীরশায়ী সুন্দর পুঙ্খযুক্ত শোণিতলোলুপ স্বর্ণময় শর বর্ত্তমান আছে। আমি বহু কাল উহারে পূজা করত চন্দনচূর্ণ মধ্যে রাখিতেছি। সেই বিষযুক্ত ভীষণ শর নর, হস্তী ও অশ্ব সমূহের বিনাশ সম্পাদন ও একেবারে বর্ম্ম ও অস্থি বিদারণ করিতে সমর্থ হয়। আমি তদ্দ্বারা সুমেরু পর্ব্বতকেও বিদীর্ণ করিতে পারি। আমি সত্য বলিতেছি, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভিন্ন অন্যের প্রতি কদাচ সেই বাণ নিক্ষেপ করিব না। হে মদ্ররাজ! আমি এই শর প্রভাবে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে অবতীর্ণ হইয়া আপনার বিক্রমানুরূপ কার্য্য করিব। সমস্ত বৃষ্ণিবীর মধ্যে কৃষ্ণে লক্ষ্মী ও পাণ্ডুতনয়গণ মধ্যে অর্জ্জুনের উপর জয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ উভয়ের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না; কিন্তু আজি সেই রথস্থিত মহাপুরুষ দ্বয় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি অদ্য আমার আভিজাত্য

সন্দর্শন কর। আজি আমি সেই পিতৃস্বস্রেয় ও মাতুলজ ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনাশ করিয়া সূত্র-গ্রথিত মণিদ্বয়ের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিব। হে মদ্ররাজ! অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ও কপিধ্বজ এবং কৃষ্ণের চক্র ও গরুড়ধ্বজ ভীরু জনের ভয়ঙ্কর বটে; কিন্তু আমার হর্ষোৎপাদন করে। তুমি নিতান্ত মূঢ় ও মহাযুদ্ধে একান্ত অনভিজ্ঞ; সুতরাং ভয়প্রযুক্ত বহুবিধ অসম্বদ্ধ প্রলাপ এবং কোন কারণ বশত তাহাদিগের স্তব করিতেছ। আমি আজি সমরে কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া তোমারেও বন্ধুবান্ধবের সহিত নিপাতিত করিব। রে দুর্ব্বুদ্ধে! ক্ষুদ্রাশয়! ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার! তুই সুহৃৎ হইয়াও শত্রুর ন্যায় কি নিমিত্ত আমারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন হইতে ভীত করিতেছিস্? যাহা হউক, আজি তাহারাই আমারে বিনাশ করুক, আর আমিই বা তাহাদিগকে বিনাশ করি; কিন্তু স্বীয় সামর্থ্য অবগত হইয়া কখনই তাহাদিগের নিকট ভীত হইব না। সহস্র বাসুদেব ও শত শত অর্জ্জুন সমরে আগমন করিলেও আমি একাকী তাহাদিগকে বিনাশ করিব। তোর কোন কথা কহিবার আবশ্যক নাই।

রে মূঢ়! স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও স্বেচ্ছাগত ব্যক্তিরা দুরাত্মা মদ্রকদিগের যে বিষয় অধ্যয়ন ও কীর্ত্তন করে এবং পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ রাজসভায় যাহা কীর্ত্তন করিতেন, অবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া, হয় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন, না হয় উত্তর প্রদান কর। মদ্রকেরা মিত্রদ্রোহী, নিয়ত পরবিদ্বেষী। তাহাদিগের পরস্পর ঐক্য নাই। তাহারা নীচাশয়, নরাধম, দুরাত্মা, মিথ্যাবাদী ও উদ্ধতস্বভাব, তাহাদের সহিত প্রণয় করা অকর্ত্তব্য। আমরা শুনিয়াছি, মদ্রকেরা জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত সমস্ত দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। মদ্রদেশে পিতা, পুত্র, মাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, মাতুল, জামাতা, দুহিতা, ভ্রাতা, নপ্তা, অন্যান্য বন্ধুবান্ধব, অভ্যাগত ও দাস দাসী সকলে একত্র মিলিত এবং কামিনীগণ স্বেচ্ছাক্রমে পুরুষদিগের সহিত সুরতে প্রবৃত্ত হইয়া মদ্য পান পূর্ব্বক শক্তু, মৎস্য ও গোমাংস প্রভৃতি ভোজন করত কখন রোদন কখন হাস্য কখন গান ও কখন কখন অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিয়া থাকে। মদ্রকেরা বিরুদ্ধকর্ম্মা ও অহঙ্কৃত বলিয়া বিখ্যাত আছে; অতএব তাহাদিগের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? মদ্রকদিগের সহিত বৈর বা সৌহার্দ্দ করা কর্ত্তব্য নহে। কেহই উহাদিগের সহিত মিলিত হয় না। উহারা মল স্বরূপ। গান্ধারকদিগের শৌচ ও মদ্রকদিগের সঙ্গতি নাই।

হে মদ্রেশ্বর! প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা এই মাত্র বলিয়া বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া থাকেন "যে, রাজা যেমন যজ্ঞে ঋত্বিক্ হইলে হবি নষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ শূদ্রকে অধ্যয়ন করাইলে যেমন অবমানিত হন এবং ব্রাহ্মণ দ্বেষী যেমন সকলের অবজ্ঞাভাজন হয়, তদ্রূপ লোকে মদ্রকদিগের সহিত সৌহার্দ্দ করিলে পতিত হইয়া থাকে; অতএব মদ্রকদিগের সহিত প্রণয় করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; হে বৃশ্চিক! তোমার বিষক্ষয় হইল; আমি অথর্ব্ব বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা সমুদায় শান্তি করিলাম।" হে শল্য! আমি এই রূপে বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; অতএব তুমি ইহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক পরে যাহা বলিতেছি, তাহাতে কর্ণপাত কর।

হে মদ্ররাজ! যে কামিনীগণ মদমত্ত হওয়াতে পরিধান বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নৃত্য, যাহারা ব্যভিচার দোষ দূষিত হইয়া অভিমত পুরুষের সংসর্গ এবং যাহারা উদ্ধতস্বভাব হইয়া উষ্ট্র ও গর্দ্দভের ন্যায়

মূত্র পরিত্যাগ করে; তুমি সেই ধর্ম্মভ্রষ্ট নির্লজ্জ স্ত্রীগণের অন্যতরের তনয় হইয়া কিরূপে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে অভিলাষ করিতেছ? মদ্রদেশীয় কামিনীগণের নিকট কাঞ্চিক প্রার্থনা করিলে তাহারা তাহা প্রদানে অসম্মত হইয়া নিতম্ব দ্বয়ে করাঘাত করত কহিয়া থাকে যে, কাঞ্চিক আমাদিগের অতিশয় প্রিয়, উহা কেহ যাচ্ঞা করিও না। আমরা পতি বা পুত্রকে প্রদান করিতে পারি, কিন্তু কাঞ্চিক প্রদান করিতে পারি না। হে মদ্ররাজ! আমরা আরও শুনিয়া থাকি যে, মদ্রদেশীয় গৌরীরা নির্লজ্জা, কম্বলাবৃত, উদর পরায়ণ ও অশুচি। আমি হই অথবা অন্য ব্যক্তি যে কেহই হউক না কেন, সকলেই অতীব নিন্দনীয় কুকর্ম্মশালী মদ্রকদিগের এই রূপ দোষ কীর্ত্তন করিতে পারে। মদ্রক, সৈন্ধব ও সৌবীরগণ পাপদেশ সম্ভূত, ম্লেচ্ছ ও নিতান্ত অধর্ম্ম পরায়ণ। তাহারা কিরূপে ধর্ম্ম কীর্ত্তনে সমর্থ হইবে। যুদ্ধে নিহত ও সজ্জনগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া রণ শয্যায় শয়ন করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। হে শল্য! অস্ত্রযুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গ লাভ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বিশেষত আমি দুর্য্যোধনের প্রিয় সখা; অতএব তাঁহার নিমিত্ত আমার প্রাণ ও ধন পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি পাপদেশজ ও ম্লেচ্ছ; এ ক্ষণে তুমি আমাদিগের সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পাণ্ডবগণ ভেদের নিমিত্ত তোমারে প্রেরণ করিয়াছে। যাহা হউক, এ ক্ষণে নাস্তিকেরা যেমন ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরে ধর্ম্মচ্যুত করিতে পারে না, তদ্রূপ তোমার সদৃশ এক শত ব্যক্তিও আমারে সমর পরাঙ্মুখ বা ভীত করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি ঘর্ম্মার্ত্ত মৃগের ন্যায় বিলাপ কর বা শুষ্কহৃদয় হও, আমি অস্ত্রগুরু পরশুরামের বাক্যানুসারে রণে অপরাঙ্মুখ স্বর্গগত নরপালগণের গতি স্মরণ এবং প্রধানতম পুষ্করবার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া কৌরবগণের উদ্ধার ও শত্রুগণের বিনাশে উদ্যত হইয়াছি; কখনই নিবৃত্ত হইব না। এ ক্ষণে বোধ হয়, আমারে এই অভিপ্রায় হইতে বিরত করে, এরূপ লোক ত্রিলোক মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে নাই। অতএব তুমি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর; ভীত হইয়া কেন বৃথা বাগাড়ম্বর করিতেছ। হে মদ্রকাধম! আমি তোমারে বিনাশ করিয়া ক্রব্যাদগণকে উপহার প্রদান করিব না। মিত্রকার্য্য সংসাধন, দুর্য্যোধনের অনুরোধ ও তিতিক্ষা এই তিন কারণে তুমি এ যাত্রা আমার নিকট পরিত্রাণ পাইলে। কিন্তু পুনরায় এ রূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে বজ্রকল্প গদা দ্বারা তোমার মস্তক অধঃপাতিত করিব। হে কুদেশজ শল্য! অদ্য বীরগণ আমারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের হস্তে বিনষ্ট অথবা তাহাদিগকে আমার হস্তে নিহত দর্শন ও শ্রবণ করিবে। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এই রূপ কহিয়া নির্ভীক চিত্তে পুনরায় বারংবার মদ্ররাজকে অশ্ব সঞ্চালনে আদেশ করিতে লাগিলেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর মদ্ররাজ শল্য যুদ্ধাভিলাষী কর্ণের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করত পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, হে সূতপুত্র! আমি ধর্ম্মপরায়ণ এবং সমরে অপরাঙ্মুখ যাগ যজ্ঞনিরত মূর্দ্ধাভিষিক্তদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এ ক্ষণে তোমারে মন্ত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে; অতএব আমি বন্ধুতা নিবন্ধন তোমার চিকিৎসা করিব। হে কর্ণ! আমি যে এ ক্ষণে একটি কাকের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ

করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান কর। হে কুলপাংশন! আমার অণুমাত্র দোষ নাই। অতএব তুমি কিনিমিত্ত বিনাপরাধে আমারে সংহার করিতে অভিলাষ করিতেছ। আমি সারথ্যে নিযুক্ত, বিশেষত দুর্য্যোধনের প্রিয়ানুষ্ঠান পরতন্ত্র; সুতরাং তোমারে হিত ও অহিত এই দুইটি বিষয় অবশ্যই জ্ঞাত করিব। তোমার তৎসমুদায় বুঝিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। আমি এই রথের সারথি হইয়াছি, সুতরাং সম বিষম ভূভাগ, রথীর বলাবল, রথ ও অশ্বদিগের শ্রম ও খেদ, মৃগধ্বনি, পক্ষীর বিরুত, ভার, অতিভার, শল্যের প্রতিকার, অস্ত্রযোগ, যুদ্ধ ও নিমিত্ত সমুদায় আমার পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। যাহা হউক, এ ক্ষণে আমি যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

সমুদ্র পারে কোন ধর্ম্মপরায়ণ রাজার রাজ্যে এক প্রভূত ধনধান্য সম্পন্ন, যাজ্ঞিক, দাতা, ক্ষমাশীল, স্বধর্ম্ম নিরত, পবিত্রচিত্ত, সর্ব্বভূতানুকম্পী বৈশ্য নির্ভয়ে বাস করিত। ঐ বৈশ্যের অনেক গুলি পুত্র ছিল। বৈশ্য পুত্রেরা আপনাদের উচ্ছিষ্ট মাংস, অন্ন, দধি, ক্ষীর, পায়স, মধু ও ঘৃত দ্বারা একটি কাককে ভরণ পোষণ করিত। ঐ কাক বৈশ্যপুত্রগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিল এবং আপনার সদৃশ ও আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পক্ষিগণকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল।

একদা গরুড়ের ন্যায় বেগগামী হৃষ্টচিত্ত কতগুলি হংস সেই সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইল। বৈশ্যকুমারগণ সেই হংস সমুদায়কে নিরীক্ষণ করিয়া কাককে কহিল, অহে কাক! তুমি সকল পক্ষী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উচ্ছিষ্ট ভোজনতৃপ্ত বায়স অল্পবুদ্ধি বৈশ্যকুমারগণের সেই প্রতারণা বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া মূর্খতা ও গর্ব্ব নিবন্ধন তাহাদিগের বাক্য সত্যই বলিয়া বিবেচনা করিল। তখন সে সেই হংসগণের মধ্যে কে প্রধান, ইহা জানিবার নিমিত্ত তাহাদের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইল এবং তাহাদের মধ্যে একটী হংসকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া তাহারে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল, হে হংসবর! আইস, আমরা উভয়ে নভোমণ্ডলে উড্ডীন হই। তখন সেই সমাগত হংসগণ বহুভাষী কাকের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিল, রে দুর্ম্মতি পরতন্ত্র কাক! আমরা মানস সরোবরবাসী হংস। অনায়াসে এই সমুদায় ভূমণ্ডলে সঞ্চরণ করিয়া থাকি। অন্যান্য বিহঙ্গমগণ আমাদিগকে দূরগামিত্ব বিবন্ধন প্রতিনিয়ত সৎকার করিয়া থাকে; সুতরাং তুই কাক হইয়া কোন সাহসে মহাবল হংসকে উড্ডীন হইতে আহ্বান করিতেছিস্। যাহা হউক, বল দেখি, তুই কিরূপে আমাদের সহিত উড্ডীন হইবি।

তখন জাতিসুলভ লাঘবতা নিবন্ধন আত্মশ্লাঘা পরবশ বায়স হংসের বাক্যে বারংবার অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল, হে হংসগণ! আমি শত প্রকার বিচিত্র উড্ডয়ন প্রদর্শন করিতে পারি। আমি প্রত্যেক উড্ডয়নে শত যোজন করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইব এবং তোমাদিগের সমক্ষে উড্ডীন, অবডীন, প্রডীন, ডীন, নিডীন, সংডীন, তির্য্যক্ডীন, বিডীন, পরিডীন, পরাডীন; সুডীন, অতিডীন, মহাডীন, খডীন, ডীনডীন, সম্পাত, সমুদীর্ণ ও অন্যান্য নানা প্রকার গতাগতি এবং কাকের সমুচিত বিবিধ গতি প্রদর্শন করিব। তোমরা এ ক্ষণে আমার বল অবলোকন কর। এ ক্ষণে আমি ঐ সমুদয় গতির মধ্যে কোন প্রকার গতি অবলম্বন পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে উত্থিত হইব, তোমরা তাহা

আদেশ কর। আমি যে গতি দ্বারা উড্ডীন হইব, তোমাদিগকেও সেই গতি অবলম্বন করিয়া আমার সহিত এই আশ্রয়হীন নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইতে হইবে; অতএব উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া বল, আমি কোন্ প্রকার গতি অবলম্বন পূর্ব্বক উড্ডীন হইব।

তখন সেই হংসদিগের মধ্যে একটী হংস কাকের বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিল, হে কাক! তুমি শত প্রকার গতাগতি অবগত আছ; কিন্তু আমরা সমুদায় পক্ষিজাতির বিদিত একমাত্র গতি ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞাত নহি। আমি তাহাই অবলম্বন করিয়া তোমার সহিত গমন করিব; এ ক্ষণে তুমি স্বীয় অভিলাষানুরূপ গতি অবলম্বন পূর্ব্বক গমন কর।

হে কর্ণ! ঐ সময় ঐ স্থানে আরও কএকটি কাকের সমাগম হইয়াছিল। তাহারা হংসের বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিল, এই হংস এক প্রকার গতি দ্বারা কিরূপে শত প্রকার গতি পরাজয় করিবে।

অনন্তর কাক ও হংস পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে উত্থিত হইল এবং স্ব স্ব কার্য্যের শ্লাঘা করিয়া পরস্পরকে বিস্মিত করত গমন করিতে লাগিল। তখন বায়সেরা সেই কাকের বিবিধ বিচিত্র উড্ডয়ন নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্ট মনে মুক্তকণ্ঠে কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। হংসেরাও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক কাককে উপহাস করত কখন বৃক্ষাগ্র কখন বা ভূতল হইতে উৎপতিত ও নিপতিত হইতে লাগিল এবং অনবরত কোলাহল করিয়া আপনাদিগের জয় ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় হংস একমাত্র মৃদু গতি অবলম্বন পূর্ব্বক আকাশমার্গে উত্থিত হইবার উপক্রম করিয়া মুহূর্ত্তকাল কাক অপেক্ষা হীনগতি লক্ষিত হইতে লাগিল। তখন বায়সগণ হংসদিগকে অশ্রদ্ধা করিয়া কহিল, হে হংসগণ! তোমাদের মধ্যে যে হংসটি অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়াছে, ঐ দেখ, এ ক্ষণে তাহারে হীনগতি লক্ষিত হইতেছে। তখন সেই অন্তরীক্ষস্থিত হংস বায়সগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাগরের উপরিভাগে পশ্চিম দিকে মহাবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর কাক একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সেই অগাধ সমুদ্র মধ্যে দ্বীপ ও বৃক্ষ সকল নিরীক্ষণ না করিয়া ভীত ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইল এবং কোথায় অবস্থান পূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিবে, বারংবার ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। হে কর্ণ! মহাসাগর জলজন্তুগণের আকর ও দুঃসহ বেগ সম্পন্ন; উহা অসংখ্য মহাসত্ত্বে সমুদ্ভাসিত হইয়া আকাশকেও পরাভূত করিয়াছে। গাম্ভীর্য্যে কেহই উহারে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। উহার জলরাশি আকাশের ন্যায় সুদূর বিস্তৃত। সুতরাং সামান্য কাক কি রূপে সেই বহু বিস্তীর্ণ অর্ণব পার হইতে সমর্থ হইবে। অনন্তর হংস বহু দূর অতিক্রম করিয়া মুহূর্ত্তকাল সেই কাককে নিরীক্ষণ করত তাহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতে সমর্থ হইয়াও তাহার আগমনকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন কাক অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া হংস সন্নিধানে আগমন করিল। হংস কাককে হীনগতি ও নিমজ্জনোন্মুখ দেখিয়া সৎ পুরুষোচিত ব্রত স্মরণ পূর্ব্বক তাহারে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত কহিল, হে কাক! তুমি শত প্রকার উড্ডয়নের বিষয় বারংবার উল্লেখ করিয়া গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিয়াছ। তুমি এ ক্ষণে যেরূপ গতি অবলম্বন পূর্ব্বক উড্ডীন হইতেছ, ইহার নাম কি? তুমি চঞ্চুপুট ও দুই পক্ষ দ্বারা বারংবার সলিল স্পর্শ করিতেছ; অতএব বল, এ ক্ষণে কোন্ গতি

আশ্রয় করিয়াছ? হে কাক! আমি তোমার অপেক্ষা করিতেছি, তুমি শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর।

হে কর্ণ! তখন সেই দুষ্টস্বভাব বায়স সাগরের পার নিরীক্ষণ না করিয়া একান্ত শ্রান্ত, বায়ুবেগ প্রমথিত ও নিমজ্জনোন্মুখ হইয়া আর্ত্ত স্বরে হংসকে কহিল, হে হংস! আমরা কাক; কাকা শব্দ করিয়া ইতস্তত সঞ্চরণ করি। এ ক্ষণে আমি জীবন সমর্পণ পুর্ব্বক তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমারে সমুদ্র পারে লইয়া যাও। বায়স এই বলিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্ত ও নিতান্ত কাতর হইয়া দুই পক্ষ ও চঞ্চু পুট দ্বারা সাগর সলিল স্পর্শ করত নীর মধ্যে নিপতিত হইল। তখন হংস বায়সকে সাগরসলিলে নিপতিত, দীনমনা ও ম্রিয়মান দেখিয়া কহিল, হে কাক! তুমি আত্মশ্লাঘা করিয়া কহিয়াছিলে যে, আমি শত প্রকার উড্ডয়ন প্রদর্শন করিব; এক্ষণে সেই বাক্যটি স্মরণ কর। তুমি শত প্রকার উড্ডয়নাভিজ্ঞ ও আমা অপেক্ষা সমধিক ক্ষমতা সম্পন্ন; তবে এ ক্ষণে এই রূপ পরিশ্রান্ত হইয়া কি নিমিত্ত সাগরে নিপতিত হইলে?

তখন কাক একান্ত অবসন্ন হইয়া উপরিভাগে হংসকে অবলোকন পুর্ব্বক প্রসন্ন করত কহিল, হে হংস! আমি উচ্ছিষ্ট ভোজনে দর্পিত হইয়া আপনারে সুপর্ণের ন্যায় জ্ঞান এবং অন্যান্য কাক ও অপরাপর পক্ষিগণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম। এ ক্ষণে প্রাণ রক্ষার্থ তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমারে দ্বীপে লইয়া চল। যদি আমি জীবিতাবস্থায় স্বদেশে যাইতে পারি, তাহা হইলে আর কাহারেও অপমানিত করিব না। তুমি আমারে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর। তখন বেগবান্ হংস মহার্ণবে নিপতিত বিচেতন বায়সের কাতরোক্তি শ্রবণে করুণার্দ্র হইয়া পদ দ্বারা তাহারে বেগে উৎক্ষেপণ ও আপনার পৃষ্ঠে সংস্থাপন পূর্ব্বক পূর্ব্বে যে দ্বীপ হইতে স্পর্দ্ধা সহকারে উড্ডীন হইয়াছিল, তথায় পুনরায় উত্তীর্ণ হইল এবং কাককে আশ্বাসিত করিয়া স্বাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিল।

হে কর্ণ! এই রূপে সেই উচ্ছিষ্টান্ন পরিপোষিত বায়স হংস কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্বীয় বলবীর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিল। তুমিও সেই উচ্ছিষ্টভোজী কাকের ন্যায় নিঃসন্দেহ দুর্য্যোধনাদির উচ্ছিষ্টান্নে প্রতিপালিত হইয়া কি প্রধান কি তুল্য সকলকেই অবজ্ঞা করিতেছ। হে সূতপুত্র! বিরাট নগরে সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, সিংহ যেমন অনায়াসে শৃগালদিগকে পরাজয় করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন তোমাদিগকে পরাজয় করিয়াছিল। সে সময় তুমি দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌরবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াও কি নিমিত্ত তাহারে বিনাশ করিতে সমর্থ হও নাই; তৎকালে তোমার বল বিক্রম কোথায় ছিল। সব্যসাচী তোমার ভ্রাতারে নিহত করিলে তুমি সমস্ত কৌরবগণের সমক্ষে সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছিলে। দ্বৈতবনে গন্ধর্ব্বগণ কৌরবদিগকে আক্রমণ করিলে তুমিই সমস্ত কৌরবগণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে পলায়ন কর। সেই সময় অর্জ্জুন সংগ্রামে চিত্রসেনপ্রমুখ গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় পূর্ব্বক জয় লাভ করিয়া ভার্য্যা সমবেত দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিয়াছিল। পরশুরাম রাজ সভায় অর্জ্জুন ও বাসুদেবের পূর্ব্ব প্রভাব কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভীষ্মদেব এবং দ্রোণাচার্য্যও সর্ব্বদাই ভূপতিগণ সমক্ষে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে অবধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। হে সূতপুত্র! ব্রাহ্মণ যেমন সকল প্রাণী

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ ধনঞ্জয় তোমা অপেক্ষা প্রধান। এ ক্ষণে তুমি অবিলম্বে সেই একরথারূঢ় বসুদেবাত্মজ কৃষ্ণ ও কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইবে। অতএব সেই বায়স যেমন বুদ্ধি পূর্ব্বক হংসকে আশ্রয় করিয়াছিল, তদ্রূপ তুমিও সেই বীরদ্বয়কে আশ্রয় করিও। হে কর্ণ! যখন তুমি মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন'ও বাসুদেবকে এক রথে অবলোকন করিবে, তখন আর এরূপ কথা কহিবে না। যখন পার্থ শত শত বার তোমার দর্প চূর্ণ করিবেন, তখন তুমি তাঁহার ও তোমার যে কি বৈলক্ষণ্য, তাহা অবগত হইবে; তুমি অজ্ঞতা প্রযুক্তই দেব, অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ নরোত্তম বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে অশ্রদ্ধা করিতেছ। হে মূঢ়! এ ক্ষণে তুমি আপনারে খদ্যোত স্বরূপ এবং অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে সূর্য্য ও চন্দ্র স্বরূপ বিবেচনা করিয়া নিরস্ত হও। আর তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা বা আত্মশ্লাঘা করিও না।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ মদ্ররাজের সেই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আমি অর্জ্জুনও বাসুদেবকে সম্যক্ অবগত হইয়াছি। আমি বাসুদেবের রথ চালন ও অর্জ্জুনের অস্ত্রবল যেরূপ জ্ঞাত আছি, তুমি তদ্রূপ নও; অতএব আমি নির্ভীক চিত্তে সেই অস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাত্মা বীরদ্বয়ের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু দ্বিজোত্তম পরশুরামের শাপের নিমিত্ত আমার অতিশয় সন্তাপ হইতেছে। পূর্ব্বে আমি দিব্যাস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবেশে পরশুরামের সমীপে অবস্থান করিয়াছিলাম। একদা গুরু আমার উরুদেশে মস্তক অর্পণ করিয়া নিদ্রিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের হিতাভিলাষে আমার বিঘ্ন বিধানার্থ কীটরূপ ধারণ করিয়া আমার উরুদেশ বিদীর্ণ করিলেন। উরুদেশ বিদারিত হইলে তাহা হইতে অতিমাত্র শোণিত বিনির্গত হইতে লাগিল; তথাপি আমি গুরুর নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে স্থির হইয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরে মহাত্মা জমদগ্নিতনয় বিনিদ্র হইয়া সেই শোণিত দর্শনে আমার দৃঢ়তর ধৈর্য্যগুণ পর্য্যালোচনা করত কহিলেন, বৎস! তুমি ব্রাহ্মণ নহ; অতএব যথার্থরূপে আত্মপরিচয় প্রদান কর। তখন আমি সূতপুত্র বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলাম। মহাতপা ভার্গব আমার বাক্য শ্রবণে রোষাবিষ্ট হইয়া আমারে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, হে দুষ্টাত্মন! তুমি শঠতাচরণ পূর্ব্বক আমার নিকট হইতে যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাহা আর স্মৃতিপথারূঢ় হইবে না। রে মূঢ়! অব্রাহ্মণ কি কখন ব্রাহ্মণ হইতে পারে? হে মদ্ররাজ! আজি এই ভীষণ তুমুল সংগ্রামে আমি সেই অস্ত্র বিস্মৃত হইলে ভরতকুলতিলক ভীমপরাক্রম অর্জ্জুন সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে সন্তপ্ত করিবে; এই নিমিত্তই আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। যাহা হউক, আমার সর্পময় শর আছে, তদ্দ্বারা আমি শত্রুগণকে সংহার করিয়া অসহ্যপরাক্রম, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ক্রূরকর্ম্মা মহাবল পরাক্রান্ত মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিব। মহাসমুদ্র অসংখ্য জনগণকে জলনিমগ্ন করিবার মানসে ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইলে তীরভূমি যেমন তাহারে নিবারণ করে, তদ্রূপ মহাস্ত্রবল সম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন মর্ম্মভেদী অরাতি ঘাতন শরনিকরে নরপালগণকে উন্মূলিত করিতে উদ্যত হইলে আমি বাণপাতে তাহারে নিবারণ করিব। হে শল্য! যে মহাবীর অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর এবং যে সমরাঙ্গনে সুরাসুরগণকেও পরাজিত

করিতে সমর্থ, আজি সেই বীরের সহিত আমার ঘোরতর সংগ্রাম সন্দর্শন কর। প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ড সদৃশ মহাবীর অর্জ্জুন অলৌকিক মহাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে আমি মেঘের ন্যায় শরজালে তাহারে সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বীয় উত্তমাস্ত্রে তাহার অস্ত্র সকল ছেদন পূর্ব্বক তাহারে ভূতলে নিপাতিত করিব। জলধর যেমন বারি বর্ষণে সর্ব্বলোক দহনোন্মুখ প্রজ্বলিত হুতাশনকে প্রশমিত করে, তদ্রূপ আজি শরনিকর নিপাতে তাহারে প্রশমিত করিব। সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্র আশীবিষ সদৃশ ক্রোধপ্রদীপ্ত কুন্তীনন্দন আজি আমার নিশিত ভল্ল প্রহারে সমরে নিরস্ত হইবে। হিমাচল যেমন অনায়াসে অত্যুগ্র বায়ুবেগ সহ্য করে, তদ্রূপ আমি রথমার্গবিশারদ সমরনিপুণ ধনঞ্জয়ের পরাক্রম সহ্য করিব। যে মহাবীর স্বীয় বাহুবলে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়াছিল, যাহার তুল্য যোদ্ধা আর কেহই নাই, অদ্য আমি তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। যে বীরপুরুষ খাণ্ডব দাহ কালে দেবগণের সহিত অসংখ্য জীব জন্তু পরাজিত করিয়াছেন, আমি ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি জীবিত নিরপেক্ষ না হইয়া সেই সব্যসাচীর সহিত সংগ্রামে সমুদ্যত হইতে সমর্থ হয়। হে শল্য! আজি আমি নিশিত শরনিকর দ্বারা সেই অভিমান সম্পন্ন শিক্ষিতাস্ত্র দিব্যাস্ত্রবেত্তা ক্ষিপ্রহস্ত মহাবীর ধনঞ্জয়ের শিরশ্ছেদন করিব। অন্য কোন মনুষ্যই অসহায় হইয়া যাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় না; আমার মৃত্যুই হউক, বা জয় লাভই হউক, অদ্য সেই ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই। হে মূর্খ! তুমি কি নিমিত্ত আমার নিকট অর্জ্জুনের পৌরুষ প্রকাশ করিতেছ; আমি স্বয়ংই হৃষ্ট মনে ভূপালগণ সমক্ষে তাহার পুরুষকার কীর্ত্তন করিব। তুমি অপ্রিয়কারী, নিষ্ঠুর, ক্ষুদ্রাশয় ও একান্ত অসহিষ্ণু; আমি তোমার সদৃশ শত ব্যক্তিকে বিনাশ করিতে পারি; কিন্তু এ ক্ষণে অসময় বলিয়া ক্ষমা প্রদর্শন করিলাম। তুমি নিতান্ত মূর্খের ন্যায় আমার অবমাননা করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। দেখ, আমার সহিত সরল ব্যবহার করাই তোমার কর্ত্তব্য; কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া আমার প্রতি কুটিলতা প্রদর্শন করিতেছ, সুতরাং তুমি অতি মিত্রদ্রোহী ও পাষণ্ড। হে মূঢ়! এ ক্ষণে রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং যুদ্ধে আগমন করিয়াছেন, ইহা অতি ভয়ঙ্কর কাল। আমি মহারাজ দুর্য্যোধনের প্রিয় কার্য্য সংসাধনার্থ যত্ন করিতেছি, কিন্তু তুমি যাহাদের সহিত কিছুমাত্র মিত্রতা নাই, তাহাদেরই হিতানুষ্ঠানের অভিলাষ করিতেছ। হে শল্য! যিনি স্নেহ প্রদর্শন, হর্ষ বর্দ্ধন, প্রীতি সম্পাদন, রক্ষা বিধান ও হিতাভিলাষ করেন, তিনিই মিত্র। আমার এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহা রাজা দুর্য্যোধনেরও অবিদিত নাই। আর যে ব্যক্তি বিনাশ সাধন, হিংসা, শাসন, হীনতা ও অবসাদ সম্পাদন এবং বল প্রকাশ করে, সেই শত্রু। তোমাতে এই উক্ত দোষ সমুদায়ের প্রায় সকলই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তুমি তৎ সমুদায় আমার প্রতি প্রদর্শন করিতেছ। যাহা হউক, হে শল্য! অদ্য আমি রাজা দুর্য্যোধনের হিত সাধন, তোমার প্রীতি সম্পাদন এবং আপনার জয় লাভ, যশোলাভ ও ধর্ম্ম লাভের নিমিত্ত পরম যত্ন সহকারে অর্জ্জুন ও বাসুদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। তুমি এ ক্ষণে আমার অদ্ভুত কার্য্য, ব্রাহ্ম অস্ত্র, ঐন্দ্র, বারুণ প্রভৃতি দিব্য অস্ত্র ও মানুষ অস্ত্র সমুদায় নিরীক্ষণ কর। যদি অদ্য আমার রথচক্র বিষম প্রদেশে নিপতিত না হয়, তাহা হইলে আমি মত্ত

মাতঙ্গ যেমন মত্ত মাতঙ্গের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করে, তদ্রূপ মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জয় লাভার্থ তাহার প্রতি দুর্নিবার ব্রাহ্ম অস্ত্র নিক্ষেপ করিব। ঐ অস্ত্র হইতে কেহই পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ নহে। হে শল্য! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, আমি দণ্ড-ধারী যম, পাশহস্ত বরুণ, গদাধারী ধনপতি ও সবজ্র বাসব প্রভৃতি কোন আততায়ী শত্রু হইতেই ভীত হই না; এই নিমিত্ত জনার্দ্দন ও ধনঞ্জয় হইতে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হইতেছে না। অতএব অদ্য আমি অবশ্যই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

হে মদ্ররাজ! একদা আমি অস্ত্রাভ্যাসের নিমিত্ত প্রমত্তের ন্যায় অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক অটবীতে পর্য্যটন করত অজ্ঞানতা নিবন্ধন কোন এক ব্রাহ্মণের হোমধেনু সম্ভূত বৎসকে সংহার করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে আমারে কহিলেন, তুমি প্রমত্ত হইয়া আমার এই হোমধেনুর বৎসকে বিনাশ করিয়াছ; অতএব তুমি যুদ্ধ করিতে যে সময় একান্ত ভীত হইবে, তৎকালে তোমার রথচক্র বিল মধ্যে নিপতিত হইবে, সন্দেহ নাই। হে শল্য! আমি কেবল সেই ব্রাহ্মণের অভিশাপ ভয়ে ভীত হইতেছি। তিনি এই রূপে অভিশাপ প্রদান করিলে এই সমস্ত সুখ দুঃখের ঈশ্বর সোমবংশীয় ভূপালেরা তাঁহারে সহস্র ধেনু ও ছয় শত বলীবর্দ্দ প্রদান করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না। পরে আমিও সাত শত দীর্ঘদন্ত হস্তী ও অসংখ্য দাস দাসী প্রদান করিয়া তাঁহারে প্রসন্ন করিতে সমর্থ হইলাম না। তৎপরে আমি তাঁহারে শ্বেতবর্ণ বৎস সম্পন্ন কৃষ্ণকায় চতুর্দ্দশ সহস্র ধেনু প্রদান করিলাম; ব্রাহ্মণ তথাপি প্রসন্ন হইলেন না। পরে আমি তাঁহারে সৎকার করিয়া সর্ব্বোপকরণ সম্পন্ন গৃহ ও সমস্ত ধন প্রদান করিলাম, কিন্তু তিনি তাহাও প্রতিগ্রহ করিলেন না। অনন্তর তিনি আমারে প্রযত্ন সহকারে অপরাধ মার্জ্জনা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে সূত! আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কদাচ অন্যথা হইবে না। মিথ্যা বাক্য কথিত হইলে প্রজা বিনষ্ট এবং তদ্দ্বারা আমারেও পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। অতএব আমি ধর্ম্ম রক্ষার্থ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিব না। হে সূত! তুমি আমার সত্যের প্রতি হিংসা করিও না, মৎপ্রদত্ত শাপ তোমার গোবধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইবে। কেহই আমার বাক্য অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি মদ্দত্ত অভিশাপের ফল ভোগ কর। হে শল্য! আমি তোমা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও বন্ধুতা নিবন্ধন তোমারে এই কথা কহিলাম। এ ক্ষণে তুমি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক আরও যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অরাতি ঘাতন কর্ণ মদ্ররাজকে এই রূপে নিবারণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে শল্য! তুমি নিদর্শন প্রদর্শনের নিমিত্ত আমার নিকট যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে, আমি তাহাতে কখনই সমরে ভীত হইব না। বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের কথা দূরে থাকুক, যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও আমার সহিত যুদ্ধ করেন, তথাপি আমার মনে ভয় সঞ্চার হয় না। তুমি বাক্য দ্বারা আমারে কদাচ শঙ্কিত করিতে পারিবে না। তুমি আমার প্রতি বারংবার কটূক্তি করিতেছ, কিন্তু নীচেরাই পরুষ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক বল প্রকাশ করিয়া থাকে। হে দুর্ম্মতে! তুমি আমার গুণ বর্ণনে অশক্ত হইয়া

কেবল বিবিধ কুবাক্য প্রয়োগ করিতেছ ; কিন্তু স্পষ্ট জানিও যে, কর্ণ ভীত হইবার নিমিত্ত এই সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন নাই, আপনার বিক্রম প্রকাশ ও যশোলাভের নিমিত্তই সমুদ্ভূত হইয়াছেন। হে শল্য ! এক্ষণে তুমি কেবল আমার সহিষ্ণুতা, সৌহার্দ্দ ও মিত্রের ইষ্ট সাধন এই তিন কারণ বশত জীবিত রহিয়াছ। রাজা দুর্য্যোধনের গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে এবং তিনি সেই কার্য্যভার আমার উপর নিহিত করিয়াছেন ; আর আমিও পূর্ব্বে তোমার কটূক্তি ক্ষমা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ; বিশেষত মিত্রদ্রোহ নিতান্ত পাপজনক ; এই সমস্ত কারণ বশতই তুমি এতাবৎকাল জীবিত রহিয়াছ। হে মদ্ররাজ ! আমি সহস্র শল্য সদৃশ ; অতএব আমি সহায় না থাকিলেও অনায়াসে শত্রুগণকে জয় করিতে পারি।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

শল্য কহিলেন, হে রাধেয় ! তুমি অরাতিগণকে উদ্দেশ করিয়া যাহা কহিলে, উহা প্রলাপমাত্র। তোমার ন্যায় সহস্র কর্ণও তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে।

মদ্ররাজ সূতপুত্রের প্রতি এই রূপ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলে কর্ণ যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি দ্বিগুণতর নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করত কহিলেন, হে মদ্ররাজ ! আমি ধৃতরাষ্ট্র সমীপে ব্রাহ্মণ মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তুমি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণগণ ধৃতরাষ্ট্র মন্দিরে বিবিধ বিচিত্র দেশ ও পূর্ব্বতন ভূপতিগণের বৃত্তান্ত কহিতেন। তথায় একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাহ্লীক ও মদ্রদেশোদ্ভব ব্যক্তিদিগকে নিন্দা করত কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্ ! যাহারা হিমালয়, গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা ও কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে এবং যাহারা সিন্ধুনদী ও তাহার পাঁচ শাখা হইতে দূর প্রদেশে অবস্থিত, সেই সমস্ত ধর্ম্মবর্জ্জিত অশুচি বাহীকগণকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। গোবর্দ্ধন বট ও সুভদ্র নামে চত্তর বাল্যাবধি আমার স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে। আমি নিতান্ত নিগূঢ় কার্য্যানুরোধ বশত বাহীকগণের সহিত বাস করিয়াছিলাম। তন্নিবন্ধন তাহাদের ব্যবহার বিদিত হইয়াছি। শাকল নামে নগর, আপগা নামে নদী ও জর্ত্তিকাভিধেয় বাহীকগণের ব্যবহার যাহার পর নাই নিন্দনীয়। তথায় আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিরা গৌড়ীসুরা পান এবং লশুনের সহিত ভৃষ্ট যব, অপূপ ও গোমাংস ভোজন করিয়া থাকে। কামিনীগণ মত্ত, বিবস্ত্র ও মাল্যচন্দন রহিত হইয়া নগরের গৃহ প্রাচীর সমীপে নৃত্য এবং গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের ন্যায় চীৎকার করিয়া অশ্লীল সঙ্গীত করিয়া থাকে। তাহারা স্বপরপুরুষ বিবেক বিহীন হইয়া স্বেচ্ছা ক্রমে বিহার করত উচ্চৈঃস্বরে পুরুষগণের প্রতি আহ্লাদজনক বাক্য প্রয়োগ করে। একদা এক জন বাহীক কুরুক্ষাঙ্গলে অবস্থান পূর্ব্বক অপ্রফুল্ল মনে কহিয়াছিল, আহা ! সেই সূক্ষ্মকম্বল বাসিনী গৌরী আমারে স্মরণ করিয়া শয়ন করিতেছে। হায় ! আমি কত দিনে রম্যা শতদ্রু ও ইরাবতী উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে গমন পূর্ব্বক সেই কম্বলাজিন সংবীত স্থূল ললাটাস্থি সম্পন্ন গৌরীগণের মনঃশিলার ন্যায় উজ্জ্বল অপাঙ্গদেশ, ললাট, কপোল ও চিকুরে অঞ্জনচিহ্ন এবং গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও অশ্বতরের শব্দতুল্য মৃদঙ্গ, আনক, শঙ্খ ও মর্দ্দলের নিস্বন সহকারে কেলিপ্রসঙ্গ অবলোকন করিব। হায় ! কত দিনে শমী, পীলু ও করীরের অরণ্যে চক্রসমবেত অপূপ ও শক্তুপিণ্ড ভোজন করত সুখী হইব এবং মহাবেগে গমন

পূর্ব্বক পথি মধ্যে পথিকদিগের বস্ত্রাপহরণ করিয়া বারংবার তাহাদিগকে তাড়ন করিব। হে মহারাজ! দুরাত্মা বাহীকদিগের এই রূপ দুশ্চরিত। তাহাদের দেশে কোন সহৃদয় ব্যক্তি অবস্থান করিতে পারে।

হে শল্য! তুমি যে বাহীকগণের পুণ্য-পাপের ষষ্ঠাংশ ভোগ করিয়া থাক, সেই ব্রাহ্মণ তাহাদিগের এই রূপ ব্যবহার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার যাহা কহিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। বাহীক দেশে শাকল নামে এক নগর আছে। তথায় এক রাক্ষসী প্রতি কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর রজনীতে দুন্দুভিধ্বনি করত এই রূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে যে, আহা! আমি কত দিনে পুনরায় এই শাকল নগরে সুসজ্জিত হইয়া গৌরীগণের সহিত গৌড়ী সুরা পান এবং গোমাংস ও পলাণ্ডুযুক্ত মেষমাংস ভোজন করিয়া বাহ্লেয়িক সঙ্গীত করিব। যাহারা বরাহ, কুক্কুট, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও মেষের মাংস ভোজন না করে, তাহাদের জন্ম নিরর্থক। হে শল্য! শাকল দেশের আবাল বৃদ্ধ সকলেই সুরা পানে মত্ত হইয়া এই রূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে; অতএব তাহাদিগের ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে?

হে মদ্ররাজ! আর এক ব্রাহ্মণ কুরুসভায় যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। হিমাচলের বহির্ভাগে, যে স্থানে পীলু বন বিদ্যমান আছে এবং সিন্ধু ও তাহার শাখা শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই অরট্টদেশ নিতান্ত ধর্ম্মহীন; তথায় গমন করা অবিধেয়। ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃলোক ধর্ম্মভ্রষ্ট সংস্কারহীন অরট্টদেশীয় বাহীকদিগের পূজা গ্রহণ করেন না। সেই ঘৃণাশূন্য মূর্খেরা শক্তু ও মদ্যবিলিপ্ত কুক্কুরাবলীঢ় কাষ্ঠময় ও মৃণ্ময় পাত্রে উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও মেষের দুগ্ধ ও তজ্জাত দধি প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া থাকে। সেই দুরাচারগণ কোন প্রকার অন্ন ভক্ষণে বা ক্ষীর পানে পরাঙ্মুখ নহে। তাহাদের কাহারই পিতার নির্ণয় নাই। পণ্ডিতগণ কদাচ তাহাদের সংসর্গ করেন না।

হে শল্য! কুরুসভায় বিপ্র আরও যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। যে ব্যক্তি যুগন্ধরে উষ্ট্রাদির দুগ্ধ পান, অচ্যুত স্থলে বাস ও ভূতিলয়ে স্নান করে, তাহার কিরূপে স্বর্গ লাভ হইবে? পঞ্চ নদী পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া যে স্থলে প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানের নাম আরট্ট; সাধু লোক তথায় কদাচ দুই দিন অবস্থান করিবেন না। বিপাশা নদীতে বাহ ও বহীক নামে দুইটি পিশাচ আছে। বাহীকেরা তাহাদেরই অপত্য। উহারা প্রজাপতির সৃষ্ট নহে; সুতরাং হীনযোনি হইয়া কিরূপে শাস্ত্র বিহিত ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইবে। ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত কারস্কর, মাহিষক, কালিঙ্গ, কেরল, কর্কোটক ও বীরকগণকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। হে মদ্ররাজ! সেই ব্রাহ্মণ তীর্থগমনানুরোধে সেই আরট্ট দেশে এক রাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ রজনীতে এক উলূখলমেখলা রাক্ষসী তাঁহারে এই সকল বৃত্তান্ত কহিয়াছিল। সেই আরট্টদেশ বাহীকগণের বাসস্থান, তথায় যে সকল হতভাগ্য ব্রাহ্মণ বাস করে, তাহাদের বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞানুষ্ঠান কিছুই নাই। দেবগণ সেই ব্রতবিহীন দুরাচারদিগের অন্ন ভোজন করেন না। আরট্টদেশের ন্যায় প্রস্থল, মদ্র, গান্ধার, খস, বসাতি, সিন্ধু ও সৌবীর দেশে এই রূপ কুৎসিত ব্যবহার প্রচলিত আছে।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে শল্য! আমি পুনরায় তোমারে এক উপাখ্যান কহিতেছি, তুমি একাগ্র-

চিত্তে তাহার আদ্যোপান্ত শ্রবণ কর। কিছু দিন হইল, এক ব্রাহ্মণ আমাদের ভবনে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি তথায় সদাচার দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, আমি বহু কাল একাকী হিমালয় শৃঙ্গে বাস ও নানা ধর্ম্ম সঙ্কুল বহুতর দেশ দর্শন করিয়াছি; কিন্তু কুত্রাপি সমুদায় প্রজারে ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখি নাই। সকলেই বেদোক্ত ধর্ম্মকে যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া থাকে। পরিশেষে আমি নানা জনপদ ভ্রমণ করত বাহীক দেশে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, তত্রস্থ লোক সকল অগ্রে ব্রাহ্মণ হইয়া পরে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বাহীক ও নাপিত হয়। অনন্তর পুনরায় ব্রাহ্মণ হইয়া তৎপরে দাস হয়। গান্ধার, মদ্রক ও বাহীকেরা সকলেই কামচারী, লঘুচেতা ও সংকীর্ণ। আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া বাহীকদেশে এই রূপ ধর্ম্মসঙ্করকারক আচার বিপর্য্যয় শ্রবণ করিলাম।

হে মদ্রাধিপ! আমি আর এক জনের নিকট বাহীকদিগের যে কুৎসিত কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আরট্ট দেশীয় দস্যুরা এক পতিব্রতা সীমন্তিনীরে অপহরণ পূর্ব্বক তাঁহার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে তিনি এই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, হে নরাধমগণ! তোমরা অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক আমার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে; অতএব তোমাদিগের কুলকামিনীগণ সকলেই ব্যভিচারিণী হইবে। আর তোমরা কখনই এই ঘোরতর পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে না। হে শল্য! এই নিমিত্তই আরট্টদিগের পুত্রেরা ধনাধিকারী না হইয়া তাগিনেয়গণই ধনাধিকারী হইয়া থাকে। কুরু, পাঞ্চাল, শাল্ব, মৎস্য, নৈমিষ, কোশল, কাশপৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ এবং চেদিদেশীয় মহাত্মারা সকলেই শাশ্বত পুরাতন ধর্ম্ম সবিশেষ অবগত আছেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, বাহীক, মদ্রক ও কুটিলহৃদয় পাঞ্চনদ ভিন্ন আর সকল দেশের অসাধু ব্যক্তিদিগেরও ধর্ম্ম বিষয় বিদিত আছে।

হে মদ্ররাজ! তুমি এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর। তুমি সেই সকল লোকদিগের রক্ষাকর্ত্তা এবং তাহাদিগের পুণ্যপাপের ষড়্ভাগ হর্ত্তা অথবা রাজা প্রজা রক্ষা করিলেই তাহাদিগের পুণ্যভাগী হন, তোমার ত তাহাদিগের রক্ষার্থ যত্ন নাই; অতএব তুমি তাহাদের পুণ্য ভাগের অধিকারী নহ, কেবল তাহাদিগের দুষ্কৃতেরই অংশ সংগ্রহ করিয়া থাক। পূর্ব্বে সত্যযুগে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা অন্যান্য সমুদায় দেশে সনাতন ধর্ম্ম পূজিত ও সকল বর্ণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থিত অবলোকন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু পঞ্চনদ দেশীয় ধর্ম্ম নিতান্ত কুৎসিত দেখিয়া ধিক্কার প্রদান করেন। হে শল্য! ব্রহ্মা যখন বাহীকদিগকে সত্যযুগেও কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহাদের ধর্ম্মকে নিন্দা করিয়াছেন, তখন তোমার জনসমাজে বাক্য ব্যয় করা নিতান্ত অনুচিত।

হে মদ্ররাজ! আমি পুনরায় তোমারে কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কল্মাষপাদ নিশাচর "ক্ষত্রিয়গণের ভিক্ষাবৃত্তি এবং ব্রাহ্মণদিগের অব্রত মলস্বরূপ; বাহীকগণ পৃথিবীর মলস্বরূপ ও মদ্রদেশীয় কামিনীগণ অন্যান্য স্ত্রীদিগের মলস্বরূপ" এই কথা বলিতে বলিতে সরোবরে নিমগ্ন হইতেছিল। ইত্যবসরে এক ভূপতি তাহারে সেই সরোবর হইতে উদ্ধার করিয়া রাক্ষস বিদ্রাবক মন্ত্র জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, হে মহারাজ! কোন ব্যক্তি রাক্ষস কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইলে

এই মন্ত্র বলিয়া তাহার চিৎকিসা করিতে হয় যে "ম্লেচ্ছগণ মনুষ্যদিগের, তৈলিকগণ ম্লেচ্ছদিগের, ষণ্ডগণ তৈলিকদিগের ও ঋত্বিক্ ভূপতিগণ ষণ্ডদিগের মলস্বরূপ। এ ক্ষণে তুমি যদি আমারে পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে ঋত্বিক্ ভূপতি ও মদ্রকদিগের ন্যায় পাপভাজন হইবে।" পাঞ্চালেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম, কৌরবেরা সত্যধর্ম্ম এবং মৎস্য ও শূরসেনদেশবাসীরা যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বদেশীয়েরা শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী; দাক্ষিণাত্যগণ ধর্ম্মদ্রোহী, বাহীকেরা তস্কর এবং সৌরাষ্ট্রীয়েরা সঙ্কর। কৃতঘ্নতা, পরবিত্তাপহরণ, মদ্যপান, গুরুপত্নী গমন, বাক্পারুষ্য, গোবধ, পারদারিকতা ও পরবস্তু উপভোগ যাহাদিগের ধর্ম্ম, সেই আরট্টদিগের আর কি অধর্ম্ম হইতে পারে? অতএব পঞ্চনদ দেশকে ধিক্। হে মদ্ররাজ! পাঞ্চাল, কুরু, নৈমিষ ও মৎস্যদেশীয়েরা ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত আছেন, আর উত্তর দিক্ স্থিত অঙ্গ ও মগধদেশীয় বৃদ্ধগণ ধর্ম্মের স্বরূপ অবগত না হইয়াও শিষ্ট জনের আচারের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

দেখ, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ পূর্ব্ব দিক্ আশ্রয় করিয়াছেন। পিতৃগণ পুণ্যকর্ম্মা যমরাজ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত দক্ষিণ দিকে অবস্থান করিতেছেন। বরুণ পশ্চিম দিক্ আশ্রয় করিয়া সুরগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ভগবান্ কুবের ও ঈশান ব্রাহ্মণগণের সহিত উত্তর দিক্ রক্ষা করিতেছেন। হিমাচল পিশাচ ও রাক্ষসগণকে ও গন্ধমাদন পর্ব্বত গুহ্যকগণকে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু বাহীকদিগের প্রতি কোন বিশেষ দেবতার অনুগ্রহ নাই। সর্ব্বভূতরক্ষক বিষ্ণুই তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন; আরে দেখ, মাগধগণ ঈঙ্গিতজ্ঞ ও কোশল দেশবাসীরা প্রেক্ষিতজ্ঞ। কৌরব ও পাঞ্চালগণ বাক্য অর্দ্ধ উচ্চরিত না হইলে ও শাল্যেরা সমগ্র বাক্য অভিহিত না হইলে কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। পার্ব্বতীয়গণ শিবিদিগের ন্যায় নিতান্ত নির্ব্বোধ। ম্লেচ্ছ ও যবনেরা সর্ব্বজ্ঞ ও মহাবল পরাক্রান্ত হইলেও মনঃকল্পিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং অন্যান্য জাতিরা হিত বাক্য উপদিষ্ট হইলে উহা স্বয়ং অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না। বাহীকগণ তাড়িত হইলে হিত বাক্য বুঝিতে পারে; কিন্তু মদ্রদেশীয়েরা কোন ক্রমেই হিতাবধারণে সমর্থ নহে। হে শল্য! তুমি সেই মদ্রদেশীয়, অতএব আর আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করিও না। এই ভূমণ্ডলে যে সমুদায় দেশ আছে, মদ্রদেশ সেই সকলের মলস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। দেখ, মদ্যপান, গুরুতল্পগমন, ভ্রূণহত্যা ও পরবিত্তাপহরণ যাহাদের পরম ধর্ম্ম, তাহাদের ত কোন কার্য্যই অধর্ম্ম্য নহে; অতএব আরট্ট ও পাঞ্চনদদিগকে ধিক্। হে শল্য! আমি যাহা কহিলাম, তুমি ইহা অবগত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর। আমার প্রতিকূলাচরণ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। দেখিও যেন পূর্ব্বে তোমারে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ কেশব ও অর্জ্জুনকে সংহার করিতে না হয়।

অনন্তর মহাবীর শল্য কর্ণের সেই সমুদায় বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, হে সূতপুত্র! আতুর ব্যক্তিকে পরিত্যাগ ও পুত্র কলত্রদিগকে বিক্রয় করা অঙ্গদেশে সবিশেষ প্রচলিত আছে; তুমি সেই অঙ্গদেশের অধিপতি। মহাবীর ভীষ্ম রথাতিরথ সংখ্যাকালে তোমার যে সকল দোষ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তুমি এ ক্ষণে তৎসমুদায় অবগত হইয়া ক্রোধ সম্বরণ কর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং পতিপরায়ণা রমণীগণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন। সর্ব্ব

স্থলেই পুরুষেরা পরস্পর পরস্পরকে পরিহাস করিয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিরাও সর্ব্বত্র অবস্থান করে। হে কর্ণ! সকলেই পরদোষ কীর্ত্তন করিতে পারে, কিন্তু আত্মদোষে কাহারই দৃষ্টি নাই। লোকে আপনার দোষ জানিতে পারিয়াও বিস্মৃত হয়। স্বধর্ম্মপরায়ণ ভূপালগণ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া দুষ্ট দল দমন করিতেছেন; ধার্ম্মিকেরা সর্ব্বদেশেই বাস করিয়া থাকেন। এক দেশের সকল লোকেই যে অধর্ম্মাচরণ করে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। অনেক স্থানে অনেকে স্ব স্ব চরিত্র দ্বারা দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজ ও সূতপুত্রকে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিত্রভাবে কর্ণকে ও কৃতাঞ্জলিপুটে শল্যকে নিবারণ করিলেন। তখন কর্ণ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া আর প্রত্যুত্তর করিলেন না এবং শল্যও শত্রু সংহারে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ হাস্য করিয়া পুনরায় শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! এ ক্ষণে তুমি রথ সঞ্চালন কর।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সমরনিপুণ শত্রুসূদন মহাতেজা কর্ণ পাণ্ডবগণের দৃষ্টদ্যুম্নাভিরক্ষিত অরাতিপরাক্রম সহনক্ষম অপ্রতিম ব্যূহ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধ কম্পিত কলেবরে আপনার সৈন্যগণকে যথাবিধ ব্যূহিত করিয়া রথনির্ঘোষ, সিংহনাদ ও বাদিত্রের নিস্বনে মেদিনী কম্পিত করত অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং ইন্দ্র যেমন অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করত যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার বাম ভাগে গমন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর সূতপুত্র কিরূপে সেই ভীমসেন সংরক্ষিত দেবগণেরও অপরাজেয় ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধরগণের বিপক্ষে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিল। কোন্ কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের ব্যূহের পক্ষ ও কোন্ কোন্ ব্যক্তিই বা প্রপক্ষ হইয়াছিল? বীরগণ কিরূপে ন্যায়ানুগত বিভাগ করত অবস্থান করিতে লাগিল? পাণ্ডুপুত্রগণ কিরূপ ব্যূহ রচনা করিয়াছিল? আর কিরূপে সেই সুদারুণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল? যখন কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করে, তৎকালে ধনঞ্জয় কোথায় ছিল? মহাবীর অর্জ্জুনের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করা কাহার সাধ্য। পূর্ব্বে যে অর্জ্জুন খাণ্ডবে একাকী সকল প্রাণীরে পরাজিত করিয়াছিল, কর্ণ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি জীবিতাশা পরিত্যাগ না করিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! যেরূপে ব্যূহ রচনা হইল, মহাবীর অর্জ্জুন তৎকালে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং যে যে বীর স্বস্ব পক্ষীয় ভূপতিরে পরিবেষ্টন করিয়া যেরূপে যুদ্ধ করিলেন, তৎসমুদায় শ্রবণ করুন। মহাবীর কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও বলবান্ মাগধগণ দক্ষিণ পক্ষ আশ্রয় করিলেন। মহারথ শকুনি ও উলূক বিমল পাশধারী সাদিগণ, শলভ সমূহের ন্যায় ও বিকটাকার পিশাচগণের ন্যায় অসম্ভ্রান্ত গান্ধার সৈন্যগণ ও দুর্জ্জয় পার্ব্বতীয়দিগের সহিত সমবেত হইয়া সেই বীরগণের প্রপক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক কৌরব সৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। সমর মদমত্ত সংশপ্তকগণও চতুর্ব্বিংশতি সহস্র রথ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বিনাশ সংসাধনার্থ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত সমবেত হইয়া ঐ ব্যূহের বাম পার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিল। শক, কাম্বোজ ও যবনগণ অসংখ্য রথ, অশ্ব ও

পদাতিদিগের সহিত সূতপুত্রের আদেশানুসারে ধনঞ্জয় ও মহাবল বাসুদেবকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করত উহাদিগের প্রপক্ষে অবস্থান করিল। বিচিত্র বর্ম্মধারী অঙ্গদ ভূষিত মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট স্বীয় পুত্রগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সেনামুখের মধ্যভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূর্য্যহুতাশনসঙ্কাশ, পিঙ্গললোচন, প্রিয়দর্শন দুঃশাসন মাতঙ্গে আরোহণ পুর্ব্বক সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া ব্যূহের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন দেবগণ পরিরক্ষিত দেবরাজের ন্যায় বিচিত্র অস্ত্র ও কবচধারী সহোদর এবং মহাবীর্য্য মদ্রক, কেকয় ও দ্রোণপুত্র প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সুরাসুর ব্যূহের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক অরাতিগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করতই যেন নৃত্য করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় বর্ষাকালীন জলদজালের ন্যায় উহার পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে লাগিল।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির সেনামুখে কর্ণকে অবলোকন করিয়া অমিত্রঘ্ন ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ সংগ্রামার্থ পক্ষপ্রপক্ষযুক্ত মহাব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। অতএব এ ক্ষণে শত্রুগণ যাহাতে আমাদিগকে পরাভূত করিতে না পারে, তুমি এই রূপ উপায় স্থির কর। মহাবীর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব, সন্দেহ নাই। যাহাতে শত্রুপক্ষের বিনাশ হয়, আমি তাহাই করিতেছি। উহাদের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহাদিগকে সংহার করিলেই সকলের বিনাশ সাধন হইবে। তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কর্ণের সহিত যুদ্ধ কর। আমি কৃপের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতেছি। আর ভীমসেন দুর্য্যোধনের, নকুল বৃষসেনের, সহদেব শকুনির, শতানীক দুঃশাসনের, সাত্যকি কৃতবর্ম্মার, পাণ্ড্য অশ্বত্থামার ও দ্রৌপদীতনয়গণ শিখণ্ডি সমভিব্যাহারে অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করুন।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণে যে আজ্ঞা মহাশয় বলিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে সমরে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া স্বয়ং চমূমুখে অবস্থান করত অরাতির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে ব্রহ্মার মুখসম্ভূত বিশ্বানরের নেতা অগ্নি যে রথের অশ্ব হইয়াছিলেন, প্রথমে অনল হইতে যাহার উৎপত্তি হইয়াছিল, দেবগণ যাহা ব্রহ্মারে প্রদান করেন এবং পূর্ব্বে যাহা ব্রহ্মা, ঈশান, ইন্দ্র ও বরুণকে যথা ক্রমে বহন করিয়াছিল, এ ক্ষণে বাসুদেব ও অর্জ্জুন সেই আদ্য রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মদ্ররাজ শল্য সেই অদ্ভুতদর্শন রথ অবলোকন করিয়া সমরদুর্ম্মদ কর্ণকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি যাহারে অন্বেষণ করিতেছিলে, ঐ সেই মহাবীর ধনঞ্জয় শ্বেতাশ্ব সম্পন্ন, বাসুদেব পরিচালিত কর্ম্মবিপাকের ন্যায় নিতান্ত

দুর্নিবার্য্য মহারথে আরোহণ পূর্ব্বক শত্রু সৈন্য নিপীড়িত করত আগমন করিতেছেন। হে কর্ণ! যখন মেঘনিস্বনের ন্যায় ভীষণ তুমুল শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে, তখন বাসুদেব ও ধনঞ্জয় আগমন করিতেছেন, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, পার্থিব ধূলিপটল সমুত্থিত হইয়া আকাশমার্গ সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। মেদিনীমণ্ডল চক্রনেমি দ্বারা আহত হইয়াই যেন কম্পিত হইতেছে। তোমার সৈন্যের দুই দিকে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ক্রব্যাদগণ ঘোরতর চীৎকার ও কুরঙ্গগণ ভীষণ রবে ক্রন্দন করিতেছে। ঐ দেখ, মেঘাকার ঘোরদর্শন কেতু গ্রহ সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে বিবিধ মৃগযূথ ও বলবান শার্দ্দূলগণ দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিতেছে। সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর কঙ্ক ও গৃধ্রপক্ষী সকল একত্র সমবেত ও পরস্পর সম্মুখীন হইয়া সম্ভাষণ করিতেছে। তোমার মহারথের রঞ্জিত চামর সকল প্রজ্বলিত এবং ধ্বজ ও গগনস্থ গরুড়ের ন্যায় বেগবান মহাকায় তুরঙ্গমগণ কম্পিত হইতেছে। হে রাধেয়! যখন এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সহস্র সহস্র ভূপাল নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিবেন। ঐ চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শঙ্খ, আনক ও মৃদঙ্গের লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ, মনুষ্য, অশ্ব ও গজ সমুদায়ের ঘোরতর নিনাদ এবং মহাত্মা অর্জ্জুনের বাণ শব্দ, জ্যানিস্বন ও তলত্রধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে। মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথে সুবর্ণময় চন্দ্র সূর্য্য ও তারকাগণে সুশোভিত স্বর্ণরজত খচিত শিল্পিনির্ম্মিত কিঙ্কিনীমুখরিত নানা বর্ণের পতাকা সকল বায়ু বিকম্পিত হইয়া মেঘমালা বিন্যস্ত সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। মহাত্মা পাঞ্চালগণের পতাকাশালী রথ সমুদায়ের ধ্বজ সকল বায়ুবেগে কণ্ঠ রব ধ্বনি করত বিমানস্থ দেবতাগণের শোভা ধারণ করিতেছে। ঐ দেখ, অপরাজিত কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন বিপক্ষ বিনাশের নিমিত্ত আগমন করিতেছেন। তাঁহার ধ্বজাগ্রে অরাতিভীষণ ভীমদর্শন বানর লক্ষিত হইতেছে। মহাবল পরাক্রান্ত বাসুদেব অর্জ্জুনের পবন তুল্য বেগবান পাণ্ডুর অশ্বগণকে পরিচালন করিতেছেন। তাঁহার শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও কৌস্তুভ মণি যাহার পর নাই শোভা পাইতেছে। ধনঞ্জয়ের শরাসনশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব আকৃষ্ট হইয়া ঘোরতর নিস্বন ও নিশিত শরনিকর নিক্ষিপ্ত হইয়া অরাতিগণের প্রাণ সংহার করিতেছে। এই বিশাল সমরভূমি অপলায়িত ভূপালগণের তাম্রাক্ষ সম্পন্ন মস্তক দ্বারা সমাকীর্ণ হইতেছে। বীরগণের পবিত্র গন্ধানুলিপ্ত উদ্যতায়ুধ পরিঘাকার ভুজ সমুদায় অনবরত নিপতিত হইতেছে। অশ্বগণ আরোহীদিগের সহিত নিপাতিত হইয়া নিস্পন্দ নয়নে ধরাশয্যায় শয়ন করিতেছে। পর্ব্বতশৃঙ্গ সদৃশ মাতঙ্গগণ অর্জ্জুনের শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। সমর নিহত নৃপগণের গন্ধর্ব্ব নগরাকার রথ সমুদায় ক্ষীণপুণ্য স্বর্গবাসীদিগের বিমানের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতেছে। মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব সেনাগণকে সিংহ নিপীড়িত মৃগযূথের ন্যায় ব্যাকুলিত করিয়াছেন। ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ সমরাঙ্গনে ধাবমান হইয়া কৌরব পক্ষীয় হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিদিগকে নিপীড়িত ও ভূপতিগণকে নিহত করিতেছেন। হে কর্ণ! তুমি যাহারে অন্বেষণ করিতেছ, সেই শত্রুসূদন শ্বেতাশ্ব কৃষ্ণসারথি ধনঞ্জয় মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় অদৃশ্য হইয়াছেন। এ ক্ষণে কেবল তাঁহার ধ্বজাগ্র লক্ষিত ও জ্যাশব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। তুমি

অচিরাৎ কৃষ্ণের সহিত এক রথে সমাসীন সেই অরাতিনিপাতন মহাবীরকে অবলোকন করিবে। হে সূতপুত্র! বাসুদেব যাঁহার সারথি এবং গাণ্ডীব যাঁহার শরাসন, তুমি যদি সেই অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে তুমিই আমাদিগের রাজা হইবে। মহাবল ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাহাদের অভিমুখে গমন পুর্ব্বক তাহাদিগকে নিপীড়িত করিতেছেন।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ মদ্ররাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সরোষ নয়নে কহিলেন, হে শল্য! ঐ দেখ, সংশপ্তকগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হওয়াতে অর্জ্জুন মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় আর লক্ষিত হইতেছে না। অতঃপর তাহারে ঐ যোধসাগরে নিমগ্ন হইয়া নিহত হইতে হইবে। শল্য কহিলেন, হে কর্ণ! বায়ু অবরোধ, সমুদ্র পান, জল দ্বারা বরুণকে বিনাশ ও ইন্ধন দ্বারা অগ্নি প্রশমন করা যেরূপ অসাধ্য, মহাবীর ধনঞ্জয়কে সমরে নিপীড়িত করাও তদ্রূপ, সন্দেহ নাই। ইন্দ্রাদিদেব ও অসুরগণও ঐ মহাবীরকে সংগ্রামে জয় করিতে পারেন না। যাহা হউক, তুমি অর্জ্জুনকে পরাজয় করিব, মুখে এই কথা বলিয়া পরিতুষ্ট ও সুমনা হও; কিন্তু বস্তুত কখনই তাহারে জয় করিতে পারিবে না। অতএব অর্জ্জুন পরাজয় ব্যতীত অন্য কোন মনোরথ করাই তোমার কর্ত্তব্য। যিনি বাহু দ্বারা পৃথিবীমণ্ডল উদ্ধৃত, ক্রুদ্ধ হইয়া এই সমস্ত প্রজাগণকে দগ্ধ ও দেবগণকে স্বর্গ হইতে পাতিত করিতে পারেন, তিনিই অর্জ্জুনকে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ, সন্দেহ নাই।

হে কর্ণ! ঐ দেখ, অক্লিষ্টকর্ম্মা ক্রোধপরায়ণ মহাবাহু ভীমসেন চিরবৈর স্মরণ পূর্ব্বক বিজয় লাভ বাসনায় সমরাঙ্গনে অপর সুমেরুর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। অরাতিকুল ঘাতন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, পুরুষব্যাঘ্র দুর্জ্জয় নকুল ও সহদেব সংগ্রামার্থ প্রস্তুত রহিয়াছেন। অর্জ্জুন তুল্য সংগ্রাম নিপুণ দ্রৌপদীতনয়গণ যুদ্ধাভিলাষী হইয়া পাঁচ পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি দ্রুপদতনয়গণ সংগ্রামে অভিমুখীন হইয়াছে এবং ইন্দ্রতুল্য অসহ্য পরাক্রমশালী সাত্বতশ্রেষ্ঠ সাত্যকি সংগ্রামার্থী হইয়া ক্রুদ্ধ কালান্তক যমের ন্যায় কৌরব সেনার প্রতি গমন করিতেছে। হে মহারাজ! সেই বীর দ্বয়ের এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে উভয় পক্ষীয় সেনাগণ গঙ্গা ও যমুনার ন্যায় পরস্পর মিলিত হইল।

অষ্ট চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এই রূপে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ ব্যূহিত ও পরস্পর মিলিত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকদিগের প্রতি ও সূতপুত্র পাণ্ডবগণের প্রতি কি রূপে যুদ্ধার্থ গমন করিল? তুমি সমরবৃত্তান্ত বর্ণনে সুনিপুণ; অতএব এ ক্ষণে উহা বিস্তরে কীর্ত্তন কর। আমি বীরগণের পরাক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন বিপক্ষ সৈন্যগণের ব্যূহ অবলোকন করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে ব্যূহিত করিলেন। চন্দ্রসূর্য্য সদৃশ কান্তিসম্পন্ন মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন পারাবতসবর্ণ অশ্ব সংযোজিত রথে সমারূঢ় হইয়া সেই সাদি, মাতঙ্গ, পদাতি ও রথ সমুদায় সঙ্কুল মহাব্যূহের মুখে অবস্থান পূর্ব্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। শার্দ্দূলের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র

দিব্য আয়ুধ ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক অনুচরগণ সমভিব্যাহারে তারাগণ যেমন চন্দ্রকে রক্ষা করে, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই রূপে সৈন্যগণ ব্যূহিত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে সমরাঙ্গনে অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে শরাসন আস্ফালন পূর্ব্বক তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন হতাশ্বরথ ভূয়িষ্ঠ সংশপ্তকগণও বিজয়লাভার্থী ও অর্জ্জুন বধে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া প্রাণপণে তাঁহার অভিমুখে গমন করত তাঁহারে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ঐ সময় ধনঞ্জয়ের সহিত নিবাত কবচগণের ন্যায় সেই সংশপ্তকগণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন বিপক্ষগণের রথ, অশ্ব, হস্তী, ধ্বজ, পদাতি, শর, শরাসন, খড়্গ, চক্র, পরশু এবং আয়ুধযুক্ত উদ্যত বাহু, বিবিধ অস্ত্র ও মস্তক সমুদায় ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সংশপ্তকগণ সেই সৈন্যরূপ মহাবর্ত্ত মধ্যে ধনঞ্জয়ের রথ নিমগ্ন জ্ঞান করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় পশু সংহারে প্রবৃত্ত রুদ্রদেবের ন্যায় একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সম্মুখীন বীরগণকে সংহার পূর্ব্বক উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চাদ্ভাগস্থিত অরাতিগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় পাঞ্চাল, চেদি ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কৌরবদিগের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও শকুনি ইহাঁরা সমরমত্ত হইয়া কৌশল্য, কাশি, মৎস্য, কারূষ, কৈকয় ও শূরসেনদিগের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! ঐ যুদ্ধ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কুলসম্ভূত বীরগণের বিনাশকর, যশস্কর ও পাপনাশক এবং স্বর্গ ও ধর্ম্মলাভের হেতুভূত।

ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন মদ্রক ও কৌরব বীরগণে পরিবৃত হইয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদিগণ এবং সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহারথ কর্ণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও নিশিত শরনিকরে পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্য বিনষ্ট ও মহারথগণকে বিমর্দ্দিত করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অসংখ্য শত্রুগণের বস্ত্র ছেদন, রথ উন্মূলন ও প্রাণ সংহার পূর্ব্বক তাহাদিগকে যশস্বী স্বর্গভাজন করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে কৌরব ও সৃঞ্জয়দিগের হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের ক্ষয়কর দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর কর্ণ পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট ও যুধিষ্ঠির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কিরূপে লোকক্ষয় করিল। পাণ্ডব মধ্যে কোন্ কোন্ বীর কর্ণকে নিবারণ করিল এবং সূতপুত্র কোন্ কোন্ বীরকে প্রমথিত করিয়া ধর্ম্মরাজকে নিপীড়নে প্রবৃত্ত হইল? তুমি এ ক্ষণে আমার সমক্ষে তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া সত্বরে পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন হংসেরা যেমন মহাসাগরাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ কর্ণকে দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিল। অনন্তর উভয় পক্ষে অসংখ্য শঙ্খধ্বনি ও ভয়ঙ্কর ভেরীশব্দ প্রাদুর্ভূত হইল এবং অনবরত শর নিপাত শব্দ, করি বৃংহিত, অশ্বহ্রেষিত, রথের ঘর্ঘর রব ও বীরগণের

সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। যাবতীয় জীব জন্তুগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে অদ্রিদ্রুম পরিপূর্ণ অবনীমণ্ডল, সমীরণ সমীরিত অম্বুদ পরিশোভিত আকাশ এবং চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্র পরিব্যাপ্ত স্বর্গ বিকম্পিত হইতেছে বিবেচনা করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইল। অল্পসত্ত্ব প্রাণিগণ প্রায় সকলেই কলেবর পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্বরে শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুররাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তিনি পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সপ্তসপ্ততি প্রভদ্রককে শরানলে দগ্ধ করিলেন এবং সুনিশিত পঞ্চবিংশতি শরে পঞ্চবিংশতি পাঞ্চালকে বিনাশ করিয়া অরাতিদেহ বিদারণ সুবর্ণপুঙ্খ নারাচ নিকরে সহস্র সহস্র চেদি দেশীয় বীরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চাল দেশীয় মহারথগণ সূতপুত্রকে সংগ্রামে অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর কর্ণও সত্বরে শরাসনে পাঁচ শর সন্ধান করিয়া তাঁহাদের মধ্যে ভানুদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু, তপন ও শূরসেনকে বিনাশ করিলেন। তদ্দর্শনে পাঞ্চালগণ হাহাকার করিতে লাগিল। তখন পাঞ্চাল দেশীয় আর দশ জন মহারথ কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলে মহাবীর কর্ণ তাঁহাদিগকেও অবিলম্বে বিনাশ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার পুত্র ও চক্ররক্ষক সুষেণ ও সত্যসেন প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পৃষ্ঠরক্ষক বৃষসেন যত্ন সহকারে তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, বৃকোদর, জনমেজয়, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং প্রবীর, প্রভদ্রক, চেদি, কৈকেয়, পাঞ্চাল ও মৎস্যগণ সূতপুত্রকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া বর্ষাকালে জলদজাল যেমন মহীধরের উপর বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহার উপর বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণের পুত্রগণ ও তাঁহার পক্ষ অন্যান্য বীর সকল তাঁহারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সুষেণ ভল্লাস্ত্রে ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া সাত নারাচে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সত্বরে অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ ও তাহাতে জ্যারোপণ পূর্ব্বক সুষেণের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং ক্রোধভরে দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া নিশিত ত্রিসপ্ততি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। তিনি তৎপরে দশ শরে কর্ণের পুত্র ভানুসেনকে বিদ্ধ করিয়া সুহৃদ্গণ সমক্ষে ক্ষুর দ্বারা অশ্ব, সারথি, আয়ুধ ও ধ্বজ সমভিব্যাহারে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভানুসেনের সেই শশধর সদৃশ রমণীয় মস্তক ভীমসেনের ক্ষুর দ্বারা ছিন্ন হইয়া মৃণালভ্রষ্ট কমলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর মহাবীর ভীমসেন কৃপ ও কৃতবর্ম্মার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য বীরগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং তিন শরে দুঃশাসনকে ও ছয় শরে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া উলূক ও তাঁহার ভ্রাতা পতত্রিরে রথহীন করিলেন। তৎপরে তিনি সুষেণকে লক্ষ্য করিয়া হা সুষেণ! তুমি এই বারে নিহত হইলে এই বলিয়া এক সায়ক

গ্রহণ করিলে মহাবীর কর্ণ উহা সত্বরে ছেদন পূর্ব্বক তিন শরে তাঁহারে তাড়িত করিলেন। তখন মহাবীর ভীম আর একটি সুতীক্ষ্ণ শর গ্রহণ করিয়া কর্ণপুত্র সুষেণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ কর্ণ তৎক্ষণাৎ উহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি সুষেণকে রক্ষা ও ভীমসেনকে বিনাশ করিবার বাসনায় ত্রিসপ্ততি শরে বৃকোদরকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সুষেণ ভারসহ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ বাণে নকুলের বাহু ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলে মহাবীর মাদ্রীতনয় বিংশতি শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া কর্ণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ সুষেণ দশ শরে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্রে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর নকুল তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্বরে অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক নয় শরে সুষেণকে নিবারণ করিলেন এবং তৎপরে অসংখ্য শরে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক সুষেণের সারথিরে আহত ও তিন শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া তিন ভল্লে তাঁহার কার্ম্মুক তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সুষেণ রোষভরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া নকুলকে ষষ্টি ও সহদেবকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে তাঁহারা পরস্পর বিনাশ মানসে সায়কনিকরে পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই যুদ্ধ সুরাসুর সংগ্রামের ন্যায় ঘোরতর হইয়া উঠিল।

তখন মহাবীর সাত্যকি তিন শরে বৃষসেনের সারথিরে বিনাশ, এক ভল্লে শরাসন ছেদন, সাত শরে অশ্ব সংহার ও এক বাণে ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া নিশিত তিন শরে তাঁহার বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। বৃষসেন সাত্যকির শরাঘাতে প্রথমত একান্ত অবসন্ন হইয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে পুনরায় উত্থিত হইলেন এবং সাত্যকিরে সংহার করিবার মানসে খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া তাঁহার প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি বৃষসেনকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে দশ বরাহকর্ণ অস্ত্র দ্বারা তাঁহার খড়্গ চর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন দুঃশাসন বৃষসেনকে রথ শূন্য ও আয়ুধহীন নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করত অবিলম্বে অন্য এক খানি রথ আনয়ন করাইলেন। মহারথ বৃষসেন সেই রথে আরোহণ করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে ত্রিসপ্ততি, সাত্যকিরে পাঁচ, ভীমসেনকে চতুঃষষ্টি, সহদেবকে পাঁচ, নকুলকে ত্রিংশৎ, শতানীককে সাত, শিখণ্ডীরে দশ, ধর্ম্মরাজকে এক শত ও অন্যান্য বীরগণকে বহুসংখ্য শরে নিপীড়িত করিয়া কর্ণের পৃষ্ঠ রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি দুঃশাসনকে নয় শরে বিদ্ধ এবং তাঁহার রথ ও সারথিরে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার ললাটদেশে তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন পুনরায় অন্য সুসজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সূতপুত্রের সৈন্যগণকে আচ্ছাদিত করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দশ, দ্রৌপদীতনয়গণ ত্রিসপ্ততি, সাত্যকি সাত, ভীমসেন চতুঃষষ্টি, সহদেব সাত, শিখণ্ডী দশ, ধর্ম্মরাজ এক শত এবং অন্যান্য বীরগণ অসংখ্য শরে সূতপুত্রকে বিমর্দ্দিত করিলেন। মহাবীর কর্ণও ঐ সমস্ত বীরের প্রত্যেককে দশ দশ শরে বিদ্ধ করত সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমরা সূতপুত্রের অস্ত্রবল ও হস্তলাঘব দর্শনে একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তিনি

যে ক্রোধভরে কখন অস্ত্র গ্রহণ কখন সন্ধান আর কখনই বা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তৎকালে সকলে কেবল তাঁহার বিপক্ষগণকে নিহত ও সমরাঙ্গনে নিপতিত নিরীক্ষণ করিল। ঐ সময় কর্ণের নিশিত শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং অম্বরতল রক্তবর্ণ অভ্রখণ্ডে সম্বৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন মহাবীর সূতপুত্র শরাসন হস্তে নৃত্য করতই যেন, শত্রুগণ তাঁহারে যাবৎ সংখ্যক শরে বিদ্ধ করিয়াছিল, তদপেক্ষা তিন গুণ শরে তাহাদের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সহস্র সহস্র শরে নিপীড়িত করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ কর্ণের শরে অশ্ব রথ সমভিব্যাহারে সমাচ্ছন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ অবকাশ প্রদান পূর্ব্বক অপসৃত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণের করিসৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক চেদিদেশীয় ত্রিংশৎ রথীরে বিনাশ করিয়া নিশিত শরনিকরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ এবং শিখণ্ডী ও সাত্যকি ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কৌরবগণও দুর্নিবার কর্ণকে পরম যত্ন সহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরাঙ্গনে নানাবিধ বাদ্য ধ্বনি ও বীরগণের সিংহনাদ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণ ও সূতপুত্র প্রভৃতি কৌরবগণ নির্ভীক চিত্তে পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডব সৈন্য ভেদ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিলেন এবং শত্রু নিক্ষিপ্ত বিবিধ শরনিকর ছেদন পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগের মস্তক, বাহু ও উরুদেশ ছেদন করিতে লাগিলেন। সূতপুত্রের ভীষণ শরাঘাতে অরাতি পক্ষীয় অসংখ্য বীর নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল এবং কতগুলি বিকলাঙ্গ হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। ঐ সময়ে দ্রাবিড় ও নিষাদ দেশীয় পদাতিগণ সাত্যকি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ণের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইল। মহাবীর কর্ণও তাহাদিগকে ছিন্নবাহু, ছিন্ন উরুশীর্ষ ও বিগতাসু করিয়া ছিন্নমূল শালবনের ন্যায় যুগপৎ ভূতলে নিপাতিত করিলেন। বীরগণ এই রূপে অকুতোভয়ে কর্ণের সম্মুখীন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করাতে তাঁহাদের যশোঘোষণায় দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইল।

অনন্তর পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় কর্ণকে রণস্থলে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া মন্ত্র ও ঔষধ যেমন ব্যাধিরে অবরোধ করে, তদ্রূপ তাঁহারে অবরোধ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্রও মন্ত্রৌষধ প্রমাথী উল্বণ ব্যাধির ন্যায় তাঁহাদিগকে মর্দ্দিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনতিদূরে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু যুধিষ্ঠির হিতার্থী পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও কেকয়গণ কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মবেত্তাও যেমন মৃত্যুরে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোষারুণিত লোচনে অদূরস্থিত অরাতিনিপাতন সূতপুত্রকে কহিলেন, হে সূতপুত্র! আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

তুমি সতত বলবান্ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক এবং দুর্য্যোধনের মতানুসারে নিয়ত আমাদিগকেও পীড়ন করিতেছ। এ ক্ষণে তোমার যত দূর বলবীর্য্য ও আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি থাকে, পৌরুষ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহা প্রকাশ কর। আমি আজি তোমার রণবাসনা নিঃশেষিত করিব। হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সূতপুত্রকে এই কথা বলিয়া সুবর্ণপুঙ্খ লৌহময় দশ শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর শত্রুতাপন কর্ণ হাস্য করত দশ বৎসদন্ত শরে যুধিষ্ঠিরকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ সূতপুত্রের শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক হূত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার কলেবর কল্পান্তকালীন, বিশ্বদহন প্রবৃত্ত, জ্বালাসমাকীর্ণ সম্বর্ত্তাগ্নির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সেই প্রদীপ্তায়ুধধারী সৈন্যগণ মাল্যাম্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে ধাবমান হইল।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় অতি সত্বরে সুবর্ণভূষিত মহাকোদণ্ড বিস্ফারিত করিয়া তাহাতে পর্ব্বতবিদারণক্ষম সুশাণিত যমদণ্ড সদৃশ শর সংযোগ ও আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই বজ্রনিস্বন শর মহারথ সূতপুত্রের বামপার্শ্বে প্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি সাতিশয় কাতর ও বিকলাঙ্গ হইয়া স্যন্দনোপরি শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর কর্ণকে তদবস্থ ও তাঁহার মুখবর্ণ বিবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া কৌরব সৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম দর্শন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ ও কিলকিলা শব্দ করিতে লাগিলেন। তখন ভীষণপরাক্রম কর্ণ অনতি বিলম্বেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া ধর্ম্মরাজের নিধনার্থ কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং কনকময় শরাসন বিষ্ফারিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের উপর নিশিত শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক পাঞ্চাল বংশীয় চন্দ্রদেব ও দণ্ডধার শশধর পার্শ্ববর্ত্তী পুনর্ব্বসুর ন্যায় ধর্ম্মরাজের উভয় পার্শ্বে বিদ্যমান ছিলেন। মহাবীর সূতপুত্র দুই ক্ষুর দ্বারা তাহাদিগকে নিহত করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির নিশিত শরনিকরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া সুষেণের উপর তিন, সত্যসেনের উপর তিন, শল্যের উপর নবতি এবং সূতপুত্রের উপর পুনরায় ত্রিসপ্ততি শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার রক্ষকগণকে তিন তিন বক্র বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হাস্যমুখে কার্ম্মুক বিকম্পিত করত এক ভল্লে ধর্ম্মরাজের দেহ বিদারণ পূর্ব্বক তাঁহারে ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ অমর্ষিত চিত্তে যুধিষ্ঠিরের পরিরক্ষণার্থ সূতপুত্রের উপর শর পরিত্যাগ করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু, পাণ্ড্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীতনয়গণ, প্রভদ্রকগণ, নকুল, সহদেব, ভীমসেন, শিশুপাল পুত্র এবং কারূষ, মৎস্য, কেকয়, কাশি ও কোশল দেশোদ্ভব বীরগণ সত্বরে বসুষেণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পাঞ্চাল বংশোদ্ভব জনমেজয় শরনিকর নিপাতে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ অসংখ্য রথী, হস্ত্যারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে বরাহকর্ণ নারাচ, নিশিত নালীক, বৎসদন্ত, বিপাঠ, ক্ষুরপ্র ও চটকামুখ প্রভৃতি নানা প্রকার

শর নিক্ষেপ করত সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এই রূপে পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্রের আবির্ভাব করিয়া শরবর্ষণে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিলেন এবং শররূপ অগ্নিশিখা দ্বারা পাণ্ডব সৈন্যরূপ বন দগ্ধ করত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি মহাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া ধর্ম্মরাজের কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং নিমেষমধ্যে নতপর্ব্ব নবতি বাণ সন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার কনকমণ্ডিত কবচ ভেদ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের সেই সুবর্ণচিত্রিত কবচ কর্ণশরে ছিন্ন হইয়া সূর্য্যকিরণ সংশ্লিষ্ট চপলা বিরাজিত বাতাহত জলধরের ন্যায়, নিশাকালীন বিগতাভ্র নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করত ভূতলে নিপতিত হইল। ধর্ম্মতনয় এই রূপে বর্ম্ম বিহীন ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া ক্রোধভরে সূতপুত্রের প্রতি ঐক লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ সাত শরে আকাশপথেই সেই প্রজ্বলিত শক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুধিষ্ঠির বল পূর্ব্বক সূতপুত্রের বক্ষস্থলে চারি তোমর নিক্ষেপ করিয়া পরমাহ্লাদে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সূতনন্দন সেই তোমরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রুধির ক্ষরণ ও রোষাবিষ্ট সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত এক ভল্লে ধর্ম্মতনয়ের ধ্বজ ছেদন ও তিন ভল্লে তাঁহার দেহ বিদারণ পূর্ব্বক তাঁহার তূণীর দ্বয় ও রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন ধর্ম্মনন্দন অসিতপুচ্ছ শ্বেতাশ্বসংযুক্ত অন্য রথে আরোহণ করিয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিলেন। কোন ক্রমেই কর্ণের সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহাবীর রাধেয় বেগে গমন পূর্ব্বক বজ্র, ছত্র, অঙ্কুশ, মৎস্য, ধ্বজ, কূর্ম্ম ও শঙ্খ প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত পাণ্ডুরবর্ণ কর দ্বারা পাণ্ডুনন্দনের স্কন্ধদেশ স্পর্শ করত স্বয়ং পবিত্র হইয়া তাঁহারে বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে মানস করিলেন। তৎকালে কুন্তীর বাক্য তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে যুধিষ্ঠির গ্রহণে সমুদ্যত দেখিয়া নিষেধ করত কহিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি এই প্রধানতম নরপতিরে গ্রহণ করিও না। উহাঁরে গ্রহণ করিলেই উনি তোমারে বিনাশ করিয়া আমারে ভস্মসাৎ করিবেন। তখন সূতপুত্র হাস্য করিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করত কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ ও ক্ষাত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কিরূপে প্রাণভয়ে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ। আমার বোধ হয়, তুমি ক্ষাত্রধর্ম্ম অবগত নহ। তুমি নিয়ত বেদ পাঠ ও যজ্ঞকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাক; অতএব যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। এ ক্ষণে সংগ্রামেচ্ছা পরিত্যাগ কর, আর বীর পুরুষদিগের নিকটে গমন করিও না এবং তাহাদিগকে অপ্রিয় কথাও বলিও না। মহাবীর কর্ণ ধর্ম্মরাজকে এই রূপ কহিয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বজ্রহস্ত পুরন্দরের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। নরনাথ যুধিষ্ঠিরও লজ্জিত ভাবে পলায়ন করিতে লাগিলেন। চেদি, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এবং মহারথ সাত্যকি, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীতনয়গণ যুধিষ্ঠিরকে অপসৃত দেখিয়া সকলেই তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন মহাবীর কর্ণ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সমরপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া

হৃষ্ট চিত্তে কৌরবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্যমধ্যে ভীষণ কার্ম্মুক নিস্বন, সিংহনাদ এবং ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের ধ্বনি সমুত্থিত হইল। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির শ্রুতকীর্ত্তির রথে আরোহণ পুর্ব্বক কর্ণের বিক্রম অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কৌরবগণ কর্ত্তৃক পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে স্বপক্ষীয় যোধগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা কেন নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, সত্বরে বিপক্ষদিগকে বিনাশ কর। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে আপনার পুত্রগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অসংখ্য যোদ্ধা, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি ও অস্ত্র সমূহের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। যোধগণ গাত্রোত্থান কর, প্রহার কর, অভিমুখীন হও, এই রূপ বলিতে বলিতে পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। আকাশমণ্ডল জলদজালের ন্যাল শরজালে আচ্ছাদিত হইল। শরসমাচ্ছন্ন নরবীরগণ পরস্পর প্রহার করত বিকলাঙ্গ এবং পতাকা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও আয়ুধ বিহীন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। আরোহি সমবেত মাতঙ্গগণ প্রভুত বনশালী বজ্রভিন্ন শৈল শিখরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। বর্ম্মধারী দিব্য ভূষণভূষিত পদাতিগণ প্রতিপক্ষ বীরগণের শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ঐ সময় সমররসপরায়ণ বীরগণের বিশাল লোহিত নেত্রযুক্ত, পূর্ণেন্দু সদৃশ মুখপদ্মে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অপ্সরোগণ অভিমুখাগত সমর নিহত অসংখ্য বীরগণকে গীত বাদ্যাদিযুক্ত বিমানে আরোপিত করিয়া গমন করাতে ভূমণ্ডলের ন্যায় নভোমণ্ডলেও তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বীরগণ সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে পরমাহ্লাদিত হইয়া স্বর্গবাস বাসনায় সত্বরে পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। রথিগণ রথীদিগের, পদাতিগণ পদাতিদিগের, মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগের এবং অশ্বগণ অশ্বদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

হে মহারাজ! এই রূপ সেই অসংখ্য গজবাজী ও মনুষ্যের ক্ষয়জনক তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে সেনাগণের পদাঘাত সমুত্থিত ধূলিপটলে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন বীরগণ কি স্বপক্ষীয় কি পরপক্ষীয় যাহারে সম্মুখে দেখিলেন, তাহারেই বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সৈন্যগণ কেশাকেশি, দন্তাদন্তি, মুষ্টামুষ্টি, নখানখী ও বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন তাহাদিগের দেহ, বিনির্গত শোণিতে সমরাঙ্গনে ভীরুজনভীষণ ঘোরতর নদী সমুৎপন্ন হইল। উহার স্রোতে অসংখ্য গজ, অশ্ব, নরদেহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। বীরগণ মধ্যে কেহ কেহ সেই নদীপারে, কেহ কেহ বা তাহার মধ্যে গমন করিলেন এবং কেহ কেহ সন্তরণ করত সেই শোণিত মধ্যে এক বার নিমগ্ন ও এক বার উন্মগ্ন হওয়াতে বর্ম্ম, অস্ত্র ও বস্ত্রের সহিত রুধিরাক্ত হইয়া সেই শোণিতে স্নান, সেই শোণিত পান করিয়া তাহাতে অবসন্ন হইতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব, রথ, আয়ুধ, আভরণ, বসন, বর্ম্ম, হত ও আহত বীরগণ এবং ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রায় সমুদায়ই লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। রুধিরের গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গমন শব্দে সৈন্যগণের মহাবিষাদ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে ভীমসেন ও সাত্যকি প্রভৃতি বীর সকল সেই নিহত প্রায় সৈন্যগণের প্রতি বারংবার ধাবমান হইতে লাগিলেন। তখন আপ-

নার পুত্রগণের চতুরঙ্গ বল সেই ধাবমান বীরদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া চর্ম্ম, কবচ ও আয়ুধ বিহীন হইয়া সিংহার্দ্দিত হস্তিযূথের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

এক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত দেখিয়া প্রযত্ন সহকারে চীৎকার করত তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কিছুতেই প্রতি নিবৃত্ত হইল না। অনন্তর ব্যূহের পক্ষ ও প্রপক্ষ এবং শকুনি ও কৌরবগণ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কর্ণও কৌরবগণকে দুর্য্যোধনের সহিত ভীমাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! তুমি এ ক্ষণে আমারে ভীমের রথ সন্নিধানে উপনীত কর। তখন মদ্ররাজ কর্ণের বাক্যানুসারে হংসধবল অশ্বগণকে ভীমের অভিমুখে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা অবিলম্বে বৃকোদরের সমক্ষে সমুপস্থিত হইল। মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে সমাগত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহারে সংহার করিবার অভিলাষে সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে বীর দ্বয়! তোমরা এ ক্ষণে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর। দুরাত্মা সূতপুত্র দুর্য্যোধনের প্রীতি পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত আমার সমক্ষে উহাঁর পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছে। ভাগ্যে আমি দেখিয়াছিলাম, এই নিমিত্তই উনি তৎকালে সেই বিষম সঙ্কট হইতে কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আজি আমারে এককালে এই দুঃখের শেষ করিতে হইবে। অদ্য হয় আমি কর্ণকে বিনাশ করিব, না হয় সেই আমারে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই। হে বীরগণ! আজি আমি ধর্ম্মরাজকে তোমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিতেছি। তোমরা অনলস হইয়া সতত সাবধানে ইহাঁরে রক্ষা করিও। মহাবীর ভীমসেন এই বলিয়া সিংহনাদ শব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হইলেন।

ঐ সময় মদ্ররাজ ভীমসেনকে সম্মুখে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন। হে সূতপুত্র! ঐ দেখ, ভীমসেন ক্রোধভরে তোমার অভিমুখে আগমন করিতেছেন। ইনি অদ্য নিঃসন্দেহ তোমার উপর চির সঞ্চিত ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করিবেন। এ ক্ষণে ইহাঁর রূপ যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছে। মহাবীর অভিমন্যু ও রাক্ষস ঘটোৎকচ নিহত হইলেও ইহাঁর ঈদৃশ রূপ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঐ মহাবীর রোষাবিষ্ট হইলে ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোককে নিবারণ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে এই রূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তথায় আগমন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্র সমরলোলুপ ভীমকে সমাগত দেখিয়া হাস্য মুখে শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! তুমি আমার সমক্ষে ভীমসেনের উদ্দেশে যে সমস্ত কথা কহিলে, সমুদায়ই সত্য। ভীম মহাবল পরাক্রান্ত, ক্রোধনস্বভাব ও দেহ রক্ষায় একান্ত নিরপেক্ষ। ঐ মহাবীর বিরাট নগরে অজ্ঞাত বাসকালে দ্রৌপদীর হিতাভিলাষ পরবশ হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে কীচককে স্বগণ সমভিব্যাহারে সংহার করিয়াছিল। অদ্য সে উদ্যতদণ্ড সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছে। হে শল্য! হয় অর্জ্জুন আমারে সংহার করিবে, না হয়

আমিই তাহারে বিনাশ করিব। ইহা আমার চিরপ্রার্থনীয়। অদ্য কি ভীমের সহিত সমাগম লাভে আমার সেই মনোরথ সফল হইবে। ভীম নিহত বা বিরথ হইলে যদি ধনঞ্জয় আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করে, তাহা হইলেই আমার মনোরথ পূর্ণ হয়, সন্দেহ নাই। হে মদ্ররাজ! এ ক্ষণে এই বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা শীঘ্র অবধারণ কর।

মদ্ররাজ শল্য সূতপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি এ ক্ষণে ভীমপরাক্রম ভীমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অগ্রে ভীমকে পরাজয় করিলে পশ্চাৎ অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইবে। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, তুমি চির কাল যেরূপ অভিলাষ করিতেছ, অদ্য তাহা পূর্ণ হইবে। তখন সূতপুত্র পুনরায় তাঁহারে করিলেন, হে মদ্ররাজ! অদ্য হয় আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব, না হয় অর্জ্জুন আমারে বিনাশ করিবে। এ ক্ষণে তুমি যুদ্ধে মনঃসমাধান পূর্ব্বক ভীমসেনের প্রতি অশ্ব সঞ্চালন কর।

হে মহারাজ! অনন্তর মদ্ররাজ শল্য যেস্থানে ভীমসেন কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন, তথায় অবিলম্বে রথ সমানীত করিলেন। এই রূপে ভীমসেন ও কর্ণ পরস্পর সম্মুখীন হইলে সংগ্রামস্থলে তূর্য্যনিনাদ ও ভেরীশব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন মহাবীর ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইয়া সুনিশিত নারাচনিকরে নিতান্ত দুরাসদ কৌরব সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের সংগ্রাম নিতান্ত ঘোরতর হইয়া উঠিল। মহাবীর ভীমসেন মুহূর্ত্ত মধ্যে সূতপুত্রের সম্মুখীন হইলেন। সূতপুত্রও তাঁহারে সমাগত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে নারাচ দ্বারা তাঁহার বক্ষস্থল আহত করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন সূতপুত্র নিক্ষিপ্ত সায়কে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সুনিশিত নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন সূতপুত্র শরাঘাতে ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া সর্ব্বাবরণভেদী সুতীক্ষ্ণ নারাচে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর বৃকোদরও সত্বরে অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক নিশিত শরে কর্ণের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া রোদসী বিকম্পিত করত ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল কর্ণ অরণ্য মধ্যে মদোৎকট গর্ব্বিত কুঞ্জরকে যেমন উল্কা দ্বারা আহত করে, তদ্রূপ পঞ্চবিংশতি নারাচে ভীমসেনক সমাহত করিলেন। মহাবীর ভীম কর্ণের নারাচে ভিন্ন কলেবর হইয়া রোষ কষায়িত লোচনে সূতপুত্রের সংহার বাসনায় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি এক পর্ব্বতবিদারণক্ষম ভারসাধন সায়ক সন্ধান পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। তখন বজ্রবেগ যেমন পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ সেই অশনি নিস্বন ভীষণ বাণ সূতপুত্রকে বিদীর্ণ করিল। মহারথ সূতপুত্র সেই ভীম নিক্ষিপ্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও বিমোহিত হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ হইলেন। মদ্রাধিপতি শল্য তাঁহারে সংজ্ঞাহীন নিরীক্ষণ করিয়া সত্বরে রণস্থল হইতে অপসারিত করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে কর্ণকে পরাজিত করিয়া মহাবীর ভীমসেন পূর্ব্বে সুররাজ যেমন অসুরগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীমসেন

মহাবাহু কর্ণকে রথোপরি পাতিত করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। দুর্য্যোধন বারংবার আমারে কহিয়াছিল যে, কর্ণ একাকী সংগ্রামে সমুদায় সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণকে সংহার করিবে। এ ক্ষণে সে বৃকোদর কর্ত্তৃক রাধেয়কে পরাজিত অবলোকন করিয়া কি উপায় অবলম্বন করিল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন সূতনন্দনকে সমরবিমুখ দেখিয়া সহোদরদিগকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা শীঘ্র গমন করিয়া অগাধ ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন রাধেয়কে রক্ষা কর। আপনার পুত্রগণ জ্যেষ্ঠ সহোদর কর্ত্তৃক এই রূপ অনুজ্ঞাত হইয়া পতঙ্গগণ যেমন পাবকের অভিমুখে আগমন করে, তদ্রূপ বৃকোদরের বিনাশ বাসনায় সরোষ নয়নে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত পাশ তূণীর কবচধারী শ্রুতবান্, দুর্দ্ধর, ক্রাথ, বিবিৎসু, বিকট, সম, নন্দ, উপনন্দক, দুষ্প্রধর্ষ সুবাহু, বাতবেগ, সুবর্চ্চা, ধনুগ্রাহ, দুর্ম্মদ, জলসন্ধ, শল ও সহ, ইহাঁরা অসংখ্য রথে পরিবৃত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করত তাঁহার উপর বিবিধ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক এই রূপে নিপীড়িত হইয়া সত্বরে তাঁহাদের পক্ষীয় পঞ্চদশ রথী ও পঞ্চাশৎ রথ বিনষ্ট করিয়া ভল্ল দ্বারা বিবিৎসুর কুণ্ডলমণ্ডিত শিরস্ত্রাণ সম্বলিত পূর্ণচন্দ্র সন্নিভ মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। আপনার অন্যান্য পুত্রগণ মহাবীর বিবিৎসুরে নিহত দেখিয়া ভীমপরাক্রম ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন অরাতি নিপাতন বৃকোদর অন্য দুই ভল্ল দ্বারা বিকট ও সম নামক আপনার আর দুই পুত্রের প্রাণ সংহার করিলেন। সেই দেবপুত্র সদৃশ বীর দ্বয় বায়ুভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন অনন্তর মহাবীর ভীমসেন সত্বরে সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা ক্রাথকে নিহত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে আপনার ধনুর্দ্ধর পুত্রগণ নিহত হইলে সমরাঙ্গনে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর পুনরায় নন্দ ও উপনন্দকে নিপাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার তনয়গণ রথস্থ ভীমসেনকে কালান্তক যমের ন্যায় জ্ঞান করিয়া নিতান্ত ভীত ও বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সূতপুত্র কর্ণ আপনার পুত্রগণকে নিহত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নিতান্ত দুর্ম্মনা হইয়া পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে রথ চালন করিতে আদেশ করিলেন। মদ্ররাজ কর্ণের আদেশানুসারে হংসবর্ণ অশ্বগণকে পরিচালিত করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা মহাবেগে ধাবমান হইয়া অবিলম্বে ভীমসেনের রথ সমীপে সমুপস্থিত হইল। অনন্তর কর্ণ ও ভীমসেনের অতি ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! আমি তৎকালে মহারথ কর্ণ ও ভীমসেনকে সংগ্রামে সমবেত দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, না জানি, অদ্য এই বীর দ্বয়ের কিরূপ সংগ্রাম হইবে। অনন্তর সমরনিপুণ ভীমসেন আপনার পুত্রগণের সমক্ষে কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পরমাস্ত্রজ্ঞ কর্ণও কোপাবিষ্ট হইয়া নতপর্ব্ব নয় ভল্ল দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমপরাক্রম মহাবাহু ভীমসেন সূতপুত্রের শরে তাড়িত হইয়া আকর্ণপূর্ণ সাত বাণে তাঁহারে সমাহত করিলেন। কর্ণও ভুজঙ্গমের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত শরবর্ষণে তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল বৃকোদর কৌরবগণের সমক্ষে মহারথ রাধেয়কে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া

সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ণ ভীমের শরাঘাতে ক্রোধান্বিত হইয়া শরাসন দৃঢ়রূপে গ্রহণ ও বৃকোদরের প্রতি শিলানিশিত দশ বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিশিত ভল্ল দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবাহু ভীমসেন কর্ণের নিধন বাসনায় এক হেমপট্ট বিভূষিত দ্বিতীয় যমদণ্ড সদৃশ ঘোরতর পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সূতনন্দনও তৎক্ষণাৎ অসংখ্য আশীবিষোপম শরনিকরে সেই অশনির ন্যায় শব্দায়মান সমাগত পরিঘ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর দৃঢ়তর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুনিসূদন কর্ণকে বিশিখজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর পরস্পর বধৈষী সিংহ দ্বয়ের ন্যায় মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর কর্ণ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তিন বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর বলবান বৃকোদর কর্ণশরে বিদ্ধ হইয়া এক দেহবিদারণ বিষম বিশিখ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলে উহা সূতপুত্রের বর্ম্ম ছেদন ও শরীর ভেদ করিয়া বল্মীকান্তর্গামী পন্নগের ন্যায় ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর কর্ণ ভীমের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া ভূমিকম্পকালীন অচলের ন্যায় বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি একান্ত রোষপরতন্ত্র হইয়া ভীমসেনকে পঞ্চবিংশতি নারাচে বিদ্ধ ও অসংখ্য শরে নিপীড়িত করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন ও ভল্ল দ্বারা সারথিরে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে অবলীলা ক্রমে তাঁহার শরাসন ছিন্ন ও রথ ভগ্ন করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু বৃকোদর গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই ভগ্ন স্যন্দন হইতে মহাবেগে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বায়ু যেমন শরৎকালীন মেঘ সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ গদা প্রহারে কৌরব সেনাগণকে বিদ্রাবিত করিলেন এবং ঈষাদন্ত সপ্ত শত মাতঙ্গগণকে সহসা বিদ্রাবিত করিয়া তাহাদের দন্তবেষ্টন, নেত্র, কুম্ভ, গণ্ড ও মর্ম্মে অতিশয় আঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভীমসেনের ভীষণ প্রহারে ভীত হইয়া প্রথমত ইতস্তত ধাবমান হইল; কিন্তু মহামাত্রগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক মেঘমণ্ডল যেমন দিবাকরকে পরিবেষ্টন করে, তদ্রূপ তাঁহারে বেষ্টন করিল। তখন অরাতিঘাতন ভীমসেন ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা অচল সংচূর্ণিত করেন, তদ্রূপ গদাঘাতে সেই সপ্ত শত মাতঙ্গ নিহত করিলেন। তৎপরে পুনর্ব্বার শকুনির মহাবল পরাক্রান্ত দ্বিপঞ্চাশৎ হস্তী বিপোথিত করিয়া কৌরব পক্ষীয় এক শত রথ ও শত শত পদাতিরে সংহার পূর্ব্বক সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার সেনাগণ এই রূপে মহাত্মা ভীমসেনের প্রভাবে ও সূর্য্যের প্রতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত ও অনলার্পিত চর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া ভীমভয়ে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন অন্যান্য চর্ম্মবর্ম্মধারী পঞ্চ শত রথী শরনিকর নিক্ষেপ করত ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বৃকোদরও অসুর বিনাশন বিষ্ণুর ন্যায় গদাঘাতে সেই ধ্বজপতাকাযুধ সম্বলিত বীরগণকে বিপোথিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত ত্রিসহস্র অশ্বারোহী শকুনির আদেশানুসারে শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস গ্রহণ পূর্ব্বক বৃকোদরের অভিমুখে ধাবমান হইল। অরাতিনিপাতন ভীমসেনও মহাবেগে তা-

হাদের অভিমুখীন হইয়া বিবিধ মার্গে বিচরণ পূর্ব্বক গদা প্রহারে তাহাদিগকে বিমর্দ্দিত করিলেন। তখন প্রস্তরনিপীড়িত গজযূথের ন্যায় তাহাদিগের সুমহান্ আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! কোপাবিষ্ট পাণ্ডব এই রূপে সুবলপুত্রের ত্রিসহস্র অশ্বারোহী বিনষ্ট করিয়া অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক মহাবেগে কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

ঐ সময় মহাবীর কর্ণ অরাতিঘাতন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও তাঁহার সারথিরে নিপাতিত করিলেন। মহারথ যুধিষ্ঠির কর্ণের রথ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। সূতপুত্রও শরনিকরে ধর্ম্মরাজের প্রতি অবক্র শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক রোদসী সমাবৃত করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন পবননন্দন ভীমসেন কর্ণকে যুধিষ্ঠিরের অনুধাবন করিতে দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে সূতপুত্রকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। শত্রুকর্ষণ কর্ণও তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শাণিত শরজালে ভীমসেনকে সমাবৃত করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি ভীমের পার্শ্ব গ্রহণ নিমিত্ত তাঁহার রথসমীপস্থ কর্ণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। কর্ণ শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সর্ব্বধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ বীর দ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের ক্রৌঞ্চপৃষ্ঠের ন্যায় অরুণবর্ণ ভীষণ শরনিকর সমন্তাৎ বিকীর্ণ হওয়াতে সমুদায় দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন ও দিবাকর আকাশমণ্ডলের মধ্যগত হইলেও তাঁহার প্রভা তিরোহিত হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঐ সময় কৌরবগণ শকুনি, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপকে পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত দেখিয়া পুনর্ব্বার সংগ্রামার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবৃষ্টি সমুদ্ধূত সাগরের ন্যায় তাঁহাদিগের তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। অনন্তর উভয় পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পরকে দর্শন ও গ্রহণ পূর্ব্বক আহ্লাদিত চিত্তে পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই মধ্যাহ্ন সময়ে উভয় পক্ষে যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তদ্রূপ যুদ্ধ কখনই আমাদের দৃষ্টিগোচর বা শ্রবণ গোচর হয় নাই। বেগবান্ জলরাশি যেমন সাগরের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ কৌরব সেনাগণ পাণ্ডব সৈন্যের সহিত মিলিত হইল। এই রূপে সেই উভয় পক্ষীয় সেনানদী দ্বয় একত্র সমবেত হইলে তাহাদের পরস্পর নিক্ষিপ্ত শরজালের তুমুল শব্দ হইতে লাগিল।

অনন্তর যশলোলুপ কৌরব ও পাণ্ডবগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক অবিশ্রান্তে বিবিধ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। যে ব্যক্তির পিতৃগত, মাতৃগত, কর্ম্মগত বা স্বভাবগত যে কিছু দোষ ছিল, প্রতিপক্ষেরা তাহারে তৎসমুদায় শ্রবণ করাইতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আমি ঐ সময়ে সমরাঙ্গনে বীরগণকে পরস্পর তর্জ্জন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে হতজীবিত বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলাম এবং সেই অমিততেজা ক্রোধান্বিত বীরগণের শরীর সন্দর্শন পূর্ব্বক ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, না-জানি, আজি কি কাণ্ড উপস্থিত হইবে। অনন্তর মহারথ পাণ্ডব ও কৌরবগণ নিশিত শরনিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত ও ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন সেই পরস্পর

জয়াভিলাষী কুরুবৈর ক্ষত্রিয়গণ পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হস্তী, অশ্ব, রথ ও নরগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই ভীষণ সংগ্রামে পরস্পর বিক্ষিপ্ত গদা, পরিঘ, কুণপ, প্রাস, ভিন্দিপাল ও ভুশুণ্ডী প্রভৃতি অস্ত্র সকল পতঙ্গকুলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগকে, অশ্বগণ অশ্বদিগকে, রথিগণ রথীদিগকে, পদাতিগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিদিগকে, রথিগণ হস্তী ও অশ্বগণকে এবং দ্রুতগামী কুঞ্জরগণ হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায়কে বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিল। বীরগণ চীৎকার করত পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইলে সংগ্রামস্থল পশুবিনাশ স্থলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে চতুর্দ্দিক্ রুধিরাক্ত হইলে বসুন্ধরা কুসুম্ভরাগ রঞ্জিত বসনধারিণী যুবতী কামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন উহা সুবর্ণময় বা বর্ষাকালীন ইন্দ্রগোপ সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বীরগণের মস্তক, বাহু, ঊরু, কুণ্ডল ও নিষ্ক প্রভৃতি ভূষণ, চর্ম্ম এবং দেহ সমুদায় অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ পরস্পর দন্তাঘাতে বিদীর্ণ ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া ধাতুধারাস্রাবী গৈরিক পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোন কোন মাতঙ্গ তোমর সমুদায়ের উপর শুণ্ড নিক্ষেপ এবং কোন কোনটা তোমর সকল চূর্ণ করিতে লাগিল। কোন কোন হস্তী নারাচাস্ত্রে ছিন্ন বর্ম্ম হইয়া হিমাগমে মেঘনির্ম্মুক্ত মহীধরের ন্যায় এবং সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে চিত্রিত হইয়া উল্কা; প্রদীপ্ত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোন কোন পর্ব্বতাকার মাতঙ্গ পরস্পরের আঘাতে আহত হইয়া পক্ষযুক্ত অচলের ন্যায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত, কোন কোনটা শল্য দ্বারা নিপীড়িত ও একান্ত ব্যথিত হইয়া মহাবেগে ধাবমান এবং কোন কোনটা দন্ত ও কুম্ভ দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া নিপতিত হইল। অন্যান্য মাতঙ্গগণ সিংহের ন্যায় ভীষণ শব্দ ও ভ্রমণ করিতে লাগিল। সুবর্ণভূষণ বিভূষিত অশ্বগণও শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া অবসন্ন, ম্লান ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। কতগুলি অশ্ব শর ও তোমরের আঘাতে ভূতলে নিপতিত হইয়া নানাপ্রকার অঙ্গ ভঙ্গি করিতে লাগিল। মানবগণ ভূতলে নিপতিত হইয়া কেহ কেহ পিতা, পিতামহ ও বন্ধুগণকে এবং কেহ কেহ ধাবমান অরাতিগণকে অবলোকন করিয়া পরস্পর পরস্পরের বিখ্যাত নাম ও গোত্র জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের সুবর্ণভূষণালঙ্কৃত ছিন্ন বাহু সমুদায় কখন উদ্ভ্রান্ত কখন বিচেষ্টিত কখন পতিত কখন উত্থিত ও কখন কম্পিত হইতে লাগিল এবং কতগুলি পঞ্চমুখ পন্নগের ন্যায় বেগে বিলুণ্ঠিত হইল। সেই চন্দনদিগ্ধ ভুজঙ্গাকার ভুজ সমুদায় রুধিরাক্ত হওয়াতে সুবর্ণধ্বজের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে চারি দিকে সেই ঘোরতর সঙ্কুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সৈন্যগণ পরস্পর পরিজ্ঞাত না হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সমুত্থিত ধূলিপটল ও শরনিকরে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইলে কাহারও আর আত্মপর বিবেচনা রহিল না। সেই ঘোরতর ভীষণ সংগ্রাম সময়ে বারংবার সুদীর্ঘ শোণিতনদী সকল প্রবাহিত হইতে লাগিল। মস্তক সকল উহাদের পাষাণ, কেশকলাপ শৈবাল ও শাদ্বল, অস্থি মীন, শর শরাসন ও গদা সকল ভেলা এবং মাংস উহার পঙ্ক স্বরূপ হইল। অনেকেই সেই ভীরু জন বিত্রাসক ও শূরজন হর্ষবর্দ্ধন ভীষণ নদীতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল।

ঐ সময় ক্রব্যাদগণ চতুর্দ্দিকে ঘোরতর নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলে রণস্থল যমালয়ের ন্যায় ভয়ানক হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। ভূতগণ মাংস, শোণিত ও বসা পানে পরম পরিতুষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। কাক, গৃধ্র ও বক সমুদায় মেদ, মজ্জা, বসা ও মাংস ভক্ষণে মত্ত হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল। শূরগণ সেই ভীষণ সময়েও যোদ্ধার সমুচিত ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক দুষ্পরিহার্য্য ভয় পরিত্যাগ করিয়া সেই শরশক্তি সমাকুল ক্রব্যাদগণ সঙ্কীর্ণ সমরাঙ্গনে স্বীয় স্বীয় পৌরুষ প্রকাশ করত নির্ভয়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য যোধ চতুর্দ্দিক্ হইতে পরস্পরকে পিতৃনাম, গোত্র নাম ও স্বীয় নাম শ্রবণ করাইয়া শক্তি, তোমর ও পট্টিশ দ্বারা পীড়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপে সেই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কৌরব সেনা সকল সমুদ্রস্থ ভগ্ন তরীর ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িল।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! সেই ক্ষত্রিয়গণক্ষয়কারক ভীষণ যুদ্ধ সময়ে যে স্থানে মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তক, কোশল ও নারায়ণী সেনা সমুদায়কে বিনাশ করিতেছিলেন, সেই স্থানে গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণগোচর হইল। সংশপ্তকগণ রোষাবিষ্ট ও জয়াভিলাষী হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে অর্জ্জুনের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় অনায়াসে সেই শরধারা নিবারণ পূর্ব্বক মহারথগণকে নিপাতিত করত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন এবং শিলানিশিত কঙ্কপত্র ভূষিত শরনিকরে সেই সমস্ত সৈন্যগণকে মর্দ্দিত করত উত্তম আয়ুধধারী মহাবীর সুশর্ম্মারে আক্রমণ করিলেন। তখন মহারথ সুশর্ম্মা ও সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুশর্ম্মা দশ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া জনার্দ্দনের দক্ষিণ ভুজে তিন বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক এক ভল্লে তাঁহার রথকেতু বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুনের ধ্বজস্থিত বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত বানরবর সুশর্ম্মার শরে আহত হইয়া সৈন্যগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক মহাগর্জ্জন করিতে লাগিল। আপনার সৈন্যগণ সেই বানরের ভীষণ রব শ্রবণে ভয়বিহ্বলিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বিবিধ পুষ্প সমাকীর্ণ চৈত্ররথ বনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর যোধগণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া জলদাবলি যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহারথ ধনঞ্জয়ের উপর অনবরত শর বর্ষণ করত তাঁহার সেই বিপুল রথ পরিবেষ্টন করিল এবং মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক শাণিত শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও তাঁহারে আক্রমণ পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা রোষাবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে ধনঞ্জয়ের অশ্ব, রথচক্র, রথেষা ও রথ আক্রমণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ঐ সময় অনেকে কেশবের ভুজদ্বয় এবং কেহ কেহ মহা আহ্লাদে রথস্থিত অর্জ্জুনকে ধারণ করিল। তখন মহাত্মা জনার্দ্দন মহাবেগে বাহু বিকম্পিত করিয়া দুষ্ট হস্তী যেমন হস্তিপকদিগকে অধঃপাতিত করে, তদ্রূপ সেই বীরগণকে ভূতলে পাতিত করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক আপনারে পরিবৃত, রথ নিগৃহীত ও কেশবকে উপদ্রুত অবলোকন করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার রথে সমারূঢ় বহুসংখ্য পদাতিরে অধঃপাতিত ও সমীপবর্ত্তী যোধগণকে আসন্ন যুদ্ধোপযোগী শর দ্বারা সমাচ্ছন্ন

করত কৃষ্ণকে কহিলেন, হে যদুপুঙ্গব! ঐ দেখ, দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত অসংখ্য সংশপ্তক বিনষ্ট হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলে আমা ভিন্ন এরূপ ঘোরতর রথবন্ধ সহ্য করা আর কাহারই সাধ্য নহে।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন এই রূপ কহিয়া দেবদত্ত শঙ্খ বাদিত করিতে লাগিলেন। মহাত্মা কেশবও রোদসী পরিপূরিত করিয়া পাঞ্চজন্য নিস্বন করিতে আরম্ভ করিলেন। সংশপ্তকগণ সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন তদ্দর্শনে বারংবার নাগাস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক সংশপ্তকগণের গতিরোধ করিলেন। তাহারাও অচলের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। তখন মহাবীর পাণ্ডুনন্দন পূর্ব্বে তারকাসুর বিনাশ সময়ে পুরন্দর যেমন দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই নিশ্চেষ্ট যোধগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট যোধগণ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন ও সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিল; কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয়ের নাগাস্ত্র প্রভাবে নিশ্চেষ্ট হওয়াতে কিছুই করিতে পারিল না। তখন মহাবীর পাণ্ডুনন্দন অনায়াসে তাহাদিকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। ফলত তিনি ঐ সময় যাহাদিগের উদ্দেশে নাগাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই সর্প সমুদায়ে পরিবেষ্টিত হইল।

অনন্তর মহারথ সুশর্ম্মা সেই সৈন্য সমুদায়কে নিগৃহীত নিরীক্ষণ করিয়া অবিলম্বে গরুড়াস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। তাঁহার অস্ত্র প্রভাবে অসংখ্য সুপর্ণ সমুৎপন্ন হইয়া ভুজঙ্গগণকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। হতাবশিষ্ট সর্প সমুদায় গরুড় দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন সৈন্যগণ মেঘ নির্ম্মুক্ত দিবাকরের ন্যায় সেই নাগাস্ত্র হইতে বিমুক্ত হইয়া অর্জ্জুনের রথোপরি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ আরম্ভ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই মহাস্ত্র বৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া যোধগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমত এক আনতপর্ব্ব শরে অর্জ্জুনের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহারে তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই আঘাতে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন কৌরব পক্ষীয় যোধগণ অর্জ্জুন নিহত হইয়াছে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে শঙ্খ ও ভেরী প্রভৃতি নানা প্রকার বাদিত্রের নিস্বন এবং বীরগণের সিংহনাদ সমুত্থিত হইল।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সংজ্ঞা লাভ করিয়া সত্বরে ঐন্দ্রাস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে সহস্র সহস্র শর সমুৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে আপনার সহস্র সহস্র অশ্ব, রথ ও অন্যান্য সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। সংশপ্তক ও গোপালগণ নিতান্ত ভীত হইয়া কেহই ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর অর্জ্জুন শূরগণ সমক্ষেই সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। বীরগণ অস্পন্দ হইয়া তাহাদিগের মৃত্যু অবলোকন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! মহাবীর পাণ্ডুতনয় সেই যুদ্ধে অযুত রথী, চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্য ও তিন সহস্র কুঞ্জরকে নিহত করিয়া ধূমবিরহিত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণ হয় প্রাণ ত্যাগ না হয় শাশ্বত জয় লাভ করিব এই স্থির করিয়া পুনরায় ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুনের

সহিত তাহাদের পুনরায় মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় কৃতবর্ম্মা, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, উলূক, সৌবল ও ভ্রাতৃগণ পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন সমুদ্রমধ্যস্থ ভগ্ন নৌকার ন্যায় স্বপক্ষীয় সেনাগণকে পাণ্ডবের ভয়ে নিতান্ত ব্যাকুলিত ও অবসন্ন অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ভীরু জনের ভয়জনক ও শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। কৃপনির্ম্মুক্ত শরনিকর শলভ সমূহের ন্যায় সৃঞ্জয়গণকে সমাচ্ছন্ন করিল। তখন শিখণ্ডী রোষাবিষ্ট চিত্তে সত্বরে কৃপের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাস্ত্রবিদ্ কৃপাচার্য্যও সেই শর বর্ষণ নিবারণ করিয়া সরোষ নয়নে শিখণ্ডীরে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শিখণ্ডী রোষপরতন্ত্র হইয়া অজিহ্মগামী সাত বাণে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কৃপ শিখণ্ডীর শরে বিদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকর দ্বারা তাঁহার অশ্ব, সারথি ও রথ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ শিখণ্ডী সেই অশ্বহীন রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া সত্বরে কৃপাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৃপাচার্য্যও নতপর্ব্ব শরনিকরে সহসা সমাগত শিখণ্ডীরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তত্রত্য জনগণকে চমৎকৃত করিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে আমরা শিখণ্ডীরে নিশ্চেষ্ট হইয়া সমরে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া উহা শিলাপ্লবনের ন্যায় নিতান্ত অদ্ভুত জ্ঞান করিতে লাগিলাম। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীরে কৃপের শরে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া অবিলম্বে গোতমনন্দনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে কৃপের রথাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া সত্বরে তাঁহারে আক্রমণ করিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও পুত্র ও সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্যের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে মহারীর অশ্বত্থামা তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন ত্বরান্বিত মহারথ নকুল ও সহদেবকে শরবর্ষণ দ্বারা নিবারণ করত আক্রমণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ ভীমসেন এবং কৈকয় ও সৃঞ্জয়গণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীরে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন তাহার প্রতি সত্বরে শরজাল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী বারংবার তলবারণ বিঘূর্ণন পূর্ব্বক তাঁহার সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন কৃপাচার্য্য অনতিবিলম্বে শরনিকর দ্বারা দ্রুপদপুত্রের শতচন্দ্র যুক্ত চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মহাবীর শিখণ্ডী এই রূপে চর্ম্ম বিহীন হইয়া করে তরবারি ধারণ পূর্ব্বক মৃত্যুর বশীভূত আতুরের ন্যায় কৃপের বশীভূত হইলেন।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত চিত্রকেতুসুত সুকেতু শিখণ্ডীরে কৃপের শরে পরিবৃত ও নিতান্ত ক্লিষ্ট দেখিয়া সত্বরে বিবিধ শরনিকরে কৃপাচার্য্যকে সমাচ্ছন্ন করত তাঁহার রথাভিমুখে আগমন করিলেন। ঐ সময় শিখণ্ডী দ্বিজবর কৃপাচার্য্যকে সুকেতুর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত দেখিয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর সুকেতু প্রথমতঃ নয়, তৎপরে সপ্ততি ও পুনরায় তিন বাণে কৃপকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক এক বাণে সারথির মর্ম্ম ভেদ করিলেন। কৃপাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিংশৎ

শরে সুকেতুর সমুদায় মর্ম্ম আহত করিলেন। মহাবীর সুকেতু কৃপাচার্য্যের শরাঘাতে বিকলাঙ্গ হইয়া ভূমিকম্প কালীন পাদপের ন্যায় রথোপরি কম্পিত হইতে লাগিলেন। দ্বিজবর কৃপাচার্য্য সেই অবসরে ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার উজ্জ্বল কুণ্ডল, উষ্ণীষ ও শিরস্ত্রাণ সম্বলিত মস্তক ছেদন করিয়া শ্যেনাহৃত আমিষের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে সুকেতুর কলেবরও রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইল। এই রূপে মহাবীর সুকেতু নিহত হইলে তাঁহার সৈন্যগণ কৃপকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

এ দিকে মহারথ কৃতবর্ম্মা সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিয়া আনন্দিত চিত্তে থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আমিষের নিমিত্ত ক্রুদ্ধ শ্যেন পক্ষিদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হয়, বৃষ্ণিপ্রবর কৃতবর্ম্মা ও পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কোপাবিষ্ট হইয়া হার্দ্দিক্যকে নিপীড়িত করত নয় বাণে তাঁহার বক্ষস্থল আহত করিলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মাও দ্রুপদতনয়ের শরে নিপীড়িত হইয়া শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারে রথ ও অশ্বের সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন রথারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃতবর্ম্মার শরে পরিবৃত হইয়া জলধারাবর্ষী জলদজালে সমাবৃত সূর্য্যের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে কনকভূষণ বিশিখজালে সেই বাণ সকল দূরীকৃত করিয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সমর নিপুণ হার্দ্দিক্যও বহু সহস্র শরে সেই সহসা সমাগত দুরাসদ শরবৃষ্টি নিরাকৃত করিলেন। তখন সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় শরজাল নিবারিত দেখিয়া কৃতবর্ম্মারে নিবারণ পূর্ব্বক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিরে নিপাতিত করিলেন। হে মহারাজ! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই রূপে মহাবল পরাক্রান্ত অরাতিরে পরাজিত করিয়া অবিলম্বে কৌরবগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কৌরবগণও সিংহনাদ করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা যুধিষ্ঠিরকে সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে শরনিকর বর্ষণ ও বিবিধ শিক্ষাকৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রহৃষ্টমনে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন এবং ধর্ম্মরাজকে দিব্য মন্ত্রপূত অস্ত্রজালে পরিবৃত করত নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন আর কোন বস্তুই অনুভূত হইল না। সেই অতি বিস্তীর্ণ রণস্থল কেবল শরময় হইল। স্বর্ণজাল জড়িত শরনিকর গগনতল সমাচ্ছন্ন করিয়া চন্দ্রাতপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে নভোমণ্ডল শরনিকরে পরিবৃত হওয়াতে রণস্থল যেন মেঘের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইল। তখন অন্তরীক্ষচারী কোন প্রাণী আর উড্ডীন হইতে সমর্থ হইল না। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই চমৎকৃত হইলাম। ঐ সময় সমরলালস শিনিপ্রবীর সাত্যকি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সৈনিকগণ দ্রোণপুত্রের হস্তলাঘব সন্দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কোন ক্রমেই পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। মহারথ ভূপালগণও সেই প্রখর দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী দ্রোণাত্মজকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সাত্যকি, যুধিষ্ঠির, পাঞ্চাল ও দ্রৌপদীর তনয়গণ অশ্বত্থামার শরনিকরে

স্বীয় সৈন্যদিগকে বধ্যমান দেখিয়া মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সপ্তবিংশতি শরে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সুবর্ণ খচিত সাত নারাচে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ ত্রিসপ্ততি, প্রতিবিন্ধ্য সাত, শ্রুতকর্ম্মা তিন, শ্রুতকীর্ত্তি সাত, সুতসোম নয়, শতানীক সাত এবং অন্যান্য বীরগণ অসংখ্য শরে চতুর্দ্দিক্ হইতে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র তাঁহাদের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সাত্যকিরে পঞ্চবিংশতি, শ্রুতকীর্ত্তিরে নয়, সুতসোমকে পাঁচ, শ্রুতবর্ম্মারে আট, প্রতিবিন্ধ্যকে তিন, শতানীককে নয়, ধর্ম্মপুত্রকে পাঁচ ও অন্যান্য বীরগণকে দুই দুই শরে নিপীড়ন পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে শ্রুতকীর্ত্তির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শ্রুতকীর্ত্তি অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামারে প্রথমত তিন শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় নিশিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণতনয় শর বর্ষণ পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে ধর্ম্মরাজের কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক তিন বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সপ্ততি শরে অশ্বত্থামার বাহুযুগল ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকিও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে অশ্বত্থামার কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাত্মজ সত্বরে শক্তি দ্বারা সাত্যকির সারথিরে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া অনতিবিলম্বেই অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শরনিকরে যুযুধানকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সাত্যকির অশ্বগণ সারথি বিহীন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ইতস্তত ধাবমান হইল। তখন যুধিষ্ঠির প্রমুখ বীরগণ সেই শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাত্মজের উপর মহাবেগে অনবরত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামাও সেই মহাবেগে সমাগত শর সমুদায় হাস্যমুখে প্রতিগ্রহ করিলেন। তৎপরে হুতাশন যেমন তৃণরাশি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ তিনি শরানলে পাণ্ডব সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তিমি যেমন নদীমুখ ক্ষুভিত করে, তদ্রূপ সেই পাণ্ডব সৈন্যগণকে আলোড়িত করিয়া সাতিশয় সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। তখন তত্রত্য সকলেই দ্রোণপুত্রের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া পাণ্ডবগণকে নিহত বলিয়া অবধারণ করিল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোষাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে দ্রোণাত্মজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে গুরুপুত্র! আজি তুমি যখন আমারে সংহার করিতে অভিলাষী হইয়াছ, তখন বোধ হইতেছে, তোমার অন্তঃকরণে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার লেশ মাত্র নাই। দেখ, তপোনুষ্ঠান, দান ও অধ্যয়নই ব্রাহ্মণের কার্য্য, আর ধনুর্দ্ধারণ করা ক্ষত্রিয়েরই কর্ত্তব্য; অতএব তুমি যখন ব্রাহ্মণের কুলে উৎপন্ন হইয়া ধনুর্দ্ধারণ করিতেছ, তখন তুমি নাম মাত্র ব্রাহ্মণ, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, হে ব্রাহ্মণাধম! অদ্য আমি তোমার সমক্ষেই কৌরবদিগকে পরাজয় করিব, তুমি এ ক্ষণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণে হাস্যমুখে প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন পূর্ব্বক কিছু মাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া প্রজা সংহারে প্রবৃত্ত অন্তকের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহারে অনবরত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগি-

লেন। তখন ধর্ম্মরাজ দ্রোণপুত্রনির্ম্মুক্ত শরজালে সমাচ্ছাদিত হইয়া সেই বহুল বল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বরে তথা হইতে কৌরব সৈন্য সংহারার্থ প্রস্থান করিলেন। দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামাও যুধিষ্ঠিরকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া তথা হইতে গমন করিলেন।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহারথ কর্ণ চেদি ও কৈকেয় পরিবৃত ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে স্বয়ং অবরোধ করিয়া শরনিকরে নিবারণ করিলেন। তৎপরে তিনি মহাবীর ভীমেরই সমক্ষে চেদি, কারূষ ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৃণদহন প্রবৃত্ত হুতাশনের ন্যায় রোষে প্রজ্বলিত হইয়া কৌরব সৈন্যাভিমুখে গমন করিলেন। মহাবীর সতপুত্রও মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল, কেকয় ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে ক্ষত্রিয়গণ সেই অনল সঙ্কাশ তিন মহারথ কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত ও বিনষ্ট হইতে লাগিলেন। অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নয় বাণে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে তাঁহার চারিটি অশ্বকে নিপীড়িত করিলেন এবং খরধার ক্ষুর দ্বারা সহদেবের কাঞ্চনধ্বজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল সাত ও সহদেব পাঁচ শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও পাঁচ পাঁচ শরে তাঁহাদের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া দুই ভল্লে শরাসন ও শর ছেদন পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাদিগকে ত্রিসপ্ততি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন দেবকুমার তুল্য মহাবীর নকুল ও সহদেব অবিলম্বে ইন্দ্রচাপ সদৃশ অন্য দুই কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক মহামেঘ যেমন পর্ব্বতের উপর বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ রাজা দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক নকুল ও সহদেবকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে কেবল তাঁহার শরাসন মণ্ডলীকৃত ও শরনিকর অনবরত নিপতিত হইতেছে, ইহাই নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি দিবাকরের করজালের ন্যায় শরজালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে রণস্থল শরময় ও নভস্থল শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলে নকুল ও সহদেবের রূপ কালান্তক যমের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহারথগণ রাজা দুর্য্যোধনের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া যমজ নকুল ও সহদেবকে যমরাজের সন্নিহিত বলিয়া অনুমান করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব সেনাপতি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন নকুল ও সহদেবকে অতিক্রম পূর্ব্বক দুর্য্যোধন সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া শরনিকরে তাঁহারে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রোধস্বভাব দুর্য্যোধনও ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রথমত পঞ্চবিংশতি ও তৎপরে পঞ্চষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার সশর শরাসন ও হস্তাবাপ ছেদন পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন রোষকাষায়িত লোচন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন স্ববীর্য্য প্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক তার সহনক্ষম অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া দুর্য্যোধনের সংহার বাসনায় নিশ্বসন্ত পন্নগের ন্যায় পঞ্চদশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই শিলা শিশিত নারাচনিকর পরিত্যক্ত হইবামাত্র দুর্য্যোধনের

সুবর্ণ খচিত বর্ম্ম ভেদ করিয়া মহাবেগে বসুধাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন নিক্ষিপ্ত নারাচে গাঢ়তর বিদ্ধ, ছিন্নবর্ম্মা ও জর্জ্জরীকৃত কলেবর হইয়া বসন্ত কালে কুসুম সমূহ সুশোভিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক ভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নের কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক সত্বরে দশ সায়কে তাঁহার ললাটদেশে বিদ্ধ করিলেন। সেই কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত নারাচ নিকর দ্রুপদ-তনয়ের আননে সংলগ্ন হইয়া প্রফুল্ল কমল মধ্যস্থ মধুলোলুপ ভ্রমরপংক্তির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বরে অন্য এক ধনু ও ষোড়শ ভল্ল গ্রহণ করিলেন এবং পাঁচ ভল্লে দুর্য্যোধনের অশ্ব ও সারথিরে সংহার করিয়া এক ভল্লে শরাসন ছেদন পূর্ব্বক দশ ভল্লে তাঁহার সুসজ্জিত রথ, ছত্র, শক্তি, খড়্গ, গদা ও ধ্বজ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন পার্থিবগণ দুর্য্যোধনের হেমাঙ্গদ সমলঙ্কৃত বিচিত্র মণিময় নাগধ্বজ খণ্ড খণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। ঐ সময় কুরুরাজের ভ্রাতৃগণ তাঁহারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাজা দণ্ডধার ধৃষ্টদ্যুম্ন সমক্ষে অসম্ভ্রান্ত মনে দুর্য্যোধনকে স্বরথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

এ দিকে মহাবীর কর্ণ সাত্যকিরে পরাজয় করিয়া দুর্য্যোধনের হিতার্থে দ্রোণঘাতী ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্যকি কুঞ্জর যেমন প্রতিপক্ষ কুঞ্জরের জঘনদেশে দশনাঘাত করে, তদ্রূপ সূতপুত্রের পশ্চাদ্ভাগে শরনিকর নিক্ষেপ করত তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তখন কর্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যস্থলে বীরগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় কোন বীরই তৎকালে সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

অনন্তর মহারথ কর্ণ সত্বরে পাঞ্চালগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই মধ্যাহ্নকালে উভয় পক্ষে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন পাঞ্চালগণ, বিহঙ্গেরা যেরূপ আবাস বৃক্ষে ধাবমান হয়, তদ্রূপ কর্ণকে পরাজয় করিবার বাসনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর কর্ণও রোষপরবশ হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যাঘ্রকেতু, সুশর্ম্মা, চিত্র, উগ্রায়ুধ, জয়, শুক্ল, রোচমান ও সিংহসেন এই কয়েকটি পাঞ্চাল দেশীয় প্রধান বীরকে লক্ষ্য করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ঐ সমুদায় বীরেরা রথ সমূহ দ্বারা মহারথ কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। সূতপুত্র তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত সেই আট জন মহাবীরকে সুনিশিত আট শরে আহত করিয়া সমরবিশারদ অন্যান্য অসংখ্য বীরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি জিষ্ণু, জিষ্ণুকর্ম্মা, দেবাপি, ভদ্র, দণ্ড, চিত্রায়ুধ, চিত্র, হরি, সিংহকেতু, রোচমান ও শলভ এবং চেদি দেশীয় বহুসংখ্য মহারথকে বিনাশ করিলেন। ঐ বীরগণের বধসাধন সময়ে কর্ণের কলেবর রুধিরলিপ্ত হইয়া রুদ্রদেবের দেহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময় করিনিকর কর্ণশরে তাড়িত ও নিতান্ত ভীত হইয়া রণস্থল একান্ত আকুলিত করত চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল এবং কতকগুলি কর্ণশরে নিহত হইয়া ঘোরতর চীৎকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বজ্র বিদলিত অচলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। নিহত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের

দেহে সূতপুত্রের গমন পথ সমাকীর্ণ হইল। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ তৎকালে যেরূপ কার্য্য করিলেন, আপনার পক্ষীয় ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কোন যোদ্ধাই রণস্থলে সে রূপ অদ্ভুত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন নাই। ঐ মহাবীর অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্যগণকে বিনষ্ট করিলেন এবং সিংহ যেমন মৃগযূথ মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করে, তদ্রূপ তিনি পাঞ্চালগণের মধ্যে নিঃশঙ্ক চিত্তে সঞ্চরণ করত তাহাদিগকে দ্রাবিত করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত মহারথ সিংহের মুখ কুহরে প্রবিষ্ট মৃগগণের ন্যায় সূতপুত্রের সমক্ষে সমাগত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মনুষ্যগণ যেমন অগ্নির উত্তাপে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ সৃঞ্জয়গণ কর্ণের রোষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপে চেদি, কৈকেয় ও পাঞ্চালগণ মধ্যে অনেকেই কর্ণের শর সমাহত হইয়া স্ব স্ব নামোল্লেখ পূর্ব্বক নিহত হইল। তৎকালে মহাবীর কর্ণের পরাক্রম দর্শনে আমার বোধ হইয়াছিল যে, পাঞ্চালগণ মধ্যে কোন বীরই জীবিতাবস্থায় কর্ণের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ণশরে পাঞ্চালগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সহদেব, নকুল, জনমেজয়, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও প্রভদ্রকগণ এবং অন্যান্য অসংখ্য বীর অগ্রসর হইয়া কর্ণকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র, গরুড় যেমন পন্নগগণকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ একাকী সেই সমস্ত চেদি, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় তাহাদিগের সহিত কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। দিবাকর যেমন অন্ধকার নিরাস করেন, তদ্রূপ মহাবীর সূতপুত্র একাকীই অনাকুলিত চিত্তে সেই একত্র সমবেত শরনিকরবর্ষী বীরদিগকে পরাভূত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে পাণ্ডবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে যমদণ্ড সদৃশ শরজাল দ্বারা চতুর্দ্দিকে কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি একাকী বাহ্লীক, কৈকেয়, মৎস্য, বাসাত্য, মদ্র ও সৈন্ধবদিগের সহিত ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া অলৌকিক শোভা ধারণ করিলেন। করিনিকর তাঁহার নারাচে মর্ম্মদেশে সাতিশয় তাড়িত হইয়া মেদিনীমণ্ডল বিকম্পিত করত আরোহীর সহিত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। আরোহি বিহীন অশ্ব সমুদায় ও পদাতিগণ ভীম শরে নির্ভিন্ন কলেবর হইয়া অনবরত রুধির বমন পূর্ব্বক সমর শয্যায় শয়ন করিল। অসংখ্য রথী ভীম ভয়ে নিতান্ত ভীত ও পতিতায়ুধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন রণস্থল অশ্বারোহী, সারথি, পদাতি, অশ্ব, গজ ও ভীমের সায়ক সমুদায়ে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ ভীম ভয়ে ভীত, প্রভাহীন, উৎসাহ শূন্য ও দীনভাবাপন্ন হইয়া স্তম্ভিতের ন্যায় অবস্থান করত শরৎকালীন নিশ্চেষ্ট মহাসাগরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। হে মহারাজ! উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইয়া রুধিরধারায় সমাচ্ছন্ন হইল। এই রূপে মহাবীর সূতপুত্র পাণ্ডব সৈন্যদিগকে ও ভীমসেন কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সেই ঘোরতর অদ্ভুত সংগ্রাম সময়ে মহাবীর অর্জ্জুন বহু সংখ্যক

সংশপ্তককে নিহত করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! এ ক্ষণে এই বল সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। মহারথ সংশপ্তকগণ আমার বাণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া সিংহশব্দার্ত্ত মৃগযূথের ন্যায় অনুগামীদিগের সহিত পলায়ন করিতেছে। এ দিকে সৃঞ্জয় সৈন্যগণ কর্ণশরে বিদলিত হইতেছে। ঐ দেখ, ধীমান্ কর্ণের হস্তিকক্ষা ধ্বজ সৈন্যমধ্যে বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ মহাবীর মহাআহ্লাদে যুধিষ্ঠিরের বলমধ্যে বিচরণ করিতেছে। অন্য কোন মহারথই উঁহারে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। তুমিও সূতপুত্রের বল পরাক্রম অবগত আছ। অতএব আমার মতে অন্যান্য বীরগণকে পরিত্যাগ করিয়া সূতপুত্র যে স্থানে আমাদিগের সৈন্য বিদ্রাবিত করিতেছে, সেই স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য। অথবা তোমার যাহা অভিরুচি, তাহাই অনুষ্ঠান কর।

মহাত্মা হৃষীকেশ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত কহিলেন, হে পাণ্ডব! অবিলম্বে কৌরবগণকে বিনাশ কর। হে মহারাজ! তখন ধনঞ্জয়ের হংসবর্ণ সুবর্ণ ভূষণালঙ্কৃত অশ্বগণ কেশব কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া আপনার সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের প্রবেশ কালে আপনার সৈন্যগণ চারি দিকে ধাবমান হইল। ধনঞ্জয়ের সেই কম্পিত পতাকা বিরাজিত মেঘ গম্ভীরগর্জ্জন বানরধ্বজ মহারথও বিমান যেমন স্বর্গে গমন করে, তদ্রূপ অনায়াসে কৌরব সৈন্যমধ্যে গমন করিল। এই রূপে সেই সমরনিপুণ রোষারুণনেত্র মহাবীর কেশব ও অর্জ্জুন তলশব্দে সংক্রুদ্ধ মাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় ক্রোধান্বিত চিত্তে সেই বিপুল সৈন্য বিদারণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক সমাহূত, যজ্ঞস্থলে সমাগত অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন রথ ও অশ্ব সমুদায়কে মর্দ্দিত করত পাশধারী অন্তকের ন্যায় বাহিনীমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সৈন্যমধ্যে ধনঞ্জয়কে বিক্রম প্রকাশ করিতে অবলোকন করিয়া পুনরায় সংশপ্তকগণকে অভিমুখীন হইতে আদেশ করিলেন। বীরগণ তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র সহস্র রথ, তিন শত হস্তী, চতুর্দ্দশ সহস্র অশ্ব ও দুই লক্ষ ধনুর্দ্ধারী যুদ্ধকোবিদ পদাতি সমভিব্যাহারে একবারে চতুর্দ্দিক্ হইতে শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন অরাতি নিপাতন ধনঞ্জয় সংসপ্তকগণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া স্বীয় উগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার মূর্ত্তি সকলেরই প্রেক্ষণীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার সৌদামিনী সমপ্রভ সুবর্ণ ভূষিত অনবরত নিক্ষিপ্ত শরজালে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অনন্তর মহাবীর পাণ্ডুনন্দন চতুর্দ্দিকে সরলাগ্র সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন সমুদায় প্রদেশ সর্পে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার তলশব্দে সমুদ্র, পর্ব্বত, ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল বিকম্পিত হইতেছে।

হে মহারাজ! এই রূপে মহারথ পাণ্ডুনন্দন দশ সহস্র নরপালকে নিপাতিত করিয়া সত্বরে সংশপ্তক সৈন্যের প্রপক্ষে গমন করিলেন। সংশপ্তকদিগের প্রপক্ষ কাম্বোজগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তথায় সমুপস্থিত হইয়া পুরন্দর যেমন দানবদিগকে বিদলিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সৈন্যগণকে প্রমথিত করিতে লাগিলেন। তিনি ভল্ল দ্বারা আততায়ী অরাতিগণের শস্ত্রযুক্ত বাহু ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহারা অর্জ্জুনশরে অঙ্গ প্রত্য-

ঙ্গবিহীন ও আয়ুধ শূন্য হইয়া বহু শাখা সঙ্কুল বাতাহত বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কুন্তীনন্দন দুই অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার পরিঘাকার ভুজদ্বয় ও ক্ষুর দ্বারা পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মস্তক ছেদন করিলেন। কমললোচন প্রিয়দর্শন সুদক্ষিণানুজ অর্জ্জুনের শরে নিহত হইয়া শোণিতার্দ্র কলেবরে বজ্রবিদারিত গিরিশৃঙ্গের ন্যায়, কাঞ্চনস্তম্ভের ন্যায়, ভগ্ন সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায়, বাহন হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর পুনরায় অতি অদ্ভুত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধে যোধগণের নানাপ্রকার অবস্থা ঘটিতে লাগিল। অর্জ্জুনের এক এক বাণে কাম্বোজ, যবন ও শকদেশ সমুদ্ভূত অনেকানেক অশ্ব নিহত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবর হওয়াতে সমুদায়ই লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ সময় অশ্ব সারথি বিহীন রথী, আরোহি শূন্য অশ্ব, মহামাত্রহীন হস্তী ও হস্তিবিহীন মহামাত্রগণ পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হইলে ঘোরতর জনক্ষয় হইয়া উঠিল।

এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণের পক্ষ ও প্রপক্ষ বিনষ্ট করিলে মহাবীর অশ্বত্থামা সুবর্ণ ভূষিত কোদণ্ড বিধূনিত করত সূর্য্যের করজাল সদৃশ ঘোরতর শরজাল গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় সত্বর অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ সেই মহাবীরের অনবরত নিক্ষিপ্ত উগ্রতর শরনিকরে সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা হৃষীকেশকে রথোপরি অবস্থিত সন্দর্শন করিয়া পুনরায় প্রচণ্ড শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন রথস্থিত কেশব ও ধনঞ্জয় উভয়েই সেই শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। ঐ সময় প্রবলপ্রতাপ দ্রোণতনয় তীক্ষ্ণ শরনিকরে জগতের রক্ষক কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে নিশ্চেষ্ট করিলে কি স্থাবর কি জঙ্গম সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। সিদ্ধ ও চারণগণ জগতের হিত চিন্তা করত চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত হইলেন। হে মহারাজ! সেই যুদ্ধে অশ্বত্থামা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া যে রূপ পরাক্রম প্রকাশ করিলেন, ইতিপূর্ব্বে কখনই আমার সে রূপ পরাক্রম নয়নগোচর হয় নাই। ঐ সময় সিংহগর্জ্জনের ন্যায় দ্রোণপুত্রের অরাতিবিত্রাসক কার্ম্মুকশব্দ বারংবার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তাঁহার শরাসনজ্যা মেঘমধ্যস্থিত সৌদামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন তাদৃশ দৃঢ়হস্ত ও ক্ষিপ্রকারী হইয়াও তৎকালে অশ্বত্থামারে অবলোকন পূর্ব্বক নিতান্ত মুগ্ধের ন্যায় আপনার পরাক্রম নিহত বোধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অশ্বত্থামার মুখমণ্ডল ও কলেবর অতি দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ও আচার্য্যপুত্রের এই রূপ ভীষণ সংগ্রামে অশ্বত্থামা অধিকবল ও ধনঞ্জয় ন্যূনবল হইলে মহাত্মা হৃষীকেশ সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোষকষায়িত লোচনে দগ্ধ করতই যেন বারংবার অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনের উপর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং প্রণয় বাক্যে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভ্রাত! আজি দ্রোণপুত্র তোমারে অতিক্রম করাতে আমি নিতান্ত আশ্চার্য্যান্বিত হইয়াছি। আজি কি তোমার বলবীর্য্য অবসন্ন হইয়াছে?

তোমার হস্তে বা রথে কি গাণ্ডীব শরাসন বিদ্যমান নাই? তোমার মুষ্টি ও বাহুদ্বয়ের কি কোন আঘাত হইয়াছে? আজি কি নিমিত্ত দ্রোণতনয়কে উদ্দৃষ্ট দেখিতেছি? হে ধনঞ্জয়! গুরুপুত্র বোধে উহাঁরে উপেক্ষা করিও না। ইহা উপেক্ষার সময় নহে।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এই রূপ কহিলে মহাবীর ধনঞ্জয় চতুর্দ্দশ ভল্ল গ্রহণ পুর্ব্বক সত্বরে দ্রোণতনয়ের ধ্বজ, ছত্র, পতাকা, রথ, শক্তি, গদা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সত্বরে তাঁহার জত্রুদেশে দৃঢ়রূপে বৎসদন্ত শরনিকর প্রহার করিলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র সেই আঘাতেই মূর্চ্ছিত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন তাঁহার সারথি তাঁহারে শরপীড়িত ও বিসংজ্ঞ অবলোকন করিয়া পরিত্রাণার্থ রথ লইয়া অপসৃত হইল। ঐ অবসরে শত্রুতাপন ধনঞ্জয় মহাবীর দুর্য্যোধনের সমক্ষেই আপনার অসংখ্য সৈন্যগণকে বিনাশ করিলেন। হে মহারাজ! আপনার কুমন্ত্রণাতেই তৎকালে এই রূপ কৌরব সৈন্যগণের ঘোরতর বিনাশ উপস্থিত হইল। ঐ সময় ক্ষণকাল মধ্যেই মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তকগণকে, বৃকোদর কৌরবগণকে এবং কর্ণ পাঞ্চালগণকে বিমর্দ্দিত করিলেন। এই রূপে বীরজনক্ষয় কারক ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সমরাঙ্গনে চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। তৎকালে রাজা যুধিষ্ঠির সমরবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া সমরস্থল হইতে এক ক্রোশ দূরে গমন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর দুর্য্যোধন কর্ণ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া মদ্ররাজ শল্য ও অন্যান্য মহারথগণকে লক্ষ্য করিয়া সূতপুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কর্ণ! আত্মসদৃশ বলবিক্রমশালী ব্যক্তিদিগের সহিত সংগ্রাম ক্ষত্রিয়দিগের প্রার্থনীয়; এ ক্ষণে তাহা উপস্থিত হইয়াছে। এই রূপ সমর ক্ষত্রিয়দিগের সুখজনক, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে উহাদিগের স্বর্গদ্বার স্বেচ্ছাক্রমে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। অতএব এ ক্ষণে শূরগণ হয় সমরে পাণ্ডবগণকে নিপাতিত করিয়া বিশাল পৃথিবী প্রাপ্ত হউন অথবা অরাতিহস্তে নিহত হইয়া বীরলোকে গমন করুন।

হে মহারাজ! ক্ষত্রিয়গণ দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইয়া সিংহনাদ ও বিবিধ বাদিত্র নিস্বন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কৌরব পক্ষীয় যোধগণকে আহ্লাদিত করত কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ! আমার পিতা সমুদায় সৈন্যগণের ও তোমাদিগের সমক্ষে শস্ত্র পরিত্যাগ পুর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আমি সেই ক্রোধে ও মিত্রের হিত সাধনার্থ তোমাদিগের নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত না করিয়া কদাচ বর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। যদি আমার এ প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে আমার স্বর্গলাভ হইবে না। অদ্য কি অর্জ্জুন, কি ভীমসেন, যে ব্যক্তি সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিবে, আমি শরনিকরে তাহারেই নিহত করিব।

মহাবীর অশ্বত্থামা এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিলে সমুদায় কৌরব সেনা মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ও পাণ্ডবগণ কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর উভয় পক্ষীয় রথীদিগের মহাপ্রলয় কল্প অতিভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তখন দেবগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ অপস-

রাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সেই নরবীরগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। অপ্সরারা আহ্লাদিত চিত্তে বিবিধ দিব্য মাল্য গন্ধ ও রত্ন দ্বারা স্বকর্ম্মনিরত নরবীরগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। গন্ধবহ সেই সুগন্ধ লইয়া সমস্ত যোধগণকে আমোদিত করিতে লাগিল। যোধগণ সুগন্ধি সমীরণ সংস্পর্শে সমাহ্লাদিত হইয়া পরস্পর আঘাত করত ধরণীতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ভূমণ্ডল, দিব্য মাল্য, সুবর্ণপুঙ্খ বিচিত্র নিশিত শরনিকর ও যোধগণে সমাকীর্ণ হইয়া তারকাচ্ছন্ন বিচিত্র নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন দেবগন্ধর্ব্ব প্রভৃতি অন্তরীক্ষচারিগণ সাধুবাদ দ্বারা সেই জ্যানির্ঘোষ, নেমিনিস্বন ও সিংহনাদ সমাকীর্ণ সংগ্রামস্থলকে অধিকতর সমাকুল করিতে লাগিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন, কর্ণ ও ভীমসেন রোষান্বিত হইলে মহীপালগণের এই রূপ মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় দ্রোণপুত্রকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যান্য মহারথগণকে পরাজয় করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, পাণ্ডব সেনা পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মহাবীর কর্ণও আমাদের পক্ষীয় মহারথগণকে নিপীড়িত করিতেছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বা তাঁহার ধ্বজদণ্ড আমার নেত্রগোচর হইতেছে না। দিবসের দুই ভাগ গত হইয়াছে, এক ভাগমাত্র অবশিষ্ট আছে। বিশেষত এ ক্ষণে কৌরব পক্ষীয় বীরগণের মধ্যে কেহই আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতেছে না। অতএব তুমি এই সময় আমার প্রিয় সাধনের নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে যাত্রা কর। আমি ধর্ম্মরাজকে কুশলী দেখিয়া পুনরায় শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। বাসুদেব ধনঞ্জয় বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মরাজ সমীপে রথ চালন করিলেন।

ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির ও মহারথ সৃঞ্জয়গণ প্রাণপণে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহাত্মা বাসুদেব সেই সংগ্রাম ভূমিতে অসংখ্য বীরকে নিহত অবলোকন করিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, দুর্য্যোধনের দুর্নীতি নিবন্ধন পৃথিবীস্থ অসংখ্য ভূপতি নিহত হইয়াছেন। হতজীবিত বীরগণের সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন, মহামূল্য তূণীর, সুবর্ণপুঙ্খ আনতপর্ব্ব শর, নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত পন্নগ সদৃশ তৈলধৌত নারাচ, হস্তিদন্ত নির্ম্মিত মুষ্টিযুক্ত হেম খচিত খড়্গ, হেমভূষিত চর্ম্ম, সুবর্ণ বিকৃত প্রাস, কনক ভূষণ শক্তি, স্বর্ণপট্টে বদ্ধ বিপুল গদা, কাঞ্চনময়ী যষ্টি, হেমভূষিত পট্টিশ, কনকদণ্ডযুক্ত পরশু, লৌহময় কুন্ত, ভীষণ মুষল, বিচিত্র শতঘ্নী, বিপুল পরিঘ এবং চক্র ও তোমর ইতস্তত বিকীর্ণ রহিয়াছে। বিজয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক নিহত হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। ঐ দেখ, সহস্র সহস্র যোধ গদা প্রহারে চূর্ণ কলেবর, মুষলাঘাতে ভিন্ন মস্তক, এবং হস্তী অশ্ব ও রথ দ্বারা মথিত হইয়াছেন। রণভূমি বিবিধ শর, শক্তি, ঋষ্টি, পট্টিশ, লৌহনির্ম্মিত পরিঘ, কুন্ত, পরশু ও অশ্বগণের খুরের আঘাতে ছিন্নভিন্ন শোণিতাক্ত মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের শরীর এবং বীরগণের হেমভূষিত কেয়ূরান্বিত সতলত্র চন্দন চর্চ্চিত ছিন্ন বাহু, অঙ্গুলিত্র সম্বলিত অলঙ্কৃত ভুজাগ্র, করিশুণ্ডোপম উরু ও চূড়ামণি বিভূষিত কুণ্ডলান্বিত মস্তক সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ শোণিতদিগ্ধ কবন্ধগণ চতুর্দ্দিকে সমুত্থিত হওয়াতে সমর ভূমি শাস্তন্বাল

হুতাশনে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ দেখ, কিঙ্কিণীজালজড়িত বহুধা ভগ্ন অসংখ্য রথ, শরাহত বিনির্গতাস্ত্র অশ্ব, অনুকর্ষ, তূণীর, পতাকা, বিবিধ ধ্বজ, রথিগণের মহাশঙ্খ, পাণ্ডুবর্ণ চামর, পর্ব্বতাকার নিষ্কাশিতজিহ্ব মাতঙ্গ, বিচিত্র পতাকা শোভিত নিহত অশ্ব, গজবাজিগণের পৃষ্ঠস্থ বিচিত্র চিত্রকম্বল, সুবর্ণমণ্ডিত রথাঙ্কুশ, পতিত মাতঙ্গগণের শরীরাঘাতে বহুধা ভগ্ন ঘণ্টা, বৈদূর্য্যদণ্ড, অঙ্কুশ, অশ্বারোহিগণের ভুজাগ্রবদ্ধ সুবর্ণ বিকৃত কশা, বিচিত্র মণিখচিত সুবর্ণ সমলঙ্কৃত রঙ্কু চর্ম্ম নির্ম্মিত অশ্বাস্তরণ, নরেন্দ্রগণের চূড়ামণি, বিচিত্র কাঞ্চনমালা, ছত্র ও ব্যজন সকল চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। বীরগণের চন্দ্রনক্ষত্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল চারু কুণ্ডলমণ্ডিত শ্মশ্রুযুক্ত বদনমণ্ডল দ্বারা বসুধা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, অনেকে দৃঢ়তর সমাহত ও নিপতিত হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতেছে এবং উহাদের জ্ঞাতিবর্গ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করত উহাদিগের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। ক্রোধপরতন্ত্র বিজয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ জীবিত হীন যোধগণকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া অন্যান্য বীরগণের সহিত সংগ্রামার্থ গমন করিতেছে। সমর সমাহত শয়ান জ্ঞাতিগণ জল প্রার্থনা করাতে অনেকে সলিলানয়নার্থে সত্বরে গমন করিতেছে। অনেকে বান্ধবদিগের নিমিত্ত জল আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে বিচেতন দেখিয়া জল পরিত্যাগ পূর্ব্বক চীৎকার করত ধাবমান হইতেছে। কেহ কেহ জল পান করিয়া ও কেহ কেহ জলপান করিতে করিতেই প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। বান্ধবপ্রিয় বীরগণ সেই প্রিয় বান্ধবগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামার্থ ধাবমান হইতেছে এবং অন্যান্য যোধগণ অধরৌষ্ঠ দংশন ও ভ্রুকুটী বন্ধন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ দর্শন করিতেছে। হে মহারাজ! বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই রূপ কহিতে কহিতে যুধিষ্ঠিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়ও ধর্ম্মরাজের দর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া কৃষ্ণকে বারংবার ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পাণ্ডব! ঐ দেখ, কৌরব পক্ষীয় পার্থিবগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইতেছে। রণস্থলে কর্ণ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন সমরে ধাবমান হইতেছেন। পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণের অগ্রসর যোদ্ধা ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ বীরগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছে। পাণ্ডব সৈন্যগণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া কৌরব সৈন্যগণকে নিপীড়িত করাতে তাহারা পলায়নে প্রবৃত্ত হইতেছে। মহাবীর কর্ণ পলায়ন পরায়ণ কৌরব সৈন্যগণকে অবরোধ করিতেছে। ঐ দেখ, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা কালান্তক যমের ন্যায় সংগ্রামে গমন করিতেছেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়াছে এবং সৃঞ্জয়গণ সংগ্রামে নিহত হইতেছে।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এই রূপে অর্জ্জুনকে সমুদায় সংগ্রাম বিবরণ কহিলেন। অনন্তর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় সৈনিকগণ প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। হে রাজন্! কেবল আপনার কুমন্ত্রণাতেই তৎকালে উভয় পক্ষের এই রূপ ক্ষয় উপস্থিত হইল।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডব ও সূতপুত্র প্রমুখ কৌরবগণ নির্ভয়ে পুনরায় সংগ্রামার্থ পরস্পর সমাগত হই-

লেন। তখন পাণ্ডবগণের সহিত কর্ণের যমরাজ্য বিবর্দ্ধন অতি ভীষণ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। সেই তুমুল যুদ্ধে শোণিতস্রোত প্রবাহিত ও সংশপ্তকগণ অল্পমাত্র অবশিষ্ট হইলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ পাণ্ডবগণ অন্যান্য ভূপালবর্গ সমভিব্যাহারে সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ কর্ণ সেই সমস্ত বিজয়াভিলাষী প্রহৃষ্টচিত্ত বীরগণকে আগমন করিতে দেখিয়া পর্ব্বত যেমন জল প্রবাহকে অবরোধ করে, তদ্রূপ একাকীই তাঁহাদিগের গতি রোধ করিলেন। তখন জলস্রোত যেমন অচলে সংলগ্ন হইয়া ইতস্তত প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ সেই মহারথগণ সূতপুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। অনন্তর সেই বীরগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আনতপর্ব্ব শর দ্বারা কর্ণকে প্রহার করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণও বিজয় নামক উৎকৃষ্ট কার্ম্মুক কম্পিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের আশীবিষোপম শর ও শরাসন ছেদন পূর্ব্বক নয় শরে তাঁহারে তাড়িত করিলেন। সূতপুত্র নির্ম্মুক্ত শরনিকর ধৃষ্টদ্যুম্নের সুবর্ণ মণ্ডিত বর্ম্ম ভেদ পূর্ব্বক শোণিতলিপ্ত হইয়া ইন্দ্রগোপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহারথ দ্রুপদতনয় সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য এক শরাসন ও শরনিকর গ্রহণ করিয়া সন্নতপর্ব্ব সপ্ততি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। সূতপুত্র ও আশীবিষ সদৃশ শরনিকর দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশিত শরজালে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে মহারথ সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রুপদনন্দনের প্রতি এক যমদণ্ড সদৃশ ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি সেই কর্ণনিক্ষিপ্ত ঘোররূপ শর ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তৎক্ষণাৎ উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া যুযুধানকে শরনিকরে নিবারণ করত সাত নারাচে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সাত্যকিও হেমমণ্ডিত সুনিশিত শরজালে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সেই বীর দ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ আশ্চর্য্য যুদ্ধ দর্শন বা শ্রবণ করিলেও অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐ সময় মহাবীর কর্ণ ও সাত্যকির সেই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে সকলেরই কলেবর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

এই অবসরে মহাবীর অশ্বত্থামা শত্রুদমন ধৃষ্টদ্যুম্নের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, রে ব্রহ্মঘাতক! তুই ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান কর, আজি জীবিতাবস্থায় কদাচ আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবি না। মহাবীর দ্রোণতনয় এই বলিয়া প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রযত্ন সহকারে ক্ষিপ্রহস্তে সুনিশিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। পূর্ব্বে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে সন্দর্শন পূর্ব্বক উঁহারে যেমন আপনার মৃত্যু স্বরূপ জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এ ক্ষণে মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামারে স্বীয় মৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালান্তক যম সদৃশ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনারে সংগ্রামে শস্ত্রের অবধ্য বিবেচনা করিয়া মহাবেগে অন্তকপ্রতিম অশ্বত্থামার অভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথ অশ্বত্থামাও ক্রোধভরে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীর দ্বয় পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর প্রবল প্রতাপ-

শালী মহাবীর অশ্বত্থামা সন্নিহিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পাঞ্চালাপসদ! আজি আমি তোমারে নিশ্চয়ই যমালয়ে প্রেরণ করিব। পূর্ব্বে তুমি আমার পিতারে সংহার করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছ, অদ্য সেই পাপ তোমারে সাতিশয় সন্তপ্ত করিবে। রে মূঢ়! যদি তুমি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত না হইয়া রণস্থলে অবস্থান কর, অথবা সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নপরায়ণ না হও, তাহা হইলে অবশ্যই তোমারে সংহার করিব। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দ্রোণাত্মজ! আমার যে অসিদণ্ড তোমার সমরলালস পিতার বাক্যে উত্তর প্রদান করিয়াছিল, এ ক্ষণে সেই খড়্গই তোমারও এই বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। আমি যখন ব্রাহ্মণাধম দ্রোণকে বিনাশ করিয়াছি, তখন কি নিমিত্ত বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তোমারে নিহত না করিব? পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বলিয়া অশ্বত্থামারে সুনিশিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরজালে ধৃষ্টদ্যুম্নের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও যোধগণ সেই দ্রোণপুত্র নির্ম্মুক্ত শরনিকর প্রভাবে এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও সূতপুত্রের সমক্ষে অশ্বত্থামারে শরনিকরে তিরোহিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ একাকীই পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, যুধামন্যু ও সাত্যকিরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শরদ্বারা অশ্বত্থামার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা অবিলম্বে সেই ছিন্নকার্ম্মুক পরিত্যাগ ও অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক আশীবিষোপম শরনিকর বর্ষণ করত নিমেষ মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নের শক্তি, শরাসন, গদা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও রথ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই রূপে ছিন্নকার্ম্মুক, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রুপদতনয় সেই ভগ্নরথ হইতে অবতীর্ণ না হইতে হইতেই ভল্ল দ্বারা তাঁহার অসিদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; তদ্দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইল।

হে মহারাজ! এই রূপে দ্রুপদনন্দনের রথ ভগ্ন, অশ্ব নিহত, শরাসন ও খড়্গ ছিন্ন এবং শরাঘাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইলেও অশ্বত্থামা কোন ক্রমেই সায়ক দ্বারা তাঁহারে নিহত করিতে সমর্থ হইলেন না। দ্রোণপুত্র যখন দেখিলেন যে, অস্ত্র দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, তখন তিনি কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভুজগ গ্রহণলোলুপ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে দ্রুপদতনয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! ঐ দেখ, অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। অতএব এ ক্ষণে তুমি সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় দ্রোণপুত্রের নিকট হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে মোচন কর। নচেৎ অশ্বত্থামা অবশ্যই উহাঁরে সংহার করিবে। মহাত্মা বাসুদেব এই বলিয়া অশ্বত্থামার অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রসন্নিভ অশ্বগণ গগনতল পান করতই যেন দ্রোণপুত্রের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণনন্দন বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে দৃঢ়তর যত্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্বত্থামারে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আকর্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীব

নির্ম্মুক্ত সেই সমুদায় শর ধল্মীকান্তর্গামী পন্নগের ন্যায় অশ্বত্থামার দেহে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন প্রবল প্রতাপশালী দ্রোণাত্মজ সেই অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথে আরোহণ ও কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া ধনঞ্জয়কে সায়ক সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ অবসরে মহাবীর সহদেব অরাতি তাপন ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথে আরোপিত করিয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকরে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিলে অশ্বত্থামা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাহু যুগল ও বক্ষস্থলে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয় রোষ পরবশ হইয়া দ্রোণপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় কালদণ্ডের ন্যায় এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অশ্বত্থামার আস্যদেশে নিপতিত হইল। মহারথ দ্রোণনন্দন সেই শরাঘাতে একান্ত বিহ্বল হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ ও বিমোহিত হইলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার সারথি তাঁহারে তৎক্ষণাৎ রণস্থল হইতে অপবাহিত করিল। তখন সতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিজয় শরাসন আকর্ষণ ও ধনঞ্জয়কে বারংবার নিরীক্ষণ করত তাঁহার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার বাসনা করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমোচিত ও দ্রোণাত্মজকে নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। দিব্য বিবিধ বাদিত্র সমুদায় বাদিত হইতে লাগিল। বীরগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! এ ক্ষণে তুমি সংশপ্তকগণের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। উহাদিগকে বিনাশ করাই আমার প্রধান কার্য্য। তখন বাসুদেব সেই মনোমারুতগামী পতাকা পরিশোভিত রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাত্মা হৃষীকেশ ধনঞ্জয়ের রথ চালন করত তাঁহারে কহিলেন, হে পার্থ! ঐ দেখ, কৌরব পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত মহাধনুর্দ্ধরগণ তোমার ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের বিনাশ বাসনায় দ্রুত বেগে উহাঁর অনুগমন করিতেছে। যুদ্ধদুর্ম্মদ অপরিমিত বলশালী পাঞ্চালগণ ধর্ম্মরাজের রক্ষার্থ ক্রোধভরে উহাঁর পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে। কবচধারী রাজা দুর্য্যোধনও রথারোহণ পূর্ব্বক আশীবিষ সদৃশ যুদ্ধ বিশারদ ভ্রাতৃগণের সহিত সর্ব্বলোকাধিপতি যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতেছে। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণও ধর্ম্মরাজের নিধন কামনায় রত্ন গ্রহণে ধাবমান অর্থলোলুপের ন্যায় উহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, অনল ও পুরন্দর যেমন অমৃত হরণোদ্যত দৈত্যগণকে রোধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর সাত্যকি ও ভীমসেন ধর্ম্মরাজের অভিমুখে গমনোদ্যত কৌরব সৈন্যগণের গতি রোধ করিতেছেন; কিন্তু মহারথগণের সংখ্যা অধিক হওয়াতে উহারা শঙ্খ বাদন, শরাসন বিঘূর্ণন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করত ঐ বীর দ্বয়কে অতিক্রম করিয়া সমুদ্র গমনোদ্যত বর্ষাকালীন জলরাশির ন্যায় যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিতেছে। এ ক্ষণে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের আয়ত্ত হওয়াতে উহাঁরে কালগ্রাসে পতিত ও হুতাশনে আহুত বলিয়া বোধ হইতেছে। এ ক্ষণে দুর্য্যোধনের যেরূপ কৌরব সৈন্য অবলোকন করিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, দেবরাজ ইন্দ্রও উহার

নিকট হইতে মুক্তি লাভে সমর্থ নহেন। হে পার্থ! ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় তেজস্বী শরধারাবর্ষী ক্ষিপ্রহস্ত মহাবীর দুর্য্যোধনের শরবেগ সহ্য করা কাহার সাধ্য? মহাবীর দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কর্ণ ইহাঁদিগের এক এক জনের বাণবেগে পর্ব্বতও বিশীর্ণ হইয়া যায়। হে ধনঞ্জয়! যুদ্ধবিশারদ শত্রুতাপন যুধিষ্ঠির অদ্য এক বার কর্ণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছেন। ফলত সূতপুত্র মহাবল পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠকে পীড়ন করিতে পারে, সন্দেহ নাই। মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য মহারথেরাও তাঁহারে প্রহার করিয়াছে। উপবাসব্রতধারী ভরতসত্তম ধর্ম্মরাজ নিয়ত ক্ষমাগুণে ভূষিত; ক্ষত্রিয় জনোচিত নিষ্ঠুরাচরণে সমর্থ নহেন। উনি কর্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হওয়াতে উহাঁর জীবন নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! যখন অমর্ষপরায়ণ ভীমসেন বারংবার কৌরবগণের সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ সহ্য করিতেছেন, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অবশ্যই অমঙ্গল ঘটনা হইয়াছে। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে নিহত কর বলিয়া কৌরবগণকে প্রেরণ করিতেছে। মহারথগণ স্থূণাকর্ণ, ইন্দ্রজাল, পাশুপতাস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্রজালে রাজারে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যখন ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ জলনিমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধার বাসনায় ধাবমান বলবান ব্যক্তিদিগের ন্যায় সত্বরে ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই তিনি অরাতিশরে নিতান্ত ব্যথিত ও অবসন্ন হইয়াছেন। উহাঁর রথকেতু আর নয়নগোচর হয় না; উহা নিঃসন্দেহ কর্ণের শরে ছিন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, মাতঙ্গ যেমন নলিনীবনকে বিদলিত করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, শতানীক এবং পাঞ্চাল ও চেদিগণের সমক্ষেই পাণ্ডব সেনা বিনাশ করিতেছে। হে পাণ্ডুনন্দন! ঐ দেখ, তোমাদিগের মহারথগণ রথ লইয়া কিরূপে ধাবমান হইয়াছে। মাতঙ্গগণ কর্ণের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করত দশ দিকে পলায়ন করিতেছে এবং সূতপুত্রের হস্তিকক্ষা কেতু ইতস্তত সঞ্চারিত হইতেছে। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ শত শত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পাণ্ডব সেনাগণকে বিনাশ করত ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়াছে। পাঞ্চালগণ কর্ণশরে বিদ্রাবিত হইয়া পুরন্দর বিদলিত দৈত্যগণের ন্যায় চারি দিকে পলায়ন করিতেছে। এ ক্ষণে মহাবীর কর্ণ পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে পরাজিত করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করাতে বোধ হইতেছে যে, ঐ বীর তোমারে অন্বেষণ করিতেছে। মহাবীর সূতনন্দন এ ক্ষণে কার্ম্মুক বিষ্ফারিত করত শত্রুজয়ে পরমাহ্লাদিত সুরগণ পরিবেষ্টিত পুরন্দরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ, কৌরবগণ রাধেয়ের বিক্রম দর্শনে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে বিত্রাসিত করিতেছে। মহাবীর কর্ণ আমাদিগের সৈন্যগণের মনে ভয় সঞ্চারিত করিয়া কৌরব সৈন্যদিগকে কহিতেছে, হে বীরগণ! তোমরা শীঘ্র ধাবমান হও; তোমাদিগের মঙ্গল হউক; যেন সৃঞ্জয়গণ জীবিত সত্ত্বে তোমাদের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারে; আমরাও তোমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছি। হে পার্থ! সূতপুত্র এই বলিয়া শর বর্ষণ পূর্ব্বক সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে। ঐ দেখ, চন্দ্রোদয়ে উদয়াচল যেরূপ শোভিত হয়, আজি মহাবীর কর্ণ শত শলাকা যুক্ত শ্বেত ছত্র দ্বারা তদ্রূপ শোভমান হইয়াছে। ঐ বীর

শরাসন বিকম্পিত করিয়া আশীবিষ সদৃশ শরনিকর নিক্ষেপ করত তোমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, এ ক্ষণে নিশ্চয়ই এই দিকে আগমন করিবে। হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, সূতপুত্র তোমার বানরধ্বজ অবলোকনে তোমার সহিত সংগ্রামে অভিলাষী হইয়া হুতাশনে পতনোন্মুখ শলভের ন্যায় তোমার অভিমুখে আগমন করিতেছে। ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধন কর্ণকে একাকী দেখিয়া উহারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বীয় রথসৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছে। এ ক্ষণে তুমি রাজ্য, যশ ও সুখ লাভার্থী হইয়া যত্ন পূর্ব্বক উহাদিগের সহিত দুরাত্মা সূত-পুত্রকে বিনাশ কর। হে অর্জ্জুন! তুমি ও কর্ণ দেবদানবের ন্যায় অকাতরে সমরে প্রবৃত্ত হইলে ক্রোধপরায়ণ দুর্য্যোধন তো-মাদের দুই জনকে ক্রুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া কিছুই করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি এই সময়ে আপনার পবিত্রতা ও যুধিষ্ঠিরের প্রতি সূতপুত্রের ক্রোধ অনুধাবন করিয়া এক্ষণকার সমুচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহারথ কর্ণের প্রতি গমন কর। ঐ দেখ, পাঁচ শত মহাবল পরাক্রান্ত রথী, পাঁচ সহস্র হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব এবং প্রযুত পদাতি একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরকে রক্ষা করত তোমার প্রতি ধাব-মান হইতেছে। অতএব তুমি স্বয়ং মহা-বেগে মহাধনুর্দ্ধর সূতপুত্রের সমীপে সমুপ-স্থিত হও। ঐ দেখ, কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইয়াছে। উহার রথকেতু ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে লক্ষিত হইতেছে।

হে ধনঞ্জয়! এ ক্ষণে তোমারে এক মঙ্গল সংবাদ প্রদান করিতেছি। ঐ দেখ, ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির নিরাপদে অব-স্থিতি করিতেছেন। মহাবীর ভীমসেনও সাত্যকি ও সৃঞ্জয়সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সেনামুখে অবস্থিত রহিয়াছেন। ঐ দেখ, মহাবীর ভীমসেন ও মহাত্মা পাঞ্চালগণ নিশিত শরনিকরে কৌরবগণকে বিনাশ করিতেছেন। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ ভীম শরে নিপীড়িত ও রুধিরোক্ষিত হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান হইতেছে। শস্য-হীন বসুন্ধরার ন্যায় উহাদের আকার এ ক্ষণে নিতান্ত বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রে ভূষিত পতাকা ও ছত্র সকল ইতস্তত বিকীর্ণ হইতেছে। সুবর্ণ, রজত নির্ম্মিত তেজঃসম্পন্ন অসংখ্য কেতু এবং হস্তী ও অশ্ব সমুদায় চারি দিকে নিপ-তিত রহিয়াছে। রথিগণ পাঞ্চালদিগের বিবিধ বাণে নিহত হইয়া রথ হইতে নিপ-তিত হইতেছে। পাঞ্চালগণ কৌরব পক্ষীয় আরোহি বিহীন হস্তী, অশ্ব ও রথ সমু-দায়ের অভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হই-তেছে এবং ভীমসেনের সাহায্যে প্রাণপণে শত্রুবল বিমর্দ্দিত করিয়া সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতেছে। হে ধনঞ্জয়! এ ক্ষণে পাঞ্চালদিগের ক্ষমতা অবলোকন কর; উহারা নিরায়ুধ হইয়াও শত্রুপক্ষের অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সেই অস্ত্র দ্বারাই উহাদিগকে বিনাশ করিতেছে। ঐ দেখ, অরাতিগণের মস্তক ও বাহু সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতেছে। পাঞ্চাল পক্ষীয় গজারোহী, অশ্বা-রোহী ও রথারোহী বীরগণ সকলেই প্রশং-সনীয়। হংসাবলি যেমন মানস সরোবর হইতে ভাগীরথীতে উপস্থিত হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ মহাবেগে ধৃতরাষ্ট্র সৈন্য মধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ, বৃষভগণ যে-মন বৃষভদিগের নিবারণার্থে পরাক্রম প্র-কাশ করে, তদ্রূপ কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ পাঞ্চালদিগের নিবারণের নিমিত্ত বিক্রম প্রদর্শন করিতেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ ভীমাস্ত্রে মর্দ্দিত কৌরব পক্ষীয় সহস্র সহস্র

মহারথ নিহত করিতেছে। ঐ দেখ, অরাতিগণ পাঞ্চালদিগকে অভিভূত করাতে মহাবীর বৃকোদর নির্ভীক চিত্তে শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পুর্ব্বক শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কৌরব সৈন্যগণের অধিকাংশই অবসন্ন হইয়াছে। রথিগণ ভয়ে পলায়ন করিতেছে। ঐ দেখ, কতগুলি হস্তী ভীমের নারাচে বিদীর্ণ কলেবর হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতচূড়ার ন্যায় ভূতলে নিপতিত এবং কোন কোনটা সন্নত পর্ব্ব শরে বিদ্ধ হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করত ধাবমান হইতেছে। ঐ মহাবীর ভীমসেন অরাতি পরাজয়ে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ভীষণ সিংহনাদ করিতেছেন। ঐ দেখ, এক জন গজারোহী গর্জ্জন করত দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় তোমর হস্তে করিয়া ভীমের বিনাশ বাসনায় আগমন করিতেছিল; মহাবীর ভীমসেন সূর্য্য ও অগ্নি সদৃশ সুতীক্ষ্ণ দশ নারাচে উহার ভুজদ্বয় ছেদন পূর্ব্বক উহারে বিনাশ করিয়া শক্তি ও তোমর সমূহ দ্বারা মহামাত্র সমধিষ্ঠিত নীলাম্বুদ সন্নিভ অন্যান্য হস্তিগণের বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ দেখ, তিনি নিশিত শরনিকরে একবারে সাত সাত মাতঙ্গ নিহত করত ধ্বজ পতাকা সকল ছিন্ন করিয়া দশ দশ বাণে এক এক হস্তী নিপাতিত করিতেছেন। হে ধনঞ্জয়! এ ক্ষণে পুরন্দর সদৃশ মহাবীর বৃকোদর ক্রুদ্ধ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াতে কৌরব সৈন্যের সিংহনাদ আর শ্রুতিগোচর হইতেছে না। দুর্য্যোধনের তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য ভীমসেনের সম্মুখে সমাগত হইয়াছিল; বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাদের সকলকেই নিবারণ করিয়াছেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন ভীমসেনের সেই সুদুষ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া নিশিত শরনিকরে অবশিষ্ট সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনের শরে নিহন্যমান হইয়া সমর পরিত্যাগ পুর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং অনেকে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া শোকশূন্য হইল। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে কৌরবগণের বলনিহত করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীমসেন ও যুধিষ্ঠির সমরে প্রবৃত্ত এবং আমাদের সৈন্যগণ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক বারংবার নিপীড়িত হইয়া নিরানন্দ ও পলায়ন পরায়ণ হইলে কৌরবগণ কি করিল, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রতাপান্বিত সূতনন্দন মহাবাহু বৃকোদরকে নিরীক্ষণ করিয়া রোষকষায়িত নয়নে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ভীমসেনের শরে পরাঙ্মুখ দেখিয়া যথোচিত যত্ন সহকারে তাহাদিগকে সন্নিবেশিত করিয়া পাণ্ডবগণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ স্ব স্ব শরাসন বিকম্পন ও বিশিখজাল বর্ষণ পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, জনমেজয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও প্রভদ্রকগণ কোপাবিষ্ট হইয়া বিজয় লাভার্থ চতুর্দ্দিক হইতে কৌরব সেনাগণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় মহারথগণও জিঘাংসাপরতন্ত্র হইয়া সত্বরে পাণ্ডব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই অসংখ্য ধ্বজসমাকীর্ণ চতুরঙ্গ বল অদ্ভুত রূপে লক্ষিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর শিখণ্ডী কর্ণের, ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্যপরিবৃত দুঃশাসনের, নকুল বৃষ-

সেনের, যুধিষ্ঠির চিত্রসেনের, সহদেব উলূকের, সাত্যকি শকুনির, মহারথ দ্রৌপদীপুত্র অর্জ্জুনের, কৃপাচার্য্য মহাধনুর্দ্ধর যুধামন্যুর, কৃতবর্ম্মা উত্তমৌজার এবং দ্রৌপদীতনয়গণ অন্যান্য কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবাহু ভীমসেন একাকীই অসংখ্য সৈন্য পরিবৃত আপনার পুত্রগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীষ্মহন্তা মহাবীর শিখণ্ডী সমরচারী নির্ভয়চিত্ত কর্ণকে শরনিকরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সূতপুত্র শিখণ্ডীর শরে সমাহত ও ক্রোধপ্রস্ফুরিতাধর হইয়া তিন বাণে তাঁহার ললাট বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী সেই বাণ ললাটদেশে ধারণ পূর্ব্বক ত্রিশৃঙ্গ রজত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি ক্রোধভরে নিশিত নবতি শরে কর্ণকে নিপীড়িত করিলে, মহারথ সূতপুত্র তাঁহার অশ্ব বিনাশ ও তিন বাণে সারথিরে সংহার পূর্ব্বক ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শত্রুতাপন মহারথ শিখণ্ডী সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে কর্ণের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ শরনিকরে সেই শক্তি ছেদন করিয়া নিশিত নয় বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী কর্ণ শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার শরপতনপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়বিহ্বল চিত্তে পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ, বলবান্ বায়ু যেমন তূলরাশি পাতিত করে, তদ্রূপ পাণ্ডব সৈন্য নিপাতিত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসন কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া তিন বাণে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলে দুঃশাসন সুবর্ণপুঙ্খ আনতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনের শরে বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি এক ঘোরতর শর পরিত্যাগ করিলেন। দুঃশাসন সেই ভীষণ শর মহাবেগে সমাগত হইতেছে দেখিয়া তিন বাণে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি কনকভূষণ সপ্তদশ ভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নের বাহু দ্বয় ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলে দ্রুপদনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর দুঃশাসন হাস্যমুখে সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্নের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন যাবতীয় বীর পুরুষ এবং অপ্সরা ও সিদ্ধগণ আপনার পুত্র মহাত্মা দুঃশাসনের পরাক্রম দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এই রূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সিংহসংরুদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় দুঃশাসন কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে আমরা আর তাঁহারে দেখিতে পাইলাম না। পাঞ্চালগণ আপনাদিগের সেনাপতিরে অবরুদ্ধ অবলোকন করিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থে হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায়ে সমবেত হইয়া দুঃশাসনকে অবরোধ করিলেন। তখন উভয় পক্ষে সর্ব্বজন ভীষণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

এ দিকে বৃষসেন পিতৃ সমীপে অবস্থান পূর্ব্বক নকুলকে প্রথমত লৌহনির্ম্মিত পাঁচ বাণে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর নকুলও হাস্যমুখে সুতীক্ষ্ণ নারাচে বৃষসেনের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। শত্রুনিসূদন বৃষসেন এই রূপে নকুল শরে সমাহত হইয়া তাঁহারে বিংশতি বাণে পীড়িত করিলে মাদ্রীতনয়ও তাঁহারে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই বীর দ্বয় সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অন্যান্য সৈন্যগণ সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর

কর্ণ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া তাহাদিগের অনুসরণ করত বল পূর্ব্বক নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর নকুল কৌরবগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। বৃষসেনও নকুলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ণের চক্র রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় প্রতাপশালী সহদেব রোষাবিষ্ট উলূককে নিবারণ করিয়া তাঁহার চারি অশ্ব ও সারথিরে নিপাতিত করিলেন। তখন উলূক অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক ত্রিগর্ত্তগণের সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

মহাবীর সাত্যকি নিশিত বিংশতি শরে শকুনিরে বিদ্ধ করিয়া হাস্যমুখে ভল্ল দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সুবলনন্দনও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাত্যকির কবচ বিদারণ পূর্ব্বক তাঁহার সুবর্ণময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর যুযুধান তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকরে শকুনিরে বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথিরে নিপীড়িত ও শরনিকরে অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তখন শকুনি সহসা রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক মহাত্মা উলূকের রথে আরোহণ করিয়া সাত্যকির সমীপ হইতে পলায়ন করিলেন। তখন সাত্যকি মহাবেগে কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরব পক্ষীয় সৈনিকগণ যুযুধান শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়িত ও নির্জ্জীবের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল।

ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন সমরে ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন বৃকোদর ক্রোধান্বিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার রথ, ধ্বজ, অশ্ব ও সারথিরে ধ্বংস করিলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডব সৈন্যগণ পরম পরিতুষ্ট হইল। কুরুরাজও ভীত হইয়া ভীমসেনের নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। তখন কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ ভীমসেনের বিনাশ কামনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিল।

এ দিকে মহাবীর যুধামন্যু কৃপকে বিদ্ধ করত তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন শস্ত্রধরাগ্রগণ্য কৃপাচার্য্য অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক যুধামন্যুর ধ্বজ, ছত্র ও সারথিরে ভূতলে পাতিত করিলেন। মহারথ যুধামন্যু তদ্দর্শনে ভীত হইয়া স্বয়ং রথ চালন পূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঐ সময় মহাবীর উত্তমৌজা জলধর যেমন জলধারায় ভূধরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ ভীমপরাক্রম কৃতবর্ম্মারে সহসা শরনিকরে আচ্ছাদিত করিলেন। তখন সেই বীর দ্বয়ের অতি ভীষণ অপূর্ব্ব তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অনন্তর কৃতবর্ম্মা সহসা উত্তমৌজার হৃদয় বিদ্ধ করিলে তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথে উপবেশন করিলেন। সারথি তদ্দর্শনে রথ লইয়া পলায়ন করিল।

অনন্তর সমুদায় কৌরব সৈন্য ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। দুঃশাসন ও শকুনি গজসৈন্য দ্বারা বৃকোদরকে পরিবেষ্টিত করিয়া ক্ষুদ্রক অস্ত্র দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন শরনিকরে রোষান্বিত দুর্য্যোধনকে বিমুখ করিয়া মহাবেগে গজসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাহাদিগকে সহসা সমাগত সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া দিব্য অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবরাজ যেমন বজ্র দ্বারা অসুরগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই করিসৈন্য নিপীড়িত করিলেন। ঐ সময় নভোমণ্ডল

শলভসমাচ্ছন্ন পাবকের ন্যায় ভীম শরে পরিবৃত হইল। অনিল যেরূপ জলদজাল সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ ভীমসেন একত্র সমবেত সহস্র সহস্র মাতঙ্গযূথ বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। সুবর্ণজালজড়িত মণি-মণ্ডিত সৌদামিনী সম্বলিত অম্বুদ সদৃশ মাতঙ্গগণ ভীমসেনের শরে নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোনটা বিদীর্ণহৃদয় হইয়া ভূতলে নিপতিত হওয়াতে পৃথিবীমণ্ডল বিশীর্ণ পর্ব্বত সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রত্ন খচিত গজারোহিগণ ইতস্তত নিপতিত থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন ক্ষীণপুণ্য গ্রহ সমুদায় ভূতলে নিপতিত হইয়াছে।

হে মহারাজ! এই রূপে নাগগণ ভীমসেনের শরনিকরে গণ্ড, শুণ্ড ও কুম্ভ সকল বিদীর্ণ হওয়াতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কোন কোনটা শরবিদ্ধ ও ভয়ার্ত্ত হইয়া রুধির বমন পূর্ব্বক পলায়ন করত ধাতুধারার্দ্র ধরাধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময় আমরা দেখিলাম, মহাবীর ভীমসেন ভীষণ ভুজঙ্গ সদৃশ অগুরু চন্দনাক্ত ভুজদ্বয় দ্বারা শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন এবং মাতঙ্গগণ তাঁহার অশনি নিস্বন সদৃশ জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি শ্রবণে মল মূত্র পরিত্যাগ করত পলায়ন করিতেছে। হে মহারাজ! তৎকালে ভীমসেন একাকী সেই অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়া সর্ব্বভূতনিহন্তা রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় শ্বেতাশ্ব সংযুক্ত নারায়ণ সঞ্চালিত রথে অবস্থান পূর্ব্বক সমীরণ যেমন মহাসাগরকে ক্ষুভিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই অশ্ব বহুল কৌরব সৈন্যগণকে আলোড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠিরের রক্ষায় অনবহিত দেখিয়া ক্রোধভরে স্বীয় সৈন্যগণের অর্দ্ধাংশ লইয়া সমাগত ধর্ম্মরাজের সমীপে সহসা গমন পূর্ব্বক তাঁহারে নিবারণ করত ত্রিসপ্ততি ক্ষুরপ্রাস্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে দুর্য্যোধনের প্রতি ত্রিংশৎ ভল্ল প্রয়োগ করিলেন। ঐ সময় কৌরবগণ ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। মহাবীর নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বিপক্ষগণের দুষ্ট অভিপ্রায় অবগত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার অভিলাষে অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে মহাবেগে তাঁহার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমও কৌরব পক্ষীয় মহারথগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া শত্রুবর্গ পরিবৃত ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। তখন মহারথ কর্ণ সেই সর্ব্বাস্ত্রপারগ পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণকে আগমন করিতে দেখিয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক নিবারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও অনবরত শরজাল বিসর্জ্জন ও তোমর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই সূতপুত্রকে নিবারণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব সত্বরে তথায় আগমন করিয়া অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক বিংশতি শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন সহদেব নিক্ষিপ্ত শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও রুধিরধারায় পরিপ্লুত হইয়া প্রভিন্নগণ্ড অচল সন্নিভ মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সূতপুত্র একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা পাঞ্চাল ও পাণ্ডব সৈন্য-

গণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের সেই অসংখ্য সৈন্য সূতপুত্রের শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সহসা ধাবমান হইল। ঐ সময় সূতপুত্রের পূর্ব্ব নিক্ষিপ্ত শরের পুঙ্খ পশ্চাৎ নিক্ষিপ্ত শরের ফল দ্বারা আহত হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষে শরনিকর সঙ্ঘর্ষণে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইল এবং দশ দিক্ সঞ্চালিত শলভ সমূহের ন্যায় শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। মহাবীর সূতপুত্র রক্তচন্দন চর্চ্চিত মণি হেম সমলঙ্কৃত বাহুযুগল বিক্ষেপ করত মহাস্ত্র প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সূতপুত্র সায়ক সমূহে সকলকে বিমোহিত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজও রোষপরবশ হইয়া কর্ণের প্রতি সুশাণিত পঞ্চাশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর রণস্থল শরান্ধকারে নিতান্ত ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। আপনার পক্ষীয় বীরগণ ধর্ম্মরাজ নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ কঙ্কপত্র সমলঙ্কৃত সায়ক, ভল্ল এবং বিবিধ শক্তি, ঋষ্টি ও মুষল দ্বারা সৈন্যগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল; ফলত তৎকালে ধর্ম্মরাজ যে যে স্থানে ক্রূর দৃষ্টি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানে সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধে প্রস্ফুরিতানন হইয়া নারাচ, অর্দ্ধচন্দ্র, বৎসদন্ত প্রভৃতি সায়ক সমুদায় বর্ষণ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। যুধিষ্ঠিরও সূতপুত্রের প্রতি সুবর্ণ পুঙ্খ সম্পন্ন নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হাস্যমুখে নিশিত তিন ভল্লে যুধিষ্ঠিরের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সূতপুত্র নিক্ষিপ্ত ভল্লের আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রথে উপবেশন পূর্ব্বক সারথিরে অবিলম্বে রথ অপসারিত করিতে আদেশ করিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ অন্যান্য ভূপালবর্গ সমভিব্যাহারে ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ কর বলিয়া বারংবার চীৎকার করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর এক সহস্র সাত শত কৈকয় পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে কৌরবগণকে নিবারণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপে সেই লোকক্ষয়কর তুমুল যুদ্ধ সমুপস্থিত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ও দুর্য্যোধন পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় কর্ণ সমরাগ্রবর্ত্তী মহারথ কৈকয়গণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং তাহারা তাঁহার নিবারণে যত্নবান্ হইলে তাঁহাদের পঞ্চদশ রথীর প্রাণ সংহার করিলেন। যোধগণ কর্ণের শরনিকরে পীড়িত হইয়া তাঁহার পরাক্রম নিতান্ত দুঃসহ বোধ করত আত্মরক্ষার্থে ভীমসেনের সমীপে আগমন করিতে লাগিল। এই রূপে সূতপুত্র একাকী শরনিকরে সেই বিপুল রথসৈন্য ভেদ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া নকুল ও সহদেবকে চক্ররক্ষায় নিযুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে শিবিরে গমন করিতেছিলেন, সূতপুত্র দুর্য্যোধনের হিত কামনায় সুতীক্ষ্ণ তিন বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরও কর্ণের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথির ও চারি বাণে অশ্ব চতুষ্টয়কে নিপীড়িত করিলেন। অনন্তর তাঁহার চক্ররক্ষক শত্রুতাপন মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব তাঁহারে অভয় প্রদান পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি

ধাবমান হইয়া যথোচিত যত্ন সহকারে তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী সূতনন্দনও দুই শিতধার ভল্ল দ্বারা শত্রুঘাতিন মহাত্মা নকুল ও সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া অম্লান মুখে যুধিষ্ঠিরের মনোমারুতগামী কৃষ্ণপুচ্ছ শ্বেত অশ্বগণকে সংহার পূর্ব্বক এক ভল্লে তাঁহার শিরস্ত্রাণ পাতিত করিলেন এবং অবিলম্বে নকুলের অশ্ব সমুদায় সংহার পূর্ব্বক রথেষা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে যুধিষ্ঠির ও নকুল রথাশ্ববিহীন ও শরনিপীড়িত হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন।

পাণ্ডবগণের মাতুল শত্রুসূদন মদ্ররাজ কৃপাপরতন্ত্র হইয়া কর্ণকে কহিলেন, হে রাধেয়! অদ্য তোমারে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তবে কি নিমিত্ত একান্তক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করিতেছ। ধর্ম্মরাজের সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার অস্ত্র শস্ত্র অল্পমাত্রাবশিষ্ট, কবচ ছিন্ন ভিন্ন এবং সারথি ও বাহনগণ পরিশ্রান্ত হইলে তুমি শত্রু শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া যদি অর্জ্জুন সমীপে গমন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হইবে।

হে মহারাজ! কর্ণ মদ্ররাজ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়াও সুতীক্ষ্ণ শরানকরে ধর্ম্মরাজ ও মাদ্রীনন্দন দ্বয়কে বিদ্ধ করত হাস্যমুখে যুধিষ্ঠিরকে সমরবিমুখ করিলেন। তখন শল্য সূতপুত্রকে যুধিষ্ঠিরের সংহারে একান্ত সমুৎসুক অবলোকন করিয়া হাস্যমুখে পুনরায় কহিলেন, হে কর্ণ! যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিয়া তোমার কি ফল হইবে। দুর্য্যোধন যাহার বধের নিমিত্ত তোমার সম্মান করিয়া থাকে, তুমি সেই অর্জ্জুনকে অগ্রে বিনাশ কর। ঐ বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের শঙ্খ নিস্বন এবং বর্ষাকালীন মেঘগর্জ্জিতের ন্যায় গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণগোচর হইতেছে। ঐ দেখ, অর্জ্জুন শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক মহারথগণকে নিপীড়িত করত আমাদিগের সমস্ত সেনা সংহার করিতেছে। যুধামন্যু ও উত্তমৌজা তাহার পৃষ্ঠদেশ, মহাবীর সাত্যকি উত্তর দিকের চক্র ও ধৃষ্টদ্যুম্ন দক্ষিণ দিকের চক্র রক্ষা করিতেছেন। ঐ দেখ, ভীমসেন রাজা দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। অতএব যাহাতে বৃকোদর আজি আমাদিগের সমক্ষে তাঁহারে বিনাশ করিতে না পারে, তুমি তাহার উপায় বিধান কর। ঐ দেখ, সমরনিপুণ দুর্য্যোধন ভীমসেন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। অদ্য তুমি তাঁহারে মুক্ত করিতে পারিলে সকলেই চমৎকৃত হইবে। অতএব সত্বরে গমন করিয়া সংশয়াপন্ন রাজারে পরিত্রাণ কর। যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীতনয় দ্বয়কে বিনাশ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে?

হে মহারাজ! বীর্য্যবান্ কর্ণ মদ্ররাজের বাক্য শ্রবণানন্তর দুর্য্যোধনকে ভীম হস্তে নিপতিত দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুরুরাজের পরিত্রাণার্থ ধাবমান হইলেন। তাঁহার অশ্বগণ মদ্ররাজ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া আকাশগামীর ন্যায় গমন করিতে লাগিল। এই রূপে সূতপুত্র তথা হইতে প্রস্থান করিলে শরাবক্ষত পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরও সহদেবের বেগবান্ অশ্বযুক্ত রথে উপবিষ্ট ও নিতান্ত লজ্জিত হইয়া ভ্রাতৃ দ্বয়ের সহিত শিবিরে প্রতিগমন পূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিয়া অবিলম্বেই শয়ন করিলেন। অনন্তর তাঁহার সমরবেদনা অপনীত হইলে তিনি মহারথ মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেবকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃদ্বয়! মহাবীর বৃকোদর মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত যুদ্ধ করিতেছে; অতএব তোমরা শীঘ্র তাহার সৈন্যমধ্যে গমন কর। মহা-

রথ নকুল ও সহদেব যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে পবনতুল্য বেগশালী অশ্ব সংযোজিত অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভীমসেনের সমীপে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তথায় বিবিধ যোধগণকে নিপাতিত দর্শন করিয়া সৈনিকগণ সমভিব্যাহারে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা অতি বৃহৎ অসংখ্য রথে পরিবৃত হইয়া সহসা পার্থ সমীপে ধাবমান হইলেন। কৃষ্ণসহায় ধনঞ্জয় দ্রোণপুত্রকে সহসা সমাগত অবলোকন করিয়া তীরভূমি যেমন সমুদ্রের বেগ অবরোধ করে, তদ্রূপ তাঁহারে অবরুদ্ধ করিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ কৌরবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় হাস্য করিয়া দিব্যাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলে অশ্বত্থামা তৎক্ষণাৎ তাহা নিরাকৃত করিলেন। ফলত তৎকালে ধনঞ্জয় আচার্য্যতনয়ের নিধন বাসনায় যে যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা তৎসমুদায়ই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই ভীষণ অস্ত্রযুদ্ধ সময়ে দ্রোণতনয়কে ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি সরল শরনিকরে দিগ্বিদিক সমাচ্ছন্ন করিয়া তিন বাণে বাসুদেবের দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন আচার্য্যতনয়ের বাহনগণকে নিহত করিয়া সমরাঙ্গনে এক ভীষণ শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন। মহাবীর দ্রোণতনয়ের অসংখ্য রথ সমবেত রথী অর্জ্জুনের শরাসন নির্ম্মুক্ত শরনিকরে বিনষ্ট হইল। ঐ সময় অশ্বত্থামাও অর্জ্জুনের ন্যায় ঘোরতর শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে বীর দ্বয়ের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে যোধগণ মর্য্যাদাশূন্য হইয়া যুদ্ধ করত ইতস্তত ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্ব ও সারথি বিহীন রথ, সাদীশূন্য অশ্ব এবং আরোহী ও মহামাত্র বিহীন মাতঙ্গগণকে বিনষ্ট করিয়া অসংখ্য সেনার প্রাণ সংহার করিলেন। রথিগণ অর্জ্জুনের শরনিকরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল এবং অশ্বগণ যোক্ত্র বিহীন হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা সমরনিপুণ ধনঞ্জয়ের সেই ভীষণ কার্য্য দর্শনে অতি সত্বরে তাঁহার অভিমুখে আগমন পূর্ব্বক সুবর্ণ বিভূষিত শরাসন বিধূনিত করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহারে শাণিত শরজালে সমাচ্ছন্ন করত অতি নির্দ্দয় ভাবে তাঁহার বক্ষস্থল নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শর বর্ষণ পূর্ব্বক সহসা দ্রোণপুত্রকে সমাচ্ছন্ন করত তাঁহার কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর দ্রোণতনয় বজ্র সদৃশ পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে গাণ্ডীবধারী পাণ্ডব হাস্য করত সহসা সেই কনকমণ্ডিত পরিঘ ছেদন করিলেন। পরিঘ অর্জ্জুনের শরে সমাহত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।

তখন মহারথ দ্রোণতনয় রোষাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজাল প্রভাবে ধনঞ্জয়ের উপর অনবরত ভীষণ অস্ত্র সমুদায় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই ইন্দ্রজাল দর্শনে সত্বরে গাণ্ডীব শরাসনে ইন্দ্রদত্ত অস্ত্র সংযোজিত করিয়া উহা নিবারণ পূর্ব্বক ক্ষণকালের মধ্যে অশ্বত্থামার রথ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণতনয় ধন-

ঞ্জয়ের শরে অভিভূত হইয়া তাঁহার অভিমুখে আগমন পূর্ব্বক শরনিকর সহ্য করত শত শরে কৃষ্ণকে ও তিন শত ক্ষুদ্রক শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন শত শরে গুরুপুত্রের মর্ম্ম বিদারণ পূর্ব্বক কৌরব সৈন্যগণ সমক্ষেই তাঁহার অশ্ব, সারথি ও শরাসনজ্যার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিরে রথ হইতে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন আচার্য্যপুত্র স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং অশ্বগণকে সংযত করিয়া ধনঞ্জয়কে শরনিকরে সমাচ্ছাদিত করাতে আমরা তাঁহার অদ্ভুত পরাক্রম দর্শনে চমৎকৃত হইলাম এবং যোধগণ সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর জয়শীল অর্জ্জুন হাস্য মুখে ক্ষুরপ্র দ্বারা অশ্বত্থামার অশ্বরশ্মি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তুরঙ্গমগণ ধনঞ্জয়ের শরবেগে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন কৌরব সৈন্যমধ্যে ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত হইল। মহাবীর পাণ্ডবগণ জয়লাভে সন্তুষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে নিশিত শর বর্ষণ পূর্ব্বক কৌরব সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরব সৈন্যগণ জয়লাভপ্রহৃষ্ট পাণ্ডবগণের শরে বারংবার নিপীড়িত হইয়া শকুনি, কর্ণ ও আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই ব্যাকুল চিত্তে পলায়ন করিতে লাগিল। আপনার পুত্রগণ তাহাদিগকে বারংবার পলায়নে নিষেধ ও কর্ণ তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কোন ক্রমেই সংগ্রাম স্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। পাণ্ডবগণ কৌরব সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া প্রফুল্ল চিত্তে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন বিনয় বচনে কর্ণকে কহিলেন, হে রাধেয়! ঐ দেখ, তুমি বর্ত্তমান থাকিতে সৈন্যগণ পাঞ্চালগণের শরে নিপীড়িত হইয়া ভয়ে পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং সহস্র সহস্র যোদ্ধা পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া তোমারেই আহ্বান করিতেছে। হে মহারাজ! তখন মহাবীর সূতপুত্র দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন চিত্তে মদ্ররাজকে কহিলেন, হে শল্য! তুমি অশ্ব সকল পরিচালন কর। অদ্য আমি সমুদায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংহার করিয়া তোমারে স্বীয় ভুজবল প্রদর্শন করিব। প্রতাপান্বিত কর্ণ এই বলিয়া বিজয় নামা পুরাতন শরাসনে জ্যারোপণ ও বারংবার আকর্ষণ করত সত্য শপথ দ্বারা স্বীয় যোধগণকে নিবারণ পূর্ব্বক ভার্গবদত্ত অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র, প্রযুত প্রযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, কোটি কোটি, কঙ্কপত্রান্বিত প্রজ্বলিত নিশিত শর নির্গত হইয়া পাণ্ডব সেনাগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তৎকালে আর কিছু মাত্র বোধগম্য হইল না। পাঞ্চালগণ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি নিহত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিপতিত হওয়াতে পৃথিবী বিকম্পিত হইল। সমুদায় পাণ্ডব সৈন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় যোধগণাগ্রগণ্য কর্ণ একাকী শরানলে শত্রু দাহন করত বিধূম পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পাঞ্চাল ও চেদিগণ কর্ণশরাঘাতে বনদহন দগ্ধ মাতঙ্গ যূথের ন্যায় বিমোহিত প্রায় হইয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীষণ রবে চীৎকার করিতে লাগিল। মৃত ব্যক্তির কুটুম্বগণ মিলিত হইয়া যেরূপ রোদন করিয়া থাকে, সমরাঙ্গনে সংগ্রামভীত চতুর্দ্দিকে ধাবমান বীরগণের তদ্রূপ আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইতে

লাগিল। তৎকালে তির্য্যগ্‌যোনিগত জীবগণও পাণ্ডবগণকে কর্ণশরে নিপীড়িত দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইল। সৃঞ্জয়গণ সমরে সূতপুত্র কর্ত্তৃক সমাহত ও বিচেতন প্রায় হইয়া মৃত ব্যক্তিরা যেমন যমপুরে প্রেতরাজকে আহ্বান করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন।

তখন কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় সেই কর্ণসায়ক নিপীড়িত বীরগণের আর্ত্তরব শ্রবণ ও ভীষণ ভার্গবাস্ত্র দর্শন করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ ভার্গবাস্ত্রের পরাক্রম অবলোকন কর। উহা নিবারণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। ঐ দেখ, সূতনন্দন কালান্তক যমের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া রণস্থলে নিদারুণ কার্য্য সম্পাদন করত বারংবার আমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। অতএব তুমি এ ক্ষণে উহার অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর এ ক্ষণে কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। লোকে জীবিত থাকিলে সমরে জয় বা পরাজয় লাভ করিতে পারে; মৃত ব্যক্তির জয় লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

হে মহারাজ! বাসুদেব ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে পার্থ! রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণবাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছেন। তুমি অগ্রে তাঁহারে দর্শন ও আশ্বাস প্রদান করিয়া পশ্চাৎ কর্ণকে নিপীড়িত করিবে। হে মহারাজ! তৎকালে মহামতি বাসুদেব মনে মনে এই স্থির করিয়াছিলেন যে, কর্ণ অন্যান্য বীরগণের সহিত বহু ক্ষণ সংগ্রাম করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে অর্জ্জুন অনায়াসে তাঁহারে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন। মহাত্মা কৃষ্ণ উক্ত প্রকার বিবেচনা করিয়াই অর্জ্জুনকে, অগ্রে যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করত অবিলম্বে ধনঞ্জয় সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরের দর্শনার্থ গমন করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়ও বাসুদেবের আজ্ঞায় সম্মত হইয়া কর্ণ নিপীড়িত যুধিষ্ঠিরকে সত্বরে দেখিবার নিমিত্ত কৃষ্ণকে বারংবার শীঘ্র গমনে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় অশ্বত্থামার সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তিনি অবিলম্বে ইন্দ্রেরও অজেয় গুরুপুত্রকে পরাজয় পূর্ব্বক সৈন্যগণ মধ্যে যুধিষ্ঠিরের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সন্দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইলেন না।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ধনঞ্জয় পরাজিত দ্রোণনন্দনকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত সেনামুখে অবস্থিত সমরবিরত বীরগণকে একান্ত পুলকিত করিলেন এবং যে যে বীর পূর্ব্ব প্রহারবেগে বিমর্দ্দিত হইয়াও রথারোহণে সংগ্রাম স্থলে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদের সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে নিরীক্ষণ না করিয়া মহাবেগে ভীমসেন সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাত্মন্! এ ক্ষণে ধর্ম্মরাজ কোথায়? ভীম কহিলেন, ভ্রাত! ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সূতপুত্রের শরনিকরে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া এ স্থান হইতে গমন করিয়াছেন। এ ক্ষণে তিনি জীবিত আছেন কি না সন্দেহ। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাত্মন্! তুমি ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত এ স্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান কর। আমার বোধ হইতেছে, তিনি সূতপুত্রের শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি দ্রোণাচার্য্যের নিশিত শরে সাতি-

শর বিদ্ধ হইয়াও যে পর্য্যন্ত দ্রোণ নিহত না হইয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত বিজয়লাভ প্রত্যাশায় সংগ্রাম স্থলে অবস্থান করেন। আজি যখন তাঁহারে সংগ্রাম স্থলে অবলোকন করিতেছি না, তখন কর্ণের সহিত সংগ্রামে তাঁহার প্রাণ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত অবিলম্বে গমন কর। আমি বিপক্ষগণকে অবরোধ করিয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছি। তখন ভীমসেন ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত গমন করা তোমারই কর্ত্তব্য। আমি এ ক্ষণে এ স্থান হইতে গমন করিলে শত্রুপক্ষীয়েরা আমারে ভীত বলিবে। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাত্মন্! সংশপ্তকগণ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া অবস্থান করিতেছে। এ ক্ষণে ইহাদিগকে বিনাশ না করিয়া বিপক্ষ সমীপ হইতে প্রতিগমন করা আমার অকর্ত্তব্য। ভীম কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আমি একাকী স্বীয় বলবীর্য্য প্রভাবে সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছি, তুমি ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত গমন কর।

হে মহারাজ মহাবীর ধনঞ্জয় ভীমপরাক্রম ভীমের সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিবার বাসনায় অপ্রমেয় নারায়ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে, অতএব তুমি অবিলম্বে এই সৈন্যসাগর অতিক্রম করিয়া গমন কর। তখন বাসুদেব গরুড়ের ন্যায় বেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন করত ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভীম! সংশপ্তকগণকে সংহার করা তোমার পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; অতএব তুমি এ ক্ষণে উহাদিগকে বিনাশ কর, আমরা চলিলাম।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ভীমকে এই রূপে সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিয়া অবিলম্বে অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে রাজা যুধিষ্ঠির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং উভয়ে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া একাকী শয়ান ধর্ম্মনন্দনের পাদ বন্দন পূর্ব্বক তাঁহারে প্রকৃতিস্থ অবলোকন করিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্র সন্নিধানে সমুপস্থিত অশ্বিনীকুমার যুগলের ন্যায় সেই বীর দ্বয়কে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া, জম্ভাসুর নিহত হইলে সুরগুরু বৃহস্পতি যেমন দেবরাজ ও বিষ্ণুকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে যথোচিত অভিনন্দন করিলেন এবং সূতপুত্র অর্জ্জুনশরে নিহত হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া প্রীত মনে হর্ষগদ্গদ বচনে সেই বিশাল লোহিতলোচন ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ রুধিরলিপ্ত কলেবর মহাসত্ত্ব কেশব ও ধনঞ্জয়কে অবলোকন করত শান্তবাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক হাস্য মুখে কহিতে লাগিলেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

হে দেবকীপুত্র! হে ধনঞ্জয়! তোমাদের মঙ্গল ত? আজি আমি তোমাদিগের দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইলাম। তোমরা অক্ষত শরীরে নিরুপদ্রবে মহারথ কর্ণকে নিহত করিয়াছ। প্রধান মহারথ লোকবিখ্যাত মহাবীর সূতপুত্র সমরাঙ্গনে আশীবিষ সদৃশ ও সমস্ত শস্ত্র পারদর্শী কৌরবগণের অগ্রগামী ও বর্ম্মের ন্যায় উহাদিগের রক্ষক ছিল। বৃষসেন ও সুষেন তাহারে রক্ষা করিতে ছিল। ঐ মহাবীর পরশুরামের নিকট দুর্জ্জয় অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে সৈন্যমুখে

গমন করিয়া কৌরবগণকে রক্ষা ও শত্রুদিগকে মর্দ্দন করিত এবং সতত দুর্য্যোধনের হিত সাধনে তৎপর থাকিয়া আমাদের নিতান্ত ক্লেশকর হইয়াছিল। পুরন্দরের সহিত দেবগণও উহারে পরাভূত করিতে পারিতেন না। তোমরা ভাগ্যক্রমে আজি সেই অনলের ন্যায় তেজস্বী, অনিলের ন্যায় বেগশালী, পাতাল সদৃশ গম্ভীর, সুহৃদ্গণের আহ্লাদবর্দ্ধন ও আমার মিত্রগণের অন্তক স্বরূপ মহাবীরকে বিনাশ করিয়া অসুরনিহন্তা অমর দ্বয়ের ন্যায় আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছ। অদ্য সেই সর্ব্বলোক জিঘাংসু কৃতান্ত সদৃশ মহাবীর সূতপুত্রের সহিত আমার ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। সে সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও পাঞ্চালগণকে পরাজয় পূর্ব্বক তাহাদের সমক্ষেই আমার রথধ্বজ ছিন্ন, পার্ষ্ণি সারথি দ্বয় ও অশ্বগণকে নিহত এবং আমারে পরাজিত করিয়া সমরাঙ্গনে আমার অনুসরণ করত আমার প্রতি অনেক পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। অধিক কি বলিব, আমি কেবল ভীমসেনের প্রভাবেই অদ্য জীবিত আছি। কর্ণকৃত অপমান আমার নিতান্ত অসহ্য বোধ হইতেছে। আমি যাহার ভয়ে ত্রয়োদশ বৎসর দিবা রাত্রি মধ্যে কখনই নিদ্রিত বা সুখী হই নাই; এ ক্ষণে তাহার প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি হওয়াতে নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছি। আমি বাধ্রীনস বিহঙ্গমের ন্যায় আপনার মরণ সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া কর্ণের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছি। কি রূপে কর্ণকে বিনাশ করিব, এই চিন্তাতেই আমার বহু কাল অতিবাহিত হইয়াছে। আমি বিনিদ্রাবস্থায় সতত কর্ণকে স্বপ্ন দেখিতাম। আমি কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়া যে স্থানে গমন করিতাম, সেই স্থানেই তাহাকে অগ্রবর্ত্তী অবলোকন করিতাম। সেই সময়ে অপরাঙ্মুখ মহাবীর আজি আমার অশ্ব ও রথ ধ্বংস করিয়া আমারে পরাজয় পূর্ব্বক জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছে। আজি কর্ণ যখন আমারে পরাভূত করিল, তখন আমার জীবনে বা রাজ্যে প্রয়োজন কি! পূর্ব্বে ভীষ্ম, কৃপ বা দ্রোণাচার্য্য হইতে আমার যে অবস্থা হয় নাই, আজি মহারথ সূতপুত্র হইতেই তাহা হইয়াছে। এই নিমিত্তই আমি বিশেষ রূপে তাহার মৃত্যু বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতেছি।

হে কৌন্তেয়! মহারথ সূতপুত্র যুদ্ধে ইন্দ্র তুল্য, পরাক্রমে যম তুল্য ও অস্ত্র প্রয়োগে পরশুরাম তুল্য। ঐ মহারথ সর্ব্বযুদ্ধ বিশারদ ও ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য; ধৃতরাষ্ট্র তোমার নিধনার্থেই পুত্রগণের সহিত কর্ণের অভিবাদন করিতেন এবং সমস্ত যোধগণ মধ্যে কর্ণকেই তোমার মৃত্যু বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। হে পুরুষপ্রবীর! তুমি কি রূপে সুহৃদ্গণ সমক্ষে রুরুমস্তকচ্ছেদী সিংহের ন্যায় সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত সূতনন্দনের মস্তক ছেদন করিলে, তাহা এ ক্ষণে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। হে মহাত্মন্! যে দুরাত্মা তোমার সহিত সংগ্রাম করিবার অভিলাষে চতুর্দ্দিকে তোমার অনুসন্ধান করত কহিয়াছিল যে, যে ব্যক্তি আমারে অর্জ্জুনকে দেখাইয়া দিবে, আমি তাহারে ছয় হস্তিযুক্ত রথ প্রদান করিব; সেই সূতপুত্র কি তোমার কঙ্কপত্র সমলঙ্কৃত সুনিশিত শরনিকরে সমাহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে? দুরাত্মা দুর্য্যোধনের প্রশ্রয়ে নিতান্ত গর্ব্বিত সূতপুত্র তোমার অন্বেষণ করত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়াছিল, তুমি তাহারে সংহার করিয়া আমার অতিশয় প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। যে বীরাভিমানী দুরাত্মা তোমার দর্শন লাভার্থে প্রদর্শক ব্যক্তিরে

হস্তী, গো, অশ্ব ও সুবর্ণময় রথ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল ; যে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সততই স্পর্দ্ধা করিত, যে কৌরব সভায় আত্মশ্লাঘা করিয়াছিল এবং যে দুর্য্যোধনের অতিশয় প্রিয় পাত্র ছিল ; অদ্য তুমি কি সেই বলমদমত্ত সূতপুত্রকে সংহার করিয়াছ ? সে কি তোমার সহিত সমরে সমাগত ও তোমার শরাসন চ্যুত রুধিরপায়ী শরে বিদীর্ণকলেবর হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছে ; দুর্য্যোধনের ভুজযুগল কি ভগ্ন হইয়াছে ? যে দুরাত্মা সভামধ্যে দুর্য্যোধনকে পুলকিত করত আমি ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিব এই দর্পপূর্ণ বাক্যে আত্মশ্লাঘা করিয়াছিল, তাহার সেই বাক্য ত সত্য হইল না ? যে নির্ব্বোধ অর্জ্জুন জীবিত থাকিতে আমি কখনই পদ ক্ষালন করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আজি তুমি কি সেই কর্ণকে সংহার করিয়াছ ? যে দুষ্ট সভামধ্যে কৌরবগণ সমক্ষে কৃষ্ণারে কহিয়াছিল, হে কৃষ্ণে ! তুমি নিতান্ত দুর্ব্বল পতিত পাণ্ডবগণকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ না, অর্জ্জুন ! তুমি কি তাহার দর্প চূর্ণ করিয়াছ ? যে হতভাগ্য আমি বাসুদেবের সহিত ধনঞ্জয়কে সংহার না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সেই পাপাত্মা কি তোমার শরনিকরে বিদীর্ণ কলেবর হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছে ? হে ধনঞ্জয় ! সৃঞ্জয় ও কৌরবগণের সমাগম কালে যে রূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বোধ হয়, তোমার অবিদিত নাই। ঐ যুদ্ধে দুরাত্মা কর্ণ আমারে এই রূপ দুর্দ্দশাপন্ন করিয়াছে ; তুমি কি গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত প্রজ্বলিত বিশিখ সমূহ দ্বারা সেই মন্দবুদ্ধির কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়াছ ? আমি কর্ণের শরে একান্ত নিপীড়িত হইয়া চিন্তা করিয়াছিলাম যে, তুমি অদ্য নিঃসন্দেহ সূতপুত্রকে সংহার করিবে, আমার সেই চিন্তা ত নিষ্ফল হয় নাই ? দুর্য্যোধন যে সূতপুত্রের বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিত, তুমি কি অদ্য পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের আশ্রয় স্বরূপ সেই কর্ণকে বিনষ্ট করিয়াছ ? যে দুরাত্মা পূর্ব্বে সভামধ্যে কৌরবগণ সমক্ষে আমাদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়াছিল ; যে হাস্যমুখে দুঃশাসনকে দ্যূত নির্জ্জিত দ্রৌপদীরে বল পূর্ব্বক আনয়ন করিতে কহিয়াছিল এবং যে ক্ষুদ্রাশয় রথাতিরথ সংখ্যা কালে অর্দ্ধরথ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া শস্ত্রধরাগ্রগণ্য পিতামহকে তিরস্কার করিয়াছিল, সেই দুর্ম্মতি পরতন্ত্র সূতপুত্র কি তোমার শরে বিনষ্ট হইয়াছে ? হে ধনঞ্জয় ! আমার হৃদয়ে অপমান সমীরণ সমুদ্ধুক্ষিত রোষানল নিরন্তর প্রজ্বলিত হইতেছে, আজি তুমি কর্ণকে আমার শরে বিনষ্ট হইয়াছে এই কথা বলিয়া উহা নির্ব্বাণ কর। সূতপুত্রের বিনাশ সংবাদ আমার প্রার্থনীয় ; অতএব তুমি বল কি রূপে তাহারে সংহার করিলে। হে বীর ! বৃত্রাসুর নিহত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু যেমন পুরন্দরের আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও এতাবৎ কাল তোমার আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছিলাম।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! অমিতবীর্য্য সম্পন্ন অর্জ্জুন ধর্ম্মপরায়ণ নিতান্ত ক্রুদ্ধ রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! অদ্য আমি সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, ইত্যবসরে কৌরব সৈন্যগণের অগ্রসর মহাবীর অশ্বত্থামা আশীবিষ সদৃশ নিতান্ত ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ করত সহসা আমার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার

সৈন্যগণ আমার মেঘগম্ভীর নিস্বন রথ নিরীক্ষণ করিয়াই পরিবেষ্টন করিতে লাগিল। আমিও সেই সমস্ত সৈন্য মধ্যে পাঁচ শত ব্যক্তিরে বিনাশ করিয়া অশ্বত্থামার সম্মুখীন হইলাম। তিনি আমারে অবলোকন করিয়া গজেন্দ্র যেমন সিংহের অভিমুখে আগমন করে, তদ্রূপ আমার অভিমুখে আগমন করিলেন এবং নিহন্যমান কৌরবগণকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইয়া পরম প্রযত্ন সহকারে বিষাগ্নি সদৃশ সুনিশিত শরনিকরে আমারে ও বাসুদেবকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকালে গুরুপুত্রের আট আট টি গো সংযোজিত আট খানি শকট পরিপূর্ণ যে অসংখ্য শর ছিল, তিনি আমারে লক্ষ্য করিয়া তৎ সমুদায়ই পরিত্যাগ করিলেন। আমিও বায়ু যেমন জলদজালকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ তাঁহার শরনিকর খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলিলাম। তখন তিনি শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া শিক্ষা, অস্ত্রবল ও প্রযত্ন প্রদর্শন পূর্ব্বক বর্ষাকালে কৃষ্ণ মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তিনি যে আমার কোন পার্শ্বে অবস্থান করিলেন এবং কখন শর সন্ধান আর কখনই বা শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন তাহা কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না। তৎকালে কেবল তাঁহার শরাসন মণ্ডলাকার নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর দ্রোণাত্মজ আমারে ও বাসুদেবকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। আমিও নিমেষ মধ্যে বজ্রকল্প ত্রিংশৎ শরে তাঁহারে নিতান্ত নিপীড়িত করিলাম। তখন তিনি ক্ষণকাল মধ্যে আমার শরনিকরে একান্ত বিদ্ধ হইয়া শল্লকীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার কলেবর হইতে অনবরত রুধিরধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল। অনন্তর আচার্য্যপুত্র স্বীয় সৈন্যগণকে আমার শরজালে একান্ত অভিভূত ও রুধিরলিপ্ত দেহ নিরীক্ষণ করিয়া সূতপুত্রের রথ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হস্তী ও অশ্বগণকে ধাবমান এবং যোদ্ধাদিগকে সাতিশয় শঙ্কিত অবলোকন করিয়া পঞ্চাশৎ মহারথ সমভিব্যাহারে সত্বরে আমার অভিমুখে সমুপস্থিত হইল। আমি সেই মহারথগণের বধ সাধন পুর্ব্বক কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া সত্বরে আপনার দর্শনার্থ আগমন করিয়াছি। এ ক্ষণে গো সমূহ যেমন কেশরীরে অবলোকন করিয়া ভীত হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কিত হইতেছে। প্রভদ্রকগণ সূতপুত্রের সম্মুখীন হইয়া যেন মৃত্যুর ব্যাদিত বদনে নিপতিত হইয়াছে। মহাবীর কর্ণ প্রভদ্রকদিগের সাত শত রথীকে নিহত করিয়াছে; ফলত ঐ মহাবীর যে পর্য্যন্ত না আমাদিগকে দর্শন করিয়াছিল, তদবধি কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় নাই। হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা আপনারে পূর্ব্বে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে এবং তৎপরে কর্ণের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় করিলাম যে, আপনি কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবিরে আগমন করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে মহাবীর কর্ণের এই রূপ অদ্ভুত অস্ত্র প্রভাব নিরীক্ষণ করিয়াছি। অদ্য তাহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে পারে, সৃঞ্জয়গণ মধ্যে এমন আর কেহই নাই। অতএব মহাবীর সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার চক্র রক্ষক হউন এবং মহাবল পরাক্রান্ত যুধামন্যু ও উত্তমৌজা আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন। আজি আমি যদি সূতপুত্রকে সংগ্রামস্থলে দেখিতে পাই, তাহা হইলে বৃত্রাসুরের সহিত সমাগত সুররাজের ন্যায় সেই নিতান্ত

দুর্দ্ধর্ষ মহাবীরের সহিত সমবেত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিব। হে মহারাজ! এ ক্ষণে আপনি আসিয়া আমাদের উভয়েরই যুদ্ধ সন্দর্শন করুন। ঐ দেখুন, প্রভদ্রকগণ সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হইতেছে এবং রাজপুত্রগণ স্বর্গ লাভার্থে নিহত হইতেছেন। আজি যদি আমি বল পূর্ব্বক বন্ধু বান্ধবগণের সহিত কর্ণকে বিনাশ না করি, তাহা হইলে অঙ্গীকৃত প্রতিপালন পরাঙ্মুখ ব্যক্তির যে গতি, আমারও যেন সেই কুচ্ছ্র গতি লাভ হয়। হে মহারাজ! এ ক্ষণে আপনি যুদ্ধে আমার জয় প্রার্থনা করুন। ঐ দেখুন, ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতেছে; অতএব আমারে অবিলম্বে সংগ্রামস্থলে গমন করিতে হইবে। আজি আমি সমুদায় সৈন্য ও শত্রুগণ এবং সূতপুত্রকে সংহার করিব, সন্দেহ নাই।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্রের শরজালে একান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, এ ক্ষণে তাঁহারে জীবিত শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমার সৈন্যগণ নিপীড়িত ও পলায়িত হইয়াছে এবং তুমিও কর্ণকে সংহার করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া ভীত মনে ভীমকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছ। এখন বুঝিলাম, আর্য্যা কুন্তীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করা তোমার নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে। তুমি দ্বৈতবনে আমার নিকট সত্য করিয়াছিলে যে, আমি একাকীই কর্ণকে বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। এখন তোমার সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? আজি তুমি কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিরূপে আগমন করিলে? তুমি যদি পূর্ব্বে দ্বৈতবনে আমারে কহিতে যে, আমি সূতপুত্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না, তাহা হইলে আমি ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতাম। হে ধনঞ্জয়! তুমি তৎকালে আমার নিকট সূতপুত্রের বধসাধন বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়া এ ক্ষণে কি নিমিত্ত তাহার অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইলে? কি নিমিত্ত আমাদিগকে শত্রু মধ্যে আনয়ন করিয়া কঠিন ভূভাগে নিক্ষেপ পূর্ব্বক চূর্ণ করিলে? হে অর্জ্জুন! আমরা সততই তোমারে বহুতর আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকি; কিন্তু তুমি ফললাভার্থী ব্যক্তিদিগের বহু কুসুম সুশোভিত নিষ্ফল পাদপের ন্যায় আমাদিগের তৎসমুদায়ই বিফল করিলে। আমি রাজ্য লাভে একান্ত লোলুপ; কিন্তু এ ক্ষণে তোমা হইতে আমার আমিষখণ্ড সমাচ্ছাদিত বড়িশের ন্যায়, ভক্ষ্য দ্রব্য সমাচ্ছন্ন গরলের ন্যায় রাজ্য ব্যপদেশে বিনাশ লাভ হইল। হে ধনঞ্জয়! যোগ্য অবসরে প্রত্যুপ্ত বীজ যেমন মেঘের উপর নির্ভর করে, তদ্রূপ আমরা কেবল রাজ্য লাভের আশয়ে এই ত্রয়োদশ বৎসর তোমার উপর নির্ভর করিয়াছিলাম, কিন্তু এ ক্ষণে তুমি আমাদিগকে ঘোরতর দুঃখে নিপাতিত করিলে। হে নির্ব্বোধ! তোমার বয়ঃক্রম সাতদিন হইলে আর্য্যা কুন্তীর প্রতি এই দৈব বাণী হইয়াছিল যে, এই দেবরাজ সদৃশ বিক্রমশালী পুত্র রণস্থলে সমস্ত শত্রুদিগকে পরাজয় করিবে। ইহার বাহুবলেই খাণ্ডবপ্রস্থে দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ পরাজিত হইবেন। এই বীর মদ্র, কলিঙ্গ, কেকয় ও কৌরবগণকে নিহত করিবে। ইহার তুল্য ধনুর্দ্ধর আর প্রাদুর্ভূত হইবে না। ইহারে কেহই কখন পরাজয় করিতে পারিবে না। এই বীর সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইবে এবং ইচ্ছা করিলেই যাবতীয় প্রাণিগণকে বশীভূত করিতে পারিবে। হে কুন্তি! সুরজননী

অদিতির পুত্র অরিনিসূদন মধুসূদনের ন্যায় এই পুত্র তোমার গর্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই মহাবীর সৌন্দর্য্যে শশাঙ্ক, বেগে বায়ু, ধীরতায় সুমেরু, ক্ষমাগুণে পৃথিবী, তেজে দিবাকর, ঐশ্বর্য্যে কুবের, শৌর্য্যে শক্র ও বলবীর্য্যে বিষ্ণুর অনুরূপ হইবে। ইহা হইতেই কৌরবদিগের বংশ রক্ষা হইবে। এইবীর আপনাদিগের জয় ও শক্রগণের পরাজয়ের নিমিত্ত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিবে।

হে ধনঞ্জয়! তৎকালে অন্তরীক্ষে এই রূপ দৈববাণী হইয়াছিল। শতশৃঙ্গ পর্ব্বত শিখরে অবস্থিত মহর্ষিগণও ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ ক্ষণে সেই দৈববাণী মিষ্ফল হইল। অতএব বোধ হইতেছে, দেবগণও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। হে বীর! আমি মহর্ষিগণের মুখে নিরন্তর তোমার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনের উন্নতি বিষয়ে অণুমাত্র প্রত্যাশা করিতাম না এবং তুমি যে সূতপুত্র হইতে ভীত হইবে, আমার মনেও কখন এরূপ বিশ্বাস হয় নাই। দেখ, তুমি বিশ্বকর্ম্ম নির্ম্মিত অশব্দ চক্র সম্পন্ন কপিধ্বজ রথে আরোহণ এবং হেমপট্ট সমলঙ্কৃত খড়্গ ও তালপ্রমাণ গাণ্ডীব ধারণ করিতেছ; বিশেষত বাসুদেব তোমার সারথি হইয়াছেন; তথাচ তুমি সূতপুত্র হইতে ভীত হইয়া রণস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিলে! এ ক্ষণে তুমি বাসুদেবকে গাণ্ডীব শরাসন প্রদান কর। তুমি যদি কৃষ্ণের সারথি হইতে তাহা হইলে উনি পুরন্দর যেমন বজ্র গ্রহণ পূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রবলপরাক্রম সূতপুত্রকে বিনাশ করিতেন, সন্দেহ নাই। হে অর্জ্জুন! যদি অদ্য তুমি সমরচারী সূতপুত্রকে নিবারণ করিতে সমর্থ না হও; তাহা হইলে তোমা অপেক্ষা অস্ত্র শস্ত্রে সুনিপুণ অন্য এক ভূপালকে এই গাণ্ডীব প্রদান কর। তাহা হইলে লোকে আমাদিগকে পাপ পুরুষ পরিসেবিত অগাধ নরকে নিপতিত পুত্র কলত্র বিহীন এবং সুখ ও রাজ্যপরিভ্রষ্ট নিরীক্ষণ করিবে না। তোমার সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করা অপেক্ষা পঞ্চম মাসে গর্ভস্রাবে বিনষ্ট হওয়া বা কুন্তীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ না করাই শ্রেয়ঃকল্প ছিল। হে দুরাত্মন্! এ ক্ষণে তোমার গাণ্ডীবে ধিক্, বাহুবীর্য্য ও অসংখ্য শরনিকরে ধিক্ এবং বানরধ্বজ ও পাবকপ্রদত্ত দিব্য রথেও ধিক্।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! যুধিষ্ঠির এই রূপ কহিলে মহাবীর অর্জ্জুন রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় সত্বরে অসি গ্রহণ করিলেন। অন্তর্যামী হৃষীকেশ অর্জ্জুনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া কহিলেন, হে পার্থ! তুমি কি নিমিত্ত খড়্গ গ্রহণ করিলে? এ ক্ষণে ত তোমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত নাই। ধীমান্ ভীমসেন কৌরবগণকে আক্রমণ করিয়াছেন। তুমি মহারাজের দর্শনার্থ রণভূমি হইতে সমাগত হইয়াছ। এ ক্ষণে সেই সিংহবিক্রান্ত মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কুশলী দেখিয়া এই আহ্লাদ সময়ে কেন বিমোহিতের ন্যায় কার্য্য করিতেছ? এখন ত তোমার বধার্হ কেহ উপস্থিত নাই; তবে কি নিমিত্ত প্রহারে উদ্যত হইতেছ? অথবা বোধ হয়, তোমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকিবে; নচেৎ তুমি কি নিমিত্ত সত্বরে করে করবারি গ্রহণ করিলে?

হে মহারাজ! মহাত্মা হৃষীকেশ এই রূপ কহিলে মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কেশবকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! তুমি অন্যকে গাণ্ডীব শরাসন

সমর্পণ কর এই কথা যিনি আমারে কহিবেন আমি তাঁহার মস্তক ছেদন করিব ; এই আমার উপাংশুব্রত। এ ক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমারে সেই কথা কহিয়াছেন। অতএব আমি এই ধর্ম্মভীরু নরপতিরে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ও সত্যের আনৃণ্য লাভ করত নিশ্চিন্ত হইব। আমার খড়্গ গ্রহণ করিবার এই কারণ। তোমার মতে এ ক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য। তুমি এই জগতের সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত আছ। এ সময়ে বিবেচনা পূর্ব্বক যেরূপ কহিবে, আমি তাহাই করিব।

হে মহারাজ! মহাত্মা কেশব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে তাঁহারে বারংবার ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এ ক্ষণে তোমারে রোষপরবশ দেখিয়া নিশ্চয় জানিলাম যে, তুমি যথাকালে জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ কর নাই। তুমি ধর্ম্মভীরু ; কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব সম্যক্ অবগত নহ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কখন ঈদৃশ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না। আজি তোমারে এরূপ অকার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া মূর্খ বলিয়া বোধ হইতেছে। যে ব্যক্তি অকর্ত্তব্য কার্য্যকে কর্ত্তব্য ও কর্ত্তব্য কার্য্যকে অকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে, সে নরাধম। বহুদর্শী পণ্ডিতগণ ধর্ম্মানুসারে যে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি তাহা অবগত নহ। অনিশ্চয়জ্ঞ ব্যক্তি কার্য্যাকার্য্য অবধারণ সময়ে তোমার মত নিতান্ত অবশ ও মুগ্ধ হইয়া থাকে, কার্য্যাকার্য্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করা অনায়াসসাধ্য নহে। শাস্ত্র দ্বারাই সমস্ত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তুমি যখন মোহ বশত ধর্ম্ম রক্ষার মানসে প্রাণিবধ রূপ মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই। আমার মতে অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। বরং মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে ; কিন্তু কখনই প্রাণিহিংসা করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি কি রূপে প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় পুরুষপ্রধান, ধর্ম্মকোবিদ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ সংহারে উদ্যত হইলে। সজ্জনেরা সমরে অপ্রবৃত্ত, শরণাগত, বিপদ্গ্রস্ত, প্রমত্ত ও রণপরাঙ্মুখ শত্রুরেও বিনাশ করা নিন্দনীয় কহিয়া থাকেন ; কিন্তু তুমি যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত গুরুর প্রাণ সংহারে সমুদ্যত হইয়াছ। পূর্ব্বে তুমি বালকত্ব প্রযুক্ত এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছ এবং এ ক্ষণে মূর্খতা বশত অধর্ম্ম্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছ। তুমি অতিদুর্জ্ঞেয় সূক্ষ্মতর ধর্ম্মপথ অবগত না হইয়াই গুরুর বিনাশে অভিলাষ করিতেছ। হে ধনঞ্জয়! কুরুপিতামহ ভীষ্ম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিদুর ও যশস্বিনী কুন্তী যে ধর্ম্মরহস্য কহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি ; শ্রবণ কর।

সাধু ব্যক্তিই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। সত্যতত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। সত্য বাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্য স্বরূপ ও সত্য মিথ্যা স্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণ বিয়োগ ও সর্ব্বস্বাপহরণ কালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না। যে, সত্য ও অসত্যের বিশেষ মর্ম্ম অবগত না হইয়া সত্যানুষ্ঠানে সমুদ্যত হয়, সে নিতান্ত বালক। আর যে ব্যক্তি সত্য ও অসত্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। কৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি অন্ধবধকারী বলাক ব্যাধের ন্যায় দারুণ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও বিপুল পুণ্য লাভ করিতে পারেন। আর অকৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মাভিলাষী হইয়াও কৌশিকের ন্যায় মহাপাপে নিমগ্ন হয়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আমি বলাক ও কৌশিকের যথাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! পূর্ব্ব কালে বলাক নামে এক সত্যবাদী অমূয়া শূন্য ব্যাধ ছিল। সে কেবল বৃদ্ধ পিতা মাতা ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি আশ্রিত ব্যক্তিদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত মৃগ বিনাশ করিত। একদা ঐ ব্যাধ মৃগয়ায় গমন করিয়া কুত্রাপি মৃগ প্রাপ্ত হইল না। পরিশেষে এক অপূর্ব্ব নেত্র বিহীন স্বাপদ তাহার নয়নগোচর হইল। ঐ স্বাপদ ঘ্রাণ দ্বারা দূরস্থ বস্তুও অবগত হইতে পারিত। ব্যাধ উহারে একাগ্রচিত্তে জল পান করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিল। তখন সেই অন্ধ স্বাপদ নিহত হইবা মাত্র আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। অপ্সরাদিগের অতি মনোরম গীত বাদ্য আরম্ভ হইল এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল। হে অর্জ্জুন! সেই স্বাপদ তপঃপ্রভাবে বর লাভ করিয়া প্রাণিগণের বিনাশহেতু হওয়াতে বিধাতা উহারে অন্ধ করিয়াছিলেন। বলাক সেই ভূতগণ নাশক মৃগকে বিনাশ করিয়া অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিল। অতএব ধর্ম্মের মর্ম্ম অতি দুর্জ্ঞেয়।

আর দেখ, কৌশিক নামে এক বহুশ্রুত তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতি দূরে নদীগণের সঙ্গম স্থানে বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সত্য বাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতগুলি লোক দস্যুভয়ে ভীত হইয়া বন মধ্যে প্রবেশ করিলে দস্যুরাও ক্রোধভরে যত্নসহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অন্বেষণ করত সেই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, হে ভগবন্! কতগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন্ পথে গমন করিয়াছে, যদি আপনি অবগত থাকেন, তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন। কৌশিক দস্যুগণ কর্ত্তৃক এই রূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্য পালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন, কতগুলি লোক এই বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম পরিবেষ্টিত অটবী মধ্যে গমন করিয়াছে। তখন সেই ক্রূরকর্ম্মা দস্যুগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করিল। সূক্ষ্মধর্ম্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্য বাক্য জনিত পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন।

হে ধনঞ্জয়! ধর্ম্মনির্ণয়ানভিজ্ঞ অল্পবিদ্য ব্যক্তি জ্ঞানবৃদ্ধদিগের নিকট সন্দেহ ভঞ্জন না করিয়া ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও নিতান্ত দুর্ব্বোধ ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয়। অনেকে শ্রুতিরে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না, কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই, এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণিগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত কার্য্য করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রদিগের হিংসা নিবারণার্থেই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণিগণকে ধারণ (রক্ষা) করে বলিয়া ধর্ম্মনামে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যাহারা অন্যের সন্তোষ উৎপাদনই ধর্ম্ম, ইহা স্থির করিয়া অন্যায় সহকারে পরদারাপহরণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সহিত আলাপ করাও কর্ত্তব্য নহে। যদি কেহ কাহারে বিনাশ করিবার মানসে কাহার নিকট

তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করা উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তাহা হইলে সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। ঐ রূপ স্থলে মিথ্যাও সত্য স্বরূপ হয়। যে ব্যক্তি কোন কার্য্য করিবার মানসে ব্রত অবলম্বন করিয়া তাহা সেই কার্য্যে পরিণত না করে, সে কখনই তাহার ফল লাভে সমর্থ হয় না। প্রাণবিনাশ, বিবাহ, সমস্ত জ্ঞাতি নিধন এবং উপহাস, এই কয়েক স্থলে মিথ্যা কহিলেও উহা দোষাবহ হয় না। ধর্ম্মতত্ত্ব দর্শীরাও উহাতে অধর্ম্ম নির্দ্দেশ করেন না। যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তি লাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্য স্বরূপ হয়। সমর্থ হইলেও চৌরাদিরে ধন দান করা কদাপি বিধেয় নহে। পাপাত্মাদিগকে ধন দান করিলে অধর্ম্মাচরণ নিবন্ধন দাতারেও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়। হে অর্জ্জুন! আমি তোমার হিতার্থ শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুসারে আপনার বুদ্ধি সাধ্যানুরূপ ধর্ম্মলক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। ধর্ম্মার্থে মিথ্যা কহিলেও যে অনৃত নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হয় না, তাহার আর সন্দেহ নাই। এ ক্ষণে ধর্ম্মরাজ তোমার বধার্হ কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া বল।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন; তুমি আমাদের হিতার্থে যাহা কহিলে, তাহা নিশ্চয়ই সত্য। তুমি আমাদের পিতা মাতার সদৃশ এবং তুমিই আমাদের গতি ও আশ্রয়। এই ত্রিলোক মধ্যে তোমার অবিদিত কিছুই নাই; অতএব সত্য ধর্ম্ম যে তোমার বিশেষ বিদিত আছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ধর্ম্মরাজ যে আমার অবধ্য, তাহা আমার বোধগম্য হইয়াছে। এ ক্ষণে তুমি আমার মনোগত অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার উপায় নির্দ্দেশ কর। হে কৃষ্ণ! যদি কোন মনুষ্য আমারে কহে যে, হে পার্থ! তুমি তোমা অপেক্ষা সমধিক অস্ত্রবল ও ভুজবীর্য্য সম্পন্ন ব্যক্তিকে এই গাণ্ডীব প্রদান কর, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহারে সংহার করিব। আমার এই ব্রত তোমার অবিদিত নাই। মহাত্মা ভীমসেনেরও এই প্রতিজ্ঞা যে, যদি কেহ তাঁহারে ভুবরক বলে, তাহা হইলে তিনি তাহারে বিনাশ করিবেন। এ ক্ষণে ধর্ম্মরাজ তোমার সমক্ষেই আমারে বারংবার অন্যকে গাণ্ডীব প্রদান করিতে কহিলেন। এ ক্ষণে আমি যদি ইহাঁরে সংহার করি, তাহা হইলে ক্ষণকালও এই জীবলোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হইব না। হে কেশব! আমি বিমোহিত হইয়া ধর্ম্মরাজের বধ চিন্তা করিয়াও পাপাসক্ত হইয়াছি, সন্দেহ নাই। এ ক্ষণে যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা না হয় এবং আমার ও ধর্ম্মরাজের জীবন রক্ষা হয়, তাহার উপায় অবধারণ কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে সখে! ধর্ম্মরাজ সূতপুত্রের নিরন্তর নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সাতিশয় তাড়িত ও ক্ষতবিক্ষত কলেবর হইয়া একান্ত পরিশ্রান্ত ও দুঃখিত হইয়াছেন, এই নিমিত্তই ইনি রোষভরে তোমার প্রতি এই রূপ অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিলেন। তুমি উহাঁর বাক্যে কুপিত হইয়া কর্ণকে বিনাশ করিবে, এই উহাঁর অভিপ্রায়। পাপাত্মা সূতপুত্র একান্ত দুর্দ্ধর্ষ; আজি কৌরবগণ তাহারে পণ স্বরূপ করিয়া যুদ্ধরূপ দ্যূত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছে; সুতরাং এ ক্ষণে সেই দুর্দ্ধর্ষ কর্ণের বিনাশ সাধন করিতে পারিলেই কৌরবেরা অনায়াসে পরাজিত হইবে। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই বিবেচনা করিয়াই কটুবাক্য দ্বারা তোমারে

কোপিত করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ইহাঁরে বিনাশ করা তোমার উচিত নহে; কিন্তু প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাও তোমার অতি কর্ত্তব্য। অতএব এ ক্ষণে ইনি জীবন সত্ত্বেও যাহাতে মৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন, এই রূপ এক উপায় কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে পার্থ! এই জীবলোকে মাননীয় ব্যক্তি যত দিন সম্মান লাভ করেন, তত দিন তিনি জীবিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন। তিনি অপমানিত হইলেই তাঁহারে জীবন্মৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। দেখ, বৃদ্ধবর্গ ও অন্যান্য বীরগণ তুমি, ভীম, নকুল ও সহদেব, তোমরা সকলেই ধর্ম্মরাজকে সম্মান করিয়া থাক, আজি তুমি তাঁহারে অণুমাত্র অপমানিত কর। হে অর্জ্জুন! গুরুরে তুমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেই তাঁহারে বধ করা হয়; অতএব তুমি পূজ্যতম ধর্ম্মরাজকে তুমি বলিয়া নির্দ্দেশ কর। এ ক্ষণে আমি যে প্রকার কহিলাম, অথর্ব্ব বেদে এই রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে এবং মহর্ষি অঙ্গিরাও এইরূপই কহিয়া গিয়াছেন। ফলত গুরুলোককে তুমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে তাঁহারে এক প্রকার বধ করা হয়; অতএব মঙ্গল লাভার্থী ব্যক্তি অবিচারিত চিত্তে আবশ্যক সময়ে ইহার অনুষ্ঠান করিবে। হে ধনঞ্জয়! এ ক্ষণে তুমি আমার বাক্যানুসারে ধর্ম্মনন্দনকে তুমি বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলেই ইনি অপমানিত হইয়া আপনারে তোমার হস্তে নিহত জ্ঞান করিবেন। তৎপরে তুমি ইহাঁর চরণে প্রণত হইয়া সান্ত্বনা করিবে। তুমি এই রূপ করিলে এই ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া কখনই রোষাবিষ্ট হইবেন না। অতএব তুমি এ ক্ষণে এই রূপে স্বীয় সত্য প্রতিপালন ও ভ্রাতার প্রাণ রক্ষা করিয়া সূতপুত্রকে বিনাশ কর।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অর্জ্জুন বাসুদেব কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করত পরুষ বাক্যে ধর্ম্মরাজকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! তুমি রণস্থল হইতে এক ক্রোশ অন্তরে অবস্থান করিতেছ; অতএব আমারে তিরস্কার করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। মহাবল পরাক্রান্ত শত্রুসূদন ভীমসেন কৌরব পক্ষীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, তিনিই আমারে তিরস্কার করিতে পারেন। ঐ মহাবীর অসংখ্য রথী, হস্ত্যারোহী ও অশ্বারোহী মহীপালগণকে নিপীড়িত ও নিপাতিত করিয়া মৃগনিহন্তা সিংহের ন্যায় বহু সহস্র কুঞ্জর এবং অযুত কাম্বোজ ও পার্ব্বতীয়কে সংহার পূর্ব্বক তোমার অসাধ্য অতি দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছেন। উনি ইন্দ্র, যম ও কুবেরের ন্যায় প্রভাবশালী। ঐ মহাবীর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদা ও খড়্গের আঘাতে চতুরঙ্গিণী সেনা নিপাতিত করিয়া হস্ত পদের আঘাতে অসংখ্য অরাতির প্রাণ সংহার করিতেছেন এবং রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরাসন নির্ম্মুক্ত শরনিকরে শত্রুগণকে সহসা দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঐ মহাবীর একাকী দুর্য্যোধনের চতুরঙ্গ বল প্রমথিত করত নীল মেঘ সদৃশ কলিঙ্গ, বঙ্গ, অঙ্গ, নিষাদ, মাগধ ও অন্যান্য শত্রুগণের প্রাণ সংহার এবং যথা সময়ে রথে আরোহণ পূর্ব্বক জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শর বর্ষণ করিতেছেন। অদ্য তাঁহার নিশিত শরে অষ্টশত গজ নিপাতিত হইয়াছে। অতএব সেই বীরই আমারে তিরস্কার করিতে পারেন। কিন্তু তুমি সতত সুহৃদ্‌গণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া থাক; সুতরাং আমার নিন্দাকরা তোমার কদাচ কর্ত্তব্য

নহে। হে রাজন্! পণ্ডিতেরা দ্বিজগণের বাক্যবল ও ক্ষত্রিয়গণের বাহুবল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়াও বাক্য-প্রকাশ করত নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় আমারে বলহীন কহিতেছ। সত্যসন্ধ পিতামহ তোমার প্রিয় কামনায় স্বয়ং আপনার মৃত্যুর উপায় নির্দ্দেশ করাতে দ্রুপদনন্দন মহাবীর শিখণ্ডী সেই মহাত্মারে নিপাতিত করিয়াছেন। শিখণ্ডী ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে আমিই তাঁহারে রক্ষা করিয়াছিলাম; নচেৎ দ্রুপদতনয় কদাপি পিতামহকে সংহার করিতে পারিতেন না। ফলত আমি স্ত্রী, পুত্র, শরীর ও জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া তোমার হিতার্থে যত্নবান্ রহিয়াছি, তথাপি তুমি আমারে বাক্যবাণে নিপীড়িত করিতেছ? আমি তোমার নিমিত্ত মহারথগণকে নিহত করিতেছি কিন্তু তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে দৌপদীর শয্যায় শয়ন করিয়া আমার অবমাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি নিতান্ত নিষ্ঠুর। তোমার নিকট থাকিয়া কোন মতেই সুখী হইতে পারি না। হে রাজন্! তুমি অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া স্বয়ং অসাধু ব্যবহৃত ঘোরতর অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া এ ক্ষণে আমাদিগের প্রভাবে অরাতিগণকে পরাজয় করিতে অভিলাষ করিতেছ। অতএব আমি তোমার রাজ্য লাভে সন্তুষ্ট নহি। সহদেব অক্ষক্রীড়াতে বহুতর দোষ ও অধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিল। তথাপি তুমি তাহা পরিত্যাগ কর নাই; সেই নিমিত্তই আমরা এই পাপগ্রস্ত হইয়াছি। তুমি দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হইয়া স্বয়ং দুঃখোৎপাদন পূর্ব্বক অদ্য আমার প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতেছ; অতএব জানিলাম তোমা হইতে আমাদিগের কিছুমাত্র সুখ লাভের প্রত্যাশা নাই। তোমার অপরাধেই শত্রুপক্ষীয় সৈনিকগণ আমাদিগের শরে নিহত হইয়া চীৎকার করত ছিন্ন গাত্রে ভূমিতলে পতিত হইতেছে। তোমা হইতেই কৌরবগণের বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে। তোমার দোষেই উদীচ্য, প্রাচ্য, প্রতীচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণ নিহত হইয়াছে এবং উভয় পক্ষীয় যোধগণ সমরে অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করত পরস্পরকে সংহার করিতেছে। হে রাজন্! তুমিই দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলে; তোমার নিমিত্তই আমাদের রাজ্যনাশ ও যাহার পর নাই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি পুনরায় ক্রূর বাক্য দ্বারা আমারে ব্যথিত করিও না।

হে কুরুরাজ! ধর্ম্মভীরু স্থিরপ্রজ্ঞ সব্যসাচী ধর্ম্মরাজকে এই রূপ পরুষ বাক্য শ্রবণ করাইয়া অল্পমাত্র পাপের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক নিতান্ত বিমনা হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বেই দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন করিলেন। তখন বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কি নিমিত্ত পুনরায় এই আকাশ সদৃশ শ্যামল অসি নিষ্কাশিত করিলে? তুমি অবিলম্বে তোমার অভিপ্রায় প্রকাশ কর, আমি তোমার প্রয়োজন সিদ্ধির সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতেছি। মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেব কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমাননা করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি; অতএব এ ক্ষণে আত্মবিনাশ করিব। তখন পরম ধার্ম্মিক বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে পার্থ! তুমি রাজারে এই রূপ দুর্ব্বাক্য কহিয়া আপনারে মহাপাপে লিপ্ত জ্ঞান করত আত্মবিনাশে উদ্যত হইয়াছ; কিন্তু আত্মহত্যা সাধুজনের সর্ব্বতোভাবে নিন্দ-

নীয়। দেখ, যদি আজি তুমি খড়্গাঘাতে ধর্ম্মাত্মা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে বিনাশ করিতে, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্মভীরুতা কোথায় রহিত এবং তুমি পরিশেষেই বা কি করিতে? সূক্ষ্ম ধর্ম্ম অতিশয় দুরবগাহ। অজ্ঞ ব্যক্তি উহা কখনই সহসা বুঝিতে পারে না। হে অর্জ্জুন! তুমি আত্মঘাতী হইলে ভ্রাতৃবধ অপেক্ষা ঘোরতর নরকে নিপতিত হইবে। অতএব এ ক্ষণে স্বয়ং আপনার গুণ কীর্ত্তন কর; তাহা হইলে তোমার আত্মবিনাশ করা হইবে।

হে মহারাজ! তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্যে অনুমোদন করিয়া শরাসন অবনত করত ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে রাজন্! পিনাকপাণি মহাদেব ভিন্ন আমার তুল্য ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই। আমি তাঁহার অনুগৃহীত ও মহাত্মা। আমি ক্ষণকাল মধ্যে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ নষ্ট করিতে পারি। আমিই ভূপতিগণের সহিত সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়া আপনার বশীভূত করিয়াছি। আমার পরামেই আপনার দিব্য সভা নির্ম্মিত ও সমাপ্ত-দক্ষিণ রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছিল। আমার করে নিশিত শরনিকর ও জ্যাযুক্ত সশর শরাসন এবং পদদ্বয়ে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে; মাদৃশ ব্যক্তিরে সমরে পরাজিত করা কাহারও সাধ্য নহে। আমি কৌরব পক্ষীয় উদীচ্য, প্রতীচ্য, প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণকে নিপাতিত করিয়াছি। সংশপ্তকগণের কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে; বস্তুত আমি কৌরব পক্ষের অর্দ্ধাংশ সৈন্য ধ্বংস করিয়াছি। দেবসেনা সদৃশ বিক্রম সম্পন্ন কৌরব সৈন্যগণ আমার শরে নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিয়াছে। আমি অস্ত্রজ্ঞদিগকেই অস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকি, এই নিমিত্তই সমুদায় লোককে ভস্মসাৎ করিতেছি না। এ ক্ষণে কৃষ্ণ ও আমি আমরা উভয়ে জয়শীল ভীষণ রথে আরোহণ করিয়া কর্ণ বিনাশার্থ গমন করিতেছি। আপনি সুস্থির হউন। আমি অবশ্যই শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিব। অদ্য হয় কর্ণের মাতা পুত্রহীনা হইবে, না হয় আমার মৃত্যু নিবন্ধন জননী কুন্তী নিতান্ত বিষণ্ন হইবেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য কর্ণকে নিপাতিত না করিয়া কদাচ কবচ পরিত্যাগ করিব না।

হে কুরুরাজ! মহাত্মা অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই রূপ কহিয়া শরাসন ও শস্ত্র পরিত্যাগ এবং অসি কোষ মধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহারাজ! আমি আপনারে নমস্কার করিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমারে ক্ষমা করুন। আমি কি নিমিত্ত আপনারে এরূপ কহিলাম, তাহা আপনি পরিণামে বুঝিতে পারিবেন। হে মহারাজ! সূতপুত্র আমার সহিত সংগ্রামার্থে আগমন করিতেছে। আমি অচিরাৎ তাহারে সংহার করিব। আমি কেবল আপনার হিত সাধনার্থে জীবন ধারণ করিয়াছি। এ ক্ষণে ভীমসেনকে সমর হইতে মুক্ত ও সূতপুত্রকে বিনষ্ট করিতে চলিলাম। মহাত্মা ধনঞ্জয় এই রূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পাদ বন্দনানন্তর সমরে গমন করিবার মানসে সমুত্থিত হইলেন।

হে কুরুরাজ! ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতার পূর্ব্বোক্ত পরুষ বাক্যে নিতান্ত অবমানিত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দুঃখিত চিত্তে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি অতি অসৎ কার্য্য করিয়াছিলাম, তাহাতেই তোমরা বিষম দুঃখে পতিত হইয়াছ। আমি নিতান্ত ব্যসনাসক্ত, মূঢ়, অলস, ভীরু ও পরুষ, আমা হইতেই আমাদের কুল বিনষ্ট হইল। অতএব তুমি

অচিরাৎ আমার মস্তক ছেদন কর। কি সুখে আর আমার অধীন থাকিবে। অথবা আমি অচিরাৎ বনে গমন করিতেছি; তুমি সুখী হও। মহাত্মা ভীমসেন রাজ্য লাভের উপযুক্ত। আমি অকর্ম্মণ্য, আমার রাজকার্য্যে প্রয়োজন কি! আমি আর তোমার পরুষ বাক্য সহ্য করিতে পারিব না। এ ক্ষণে ভীমসেনই রাজা হউক। অপমানিত হইয়া আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বন গমনে উদ্যত হইলেন।

তখন মহামতি বাসুদেব ধর্ম্মরাজকে প্রণতি পুরঃসর কহিলেন, হে মহারাজ! সত্যসন্ধ গাণ্ডীবধন্বা গাণ্ডীব বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা ত আপনার অবিদিত নাই। যে ব্যক্তি উহাঁরে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব প্রদান করিতে কহিবে, উনি তাহারে বিনাশ করিবেন। আপনি ধনঞ্জয়কে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব সমর্পণ করিতে কহিয়াছেন, সেই নিমিত্তই উনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থে আমার প্রবর্ত্তনায় আপনার অপমান করিয়াছেন। গুরুলোকের অপমানই মৃত্যু স্বরূপ। হে মহারাজ! এ ক্ষণে আমরা উভয়ে আপনার শরণাপন্ন হইলাম। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে আমরা যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য পৃথিবী কর্ণের শোণিত পান করিবে। এ ক্ষণে আপনি সূতপুত্রকে নিহত বোধ করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণে সসম্ভ্রমে তাঁহারে উত্থাপিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যাহা কহিলে, সকলই যথার্থ। আমি অর্জ্জুনকে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব প্রদান করিতে বলিয়া নিতান্ত কুকর্ম্ম করিয়াছি। এ ক্ষণে তোমার বাক্যে প্রবোধিত হইলাম। অদ্য তুমি আমাদিগকে ঘোরতর বিপদ হইতে মুক্ত করিলে। আজি অর্জ্জুন ও আমি আমরা উভয়েই অজ্ঞান প্রভাবে মোহিত হইয়াছিলাম। এ ক্ষণে তোমার প্রভাবে এই ভীষণ বিপদ্ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। তোমার বুদ্ধি প্লবস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত দুঃখ শোকার্ণব হইতে উদ্ধার করিল।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ বাসুদেব ধর্ম্মরাজের প্রীতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে প্রসন্ন করিতে ধনঞ্জয়কে অনুরোধ করিলেন এবং মহাত্মা অর্জ্জুনকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ নিবন্ধন নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া কহিলেন, হে পার্থ! যদি তুমি তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিতে, তাহা হইলে তোমার কি অবস্থা হইত, তুমি রাজারে দুর্ব্বাক্য বলিয়া এই রূপ দুর্ম্মনায়মান হইয়াছ, আর তাঁহারে বিনাশ করিলে না জানি কি করিতে! যথার্থ ধর্ম্ম স্বভাবতই নিতান্ত দুর্ব্বোধ। বিশেষত অজ্ঞানেরা উহা কখনই সহজে বুঝিতে পারে না। তুমি ধর্ম্মভয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ সংহার করিলে নিশ্চয়ই ঘোর নরকে নিপতিত হইতে। যাহা হউক, এ ক্ষণে আমার বাক্যানুসারে পরম ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজকে প্রসন্ন কর। যুধিষ্ঠির প্রীত হইলে আমরা উভয়ে সত্বরে কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইব। আজি তুমি নিশ্চয়ই শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিয়া ধর্ম্মরাজের বিপুল প্রীতি সম্পাদন করিবে। এ ক্ষণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে প্রসন্ন করিয়া সংগ্রাম ক্ষেত্রে গমন করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব উহা করিলেই তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জিত ভাবে ধর্ম্মরাজের চরণে নিপতিত হইয়া বারংবার কহিলেন, হে মহারাজ! আমি ধর্ম্ম রক্ষার্থে আপনারে যে সমস্ত দুর্ব্বাক্য কহিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া তৎসমুদায় ক্ষমা করুন। তখন ধর্ম্মরাজ ধনঞ্জয়কে পদতলে নিপতিত ও রোরুদ্যমান অবলোকন করিয়া তাঁহারে উত্থাপন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করত সস্নেহ নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই ভ্রাতৃদ্বয় বহু ক্ষণ রোদন করিয়া পরিশেষে পরম প্রীতিযুক্ত হইলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির প্রীত মনে অর্জ্জুনের মস্তকাঘ্রাণ ও তাঁহারে আলিঙ্গন করত কহিলেন, হে অর্জ্জুন! কর্ণ সংগ্রামনিপুণ সমুদায় সৈন্যের সমক্ষে শরজাল দ্বারা আমার কবচ, ধ্বজ, শরাসন, শক্তি, অশ্ব ও শরনিকর ছেদন করিয়াছে। আমি তাহার প্রভাব জানিয়া ও কার্য্য দেখিয়া বিষাদে নিতান্ত অবসন্ন হইতেছি। আমার জীবনে আর আস্থা নাই। যদি তুমি অদ্য তাহারে নিপাতিত করিতে না পার, তবে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

মহাত্মা ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আমি সত্য, মহাশয়ের স্বাস্থ্য, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের শপথ করিয়া কহিতেছি যে, অদ্য হয় সমরে কর্ণকে নিপাতিত করিব, নচেৎ স্বয়ং তাহার হস্তে নিহত হইয়া মহীতলে নিপতিত হইব। এ ক্ষণে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্র গ্রহণ করিলাম। মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে এই রূপ কহিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! অদ্য তোমার বুদ্ধিবলে নিশ্চয়ই সূতপুত্রকে সংহার করিব। বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে পার্থ! তুমি মহাবল কর্ণকে বিনাশ করিবার উপযুক্ত পাত্র। তুমি পরাক্রান্ত সূতপুত্রকে নিহত করিবে। ইহা আমি সতত অভিলাষ করিয়া থাকি। অনন্তর মহামতি বাসুদেব পুনরায় ধর্ম্মনন্দনকে কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিয়া দুরাত্মা কর্ণের বিনাশে অনুজ্ঞা করুন। আমরা আপনারে কর্ণশরপীড়িত শ্রবণ করিয়া আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি। ভাগ্য ক্রমে আজি আপনি নিহত বা ধৃত হন নাই। এ ক্ষণে অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিয়া বিজয় লাভার্থে আশীর্ব্বাদ করুন।

তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি আমারে অবশ্য কর্ত্তব্য হিতকর কথা কহিয়াছ, অতএব উহা পরুষ হইলে আমি ক্ষমা করিলাম। এ ক্ষণে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি কর্ণকে জয় কর। আমি তোমার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি বলিয়া ক্রুদ্ধ হইও না। হে মহারাজ! মহাত্মা ধনঞ্জয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাক্য শ্রবণানন্তর প্রণত হইয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনকে উত্তোলন ও আলিঙ্গন করিয়া মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, ভ্রাত! তুমি আমারে বিশেষ রূপে সম্মানিত করিয়াছ, অতএব আশীর্ব্বাদ করিতেছি, অচিরাৎ জয় ও মাহাত্ম্য লাভ কর। অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহারাজ! অদ্য শরনিকরে বলগর্ব্বিত পাপাত্মা কর্ণকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। দুরাত্মা সূতপুত্র শরাসন আনত করিয়া শরজালে আপনারে যে নিপীড়িত করিয়াছে, অবিলম্বে তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। এ ক্ষণে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কর্ণকে নিপাতিত করিয়া ঘোর সংগ্রামস্থল হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আপনারে দর্শন ও আপনার সম্মান করিব। হে মহারাজ!

আমি আপনার পদ স্পর্শ করিয়া সত্য করিতেছি যে, অদ্য সূতপুত্রকে সংহার না করিয়া কদাচ সংগ্রামস্থল হইতে প্রত্যাগত হইব না। তখন মহাত্মা ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তোমার শোকক্ষয়, অরাতিবিনাশ, আয়ুর্বৃদ্ধি ও জয় লাভ হউক। দেবগণ তোমার মঙ্গল বৃদ্ধি করুন এবং তোমার নিমিত্ত যাহা ইচ্ছা করি, তুমি তৎসমুদায় লাভ কর। এ ক্ষণে পুরন্দর যেমন পূর্ব্বে আপনার বৃদ্ধির নিমিত্ত বৃত্রাসুরের প্রতি গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হও।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এই রূপে প্রহৃষ্ট মনে ধর্ম্মরাজকে প্রসন্ন করিয়া সূতপুত্রের বধাভিলাষে বাসুদেবকে কহিলেন, সখে! তুমি পুনরায় আমার রথ সুসজ্জিত এবং উহাতে অশ্ব সকল সংযোজিত ও সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র সন্নিবেশিত কর। সুশিক্ষিত অশ্ব সকল শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত ভূপৃষ্ঠে বারংবার বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। এ ক্ষণে উহাদিগকে সুসজ্জিত করিয়া শীঘ্র আনয়ন কর এবং সূতপুত্রকে সংহার করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে আমারে রণস্থলে লইয়া চল।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই রূপ কহিলে মহামতি বাসুদেব স্বীয় সারথি দারুককে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহারে অর্জ্জুনের বাক্য অবিকল বলিয়া অবিলম্বে রথানয়নে আদেশ করিলেন। দারুক বাসুদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ রথে অশ্ব সংযোজন পূর্ব্বক মহাত্মা অর্জ্জুনকে সংবাদ প্রদান করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় রথ সংযোজিত হইয়াছে দেখিয়া ধর্ম্মরাজকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক উহাতে আরোহণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্বস্তিবাচন ও রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহারে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের রথাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে তাঁহারে মহাবেগে ধাবমান দেখিয়া সূতপুত্রকে নিহত বলিয়া বোধ করিল। ঐ সময় সমুদায় দিক্ বিদিক্ নির্ম্মল হইল। চাস, শতপত্র ও ক্রৌঞ্চ পক্ষিগণ অর্জ্জুনকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। পুংনামক মঙ্গলজনক বিহঙ্গমগণ ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে ত্বরা প্রদর্শন পূর্ব্বক হৃষ্ট চিত্তে শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইল। নিতান্ত ভীষণদর্শন গৃধ্র, বক, শ্যেন ও বায়সগণ মাংসলোলুপ হইয়া অর্জ্জুনের অগ্রে অগ্রে গমন করত অর্জ্জুনের অরিসৈন্য বিনাশ ও সূতপুত্র সংহাররূপ শুভ নিমিত্ত সূচিত করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় সংগ্রামস্থলে গমন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার কলেবর হইতে অনবরত স্বেদজল নির্গত হইল এবং তিনি কি রূপে এই দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিবেন, মনে মনে তাহারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তখন মধুসূদন ধনঞ্জয়কে চিন্তায় আক্রান্ত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, সখে! গাণ্ডীব প্রভাবে তুমি যাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ, তোমা ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ নহে। দেবরাজ সদৃশ বলবীর্য্য সম্পন্ন বহুসংখ্য বীরগণ তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন; তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ বীর ভীষ্ম, দ্রোণ, ভগদত্ত, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, কাম্বোজ দেশীয় সুদক্ষিণ এবং অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষেমলাভে সমর্থ হয়? তোমার দিব্য অস্ত্র, হস্তলাঘব, বাহুবল, যুদ্ধে অসংমোহ, বিজ্ঞান, দৃঢ়ভে-

দিতা, লক্ষ্যে অস্ত্রচালন ও প্রহার বিষয়ে সবিশেষ নিপুণতা আছে। তুমি দেব গন্ধর্ব্ব সমবেত সমুদায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত বিনাশ করিতে পার। এই পৃথিবীতে তোমার তুল্য যোদ্ধা আর নাই। অধিক কি, সমর দুর্ম্মদ ধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয়গণের কথা দূরে থাকুক, দেবতাদিগের মধ্যেও তোমার তুল্য বীর কখন শ্রবণ বা দর্শনগোচর হয় নাই। সর্ব্বলোক স্রষ্টা পিতামহ গাণ্ডীব শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তুমি সেই গাণ্ডীব লইয়া যুদ্ধ করিতেছ; অতএব তোমার অনুরূপ বীর আর কেহই নাই। যাহা হউক, তোমার যাহা হিতকর, তাহা নির্দ্দেশ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মহাবাহো! তুমি কর্ণকে অবজ্ঞা করিও না। মহারথ সূতপুত্র মহাবল পরাক্রান্ত, নিতান্ত গর্ব্বিত, সুশিক্ষিত, কার্য্যকুশল, বিচিত্র যোদ্ধা ও দেশকালকোবিদ। আমি এ ক্ষণে সংক্ষেপে তাহার গুণের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ বীর আমার মতে তোমার তুল্য বা তোমা অপেক্ষা, সমধিক বলশালী হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব পরম যত্ন সহকারে তাহারে সংহার করা তোমার কর্ত্তব্য। ঐ মহাবীর তেজে হুতাশন সঙ্কাশ, বেগে বায়ু সদৃশ ও ক্রোধে অন্তক তুল্য; ঐ বিশাল বাহুশালী বীরবরের দৈর্ঘ্য আট অরত্নি পরিমিত, বক্ষস্থল অতি বিস্তৃত এবং সে নিতান্ত দুর্জ্জয়, অভিমানী, প্রিয়দর্শন, যোধগুণে সমলঙ্কৃত, মিত্রগণের অভয়প্রদ, পাণ্ডবগণের বিদ্বেষী ও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের হিতানুষ্ঠান নিরত। আমার বোধ হইতেছে, এ ক্ষণে তোমা ব্যতিরেকে অদ্য কেহই ঐ মহাবীরকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন; অতএব তুমি অদ্য তাহারে বিনাশ কর। ইন্দ্রাদি সমুদায় দেবতা মিলিত হইয়াও পরম যত্ন সহকারে ঐ মহারথকে বিনাশ করিতে পারিবেন না। হে ধনঞ্জয়! সূতপুত্র অতিশয় দুরাত্মা, পাপস্বভাব, ক্রূর ও তোমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি সম্পন্ন; সে এ ক্ষণে অকারণ তোমাদিগের সহিত এই রূপ বিরোধ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে তাহারে বিনাশ করিয়া কৃতকার্য্য হও। ঐ দুরাত্মারে পরাজয় করে, এমন আর কেহই নাই; অতএব তুমি তাহারে সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন কর। দুরাত্মা সূতপুত্র বলদর্পে গর্ব্বিত হইয়া সতত পাণ্ডবগণকে অপমান করিয়া থাকে। পাপপরায়ণ দুর্য্যোধনও উহার বীর্য্য প্রভাবে আপনারে মহাবীর বলিয়া বিবেচনা করে। অতএব আজি তুমি সেই শরশরাসন খড়্গধারী গর্ব্বিতস্বভাব পাপকার্য্যের মূলস্বরূপ সূতপুত্রকে বিনাশ করিয়া আমার প্রীতিভাজন হও। আমি তোমার বল বীর্য্য সম্যক্ অবগত আছি; এ ক্ষণে দুর্য্যোধন যাহার ভুজ বীর্য্য আশ্রয় করিয়া তোমার বল বীর্য্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে, তুমি সেই সূতপুত্রকে কেশরী যেমন মাতঙ্গকে বিনাশ করে, তদ্রূপ অচিরাৎ সংহার কর।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর উদারস্বভাব বাসুদেব কর্ণ বিনাশে কৃতসঙ্কল্প অর্জ্জুনকে পুনরায় কহিলেন, হে সখে! অদ্য সপ্তদশ দিন হইল, অনবরত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য বিনষ্ট হইতেছে। পাণ্ডব পক্ষীয় বিপুল সৈন্য কৌরবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ও নিহত হইয়া অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইয়াছে। কৌরবগণ প্রভূত গজবাজি সম্পন্ন হইয়াও তোমার প্রভাবে শমনসদনে আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে। যাবতীয় পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও সমাগত অন্যান্য ভূপালগণ তোমারে আশ্রয় করিয়াই সমরে অবস্থান করিতেছেন। পাঞ্চাল, পাণ্ডব, মৎস্য,

কাম্বোজ ও চেদিগণ তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই শত্রুক্ষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। হে অর্জ্জুন! পাণ্ডবগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত না হইয়া কৌরবগণকে জয় করিতে পারে? আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, কৌরব সৈন্যের কথা দূরে থাকুক্, তুমি সুরাসুরনর সমবেত ত্রিলোক পরাজয় করিতে পার। তুমি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি দেবরাজ সদৃশ পরাক্রমশালী হইয়াও রাজা ভগদত্তকে পরাজয় করিতে পারে? ভূপতিগণ তোমার বাহুবলে রক্ষিত সৈন্যগণকে দর্শন করিতেও সমর্থ নহেন। শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমা কর্ত্তৃক নিয়ত রক্ষিত হইয়াই ভীষ্ম ও দ্রোণকে নিপাতিত করিয়াছে, নচেৎ সেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মহারথ বীরদ্বয়কে পরাজয় করা কাহার সাধ্য! তুমি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি অনেক অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর যুদ্ধদুর্ম্মদ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সৌমদত্তি, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, শল্য ও রাজা দুর্য্যোধনকে পরাজয় করিতে পারে? তোমার শরে নানা জনপদবাসী অসংখ্য ক্ষত্রিয় বিনষ্ট এবং রথ ও হস্তি সমুদায় বিদীর্ণ হইতেছে। প্রভূত গজযাজি সম্পন্ন গোবাস,দাশমীয়, বশাতি,প্রাচ্য, বাটধান ও অভিমানী ভোজ সৈন্যগণ তোমার ও ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তুমি ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তিই দুর্য্যোধনের কার্য্যে নিযুক্ত কৌরবগণ পরিবৃত অতি ভীষণ উগ্রস্বভাব দণ্ডপাণি যুদ্ধবিশারদ তুষার, জবন, খশ, দার্ব্বাভিসার, দরদ, শক, রামঠ, কৌষ্কণ, অন্ধ্রক, পুলিন্দ, কিরাত, ম্লেচ্ছ, পার্ব্বতীয় ও সাগরকূলবর্ত্তী শূরগণকে জয় করিতে পারে নাই। যদি তুমি দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ব্যূহিত ও উগ্র দেখিয়া স্বপক্ষ রক্ষণে তৎপর না হইতে, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি তাহাদিগের প্রতিগমনে সমর্থ হইত? কোপাবিষ্ট পাণ্ডবগণ তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই সাগরের ন্যায় সমুদ্ধূত ধূলিপটল সংবৃত কৌরব সৈন্যগণকে বিদারণ পূর্ব্বক নিহত করিয়াছেন। আজি সাত দিন হইল, মগধাধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত জয়ৎসেন অভিমন্যুর শরে নিপাতিত হইয়াছেন এবং ভীমসেন গদাপ্রহারে তাঁহার অনুগামী দশ সহস্র হস্তীর প্রাণ সংহার পূর্ব্বক অন্যান্য শত শত নাগ ও রথ বিনষ্ট করিয়াছেন। হে ধনঞ্জয়! কৌরবগণ এই রূপে মহাবীর ভীমসেনের ও তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গগণের সহিত নিহত হইয়াছে।

পাণ্ডবগণ এই রূপে কৌরবদিগের সেনামুখ নিপাতিত করিলে পরমাস্ত্রবিদ্ ভীষ্মদেব শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক চেদি, কাশী, পাঞ্চাল, কৰূষ, মৎস্য ও কৈকয়গণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া নিহত করিয়াছেন। তাঁহার শরাসনচ্যুত পরদেহ বিদারণ সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি এক এক বার শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহস্র সহস্র রথ বিনষ্ট করিয়া এক লক্ষ মনুষ্য ও হস্তী নিহত করিয়াছেন। তাহারা বিনষ্ট হইয়া পতন সময়ে অসংখ্য গজ, অশ্ব ও রথ সংহার করিয়াছে। মহাবীর ভীষ্মদেব ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দশ দিন অনবরত শর বর্ষণ পূর্ব্বক রথ সকল রথিশূন্য ও গজবাজিগণকে নিহত করিয়া ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের ন্যায় অদ্ভুত রূপ প্রদর্শন পুরঃসর চেদি, পাঞ্চাল ও কৈকয় দেশীয় নরপতিদিগকে নিপীড়িত করত প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়াছেন। তিনি সমরসাগরে নিমগ্ন মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনের উদ্ধারার্থ সমরে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে সঞ্জয়দিগের সহস্র কোটি পদাতি ও অন্যান্য

মহীপালগণ তাঁহারে দর্শন করিতেও সমর্থ হন নাই। তিনি তৎকালে একাকী সমরে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবণ পূর্ব্বক অদ্বিতীয় বীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শিখণ্ডী কেবল তোমার প্রভাবে রক্ষিত হইয়া রতপর্ব্ব শরনিকরে পুরুষপ্রধান কুরুপিতামহকে নিপাতিত করিয়াছে। ফলত মহাত্মা ভীষ্ম তোমার প্রভাবেই শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন।

প্রতাপান্বিত দ্রোণাচার্য্যও পাঁচ দিন শত্রুসৈন্য নিপীড়িত করিয়াছিলেন। তিনি অভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণকে সংহার ও জয়দ্রথকে রক্ষা করেন। ঐ অন্তক সদৃশ প্রতাপশালী মহাবীরের শরানলে রাত্রিযুদ্ধে অসংখ্য যোধ দগ্ধ হইয়াছিল। মহাবল পরাক্রান্ত আচার্য্য এই রূপে অরাতি সংহার করিয়া পরিশেষে ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে প্রাণ ত্যাগ পূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই ইহা স্থির হইবে যে, তোমার প্রভাবেই দ্রোণের মৃত্যু হইয়াছে। যদি তুমি সমরে কর্ণপ্রমুখ রথিগণকে নিবারণ না করিতে, তাহা হইলে ঐ বীর কখনই নিহত হইতেন না। তুমি দুর্য্যোধনের সমুদায় বল নিবারণ করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহারে নিপাতিত করিয়াছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি জয়দ্রথ বিনাশ সময়ে যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ, আর কোন ক্ষত্রিয় তদ্রূপ করিতে পারে। তুমি সমুদায় কৌরব সৈন্য নিবারণ ও মহাবীর ভূপতিগণকে সংহার করিয়া অস্ত্রবলে সিন্ধুরাজকে নিহত করিয়াছ। ভূপালগণ সিন্ধুরাজের বধ আশ্চর্য্য বলিয়া জ্ঞান করেন কিন্তু তুমি ঐরূপ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাহারে নিহত করিয়াছ বলিয়া আমার উহা আশ্চর্য্য বোধ হয় না। তুমি যদি সম্পূর্ণ এক দিন যুদ্ধ করিয়া এই সমুদায় ক্ষত্রিয়কে বিনষ্ট কর, তাহা হইলেও আমি উহাদিগকে বলবান্ বলিয়া স্বীকার করি। তুমি মুহূর্ত্ত মধ্যেই সকলকে বিনষ্ট করিতে পার, সন্দেহ নাই। যখন ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন, তখন ভয়ঙ্কর কৌরব সেনা বীরশূন্য হইয়াছে। যোধগণ নিপতিত এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় বিনষ্ট হওয়াতে অদ্য কৌরব সৈন্য চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকাবিহীন আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বকালে অসুর সেনাগণ যেমন ইন্দ্রের পরাক্রমে ধ্বংস হইয়াছিল, এ ক্ষণে কৌরব সেনারাও তদ্রূপ তোমার প্রভাবে বিনষ্ট হইতেছে। এ ক্ষণে কৌরবপক্ষে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ, মদ্ররাজ ও কৃপাচার্য্য এই পাঁচ জনমাত্র মহারথ অবশিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব পূর্ব্বে বিষ্ণু যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রকে বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অদ্য ঐ পাঁচ মহারথকে নিপাতিত করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে গিরিকানন সমন্বিত পৃথিবী প্রদান কর। পূর্ব্বে দানবগণ বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইলে দেবতারা যেমন হৃষ্ট হইয়াছিলেন, অদ্য অরাতিগণ তোমার হস্তে বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালগণ সেই রূপ পরিতুষ্ট হইবেন। যদি তুমি তোমার গুরু দ্বিজাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যের সম্মান রক্ষার্থে অশ্বত্থামার প্রতি ও আচার্য্যগৌরব প্রযুক্ত কৃপাচার্য্যের প্রতি দয়া কর; এবং যদি মাতৃবান্ধব বলিয়া কৃতবর্ম্মারে ও মাতার ভ্রাতা বলিয়া মদ্রাধিপতি শল্যকে বিনাশ না কর, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই; কিন্তু পাপাত্মা নীচাশয় সূতপুত্রকে অবিলম্বে নিশিত শরে নিহত করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি কহিতেছি, এ বিষয়ে তোমার অণু মাত্রও দোষ নাই। দুর্য্যোধন রজনীযোগে যে তোমাদিগকে মাতার সহিত দগ্ধ করিতে উদ্যত

এবং সভামধ্যে দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পাপপরায়ণ সূতপুত্রই তৎসমুদায়ের মূল। দুরাত্মা দুর্য্যোধন প্রতিনিয়ত কর্ণ হইতেই পরিত্রাণ বাসনা করিয়া থাকে এবং তাহা দ্বারা আমারে নিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় ইহা স্থির নিশ্চয়ই করিয়াছে যে, কর্ণই পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐ দুরাত্মা তোমার বলবীর্য্য অবগত হইয়াও একমাত্র কর্ণকে আশ্রয় করিয়া তোমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দুরাত্মা সূতপুত্রও আমি পাণ্ডবগণকে এবং মহারথ বাসুদেবকে পরাজয় করিব বলিয়া প্রতিনিয়ত দুরাশয় দুর্য্যোধনকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে গর্জ্জন করিয়া থাকে। ফলত দুরাত্মা দুর্য্যোধন তোমাদের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছে, পাপাত্মা কর্ণ সেই সমুদায়েরই মূলীভূত। অতএব আজি তুমি তাহারে বিনাশ কর।

হে ধনঞ্জয়! বৃষভস্কন্ধ মহাযশস্বী অভিমন্যু দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণকে পরাজিত এবং মাতঙ্গগণকে আরোহি শূন্য, মহারথদিগকে রথ শূন্য, তুরগগণকে আরোহিহীন এবং পদাতিগণকে আয়ুধ ও জীবিত বিহীন করিয়া সমস্ত সৈন্য ও মহারথগণকে বিদলিত করত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে শমনসদনে প্রেরণ পূর্ব্বক সমরে অগ্রসর হইতেছিল, ক্রূরকর্ম্মকারী ছয় মহারথ একত্র হইয়া সেই মহাবীরকে নিহত করিয়াছে। আমি সত্য দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, তদ্দর্শনাবধি ক্রোধানলে আমার দেহ দগ্ধ হইতেছে। দুরাত্মা কর্ণ অভিমন্যুর সংগ্রাম সময়ে তাহারও দ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া তাহার অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই। তৎকালে ঐ দুরাত্মা সুভদ্রাতনয়ের প্রহারে জর্জ্জরীভূত, উৎসাহ শূন্য ও জীবনে নিরাশ হইয়া ক্রোধভরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ক্ষণকাল অজ্ঞানাবস্থায় অবস্থান করিয়াছিল। পরিশেষে ঐ মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের তৎকাল সদৃশ ক্রূরতর বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিলে ছলপরায়ণ অবশিষ্ট পাঁচ মহারথ সেই আয়ুধশূন্য বালককে শরনিকরে বিনষ্ট করিল। তদ্দর্শনে কর্ণ ও দুর্য্যোধন ব্যতীত আর সকলেই নাতিশয় দুঃখিত হইয়াছিল।

হে ধনঞ্জয়! পাপাত্মা সূতপুত্র সভা মধ্যে কৌরব ও পাণ্ডবগণ সমক্ষে দ্রৌপদীরে কহিয়াছিল, হে বিপুলনিতম্বে! মৃদুভাষিণি কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে; অতএব তুমি অন্য কাহাকে পতিত্বে বরণ কর। তোমার পূর্ব্ব পতিগণ বর্ত্তমান নাই, অতএব এ ক্ষণে দাসীভাবে কুরুরাজ সদনে প্রবেশ করা তোমার কর্ত্তব্য। হে পার্থ! পাপপরায়ণ সূতনন্দন তোমার সমক্ষেই দ্রৌপদীর প্রতি এই রূপ কুবাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াছিল। আজি তুমি জীবিতনাশক শিলাশিত সুবর্ণময় শরনিকরে সেই দুরাত্মারে নিহত করিয়া তাহার দুর্ব্বাক্যের এবং সে তোমার প্রতি যে সকল পাপাচরণ করিয়াছে, তৎসমুদায়ের শাস্তি বিধান কর। আজি কর্ণ গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত ঘোরতর শরনিকর স্পর্শ করিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের বচন স্মরণ করুক। আজি তোমার তূণনিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎসপ্রভ সুবর্ণপুঙ্খ নারাচ সমুদায় সূতপুত্রের বর্ম্ম ও মর্ম্ম বিদারণ পূর্ব্বক শোণিত পান করত উহারে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করুক। আজি ভূপালগণ তোমার শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া হাহাকার করত বিষণ্ণ মনে কর্ণকে রথ হইতে নিপতিত

এবং তাহার বান্ধবগণ দীনভাবে তাহারে শোণিতমগ্ন ও রণশয্যায় শয়ান অবলোকন করুক। ঐ দুরাত্মার হস্তিকক্ষ ধ্বজ তোমার ভল্লে উন্মথিত হইয়া কম্পিত হইতে হইতে ভূতলে নিপতিত হউক। মহাবীর শল্য তোমার শরনিকরে সংচূর্ণিত, যোধশূন্য, কনকমণ্ডিত রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন করুক। আজি দুরাত্মা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকে সহিত নিরীক্ষণ করিয়া রাজ্য-লাভ ও জীবনে নিরাশ হউক।

ঐ দেখ, পাঞ্চালগণ দুরাত্মা কর্ণের নিশিত শরে নিপীড়িত হইয়াও তোমাদিগের উদ্ধার বাসনায় ধাবমান হইতেছে। সূত-পুত্র পাঞ্চালগণ, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, ধৃষ্ট-দ্যুম্ন, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয়গণ, নকুলপুত্র শতানীক, নকুল, সহদেব, দুর্ম্মুখ, জনমেজয়, সুধর্ম্মা ও সাত্যকিরে আক্রমণ করিয়াছে। ঐ কর্ণশরনিপীড়িত পরমাত্মীয় পাঞ্চা-লগণের সিংহনাদ শ্রবণগোচর হইতেছে। পূর্ব্বে মহাবীর ভীষ্ম একাকী শরজালে সমুদায় পাণ্ডব সৈন্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়া-ছিলেন; কিন্তু মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ তাঁহার শরে নিপীড়িত হইয়াও সমর-পরাঙ্মুখ বা ভীত হয় নাই। উহারা ধনুর্দ্ধরগণের অস্ত্রগুরু, প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ, তেজস্বী দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত নিয়ত সমুদ্যত হইত এবং কর্ণ হইতে ভীত হইয়া কখন রণপরাঙ্মুখ হয় নাই। আজি হুতাশন যেমন শলভ-দিগকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ দুরাত্মা সূত-পুত্র মিত্রার্থ প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত, মহা-বেগে সমাগত সেই পাঞ্চালগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিতেছে। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি আজি প্লব স্বরূপ হইয়া সেই সমর সাগরে নিমগ্ন মহাধনুর্দ্ধরগণকে পরিত্রাণ কর। সূতপুত্র ঋষিসত্তম পরশু-রামের নিকট হইতে যে ভীষণ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল, আজি সেই শত্রুসৈন্য তাপন তেজ প্রজ্বলিত অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়াছে। সেই অস্ত্রের প্রভাবে অসংখ্য শর সমুৎ-পন্ন হইয়া ভ্রমর পংক্তির ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করত পাণ্ডব সৈন্যগণকে সন্তপ্ত করিতেছে। পাঞ্চালগণ কর্ণের অনিবার্য্য অস্ত্র প্রভাবে ব্যথিত হইয়া চারি দিকে ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, অমর্ষপরায়ণ ভীমসেন সৃঞ্জয়গণে পরিবৃত হইয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করত তাহার নিশিত শর-নিকরে নিপীড়িত হইতেছেন। এ ক্ষণে যদি তুমি সূতপুত্রকে উপেক্ষা কর, তাহা হইলে ঐ মহাবীর শরীরস্থিত ব্যাধির ন্যায় প্রবল হইয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিবে। হে অর্জ্জুন! যুধিষ্ঠিরবল মধ্যে তোমাভিন্ন এমন কোন যোদ্ধাই নাই যে, সূতপুত্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া সুস্থ শরীরে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করে। আমি সত্য বলিতেছি, তোমা ভিন্ন আর কেহই সমরাঙ্গনে কর্ণের সহিত কৌরবগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব আজি তুমি নিশিত শরজালে মহারথ কর্ণের বিনাশরূপ মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপা-লন, কীর্ত্তি লাভ ও অস্ত্রশিক্ষার সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক সুখী হও।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বাসু-দেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণমধ্যে শোক শূন্য ও সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি কর্ণ বিনাশার্থ গাণ্ডীব গ্রহণ ও উহার জ্যা পরি-মার্জ্জন করিয়া কেশবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সখে! তুমি ভূত ও ভবি-ষ্যতের প্রবর্ত্তয়িতা, তুমি যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার সহায় হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমার জয় লাভ হইবে। হে কৃষ্ণ!

আমি তোমার সাহায্য লাভ করিয়া সূত-পুত্রের কথা দূরে থাকুক, একত্র মিলিত ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তিরই বিনাশ সাধন করিতে পারি। হে জনার্দ্দন! আমি এ ক্ষণে পাঞ্চাল সৈন্যগণকে ধাবমান হইতে এবং স্বতপুত্রকে অশঙ্কিত চিত্তে সমরাঙ্গনে সঞ্চরণ করিতে নিরীক্ষণ করিতেছি। দেবরাজ নির্ম্মুক্ত বজ্রের ন্যায় সূতপুত্র পরিত্যক্ত ভার্গবাস্ত্রও চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইতেছে। আজি এই ঘোরতর সংগ্রামে আমি সূতপুত্রকে সমরে নিহত করিলে যত দিন এই পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন আমার এই কীর্ত্তি সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিবে। আজি আমার বিকর্ণ অস্ত্র সকল গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত হইয়া কর্ণকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে। আজি রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যলাভের অযোগ্য দুর্য্যোধনকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন বলিয়া আপনার বুদ্ধির নিন্দা করিবেন। আজি তিনি রাজ্যহীন, সুখহীন, শ্রীহীন ও পুত্র বিহীন হইবেন, সন্দেহ নাই। আজি কর্ণ নিহত হইলে দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই রাজ্যে ও জীবিতাশায় নিরাশ হইয়া তুমি সন্ধিস্থাপনোপলক্ষে যে সকল কথা কহিয়াছিলে, তৎ সমুদায় স্মরণ করিবে। আজি গান্ধাররাজ শকুনি আমার শরনিকর গ্রহ, গাণ্ডীব দুরোদর ও রথকে শারীস্থাপন মণ্ডল বলিয়া অবগত হইবে। আজি আমি নিশিত শরজালে সূতপুত্রকে সমরশায়ী করিয়া ধর্ম্মরাজের রজনী জাগরণ দুঃখ অপনীত করিব। আজি তিনি প্রীত ও প্রসন্ন মনে শাশ্বত সুখ ভোগে কৃতনিশ্চয় হইবেন। আজি আমি নিশ্চয়ই এক নিতান্ত দুঃসহ অপ্রতিম শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ণকে সমরশায়ী করিব। হে কৃষ্ণ! দুরাত্মা সূতপুত্র পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ পদক্ষালন করিব না; আজি আমি সমস্তপর্ব্বশর দ্বারা তাহার দেহ রথ হইতে নিপাতিত করিয়া তাহার সেই ব্রত নিতান্ত নিষ্ফল করিব। দুরাত্মা সূতপুত্র রণস্থলে কোন মনুষ্যকেই লক্ষ্য করে না কিন্তু আজি আমার শর প্রভাবে অবনি তাহার শোণিত পান করিবেন। পূর্ব্বে ঐ হতভাগ্য, দুর্য্যোধনের অভিলাষানুসারে আত্ম শ্লাঘা করিয়া দ্রৌপদীরে, হে কৃষ্ণে! তুমি এ ক্ষণে পতিহীনা হইয়াছ বলিয়া যে উপহাস করিয়াছিল; আজি আমার রোষোদ্ধত আশীবিষের ন্যায় ভীষণ দর্শন সুনিশিত শরজাল তাহার সেই বাক্যের অসত্যতা প্রতিপাদন করত তাহার শোণিত পান করিবে। আজি বিদ্যুতের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল নারাচনিকর মদীয় ভুজদণ্ডসমাকৃষ্ট গাণ্ডীব হইতে বিনির্গত হইয়া সূতনন্দনকে উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিবে। পূর্ব্বে কর্ণ সভামধ্যে পাণ্ডবগণকে ভৎর্সনা করিয়া দ্রৌপদীর প্রতি যে সমস্ত নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, আজি তন্নিমিত্ত নিশ্চয়ই অনুতাপ করিবে। যে পাণ্ডবেরা কৌরব সভায় ষণ্ডতিল হইয়াছিলেন, আজি দুরাত্মা কর্ণ নিহত হইলে তাঁহারা তিল হইবেন। নির্ব্বোধ রাধানন্দন আপনার গুণগর্ব্ব প্রকাশ করিয়া পাণ্ডবগণের হস্ত হইতে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে পরিত্রাণ করিবে কহিয়াছিল, আজি আমার সুশাণিত শরজাল তাহার সেই বাক্য নিষ্ফল করিবে। যে দুরাত্মা পাণ্ডবগণকে পুত্রের সহিত বিনাশ করিবে বলিয়াছিল এবং দুর্য্যোধন যাহার ভুজবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিনিয়ত পাণ্ডবগণের অবমাননা করিয়া থাকে, আজি আমি ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে সেই সূতনন্দনের বিনাশসাধন করিব। আজি মহাবীর কর্ণ পুত্রগণ ও বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে আমার শরে নিহত হইলে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ সিংহদর্শন-

ভীত মৃগযূথের ন্যায় ভয়াকুলিত চিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়নে প্রবৃত্ত হইবে এবং দুরাত্মা দুর্য্যোধন স্বীয় দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত অনুতাপ ও আমারে ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য বলিয়া গণনা করিবে। আজি আমি কর্ণকে নিহত করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পুত্র, পৌত্র, অমাত্য ও ভৃত্যবর্গের সহিত নিরাশ্রয় করিব। আজি চক্রাঙ্গ ও বিবিধ ক্রব্যাদগণ আমার শরনিকরে ছিন্ন সূতপুত্রের দেহের উপর সঞ্চরণ করিবে। আজি আমি সমস্ত ধনুর্দ্ধর সমক্ষে তীক্ষ্ণ বিপাঠ ও ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা দুরাত্মা রাধাপুত্রের শরীর বিদারণ ও মস্তক ছেদন করিব। আজি রাজা যুধিষ্ঠির চিরসঞ্চিত মনস্তাপ ও মহাকষ্ট হইতে মুক্ত হইবেন। আজি আমি সূতপুত্রকে বান্ধবগণের সহিত বিনাশ করিয়া ধর্ম্মনন্দনকে আনন্দিত করিব। আজি আমার সর্পবিষ সদৃশ পাবক সন্নিভ গৃধ্রপত্র যুক্ত সায়কে কর্ণের অনুচরগণ নিহত হইবে। আজি আমি নরপালগণের দেহে বসুন্ধরা সমাচ্ছন্ন এবং নিশিত শরনিকরে অভিমন্যুর শত্রুগণের মস্তক ছিন্ন ও কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিব। আজি আমি হয় এই পৃথিবী ধৃতরাষ্ট্রতনয় শূন্য করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করিব, না হয় তুমি অর্জ্জুন বিহীন হইয়া ইহাতে বিচরণ করিবে। আজি আমি সমুদায় ধনুর্দ্ধর সমক্ষে ক্রোধ, শর সমুদায় ও গাণ্ডীব শরাসনের ঋণ পরিশোধ করিব। হে কৃষ্ণ! পুরন্দর যেমন সম্বরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজি আমি কর্ণকে নিহত করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষ সঞ্চিত দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইব। আজি সূতপুত্র বিনষ্ট হইলে মিত্রজয়লাভার্থী সোমবংশীয় মহারথগণ চরিতার্থ হইবেন। আজি আমি সমরে জয় লাভ করিলে সাত্যকির আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকিবে না। আজি আমি কর্ণকে ও উহার মহারথ তনয়কে নিহত করিয়া ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকিরে পরম প্রীত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও অন্যান্য পাঞ্চালগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইব। আজি সকলে অমর্ষপরায়ণ ধনঞ্জয়কে সমরাঙ্গনে কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম ও সূতপুত্রকে বিনাশ করিতে সন্দর্শন করুক।

হে মাধব! আমি পুনরায় তোমার নিকট আত্মগুণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই ভূমণ্ডলে ধনুর্ব্বিদ্যা পরায়ণ পরাক্রমশালী ক্রোধপরায়ণ বা ক্ষমাগুণ সম্পন্ন আর কোন ব্যক্তিই নাই। আমি ধনুর্দ্ধারণ করিলে একাকী একত্র সমবেত সমুদায় সুর, অসুর ও অন্যান্য প্রাণিগণকে পরাভূত করিতে পারি। অতএব তুমি আমারে অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক পুরুষকার সম্পন্ন বলিয়া অবগত হও। আমি গ্রীষ্মকালীন কক্ষদহন দহনের ন্যায় একাকীই গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা সমস্ত কৌরব ও বাহ্লিকগণকে দগ্ধ করিতে পারি। আমার হস্তে শরনিকর ও শরসমাযুক্ত দিব্য শরাসন এবং পদতলে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব মাদৃশ ব্যক্তি যুদ্ধার্থে গমন করিলে কেহই তাহারে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না।

হে মহারাজ! লোহিতলোচন অদ্বিতীয় বীর অর্জ্জুন কেশবকে এই কথা বলিয়া ভীমসেনের পরিত্রাণ ও কর্ণের মস্তক ছেদন বাসনায় সমরে অগ্রসর হইলেন।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় রণস্থলে গমন করিলে সূতপুত্রের সহিত তাহার কি রূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! পাণ্ডবগণের ধ্বজদণ্ড সম্পন্ন সুসজ্জিত সৈন্যগণ রণস্থলে সমাগত হইয়া নিনাদ সহকারে বর্ষাকালীন জলদপটলের ন্যায় গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে সেই ভীষণ সংগ্রাম অসাময়িক অনিষ্টজনক বর্ষার ন্যায় নিতান্ত ক্রূর ও প্রজাবিনাশক হইয়া উঠিল। মহাকায় মাতঙ্গ সকল মেঘ; বাদ্য, নেমি ও তলধ্বনি গভীর নির্ঘোষ; সুবর্ণময় বিচিত্র আয়ুধ সমুদায় বিদ্যুৎ; শর, অসি ও নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র সকল জলধারার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ যুদ্ধে রুধিরপ্রবাহ অনবরত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অসংখ্য ক্ষত্রিয় কালকবলে নিপতিত হইলেন। তৎকালে বহুসংখ্য রথী সমবেত হইয়া একমাত্র রথীরে, একমাত্র রথী বহুসংখ্য রথীরে এবং এক জন রথী অন্য এক জন রথীরে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কোন রথী প্রতিপক্ষ রথীরে অশ্ব ও সারথির সহিত সংহার করিলেন এবং কোন কোন গজারোহী একমাত্র মাতঙ্গ দ্বারা বহুসংখ্য রথ ও অশ্ব সমুদায় চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক অরাতিপক্ষীয় অসংখ্য পদাতি, মহাকায় মাতঙ্গ, অশ্ব সারথি সমবেত রথ, সাদি সমবেত অশ্ব সমুদায়কে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তখন কৃপাচার্য্য, শিখণ্ডীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; সাত্যকি দুর্য্যোধনের প্রতি গমন করিলেন এবং শ্রুতশ্রবা দ্রোণপুত্রের, যুধামন্যু চিত্রসেনের ও উত্তমৌজা কর্ণপুত্র সুষেণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সহদেব, ক্ষুধার্ত্ত সিংহ যেমন বৃষের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ গান্ধাররাজ শকুনির প্রতি দ্রুত বেগে ধাবমান হইলেন। নকুলনন্দন শতানীক কর্ণপুত্র বৃষসেনের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃষসেনও শতানীককে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর নকুল কৃতবর্ম্মারে এবং পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন সসৈন্য কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ দুঃশাসনও সংশপ্তক সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ভীমপরাক্রম ভীমসেনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মহাবীর উত্তমৌজা শাণিত শর দ্বারা অবিলম্বে কর্ণাত্মজ সুষেণের মস্তক ছেদন করিলেন। কর্ণতনয়ের ছিন্ন মস্তক ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল।

মহাবীর কর্ণ সুষেণের মৃত্যু দর্শনে একান্ত কাতর হইয়া ক্রোধভরে সুনিশিত শরনিকরে উত্তমৌজার অশ্ব, রথ ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন উত্তমৌজা শাণিত শরনিকরে ও ভাস্বর খড়্গ দ্বারা কৃপাচার্য্যের পার্ষ্ণিগ্রাহগণকে বিনষ্ট করিয়া অবিলম্বে শিখণ্ডীর রথে আরোহণ করিলেন। ঐ সময় শিখণ্ডী কৃপাচার্য্যকে রথ শূন্য নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার উপর শর প্রহার করিতে অভিলাষী হইলেন না। অনন্তর মহাবীর দ্রোণপুত্র কৃপাচার্য্যকে পঙ্কে নিপতিত বৃষভের ন্যায় বিপন্ন দেখিয়া সত্বরে তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন। ঐ সময় হিরণ্য বর্ম্মধারী ভীমসেন গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্নগত দিবাকরের ন্যায় প্রখর তেজ প্রকাশ পূর্ব্বক সুনিশিত শরনিকরে আপনার পুত্রগণের সৈন্য সমুদায়কে নিপাতিত করিতে লাগিলেন।

সপ্ত সপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ভীমসেন

সেই তুমুল সংগ্রামস্থলে অসংখ্য অরাতি-সৈন্যে সমাবৃত হইয়া সারথিরে কহিলেন, হে সারথে! তুমি বেগে ধৃতরাষ্ট্রসৈন্য মধ্যে রথ সঞ্চালন কর। আমি অবিলম্বে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গনকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব। মহাবীর ভীমসেন এই রূপ কহিলে তাঁহার সারথি বিশোক দ্রুত বেগে রথ সঞ্চালন করত বৃকোদর যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, অবিলম্বে তাঁহারে সেই স্থলে উপনীত করিল। তখন অন্যান্য কৌরবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সমভিব্যাহারে বৃকোদরের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার বেগগামী রথের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাত্মা ভীমসেনও সুবর্ণময় শরনিকরে সেই সমাগত শর সমুদায় দুই তিন খণ্ডে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। ঐ সময় হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি সমুদায় ভীমশরে সমাহত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। ভূপালগণ ভীমসেনের ভীষণ শরে নির্ভিন্ন কলেবর হইয়া পুষ্পলাভার্থী বিহঙ্গমগণ যেমন বৃক্ষাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন বীরবরাগ্রগণ্য বৃকোদর কল্পান্তকালীন ভূত সংহারে প্রবৃত্ত দণ্ডধারী অন্তকের ন্যায় মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক মহাবেগে তাহাদের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্যগণ ভীমসেনের ভীষণ বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ ও তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভীত চিত্তে অনিলাহত মেঘমণ্ডলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।

তখন প্রবল প্রতাপশালী ধীমান্ ভীমসেন পুনরায় সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া সারথিরে কহিলেন, হে বিশোক! আমি এ ক্ষণে যুদ্ধে একান্ত আসক্ত হইয়াছি। সমাগত রথ সমূহ স্বকীয় বা পরকীয় বুঝিতে পারিতেছি না। অতএব তুমি উহা বিশেষরূপে অবগত হও। আমি যেন সমরোদ্যত হইয়া শরনিকরে স্বীয় সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন না করি। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শত্রু, রথ ও ধ্বজাগ্র সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে, বিশেষত মহারাজ অদ্য অতিশয় নিপীড়িত হইয়াছেন এবং অর্জ্জুনও একাল পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হয় নাই, এই সমুদায় কারণ বশত আমার অধিকতর কষ্ট হইতেছে। হে বিশোক! আজি ধর্ম্মরাজ আমার নিকট হইতে শত্রুমণ্ডলী মধ্যে গমন করিয়াছেন। ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয়কেও অবলোকন করিতেছি না। এ ক্ষণে উহাঁরা দুই জন জীবিত আছেন কি না জানিতে না পারিয়া আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে। যাহা হউক, আজি আমি এই সমরাঙ্গনে সমবেত শত্রু সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া তোমার সহিত আনন্দানুভব করিব। এ ক্ষণে তুমি আমার রথস্থিত তূণীরে কোন্ কোন্ বাণ কি পরিমাণে অবশিষ্ট আছে, তাহা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমারে জ্ঞাপিত কর।

বিশোক কহিলেন, হে বৃকোদর! এ ক্ষণে আপনার তূণীরে অযুত সংখ্যক শর, অযুত সংখ্যক ক্ষুর, অযুত সংখ্যক ভল্ল, দুই সহস্র নারাচ, তিন সহস্র প্রদর এবং অসংখ্য গদা, অসি, প্রাস, মুদ্গর, শক্তি ও তোমর বিদ্যমান আছে। যে সকল অস্ত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, তৎসমুদায় শকটে নিহিত করিলে ছয় বলীবর্দ্দেও উহা বহন করিতে পারে না। অতএব তুমি স্বীয় বাহুবল প্রকাশ পূর্ব্বক নিঃশঙ্ক চিত্তে অসংখ্য অস্ত্র পরিত্যাগ কর। অস্ত্র নিঃশেষিত হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা করিও না।

ভীমসেন কহিলেন, হে বিশোক! আজি দেখ, আমার নৃপদেহ বিদারণ বেগ-

বান্ বাণপ্রভাবে সূর্য্য তিরোহিত হইলে সমর ভূমি মৃত্যুলোক সদৃশ দুর্দ্দর্শ হইয়া উঠিবে। আজি ভূপালগণ হয় ভীমসেনকে সমরে নিহত, না হয় একমাত্র তাঁহার প্রভাবে কৌরবগণকে পরাজিত জানিতে পারিবেন। আজি আমি সমস্ত কৌরবগণকে নিপাতিত করিলে লোকে আমার শৈশবাবধি সঞ্চিত গুণ কীর্ত্তন করিবে। আজি হয় আমি কৌরবগণকে নিহত করিব নচেৎ তাহারাই আমারে নিপাতিত করিবে। এ ক্ষণে মঙ্গলাভিলাষী দেবগণ আমার বিঘ্ন বিনাশ করুন। শত্রুঘাতক ধনঞ্জয় যজ্ঞস্থলে আহুত পুরন্দরের ন্যায় অবিলম্বে এই সমরাঙ্গনে সমুপস্থিত হউক।

হে সারথে! ঐ দেখ, ভারতী সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে এবং নরপালগণ পলায়ন করিতেছেন, ইহার কারণ কি? আমার বোধ হয়, নরোত্তম ধীমান্ অর্জ্জুন শরনিকরে কৌরব সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিতেছেন। ঐ দেখ, প্রভূতধ্বজ সম্পন্ন চতুরঙ্গ বল অসংখ্য শর ও শক্তির আঘাতে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। অনেক সৈন্য ধনঞ্জয়ের অশনি তুল্য সুবর্ণপুঙ্খ সায়কে সমাহত হইয়া নিরন্তর বিঘূর্ণিত হইতেছে। হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় পদাতিগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া ধাবমান হইয়াছে। কৌরবগণ দাবাগ্নি দহন ভীত মাতঙ্গগণের ন্যায় বিমুগ্ধ হইয়া পলায়ন এবং অন্যান্য ভূপতিগণ হাহাকার করিতেছে।

বিশোক কহিলেন, হে মহাত্মন্! মহাবীর অর্জ্জুনের ঘোরতর গাণ্ডীব নিস্বন কি আপনার শ্রবণগোচর হয় নাই? মহাবল পরাক্রান্ত অমর্ষপরায়ণ ধনঞ্জয়ের ধনুষ্টঙ্কারে কি আপনার শ্রবণেন্দ্রিয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে? হে পাণ্ডব! আজি আপনার সমুদায় মনোরথ সফল হইল। ঐ দেখুন, গজসৈন্য মধ্যে ধনঞ্জয়ের ধ্বজাগ্রস্থিত বানররাজ শত্রুসৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিতেছে। উহারে দেখিয়া আমিও ভীত হইয়াছি। ঐ দেখুন, মহাবীর অর্জ্জুনের শরাসনজ্যা নীল নীরদ বিরাজিত চপলার ন্যায় বিস্ফারিত হইতেছে। উহাঁর বিচিত্র কিরীট ও কিরীট মধ্যস্থিত দিবাকর সদৃশ দিব্য মণি অতিমাত্র শোভা ধারণ করিয়াছে এবং উহাঁর পার্শ্বে পাণ্ডুর মেঘসবর্ণ ভীষণ নিস্বন সম্পন্ন দেবদত্ত শঙ্খ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ দেখুন, রথরশ্মিধারী রণচারী জনার্দ্দনের পার্শ্বে মার্ত্তণ্ডপ্রভ যশোবর্দ্ধন ক্ষুরধার চক্র ও শশধরের ন্যায় শুভ্র পাঞ্চজন্য শঙ্খ এবং বক্ষঃস্থলে জাজ্বল্যমান কৌস্তুভ মণি ও বিজয়প্রদ মাল্য শোভা পাইতেছে। যদুবংশীয়েরা সর্ব্বদা উহাঁর চক্রের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

ঐ দেখুন, মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষুরাস্ত্রে করিগণের সরল বৃক্ষ সদৃশ কর সমুদায় ছেদন পূর্ব্বক উহাদিগকে আরোহিগণের সহিত সংহার করাতে উহারা বজ্রবিদারিত পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত হইতেছে। এ ক্ষণে মহারথাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় বাসুদেব সঞ্চালিত শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক শত্রু সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করত সমরাঙ্গনে আগমন করিতেছেন, সন্দেহ নাই। ঐ দেখুন, অসংখ্য রথ, হস্তী ও পদাতি পুরন্দর সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন ধনঞ্জয়ের শরনিকরে বিদ্রাবিত হইয়া গরুড়ের পক্ষবায়ুবিপাটিত মহাবনের ন্যায় নিপতিত হইতেছে। এ ক্ষণে অশ্ব ও সারথি সমবেত চারি শত রথ, সাত শত হস্তী এবং অসংখ্য সাদী ও পদাতি নিহত হইয়াছে। ঐ দেখুন, মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরবগণকে সংহার করত আপনার সমীপে আগমন করিতেছেন। এ ক্ষণে হে ভীমসেন! আপনার

শত্রু সকল বিনষ্ট ও মনোরথ পরিপূর্ণ হইল। আপনার আয়ু ও বল বৃদ্ধি হউক। তখন ভীমসেন সারথির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বিশোক! তুমি আমারে অর্জ্জুনের আগমন বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করাতে আমি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়া এই প্রিয় সংবাদ প্রদান নিবন্ধন তোমারে চতুর্দ্দশ গ্রাম, এক শত দাসী এবং বিংশতি রথ প্রদান করিব।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুন সংগ্রামস্থলে রথ নির্ঘোষ ও সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া বসুদেবকে কহিলেন, হে গোবিন্দ! তুমি সত্বরে অশ্ব সঞ্চালন কর। তখন বাসুদেব কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! যে স্থানে ভীমসেন অবস্থান করিতেছেন, অচিরাৎ তোমারে তথায় লইয়া যাইতেছি, এই বলিয়া তিনি তুষার শঙ্খ ধবল মণিমুক্তা ভূষিত সুবর্ণজালজড়িত অশ্ব সকলকে বায়ুবেগে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন সেই কৌরবদিগের চতুরঙ্গিণী সেনা জন্তাসুর সংহারার্থ প্রস্থিত নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট বজ্রধারী সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় মহাবীর অর্জ্জুনকে বিজয় লাভাভিলাষে গমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। অনবরত নিক্ষিপ্ত শরনিকরের ভীষণনিস্বন রথচক্রের ঘর্ঘর রব ও অশ্বগণের খুর শব্দে রণস্থল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনন্তর ত্রিলোক রক্ষার্থ অসুরগণের সহিত বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ কৌরবপক্ষীয় বীরগণের সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় একাকীই ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র ও নিশিত ভল্ল দ্বারা বিপক্ষগণের বিবিধ আয়ুধ, ছত্র, চামর, ধ্বজ, অশ্ব, রথ, পদাতি ও মাতঙ্গগণকে বিনষ্ট করিয়া অরাতিগণের মস্তক ও ভুজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। বীরগণ অর্জ্জুনের শরাঘাতে বিকৃতরূপ হইয়া বায়ুবেগে উন্মূলিত অরণ্যানীর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। যোধ ও ধ্বজপতাকা সম্পন্ন সুবর্ণজাল সমলঙ্কৃত বৃহদাকার করিনিকর সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রজ্বলিত অচলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এই রূপে বজ্রসন্নিভ শরনিকরে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথ বিদীর্ণ করিয়া বলাসুর সংহারার্থে প্রস্থিত সুররাজের ন্যায় সূতপুত্রের বিনাশ সাধনার্থে দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মকর যেমন সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন কৌরব পক্ষীয় বীরগণ একান্ত হৃষ্ট চিত্তে প্রভূত রথ, পদাতি হস্তী ও অশ্ব সমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের গমন সময়ে ক্ষুভিত মহাসাগরের জলকল্লোলের ন্যায় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। এই রূপে সেই ব্যাঘ্রের ন্যায় বিক্রম সম্পন্ন মহারথগণ প্রাণভয় পরিত্যাগ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর পাণ্ডুনন্দন প্রবল বায়ু যেমন জলদজালকে সমাহত করে, তদ্রূপ তাঁহাদের সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহাদের শরে আহত হইয়া ক্রোধভরে বিশিখজালে সহস্র সহস্র রথ, হস্তী ও অশ্ব ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। মহারথগণ পার্থশরে নিপীড়িত ও ভীত হইয়া স্পন্দহীনের ন্যায় স্ব স্ব রথে অব-

স্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত শরনিকরে সংগ্রামনিপুণ চারি শত মহারথের প্রাণ সংহার করিলেন। হতাবশিষ্ট যোধগণ ধনঞ্জয়ের নানাবিধ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পলায়ন সময়ে বাহিনীমুখে গিরিসঙ্ঘট্টিত জলধিজলের গভীর নিস্বনের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকরে সেই সৈন্যগণকে বিদ্ধ ও বিদারিত করিয়া সূতপুত্রের সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বে গরুড় নাগগণের প্রতি ধাবমান হইলে যেরূপ ভীষণ শব্দ হইয়াছিল, মহাবীর ধনঞ্জয় অরাতি সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলে তদ্রূপ ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় বায়ুর ন্যায় বেগবান্ মহাবল পরাক্রান্ত পবননন্দন ভীমসেন সেই গভীর শব্দ শ্রবণে পরম প্রীত ও অর্জ্জুনকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন এবং হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রাণপণে সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে কৌরব সেনা সকলকে বিমর্দ্দিত করত বায়ুবেগে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ সেই যুগান্ত কালীন কৃতান্ত সদৃশ বৃকোদরের অলৌকিক পরাক্রম দর্শনে একান্ত ভীত ও শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্তত বিঘূর্ণিত ও ভগ্ন অর্ণবযানের ন্যায় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ভীমসেন সেই কৌরব সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিলে রাজা দুর্য্যোধন মহাধনুর্দ্ধর সৈনিক পুরুষ ও যোধগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে ভীমসেনকে নিহত কর। ভীমসেন বিনষ্ট হইলেই পাণ্ডব সৈন্য নিঃশেষিত হইবে। দুর্য্যোধন এই রূপ কহিলে ভূপালগণ তাঁহার আদেশানুসারে চতুর্দ্দিক্ হইতে শরনিকর নিক্ষেপ করত ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। অসংখ্য হস্তী, রথী ও পদাতি বৃকোদরকে পরিবেষ্টন করিল। তখন তিনি নক্ষত্র পরিবেষ্টিত পরিবেষ মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর নরপালগণ সকলে সমবেত হইয়া রোষারুণিত নেত্রে বৃকোদরের বিনাশ বাসনায় তাঁহার উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কৃতান্ত সদৃশ প্রভাব সম্পন্ন মহাবীর ভীমসেন সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে সেই প্রভূত সৈন্য বিদারণ পূর্ব্বক মহাজাল বিনির্গত মৎস্যের ন্যায় তাঁহাদের মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন এবং অবিলম্বে দশ সহস্র অনিবার্য্য হস্তী, দুই লক্ষ দুই শত মনুষ্য, পাঁচ সহস্র অশ্ব ও এক শত রথ বিনাশ করিয়া সংগ্রামস্থলে বৈতরণী নদীর ন্যায় ভীরু জনের ভয়বর্দ্ধন শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন। রথ সমুদায় ঐ নদীর আবর্ত্ত, হস্তী সকল গ্রাহ, মনুষ্যগণ মীন, অশ্ব সমুদায় নক্র, কেশকলাপ শৈবাল ও শাদ্বল, মজ্জা পঙ্ক, মস্তক সমুদায় উপলখণ্ড, কার্ম্মুকনিচয় কাশকুসুম, শরনিকর নিম্নোন্নত ভূমি, উষ্ণীষ ফেনা, হারাবলি পদ্ম, পার্থিবরজ তরঙ্গমালা এবং ছত্র ও ধ্বজ উহার হংস স্বরূপ শোভমান হইল। ঐ নদী ভীরু জনের নিতান্ত দুস্তর; কিন্তু বলবিক্রম সম্পন্ন নির্ভীকচিত্ত বীরগণ উহা অনায়াসে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন। হে মহারাজ! ঐ সময় রথিসত্তম ভীমসেন যে যে স্থানে প্রবেশ করিলেন, সেই সেই স্থানেই অসংখ্য যোধ বিনষ্ট হইল।

তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনের সেই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে শকুনিরে কহিলেন, হে

মাতুল! তুমি অবিলম্বে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনকে পরাজয় কর। উহারে জয় করিতে পারিলেই সমুদায় পাণ্ডব সৈন্য পরাজিত হইবে।

হে কুরুরাজ! প্রবলপ্রতাপশালী সুবলনন্দন শকুনি দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সমরে অবতীর্ণ হইলেন এবং তীরভূমি যেমন সমুদ্রবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ বৃকোদরের অভিমুখীন হইয়া তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর শকুনির শরনিকরে নিবারিত হইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। তখন সুবলনন্দন বৃকোদরের বক্ষস্থলে সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশাণিত নারাচনিকর নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ সকল মহাত্মা ভীমসেনের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন ভীমসেন অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রোষভরে শকুনির প্রতি এক সুবর্ণ বিভূষিত ঘোরতর সায়ক প্রয়োগ করিলেন। সুবলনন্দন সেই ভীষণ শর সমাগত সন্দর্শন করিয়া হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক সপ্তধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হাস্য করত এক ভল্লে শকুনির শরাসন ছেদন করিলেন। প্রবলপ্রতাপ শকুনিও অবিলম্বে সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ এবং অন্য শরাসন ও সন্নতপর্ব্ব ষোড়শ ভল্ল গ্রহণ পূর্ব্বক দুই ভল্লে ভীমের ছত্র ও এক ভল্লে ধ্বজ ছেদন করিয়া সাত ভল্লে তাঁহারে, দুই ভল্লে সারথিরে এবং চারি ভল্লে চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী ভীমসেন যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শকুনির প্রতি এক সুবর্ণদণ্ড লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীমভুজ নির্ম্মুক্ত ভুজগাধিরাজের ন্যায় চঞ্চল ভীষণ শক্তি মহাবেগে শকুনির উপর নিপতিত হইল। শকুনি তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক ভীমসেনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই কনকভূষিত ভীষণ শক্তি ভীমসেনের বাম বাহু বিদারণ পূর্ব্বক নভোমণ্ডলচ্যুত বিদ্যুতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে কৌরবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কৌরব বীরগণের সেই সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া সত্বরে জ্যাযুক্ত অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ইতস্তত বিচরণ করত প্রাণপণে মুহূর্ত্তমধ্যে শরজালে শকুনির সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং অবিলম্বে সুবলনন্দনের চারি অশ্ব ও সারথিরে বিনাশ পূর্ব্বক এক ভল্লে তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শকুনি সেই অশ্বশূন্য রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও শরাসন বিস্ফারিত করিয়া রোষারুণ নেত্রে চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রবলপ্রতাপ ভীমসেন তদ্দর্শনে অবিলম্বে সুবলনন্দনের শরজাল নিরাকৃত করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে নিশিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অরাতিকর্ষণ শকুনি বৃকোদরের প্রহারে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া মৃতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন শকুনিরে বিহ্বল অবলোকন করিয়া ভীমসেনের সমক্ষেই তাঁহারে রথে আরোপিত করিলেন। কৌরবগণ শকুনিরে তদবস্থ অবলোকন পূর্ব্বক সমরপরাঙ্মুখ হইয়া ভীত চিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। হে কুরুরাজ! রাজা দুর্য্যোধনও শকুনিরে ভীম কর্ত্তৃক পরাজিত দেখিয়া একান্ত

ভয়াবিষ্ট চিত্তে মাতুলের জীবিত রক্ষা প্রত্যাশায় তাঁহারে লইয়া সমরাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন।

কৌরব সৈন্যগণ নরপতিরে রণপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া দ্বৈরথ যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন তাহাদিগকে সমরপরাঙ্মুখ ও পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া অসংখ্য শর বর্ষণ করত মহাবেগে তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই কৌরব সৈন্যগণ ভীমশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সূতপুত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিল। হে মহারাজ! ভগ্ন নৌকা-সংস্থিত নাবিকেরা যেমন দ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া আশ্বাস যুক্ত হয়, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণ তৎকালে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণকে আশ্রয় করিয়া আশ্বাসিত হইল এবং পরমাহ্লাদ সহকারে পুনরায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর বৃকোদরের প্রভাবে কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ ভগ্ন হইলে দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, দুঃশাসন ও আমাদের পক্ষীয় অন্যান্য যোধগণ কি করিলেন? ভীমসেন একাকী সমুদায় যোধগণের সহিত যুদ্ধ করাতে তাহার পরাক্রম অতি অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। শত্রুসূদন কর্ণ সমস্ত কৌরবগণের মঙ্গল, বর্ম্ম, যশ ও জীবিতাশা স্বরূপ। সে কি ঐ সময় আপনার প্রতিজ্ঞানুরূপ যোধগণকে বিনাশ করিল? হে সঞ্জয়! ভীমসেনের প্রভাবে কৌরব সৈন্য ভগ্ন হইলে আমার দুর্দ্ধর্ষ পুত্রগণ, মহারথ ভূপতিগণ ও সূতপুত্র কর্ণ কি করিল? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই অপরাহ্ণ সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ভীমসেনের সমক্ষে সমুদায় সোমকগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃকোদরও কৌরব সৈন্যগণকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তখন সূতপুত্র ভীমসেন কর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্য সমুদায় বিদ্রাবিত দেখিয়া শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আমারে অবিলম্বে পাঞ্চালগণের অভিমুখে লইয়া চল। মহাবল পরাক্রান্ত মদ্ররাজ কর্ণের বাক্য শ্রবণে চেদি, পাঞ্চাল ও কারূষদিগের অভিমুখে সেই মনোমারুতগামী শ্বেতাশ্ব সকল সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে অরাতি সৈন্যগণের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সূতপুত্র যে যে স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন, সেই সেই স্থানে রথ সমানীত করিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কর্ণের সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত মেঘ সদৃশ রথ সন্দর্শন করিয়া একান্ত ভীত হইলেন। তৎকালে বিদীর্ণ পর্ব্বত ও মেঘের ন্যায় সেই রথের ঘোরতর নির্ঘোষ প্রাদুর্ভূত হইল। মহাবীর কর্ণও আকর্ণপূর্ণ সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে শত শত সহস্র সহস্র পাণ্ডব সৈন্য নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র সমরে এই রূপ দারুণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথ শিখণ্ডী, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে নিপীড়িত করত, চতুর্দ্দিক্ হইতে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি বিংশতি ও ভীমসেন শত বাণে কর্ণের বক্ষ দেশ আহত এবং শিখণ্ডী পঞ্চবিংশতি, ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত, দ্রৌপদীতনয়গণ চতুঃষষ্টি, সহদেব সাত ও নকুল এক শত বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সূতনন্দন শরাসনে টঙ্কার প্রদান ও নিশিত শরনিকর

পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করত নিমেষ মধ্যে সাত্যকির ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং নয় বাণে তাঁহার বক্ষস্থল আহত ও ত্রিংশৎ শরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা সহদেবের ধ্বজ ছেদন ও তিন বাণে তাঁহার সারথিরে নিপীড়ন পূর্ব্বক দ্রৌপদেয়গণকে রথ বিহীন করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল।

এই রূপে সূতপুত্র শরনিকরে মহারথগণকে বিমুখ করিয়া নিশিত সায়ক দ্বারা মহাবীর পাঞ্চাল ও মহারথ চেদিগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত চেদি ও পাঞ্চালগণ কর্ণের শরে নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। মহারথ কর্ণও নিশিত শরনিকরে তাহাদিগকে নিপীড়িত ও নিবারিত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে প্রতাপশালী সূতপুত্র একাকী সমরে শর বর্ষণ পূর্ব্বক সংগ্রামে যত্নশীল পাণ্ডব পক্ষীয় অসংখ্য ধনুর্দ্ধরকে নিবারণ করিতেছেন দেখিয়া আমি নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। মহাত্মা কর্ণের হস্তলাঘব দর্শনে দেব, সিদ্ধ ও চারণগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং মহাধনুর্দ্ধর কৌরবগণও সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহারথ সূতপুত্রকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর সূতপুত্র গ্রীষ্মকালীন কক্ষদহন দহনের ন্যায় শরশিখায় অরাতি সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ কর্ণশরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহারে সন্দর্শন করত ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। পাঞ্চালগণ সূতপুত্রের সায়কে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। অন্যান্য পাণ্ডব সৈন্যেরা সেই শব্দ শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া কর্ণকে অদ্বিতীয় যোদ্ধা বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। তখন শত্রুনিসূদন রাধের পুনর্ব্বার এ রূপ অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিলেন যে, পাণ্ডব সৈন্যগণ তাঁহারে দর্শন করিতেও সমর্থ হইল না। তাহারা সূতপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া পর্ব্বতলগ্ন জলরাশির ন্যায় ইতস্তত বিকীর্ণ হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু কর্ণ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরনিকরে বিপক্ষ বীরগণের মস্তক, কুণ্ডলান্বিত কর্ণ, বাহু এবং হস্তিদন্ত নির্ম্মিত মুষ্টি সম্পন্ন খড়্গ, ধ্বজ, শক্তি, অশ্ব, গজ, রথ, পতাকা, ব্যজন, অক্ষ, যুগযোক্ত্র ও চক্র সমুদায় অনবরত নিকৃন্ত হইতে লাগিল। তাঁহার সায়কে নিহত প্রভূত গজবাজি ও তাহাদের মাংসশোণিতসঞ্জাত কর্দ্দমে সমরাঙ্গন দুর্গম হইয়া উঠিল। চতুরঙ্গিণী সেনা নিহত ও নিপাতিত হওয়াতে সম কি বিষম কিছুই নির্দ্ধারিত হইল না। ঐ সময় কর্ণের অস্ত্রপ্রভাবে সমরভূমি অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হইলে যোধগণ কে আত্মীয় কে পর কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনন্তর সূতনন্দন সুবর্ণ ভূষিত শরনিকর দ্বারা পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণকে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহারা বারংবার ভগ্ন হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! যে রূপ অরণ্যে মৃগেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া মৃগযূথকে বিদ্রাবিত করে, তদ্রূপ যশস্বী সূতপুত্র মহারথ পাঞ্চালগণকে বারংবার বিদ্রাবিত করত পশুহন্তা বৃকের ন্যায় তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন! কৌরবপক্ষীয় যোধগণ পাণ্ডব সেনাদিগকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া সিংহনাদ করত তাহাদের প্রতি ধাবমান হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন

অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া নানাবিধ বাদিত্র নিস্বন করিতে আদেশ করিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ ভগ্নাস্ত্র হইয়াও বীর পুরুষের ন্যায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। শত্রুতাপন কর্ণও তাহাদিগকে বারংবার ভগ্ন করিয়া শরনিকরে বিংশতি জন পাঞ্চাল ও শতাধিক চেদির প্রাণ সংহার করিলেন। তাঁহার শরে বিপক্ষগণের রথোপস্থ, বাজিপৃষ্ঠ ও গজস্কন্ধ নির্ম্মনুষ্য এবং পদাতি সকল বিদ্রুত হইতে লাগিল। তখন তিনি মধ্যাহ্নকালীন দুর্নিরীক্ষ্য সূর্য্যের ন্যায়, কালান্তক যমের ন্যায় শোভমান হইলেন।

হে মহারাজ! অরাতিঘাতন মহাধনুর্দ্ধর রাধেয় এই রূপে পাণ্ডব পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা নিপাতিত করিলেন। বলবান কৃতান্ত যেমন প্রাণিগণকে সংহার করেন, তদ্রূপ মহারথ কর্ণ একাকী সোমকগণকে নিহত করিয়া সমরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমরা পাঞ্চালদিগেরও অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তাহারা সমরাঙ্গনে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল না। হে মহারাজ! ঐ অবসরে মহাবল পরাক্রান্ত রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা এবং শকুনি ইহাঁরাও অসংখ্য পাণ্ডব সেনা নিহত করিতে লাগিলেন। কর্ণের বলবিক্রমশালী পুত্রদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইতস্তত পাণ্ডব সেনা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণও কোপাবিষ্ট হইয়া কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সেই ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের প্রভাবে পাণ্ডব পক্ষীয় ও ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণের প্রভাবে কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য কালগ্রাসে নিপতিত হইতে লাগিল।

অশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় অরাতিঘাতন অর্জ্জুন মহারণে কৌরব পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা নিপাতিত করিলেন। তাঁহার শরনিকরে অসংখ্য সৈন্য নিহত হওয়াতে সংগ্রামস্থানে বীর জনের সুপ্রতর, ভীরুগণের দুস্তর শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। মাংস, মজ্জা ও অস্থি সকল ঐ নদীর পঙ্ক; নর মস্তক সমুদায় উহার উপলখণ্ড; হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় তীর স্বরূপ; আতপত্র সকল হংস; হার সকল পদ্ম; উষ্ণীষ সমুদায় ফেনা; শরাসন সকল শরবন; রথ সমুদায় উড়ুপ এবং বর্ম্ম ও চর্ম্ম সকল উহার আবর্ত্ত স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। বীরগণ বৃক্ষ সমুদায়ের ন্যায় উহার স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন এবং কাক ও গৃধ্রগণ উহার উভয় পার্শ্বে ভীষণ রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণকে ক্রোধান্বিত দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, সূতপুত্রের ধ্বজ লক্ষিত হইতেছে। ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ উহার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। পাঞ্চালগণ কর্ণের প্রভাবে ভীত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, রাজা দুর্য্যোধন শ্বেতাতপত্রে পরিশোভিত হইয়া কর্ণসায়ক নির্ভিন্ন পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে। মহারথ কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা সূতপুত্র কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া দুর্য্যোধনের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা উহাঁদিগকে নিধন না করিলে উহারা নিশ্চয়ই সোমকগণকে সংহার করিবেন। ঐ দেখ, রশ্মিগ্রহণবিশারদ মদ্ররাজ শল্য সূতপুত্রের রথ সঞ্চালন করিতেছেন; অত-

এব তুমি মহারথ কর্ণের অভিমুখে আমার রথ চালন কর। আমি সূতপুত্রকে সংহার না করিয়া কদাপি সমরাঙ্গন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। যদি আমি এ ক্ষণে কর্ণের অভিমুখীন না হই, তাহা হইলে ঐ দুরাত্মা নিশ্চয়ই আমাদিগের সমক্ষে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে নিঃশেষিত করিবে।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার মানসে সূতপুত্রের অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ তদ্দর্শনে আশ্বাসযুক্ত হইল। তখন পুরন্দরের বজ্রের ন্যায়, জলধির তরঙ্গের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথের ভীষণ নির্ঘোষ হইতে লাগিল। সত্যবিক্রম মহাত্মা অর্জ্জুন কৌরব সৈন্যগণকে পরাজিত করত কর্ণ সমীপে ধাবমান হইলেন।

তখন মদ্রাধিপতি শল্য কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুনের বানরধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি যাহার অনুসন্ধান করিতেছিলে, ঐ সেই কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধারণ পূর্ব্বক শত্রুগণকে নিপীড়িত করত আগমন করিতেছে। যদি আজি উহারে নিপাতিত করিতে পার, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গললাভ হইবে। অর্জ্জুন কৌরব পক্ষীয় ধনুর্দ্ধরগণকে নিপীড়িত করত আমারেই আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে উহার প্রতিগমন কর। ঐ কৌরব সেনাগণ শত্রুঘাতন অর্জ্জুনের ভয়ে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। ধনঞ্জয়ও উহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। এ ক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, অমর্ষপরায়ণ অর্জ্জুন তোমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম করিবে না। ঐ মহাবীর ভীমসেনকে নিতান্ত নিপীড়িত, ধর্ম্মরাজকে বিরথ ও ক্ষতবিক্ষত এবং শিখণ্ডী, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীতনয়গণকে পরাজিত অবলোকন করিয়া কৌরব পক্ষীয় সমুদায় পার্থিবগণের বিনাশ সাধনার্থ অন্যান্য সৈন্যগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোষরক্ত নয়নে মহাবেগে আমাদিগেরই প্রতি ধাবমান হইতেছে; অতএব সত্বরে তুমি উহার প্রতিগমন কর। ইহ লোকে তুমি ভিন্ন আর কেহই ক্রোধপরায়ণ ধনঞ্জয়কে সমরে আক্রমণ করিতে সমর্থ নহে। ঐ দেখ, মহাবীর কুন্তীনন্দন একাকী তোমার প্রতি ধাবমান হইতেছে, কেহই উহার পৃষ্ঠ বা পার্শ্বদেশ রক্ষা করিতেছে না। অতএব এ ক্ষণে তুমি আপনার কার্য্য সিদ্ধির উপায় দেখ। তুমিই সংগ্রামে বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে পারিবে; ঐ ভার তোমার উপরেই অর্পিত হইয়াছে; অতএব তুমি অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের প্রতি গমন কর। তুমি ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপের সদৃশ, অতএব এই মহাসংগ্রামে লেলিহান সর্পের ন্যায়, গর্জ্জনশীল ঋষভের ন্যায় ও বনস্থিত ভীষণ ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন ধনঞ্জয়কে নিবারণ পূর্ব্বক সংহার কর। ঐ দেখ, কৌরব পক্ষীয় মহারথ ভূপালগণ অর্জ্জুনের ভয়ে সমর নিরপেক্ষ হইয়া পলায়ন করিতেছেন। এ সময়ে তুমি ভিন্ন আর কেহই তাঁহাদিগের ভয় নিবারণে সমর্থ নহেন। কৌরবগণ এই সমরসাগরে দ্বীপের ন্যায় তোমার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। অতএব তুমি যেরূপ ধৈর্য্য সহকারে বৈদেহ, অম্বষ্ঠ, কাম্বোজ, নগ্নজিৎ ও গান্ধারগণকে পরাজয় করিয়াছ, সেই রূপ ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় পুরুষকার প্রকাশ করত অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রতিগমন কর।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ শল্য কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে মদ্ররাজ! তুমি এ ক্ষণে প্রকৃতিস্থ ও আমার অভিমত হইয়াছ। ধনঞ্জয় হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আজি তুমি আমার ভুজবল ও অস্ত্রশিক্ষা অবলোকন কর। আমি একাকীই সমুদায় পাণ্ডব সৈন্য সংহার করিব। আজি কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ রণস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। যুদ্ধে জয় লাভের কিছুই স্থিরতা নাই; অতএব হয় কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে সংহার নচেৎ তাহাদিগের শরনিকরে প্রাণ পরিত্যাগ পুর্ব্বক সমর শয্যায় শয়ন করিয়া এককালে নিশ্চিন্ত হইব। তখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, হে কর্ণ! মহারথগণ সেই অর্জ্জুনকে নিতান্ত দুর্জ্জয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সে একাকী থাকিলেও তাহারে আক্রমণ করা সহজ নহে। এ ক্ষণে আবার সে বাসুদেব কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে। এখন তাহারে পরাজয় করা কাহার সাধ্য। কর্ণ কহিলেন, হে শল্য! আমিও শুনিয়াছি যে, ধনঞ্জয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রথী আর কেহই নাই; তথাপি আমি সেই মহাবীরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। এ ক্ষণে তুমি আমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ কর। ঐ দেখ, পাণ্ডুতনয় মহাবীর অর্জ্জুন শ্বেতাশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক রণস্থলে সঞ্চরণ করিতেছে। অদ্য হয় ত ঐ বীরই আমারে বিনাশ করিবে। আমি বিনষ্ট হইলে কৌরবপক্ষীয় কোন যোদ্ধাই জীবিত থাকিবে না। হে মদ্ররাজ! ধনঞ্জয়ের ভুজযুগল সুদীর্ঘ ব্রণাঙ্কিত; উহা হইতে স্বেদজল নির্গত বা উহা কদাচ বিকম্পিত হয় না। দৃঢ়ায়ুধ মহাবীর অর্জ্জুন অদ্বিতীয় কৃতী ও ক্ষিপ্রহস্ত। এই পৃথিবীতে উহার সদৃশ যোদ্ধা আর কেহই নাই। ঐ মহাবীর এক শরের ন্যায় এক-কালে বহুসংখ্য শর গ্রহণ ও অবিলম্বে সন্ধান পূর্ব্বক এক ক্রোশ অন্তরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ মহাবীর কৃষ্ণের সমভি-ব্যাহারে খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনকে পরিতুষ্ট করাতে তিনি বাসুদেবকে চক্র এবং উহারে গাণ্ডীব শরাসন, শ্বেতাশ্বযুক্ত মেঘগম্ভীর নিস্বন রথ, অক্ষয় তূণীর ও দিব্য শস্ত্র সমু-দায় প্রদান করেন। ঐ মহাবীর ইন্দ্রলোকে একত্র সমবেত লোকপালগণের নিকট পৃথক্ পৃথক্ অস্ত্র ও দেবদত্ত শঙ্খ লাভ করিয়া অসংখ্য কালকেয় দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিল। অতএব এই পৃথিবীতে উহার তুল্য বলবীর্য্য সম্পন্ন আর কে আছে? ঐ মহাবীর ধর্ম্ম যুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবের তুষ্টি সাধন করিয়া ত্রৈলোক্য সংহারকর একান্ত ভয়ঙ্কর পাশু-পতাস্ত্র লাভ করিয়াছে। ঐ মহাবীর একা-কীই বিরাটনগরে সমবেত কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে পরাজয় করিয়া গোধন প্রত্যা-হরণ ও মহারথদিগের বস্ত্র গ্রহণ করিয়া-ছিল। বিশেষত সকল লোক সমবেত হইয়া অযুত বৎসরেও যে শঙ্খচক্রগদা-পাণি জয়শীল মহাত্মা বাসুদেবের গুণ বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে না; সেই অন-ন্তবীর্য্য অপ্রতিম প্রভাব সম্পন্ন, দেবকী নন্দন ঐ মহাবীরকে সতত রক্ষা করিয়া থাকেন। এ ক্ষণে আমি সেই অশেষ গুণ সম্পন্ন কৃষ্ণসহায় ধনঞ্জয়কে সংগ্রামে আহ্বান করিয়া আপনারে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী জ্ঞান করিতেছি। মহাবীর বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে এক রথে সমবেত দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারও হইতেছে। ধনঞ্জয় শরযুদ্ধে ও বাসুদেব চক্রযুদ্ধে অতিশয় সুনিপুণ। যদিও হিমাচল স্বস্থান হইতে বিচলিত হয়, কিন্তু ঐ দুই মহাবীর কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। যাহা

হউক, এ ক্ষণে আমা ব্যতিরেকে ঐ মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ দ্বয়ের নিকট যুদ্ধার্থ আর কে অগ্রসর হইবে? আজি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার যে অভিলাষ হইয়াছে, উহা অচিরাৎ পূর্ণ হইবে। আমি অবিলম্বেই অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর বিচিত্র সংগ্রাম করিব। ঐ যুদ্ধে হয় আমি ঐ বীর দ্বয়কে বিনষ্ট করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিব, না হয় উহারাই আমারে নিহত করিবে।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া জলধরের ন্যায় গম্ভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দুর্য্যোধন সন্নিধানে সমুপস্থিত ও তৎ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া তাঁহারে এবং কৃপ, ভোজ, অনুজ সমবেত গান্ধাররাজ শকুনি, অশ্বত্থামা, স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র এবং পদাতি, গজারোহী ও অশ্বারোহিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা বাসুদেব ও অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ ও পরিশ্রান্ত কর। তোমরা ঐ বীরদ্বয়কে শরনিকরে সাতিশয় ক্ষতবিক্ষত করিলে আমি অক্লেশে উহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইব। হে মহারাজ! তখন ঐ সমস্ত বীরেরা সূতপুত্রের আদেশানুসারে অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সত্বরে ধাবমান হইয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে সমাহত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও মহাসাগর যেমন বহুল সলিল সম্পন্ন নদনদী সমুদায়ের বেগ ধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনায়াসে কৌরব পক্ষীয় বীরগণের শরনিকর সহ্য করিলেন। অনন্তর তিনি বিপক্ষগণের উপর অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি যে কখন শর সন্ধান ও বর্ষণ করিতে লাগিলেন, শত্রুগণ তাহা কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হইল না। তখন অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য তাঁহার শরে বিদীর্ণকলেবর ও নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর কুন্তীনন্দন যুগান্তকালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার শরনিকর কিরণ ও গাণ্ডীব শরাসন পরিবেশের ন্যায় শোভমান হইল। চক্ষুরোগপীড়িত ব্যক্তি যেমন দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিতে পারে না, তদ্রূপ কৌরবগণ তাঁহারে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যগত দিবাকর যেমন জলরাশি বিশোষিত করে, তদ্রূপ বিপক্ষ নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাকৃত করিয়া স্বীয় তেজ প্রভাবে কৌরব সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃপ, ভোজ, রাজা দুর্য্যোধন ও মহারথ অশ্বত্থামা, জলধর যেমন মহীধরের উপর বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনবরত অর্জ্জুনের উপর শরনিকর বিসর্জ্জন করত তাঁহার প্রতি দ্রুত বেগে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় জীবনান্তকর শরনিকর দ্বারা সেই শর সমূহ ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বক্ষস্থলে তিন তিন বাণ বিদ্ধ করিলেন এবং গাণ্ডীব আকর্ষণ পূর্ব্বক বিপক্ষগণকে শরানলে নিতান্ত সন্তপ্ত করত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যগত পরিবেশ সুশোভিত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা দশ শরে ধনঞ্জয়কে, চারি শরে তাঁহার চারি অশ্বকে ও তিন শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া ধ্বজাগ্রস্থিত বানরের উপর নারাচনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তিন শরে অশ্বত্থামার কার্ম্মুক, ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ও চারি শরে অশ্বগণকে

ছেদন পূর্ব্বক তিন শরে তাঁহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা একান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া হীরক মণি সমলঙ্কৃত, সুবর্ণজাল জড়িত, তক্ষক দেহের ন্যায় তেজ সম্পন্ন, অদ্রিতটস্থ অজগরের ন্যায় প্রকাণ্ড এক মহামূল্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিলেন এবং উহাতে জ্যারোপণ পূর্ব্বক শরনিকর বর্ষণ করত অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে নিপীড়িত ও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন বারিধর যেমন দিবাকরকে অবরোধ করে, তদ্রূপ মহাবীর কৃপ, ভোজ, দুর্য্যোধন ও অন্যান্য মহারথগণ শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে অবরোধ করিলেন। কার্ত্তবীর্য্য সদৃশ বলবীর্য্য সম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে শরনিকর দ্বারা কৃপাচার্য্যের সশর শরাসন, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে গাঙ্গেয় যেমন অর্জ্জুনের অসংখ্য শরে নিপীড়িত হইয়াছিলেন, এ ক্ষণে কৃপাচার্য্যও তদ্রূপ একান্ত নিপীড়িত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন দুর্য্যোধনকে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে বিনষ্ট ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও শরাসনযুক্ত রথ সমুদায় এবং গজযূথকে বিপাটিত করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ জলবেগবিদীর্ণ সেতুর ন্যায় সমন্তাৎ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। ঐ সময় মহাত্মা কৃষ্ণ রণপীড়িত শত্রুগণকে অর্জ্জুনের দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য যোধগণ বৃত্রাসুর নিধনোদ্যত বাসবের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয়কে ধাবমান অবলোকন করিয়া উন্নত ধ্বজযুক্ত সুকল্পিত রথে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধ বাসনায় তাঁহার অনুগমন করিলেন। তদ্দর্শনে মহারথ শিখণ্ডী, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব ধনঞ্জয়ের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার অরাতিগণকে নিবারণ ও শাণিত শরনিকরে বিদারণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব ও সৃঞ্জয়গণ পরস্পর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবক্রগামী সায়ক দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকালে অসুরগণ যেমন দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, এ ক্ষণে কৌরবগণের সহিত সৃঞ্জয়গণের তদ্রূপ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও রথিগণ জয় ও স্বর্গলাভে সমুৎসুক হইয়া সমরে গমন ও পরস্পরকে প্রহার করত গর্জ্জন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় যোধগণ পরস্পরের প্রতি অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করাতে সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত ও সমুদায় দিক্ বিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল।

একাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় প্রধান প্রধান কৌরব সৈন্যগণকে ভীমসেনের আক্রমণে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার উদ্ধার বাসনায় সূতপুত্রের সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করত যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরজাল বিহঙ্গমকুলের ন্যায় নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবীর কুন্তীনন্দন কৌরবগণের অন্তকস্বরূপ হইয়া ভল্ল, ক্ষুরপ্র ও বিমল নারাচ দ্বারা তাঁহাদের গাত্র ও মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরভূমি ছিন্নগাত্র, ছিন্নমস্তক, কবচশূন্য যোধগণের কলেবরে সমাবৃত এবং ছিন্ন ভিন্ন বিকলাঙ্গ হস্তী, অশ্ব ও রথ সমূহের নিপাতে ভীষণাকার বৈতরণী নদীর ন্যায় অতিশয় দুর্গম ও দুর্নিরীক্ষ্য

হইয়া উঠিল। অসংখ্য ঈষা, চক্র, অক্ষ ও ভল্ল ইতস্তত নিপতিত হইতে লাগিল; ঐ সময় কোন কোন রথ অশ্বসারথি বিহীন, কোন কোন রথ কেবল অশ্বযুক্ত ও কোন কোন রথ কেবল সারথিযুক্ত দৃষ্টিগোচর হইল। সুবর্ণবর্ণ বর্ম্মধারী, কনক ভূষণালঙ্কৃত, যোধগণ সমারূঢ়, ক্রূর মহামাত্রগণকর্ত্তৃক পার্ষ্ণি ওঅঙ্কুষ্ঠ দ্বারা পরিচালিত, মদমত্ত, কবচভূষিত চারিশত মাতঙ্গ অর্জ্জুনের শরনিকরে সমাহত হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলে বোধ হইল যেন মহাপর্ব্বতের সমৃদ্ধিশালী শৃঙ্গ সকল বিশীর্ণ ও ধরাতলে সমাকীর্ণ হইয়াছে। মহাবীর অর্জ্জুন সেই জলদ সন্নিভ মদবর্ষী বারণগণকে নিপাতিত করিয়া মেঘ বিনির্গত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এই রূপে অস্ত্র, যন্ত্র ও কবচশূন্য চতুরঙ্গ বল সমরাঙ্গনে নিপতিত হওয়াতে পথ সকল আচ্ছন্ন হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুনের ঘোরতর বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ গাণ্ডীব শরাসনের ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। সাগর মধ্যে নৌকা যেমন প্রবল সমীরণে সমাহত হইয়া বিদীর্ণ হয়, তদ্রূপ সেই কৌরব সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরে সমাহত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইল। অঙ্গার, উল্কা ও অশনির ন্যায় প্রাণবিনাশক গাণ্ডীবনিঃসৃত বিবিধ বাণ তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা রজনীযোগে পর্ব্বতস্থিত প্রজ্বলিত বেণুবনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অটবী মধ্যে মৃগগণ যেমন দবদহন ভীত হইয়া ইতস্তত পর্য্যটন করে, তদ্রূপ কৌরবগণ অর্জ্জুনের শরানলে দগ্ধ ও ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় যাহারা ভীমসেনকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারাও ভীত চিত্তে তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণপরাঙ্মুখ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে কৌরবগণ ছিন্ন ভিন্ন হইলে সমরবিজয়ী ধনঞ্জয় ভীমসেনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ক্ষণকাল তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করত তাঁহারে যুধিষ্ঠিরের নিরাপদবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় রথনির্ঘোষে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত সমরস্থলে সমাগত হইলেন। ঐ সময় দুঃশাসনের অনুজ দশ জন মহাবীর ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন তাঁহারা জ্যারোপিত শরাসন আয়ত করিয়া নৃত্য করিতেছেন। মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে উল্কানিপীড়িত কুঞ্জরের ন্যায় আপনার পুত্রগণের শরে সমাহত দেখিয়া, অর্জ্জুন অচিরাৎ তাঁহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিবেন স্থির করিয়া তাঁহাদিগের বাম পার্শ্বে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অর্জ্জুনের রথ অন্য দিকে ধাবমান দেখিয়া সত্বরে তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নারাচ ও অর্দ্ধচন্দ্র শরে সেই বীরগণের রথকেতু, অশ্ব, চাপ ও সায়ক সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ দশ ভল্লে তাঁহাদিগের লোহিত নেত্রযুক্ত দষ্টাধর মস্তক সকল ছেদন পূর্ব্বক পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। আপনার আত্মজগণের বদন সমুদায় ভূতলে নিপতিত হইয়া পঙ্কজের ন্যায় শোভিত হইল।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাত্মা মধুসূদন ধনঞ্জয়ের সুবর্ণভূষণ বিভূষিত মুক্তাজাল জড়িত শ্বেতাশ্বগণকে কর্ণের রথাভিমুখে সঞ্চালিত করিলেন। অনন্তর কৌরব পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত নবতি সংখ্যক

সংশপ্তক অর্জ্জুনের নহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ঘোরতর পারলৌকিক শপথ করিয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত শরজালে অবিলম্বে সেই সংগ্রামতৎপর নবতি বীরকে তাহাদের সারথি, শরাসন ও ধ্বজের সহিত নিপাতিত করিলেন। পুণ্য ক্ষয় হইলে বিমানস্থ সিদ্ধগণ যেরূপ স্বর্গ হইতে পতিত হয়, তদ্রূপ তাহারা অর্জ্জুনের নানারূপ শর নিকরে নিহত হইয়া নিপতিত হইল। অনন্তর কৌরবগণ প্রভূত হস্তী, অশ্ব ও রথ লইয়া নির্ভয়ে ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়া তাঁহারে অবরোধ করত অসংখ্য শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, গদা, তলবার ও শরনিকর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও দিবাকর যেমন কিরণজালে তিমির নাশ করেন, তদ্রূপ শরনিকর দ্বারা অরাতি নিক্ষিপ্ত অন্তরীক্ষে বিস্তৃত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ত্রয়োদশ শত মত্ত গজসমারূঢ় ম্লেচ্ছ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে কর্ণ, নালীক, নারাচ, তোমর, প্রাস, শক্তি, মুষল ও ভিন্দিপাল দ্বারা রথস্থ পার্থের পার্শ্বদেশে আঘাত করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুন নিশিত ভল্ল ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা সেই ম্লেচ্ছগণ নিক্ষিপ্ত শস্ত্র বৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া নানাবর্ণ শরনিকরে ধ্বজ পতাকা বিশিষ্ট দ্বিরদগণকে আরোহিগণের সহিত নিহত করিলেন। সুবর্ণমালাবৃত মাতঙ্গগণ অর্জ্জুনের সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে সমাবৃত ও নিহত হইয়া বজ্রবিদারিত পর্ব্বতের ন্যায়, আগ্নেয় গিরির ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর সংগ্রামস্থলে মনুষ্য, গজ ও অশ্বগণের নিস্বন এবং গাণ্ডীবের গম্ভীর নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অসংখ্য কুঞ্জর ও আরোহিবিহীন অশ্বগণ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া দশ দিকে ধাবমান হইল। অশ্বহীন রথিবিহীন গন্ধর্ব্ব নগরাকার সহস্র সহস্র রথ চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং অশ্বারোহিগণ ইতস্তত ধাবমান হইয়া অর্জ্জুনের বাণে নিহত হইল। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয়ের কি অদ্ভুত বাহুবল! তিনি তৎকালে একাকীই সেই হস্তী, অশ্বারোহী ও রথিগণকে পরাজয় করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন অর্জ্জুনকে ত্রিবিধ সৈন্য পরিবৃত দেখিয়া কৌরবপক্ষীয় হতাবশিষ্ট কতিপয় রথীরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে অর্জ্জুনের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন কৌরবগণের অল্পমাত্রাবশিষ্ট ক্ষতবিক্ষত সৈন্যগণ ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। গদাপাণি বৃকোদরও অর্জ্জুনের সমীপে গমন করত ধনঞ্জয় হতাবশিষ্ট কৌরব পক্ষীয় মহাবল তুরঙ্গমগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রাকার, অট্টালিকা ও পুরদ্বার বিদারণে সমর্থ, কালরাত্রির ন্যায় ভীষণ গদা নর, নাগ ও অশ্বগণের উপর অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। লৌহবর্ম্মধারী অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ সেই প্রচণ্ড গদার আঘাতে ভগ্নমস্তক, ভগ্নাস্থি ও ভগ্নচরণ হইয়া শোণিতার্দ্র কলেবরে চীৎকার করত ধরাতলে নিপতিত ও দশন দ্বারা ভূতল দংশন করত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ক্রব্যাদগণ আনন্দিত চিত্তে তাহাদের মাংস ভোজন করিতে লাগিল। তখন ভীমসেনের সেই ভীষণ গদা শোণিত, মাংস, বসা ও অস্থি দ্বারা পরম পরিতৃপ্ত হইয়া দুর্লক্ষ্য কালরাত্রির ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। এই রূপে ভীমসেন দশ সহস্র অশ্ব ও বহুসংখ্যক পদাতিরে নিপাতিত করিয়া গদা হস্তে সরোষ নয়নে ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবগণ তাঁহারে গদা হস্তে সমীপে সমাগত হইতে দেখিয়া

সাক্ষাৎ কালদণ্ডধর কৃতান্তের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মকর যেমন সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া গজ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। বর্ম্মাচ্ছাদিত, পরিশোভিত, আরোহি সমবেত, মত্ত মাতঙ্গগণ পক্ষযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।

মহাবল ভীমসেন এই রূপে সেই গজ সৈন্য নিপাতিত করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় কৌরব সৈন্যগণ শস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত হইয়া সমরে নিরুৎসাহ ও পরাঙ্মুখ হইয়া নিশ্চেষ্টবৎ অবস্থান করিতে লাগিল। অর্জ্জুন সেই সৈনিকগণকে তেজোহীন দেখিয়া প্রাণনাশক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা অর্জ্জুনের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া কেশর বিরাজিত কদম্ব কুসুমের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময় অর্জ্জুনের শরে অসংখ্য নাগ, নর ও অশ্ব নিহত হওয়াতে কৌরব পক্ষে ভীষণ আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। সৈনিকগণ নিতান্ত ভীত হইয়া হাহাকার করত অলাত চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় কোন রথ, অশ্ব, অশ্বারোহী বা মাতঙ্গ অক্ষত ছিল না। সৈন্যগণ ছিন্নকবচ ও শোণিতলিপ্ত হইয়া বিকসিত অশোক কাননের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময় কৌরবগণ সব্যসাচীর পরাক্রম দর্শনে কর্ণের জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং পার্থের শরসম্পাত অসহ্য বোধ করিয়া শঙ্কিত চিত্তে দশ দিকে পলায়ন করত সূতপুত্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও শত শত শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া ভীমসেন প্রমুখ পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণকে আহ্লাদিত করিলেন।

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ অর্জ্জুন শরে ব্যথিত হইয়া কর্ণের রথসমীপে প্রতিগমন করিলেন। ঐ সময় সূতপুত্র সেই বিপদ সাগরে নিমগ্নপ্রায় বীরগণের দ্বীপ স্বরূপ হইলেন। অন্যান্য কৌরবগণও অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া নির্ব্বিষ পন্নগের ন্যায় পলায়ন করত কর্ণেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্রিয়াবান্ প্রাণিগণ যেমন মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া ধর্ম্মকে অবলম্বন করে, তদ্রূপ আপনার তনয়গণ মহাত্মা অর্জ্জুনের ভয়ে মহাধনুর্দ্ধর কর্ণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন শস্ত্রধরাগ্রগণ্য মহাবীর কর্ণ সেই শরপীড়িত শোণিতক্লিন্ন বীরগণকে অভয় প্রদান করিলেন এবং সৈনিকগণকে অর্জ্জুন প্রভাবে ভগ্ন দেখিয়া শত্রু সংহার বাসনায় শরাসন বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মনে মনে অর্জ্জুনের বধ চিন্তা করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারই সমক্ষে পুনরায় পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় ভূপালগণ তদ্দর্শনে আরক্তনয়ন হইয়া জলদজাল যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ কর্ণের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পাঞ্চালগণের প্রাণ সংহার করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের মধ্যে ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহারথ সূতপুত্র মহাবীর অর্জ্জুনের বীর্য্য প্রভাবে কৌরবগণকে পলায়ন পরায়ণ দেখিয়া বায়ু যেমন জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ পাঞ্চালতনয়গণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন! তিনি অঞ্জলিকাস্ত্রে জনমেজয়ের অশ্ব সমু-

দায় ও সারথিরে নিপাতিত করিলেন এবং ভল্ল দ্বারা শতানীক ও সুতসোমকে বিদ্ধ করত তাঁহাদিগের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি ছয় শরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ ও শরনিকরে তাঁহার অশ্ব সকলকে নিহত করিয়া সাত্যকির অশ্বগণকে সংহার পূর্ব্বক কৈকেয়পুত্র বিশোককে বিনষ্ট করিলেন। কৈকেয় সেনাপতি উগ্রকর্ম্মা রাজকুমারকে নিহত দেখিয়া কর্ণাত্মজ প্রসেনকে উগ্রবেগ সম্পন্ন শরনিকরে সমাহত ও বিচলিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে হাস্যমুখে তিন অর্দ্ধচন্দ্র শরে কৈকেয় সেনাপতির ভুজযুগল ও মস্তক ছেদন করিলে তিনি গতাসু হইয়া পরশুছিন্ন শাল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর কর্ণাত্মজ প্রসেন শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ ও নিশিত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকিরে সমাচ্ছন্ন করত যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাণিত শরে তৎক্ষণাৎ প্রসেনের প্রাণ সংহার করিলেন। মহাবীর কর্ণ পুত্রের নিধন দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া সাত্যকিরে সংহার করিবার বাসনায়, অরে শৈনেয়! তুই নিহত হইলি, এই বলিয়া তাঁহার প্রতি এক ভীষণ শর বিসর্জন পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী তদ্দর্শনে অবিলম্বে তিন বাণে সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত শর ছেদন করিয়া তাঁহারে তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাতেজস্বী সূতপুত্র ক্রোধভরে ক্ষুর দ্বারা শিখণ্ডীর শরাসন ও ধ্বজ ছিন্ন এবং ছয় শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন তনয়ের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক সুশাণিত শর দ্বারা সুতসোমকে বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত ও ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র নিহত হইলে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, কর্ণ প্রায় সমস্ত পাঞ্চালদিগকে বিনষ্ট করিল; এ ক্ষণে তুমি শীঘ্র গিয়া উহারে সংহার কর। নরপ্রবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া পাঞ্চালদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে সূতপুত্রের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন এবং গাণ্ডীব বিস্ফারণ ও তলধ্বনি করিয়া সহসা শরান্ধকার বিস্তার পূর্ব্বক অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও ধ্বজ সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার শরাসনের টঙ্কার শব্দ অন্তরীক্ষমণ্ডল ও ভয়ঙ্কর গিরিগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঐ সময় ভীমসেন পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সেই বীরদ্বয় রথারোহণে সূতপুত্রের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর সূতপুত্র সোমকদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গগণকে নিহত এবং শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিলেন। তখন উত্তমৌজা, জনমেজয়, যুধামন্যু ও শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমবেত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক সূতপুত্রকে বিমর্দ্দিত ও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রূপ রস প্রভৃতি বিষয় সমুদায় যেমন সংযমী ব্যক্তিকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারে না, তদ্রূপ সেই পাঞ্চাল দেশীয় পাঁচ মহাবীর একত্র হইয়াও সূতপুত্রকে রথ হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শরনিকর দ্বারা ঐ মহাবীরগণের ধনু, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও পতাকা সকল অবিলম্বে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পাঁচ পাঁচ বাণে তাঁহাদিগকে আঘাত করত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সকলেই তাঁহার

শরাসন নিস্বনে অদ্রিদ্রুম পরিশোভিত পৃথিবী বিদীর্ণ হইল অনুমান করিয়া একান্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। মহাবীর সূতপুত্র ইন্দ্রচাপ সদৃশ নিতান্ত আয়ত শরাসন আকর্ষণ ও অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক করজাল বিরাজিত পরিবেশ সম্পন্ন প্রচণ্ড সূর্য্য মণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শিখণ্ডীরে দ্বাদশ, উত্তমৌজারে ছয় এবং যুধামন্যু, জনমেজয় ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে সেই পাঞ্চাল দেশীয় পাঁচ মহারথ ভোগ্য বস্তু সকল যেমন জিতেন্দ্রিয় কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সূতপুত্রের বলবীর্য্যে পরাজিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন দ্রৌপদীর আত্মজগণ স্বীয় মাতুলগণকে সূতপুত্র বিহিত বিপদ সাগরে নিমগ্ন অবলোকন করিয়া নৌকাভঙ্গ নিবন্ধন সমুদ্রে নিমগ্ন বণিকগণকে যেমন অন্য নৌকা দ্বারা উদ্ধার করে, তদ্রূপ সুসজ্জিত রথ দ্বারা তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

অনন্তর মহারথ সাত্যকি নিশিত শরনিকরে সূতপুত্র প্রেরিত শর সমূহ খণ্ড খণ্ড ও তাঁহার কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিয়া আট শরে মহারাজ দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ ও রাজা দুর্য্যোধন সুনিশিত শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক সাত্যকিরে প্রহার করিতে লাগিলেন। শিনিপ্রবীর যুযুধান সেই চারি মহাবীরের সহিত সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া দিক্‌পতিদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দানবরাজের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং অনবরত শরনিকরবর্ষী অতিমাত্র আয়ত মহাস্বন শরাসন প্রভাবে শরৎকালীন নভোমণ্ডল মধ্যস্থিত প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় একান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। ইত্যবসরে পাঞ্চাল দেশীয় মহারথগণ সমবেত হইয়া দেবতারা যেমন দেবরাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর সাত্যকিরে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তখন আপনার সৈনিকগণের সহিত বিপক্ষদিগের দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গ বিনাশন তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সকল নানাবিধ শস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কতগুলি পরস্পর আহত ও স্খলিত হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল এবং কতগুলি শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রাণ ত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল।

এ দিকে মহাবীর দুঃশাসন শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমও সিংহ যেমন রুরুর অভিগমন করে, তদ্রূপ দ্রুত বেগে তাঁহার প্রতি গমন করিলেন। তখন শম্বর ও শক্রের ন্যায় সেই রোষাবিষ্ট বীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনবরত মদধারাবর্ষী মন্মথাসক্তচিত্ত মাতঙ্গ দ্বয় যেমন করিণীর নিমিত্ত পরস্পরকে আঘাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় জয়শ্রী লাভ করিবার অভিলাষে দেহ বিদারণক্ষম সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম দুই ক্ষুর দ্বারা দুঃশাসনের কার্ম্মুক ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার ললাটদেশে এক শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরে সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাজকুমার দুঃশাসন সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ শরে বৃকোদরকে বিদ্ধ করিলেন এবং স্বয়ং অশ্বের রশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় ভীমের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ভীমকে লক্ষ্য করিয়া এক সূর্য্যমরীচিসপ্রভ, হীরক রত্ন সমলঙ্কৃত, সুবর্ণজাল জড়িত, অশনি তুল্য

নিতান্ত দুঃসহ, দেহবিদারণক্ষম, ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। ভীমসেন সেই শরে নির্ভিন্ন কলেবর ও গতাসুর ন্যায় স্খলিতদেহ হইয়া বাহু প্রসারণ পুর্ব্বক রথ মধ্যে নিপতিত হইলেন এবং অবিলম্বে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক ভীষণ রবে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার পুত্র দুঃশাসন সেই সমরাঙ্গনে নিদারুণ যুদ্ধ করত এক শরে ভীমসেনের শরাসন ছেদন পুর্ব্বক ষষ্টি শরে তাঁহার সারথিরে ও নয় শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর অসংখ্য উত্তম উত্তম সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন অসামান্য পরাক্রমশালী মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দুঃশাসনের প্রতি এক সুতীক্ষ্ণ শক্তি প্রয়োগ করিলেন। আপনার পুত্র প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় সেই ভীষণ শক্তি সহসা সমাগত হইতেছে দেখিয়া আকর্ণ সমাকৃষ্ট দশ শরে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার সেই মহৎকার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর দুঃশাসন পুনরায় ভীমসেনকে অতিমাত্র বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন আপনার পুত্রের শরাঘাতে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে বীর! তুমি ত আমারে বিদ্ধ করিলে, এ ক্ষণে আমি গদা প্রহার করিতেছি, সহ্য কর। ভীমসেন এই বলিয়া ক্রোধভরে দুঃশাসনের বিনাশ বাসনায় সেই দারুণ গদা গ্রহণ করত পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, হে দুরাত্মন! আজি আমি রণস্থলে তোমার শোণিত পান করিব। মহাবীর দুঃশাসন ভীম কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া সাক্ষাৎ মৃত্যু স্বরূপ এক ভীষণ শক্তি গ্রহণ পুর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। তখন ভীমসেনও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বীয় ভীষণ গদা পরিত্যাগ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত গদা দুঃশাসনের শক্তি ভগ্ন করত তাঁহার মস্তকে নিপতিত হইয়া তাঁহারে রথ হইতে দশ ধনু অন্তরে নিপাতিত এবং তাঁহার রথ, অশ্ব ও সারথিরে চূর্ণিত করিল। মহাবীর দুঃশাসন সেই বেগবতী গদার প্রহারে কম্পিত কলেবর ও বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। বীরবর বৃকোদরও দুঃশাসনকে পাতিত করিয়া মহা আহ্লাদে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করত গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী লোক সকল তাঁহার সিংহনাদ শব্দে মূর্চ্ছিত হইয়া রণস্থলে নিপতিত হইল। তখন অচিন্ত্যকর্ম্মা মহাবীর ভীমসেন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহাবেগে দুঃশাসনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎকালে সেই বীর জনভূয়িষ্ঠ ঘোরতর সংগ্রামস্থলে দুঃশাসনকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র আপনার পুত্রগণ যে যে প্রকারে পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় এবং পতিপরায়ণা ঋতুমতী দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বস্ত্রাপহরণও অন্যান্য দুঃখ সকল বৃকোদরের স্মৃতিপথে সমুত্থিত হইল, পরে ক্রোধে হুত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মারে কহিলেন, হে যোধগণ! আজি আমি পাপাত্মা দুঃশাসনকে যমালয়ে প্রেরণ করিব, তোমাদের সাধ্য থাকে ত উহারে রক্ষা কর।

বলবান্ বৃকোদর এই বলিয়াই তৎক্ষণাৎ দুঃশাসনের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইয়া দুর্য্যোধন ও কর্ণের সমক্ষেই

কেশরী যেমন মহামাতঙ্গকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ তাঁহারে আক্রমণ করিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি সোৎসুক নয়নে ক্ষণকাল দুঃশাসনকে নিরীক্ষণ করত আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার মানসে শিতধার অসি সমুদ্যত করিয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহার উপর পদার্পণ পূর্ব্বক বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ শোণিত পান করিলেন এবং তাঁহারে অবিলম্বে ভূতলে নিপাতিত করিয়া সেই খড়্গে তাঁহার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক পুনরায় বারংবার ঈষদুষ্ণ রক্ত পান করত কহিলেন যে, মাতৃস্তন্য, ঘৃত, সুরা, উৎকৃষ্ট জল এবং দধি ও দুগ্ধ হইতে সমুৎপন্ন উত্তম তক্র প্রভৃতি যে সকল অমৃতরস তুল্য সুস্বাদু পানীয় আছে, আজি এই শত্রুশোণিত সর্ব্বাপেক্ষা আমার সুস্বাদু বোধ হইল। ক্রূরকর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট ভীমসেন এই কথা বলিয়া দুঃশাসনকে গতাসু নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিলেন, হে দুঃশাসন! এ ক্ষণে মৃত্যু তোমারে রক্ষা করিয়াছেন, আর আমি তোমার কিছুই করিতে পারিব না। হে মহারাজ! ঐ সময়ে যে সকল বীরগণ শোণিতপায়ী হৃষ্টচিত্ত ভীমসেনকে অবলোকন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ার্ত্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন; কাহার কাহারও হস্ত হইতে অস্ত্র সকল পরিভ্রষ্ট হইল এবং কেহ কেহ অস্ফুট স্বরে চীৎকার করত সঙ্কুচিত নেত্রে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ ভীমসেনকে দুঃশাসনের রক্ত পান করিতে অবলোকন করিয়া এ ব্যক্তি মনুষ্য নয়, অবশ্য রাক্ষস হইবে এই বলিতে বলিতে চিত্রসেনের সহিত ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে নৃপতনয় যুধামন্যু সৈন্য সমভিব্যাহারে পলায়মান চিত্রসেনের অভিমুখে ধাবমান হইয়া নির্ভয়ে নিশিত সাত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর চিত্রসেন যুধামন্যুর শরাঘাতে পাদস্পৃষ্ট লেলিহান ভীষণ ভুজঙ্গমের ন্যায় ক্রুদ্ধ ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধামন্যুরে তিন ও তাঁহার সারথিরে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর যুধামন্যু ক্রুদ্ধ হইয়া আকর্ণপূর্ণ সুন্দর পুঙ্খযুক্ত সুশাণিত শরে চিত্রসেনের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। চিত্রসেন নিহত হইলে মহাবীর কর্ণ স্বীয় পুরুষত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর নকুল অবিলম্বে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন।

এ দিকে মহাবীর ভীমসেন রোষপরায়ণ নিহত দুঃশাসনের রুধিরে অঞ্জলি পরিপূর্ণ করিয়া বীরগণের সমক্ষে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, রে পুরুষাধম! এই আমি তোর কণ্ঠ হইতে রুধির পান করিতেছি, এ ক্ষণে পুনরায় হৃষ্ট চিত্তে গরু গরু বলিয়া উপহাস কর। সে সময়ে যাহারা আমাদিগকে গরু গরু বলিয়া উপহাস করত নৃত্য করিয়াছিল, এখন আমরা তাহাদিগকে গরু গরু বলিয়া উপহাস করত নৃত্য করিব। রে দুঃশাসন! আমরা দুর্য্যোধন, শকুনি ও সূতপুত্রের কুমন্ত্রণাতে যে প্রমাণকোটী নামক প্রাসাদে শয়ন, কালকূট ভোজন, কৃষ্ণসর্পের দংশন, দ্যূতে রাজ্যাপহরণ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, জতুগৃহে দাহ, অরণ্যে নিবাস, সংগ্রামে অস্ত্রাঘাত এবং স্বগৃহে ও বিরাট ভবনে বিবিধ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়াছি, তুই সে সকলের মূল! আমরা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণের দৌরাত্ম্যে চির কাল দুঃখ ভোগ করিতেছি, কখন সুখের লেশমাত্রও জানিতে পারি নাই।

'হে মহারাজ! রক্তাক্ত কলেবর, লোহিতাস্য ক্রোধপরায়ণ বৃকোদর জয় লাভের পর এই সকল কথা বলিয়া হাস্য করত কেশব ও অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, হে বীরদ্বয়! আমি দুঃশাসন নিধনার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আজি রণস্থলে তাহা সফল করিলাম। এ ক্ষণে অবিলম্বে এই সংগ্রামরূপ মহাযজ্ঞে দুর্য্যোধনরূপ দ্বিতীয় পশুরে সংহার করিব। আমি নিশ্চয়ই কৌরবগণের সমক্ষে পদাঘাতে ঐ দুরাত্মার মস্তক বিমর্দ্দন পূর্ব্বক উহারে বিনাশ করিয়া শান্তি লাভ করিব। হে মহারাজ! রুধিরাক্ত কলেবর মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া বৃত্রাসুর নিপাতন সুররাজ পুরন্দরের ন্যায় হৃষ্ট চিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর দুঃশাসন নিহত হইলে নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, দণ্ডধার, ধনুগ্রহ, অলুলোপ, সহ, যণ্ড, বাতবেগ ও সুবর্চ্চা আপনার এই দশ পুত্র ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ক্রোধভরে শরনিকরে মহাবীর ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। বীরবরাগ্রগণ্য বৃকোদর সেই ক্রোধনস্বভাব সমরে অপরাঙ্মুখ মহারথগণের বিশিখজালে বিদ্ধ ও রোষে লোহিতনেত্র হইয়া ক্রুদ্ধ কালান্তক যমের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ বেগবান্ দশ ভল্লে তাঁহাদের দশ জনকে নিপাতিত করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ তদ্দর্শনে ভীমভয়ে একান্ত ভীত হইয়া সুতপুত্রের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল।

ঐ সময় মহাবীর কর্ণ প্রজানাশক কৃতান্তের ন্যায় ভীমসেনের ভীষণ পরাক্রম দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। তখন মহামতি শল্য তাঁহার শরীর দর্শনে মনের বিকার বুঝিতে পারিয়া তাঁহারে তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে কর্ণ! ঐ দেখ, ভূপতিগণ ভীমসেনের ভয়ে ইতস্তত পলায়ন করিতেছেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন দুঃশাসনের রুধির পান করাতে দুর্য্যোধন ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর ও বিমোহিত হইয়াছেন। তাঁহার হতাবশিষ্ট সহোদরগণ ও মহাত্মা কৃপ নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও বিষণ্ণ হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন পূর্ব্বক শুশ্রূষা করিতেছেন। ধনঞ্জয় প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ অন্যান্য বীরগণকে পরাজয় করিয়া তোমার অভিমুখেই সমাগত হইতেছে। অতএব এ সময় ব্যথিত বা বিষণ্ণ হওয়া তোমার উচিত নহে। তুমি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে পৌরুষ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের প্রতি গমন কর। দুর্য্যোধন তোমার প্রতি সমুদায় ভার অর্পণ করিয়াছেন, তুমি আপনার সাধ্যানুসারে সেই ভার বহন কর। সংগ্রামে জয় লাভ করিলে বিপুল কীর্ত্তি এবং পরাজিত হইয়া নিহত হইলে স্বর্গ লাভ হয়, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, তুমি বিমোহিত হওয়াতে তোমার পুত্র বৃষসেন কোপাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইতেছে। হে মহারাজ! মহাতেজস্বী মদ্ররাজ এই কথা কহিলে মহাবীর কর্ণ মনে মনে যুদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। ঐ সময় কর্ণপুত্র বৃষসেন কোপাবিষ্ট হইয়া গৃহীতদণ্ড কালান্তক যমের ন্যায় সংগ্রামনিরত গদাহস্ত বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর নকুল তদ্দর্শনে ক্রোধভরে কর্ণপুত্রের উপর শরনিকর বর্ষণ করত জম্ভাসুরাভিমুখে ধাবমান পুরন্দরের ন্যায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে ক্ষুর দ্বারা তাঁহার স্ফটিকবিন্দু শোভিত ধ্বজ ও তল্প দ্বারা সুবর্ণভূষিত বিচিত্র শরাসন ছেদন

করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণতনয় দুঃশাসনের ঋণ হইতে মুক্ত হইবার মানসে অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দিব্য মহাস্ত্র দ্বারা নকুলকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাত্মা নকুল বৃষসেনের অস্ত্রাঘাতে কোপান্বিত হইয়া মহোল্কা সদৃশ শরনিকরে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। শিক্ষিতাস্ত্র বৃষসেনও নকুলের প্রতি দিব্যাস্ত্রনিচয় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণপুত্র শরাভিঘাতজনিত ক্রোধ এবং স্বীয় দীপ্তি ও অস্ত্র প্রভাবে হুত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উৎকৃষ্ট অস্ত্র দ্বারা নকুলের সুবর্ণ জালজড়িত বনায়ুদেশীয় শুভ্রবর্ণ অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তখন বিচিত্র যোদ্ধা নকুল সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সুবর্ণময় চন্দ্র পরিশোভিত চর্ম্ম ও আকাশসবর্ণ অসি ধারণ করিয়া বিহঙ্গমের ন্যায় বিচরণ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে লম্ফ প্রদান করত বৃষসেনের হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় ছেদন করিতে লাগিলেন। কর্ণপুত্রের সেই ত্রিবিধ সৈন্য নকুলের খড়্গাঘাতে যান্ত্রিক কর্ত্তৃক নিকৃত্ত পশুর ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ঐ সময় সমরবিশারদ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, চন্দনচর্চ্চিত, নানা দেশসম্ভূত, দুই সহস্র বীর বিজয়াভিলাষী একমাত্র মহাবীর নকুলের অসি প্রহারে নিহত হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন।

তখন মহাবীর বৃষসেন মহাবেগে নকুলের সম্মুখীন হইয়া তাঁহারে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। নকুলও তাঁহারে অনবরত শরজালে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃষসেন নকুলশরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর নকুল ভ্রাতা ভীমসেন প্রভাবে সেই তুমুল রণস্থলে রক্ষিত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কর্ণের আত্মজ বৃষসেন মহারথ নকুলকে রথী, অশ্ব, মাতঙ্গ ও মনুষ্যগণকে শরনিকরে নিরন্তর বিদ্ধ করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহারে অষ্টাদশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর নকুল সেই কর্ণসুত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় মহাবেগে ধাবমান হইলেন। বৃষসেন বিস্তীর্ণ পক্ষ আমিষলুব্ধ শ্যেন পক্ষীর ন্যায় নকুলকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি নিশিত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর নকুল বৃষসেন নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিতান্ত নিষ্ফল করিয়া বিচিত্র গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কর্ণসুত বৃষসেন শরজাল দ্বারা নকুলের সহস্র তারকা সমলঙ্কৃত চর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া নিশিত ছয় শরে তাঁহার গুরুভার সাধন শত্রুগণের প্রাণনাশক সর্পবিষের ন্যায় নিতান্ত উগ্র কোষনিষ্কাসিত সুতীক্ষ্ণ অসি ছেদন পূর্ব্বক শাণিত শরনিকরে তাঁহার বক্ষস্থল সাতিশয় বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে মহাবীর নকুল বৃষসেনের শরনিকরে বিরথ, খড়্গহীন ও সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের সমক্ষে সিংহ যেমন অচলশিখরে আরোহণ করে, তদ্রূপ ভীমসেনের রথে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর বৃষসেন সেই দুই মহারথকে এক রথে অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিবার অভিলাষে অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তৎপরে অন্যান্য কৌরবগণও সমবেত হইয়া তাঁহাদের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ভীম ও অর্জ্জুন

রোষ প্রভাবে হুত হুতাশনের ন্যায় সাতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া বৃষসেনের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীম অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এই দেখ, নকুল কর্ণাত্মজ নিক্ষিপ্ত শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইতেছে। মহাবীর বৃষসেন আমাদিগের উপরও শর বর্ষণ করিতেছে। অতএব তুমি অবিলম্বে উহার প্রতি গমন কর। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বৃকোদরের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার রথ সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মাদ্রীতনয় নকুল তাঁহারে তথায় সমাগত দেখিয়া কহিলেন, হে বীর! আপনি শীঘ্র বৃষসেনকে বিনাশ করুন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ভ্রাতা নকুলের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কেশবকে অবিলম্বে বৃষসেনের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে কহিলেন।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় দ্রুপদরাজার পাঁচ পুত্র, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও মহাত্মা শিনিরনপ্তা সাত্যকি এই একাদশ বীর নকুলকে কর্ণপুত্রের শরনিকরে ছিন্ন শরাসন, খড়্গহীন, রথবিহীন ও নিতান্ত নিপীড়িত অবগত হইয়া পবনচালিত পতাকা যুক্ত, গভীর নিস্বন সম্পন্ন রথে আরোহণ করিয়া ভুজগগতি সদৃশ শরনিকরে আপনার হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপীড়িত করত সত্বরে মাদ্রীতনয়ের সাহায্যার্থ ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা কৃপ, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন, শকুনির পুত্র, বৃক, চক্রাথ এবং দেবাবৃধ, কৌরব পক্ষীয় এই কয়েক জন মহারথগণ জলদ গম্ভীর নিস্বন রথারোহণ পূর্ব্বক অনবরত জ্যানির্ঘোষ ও শরবর্ষণ করত সেই একাদশ বীরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কুলিন্দগণ তদ্দর্শনে নব জলধর সন্নিভ পর্ব্বতশৃঙ্গ সদৃশ বেগগামী মাতঙ্গে সমারূঢ় হইয়া সেই কৌরব পক্ষীয় বীরগণের প্রতি ধাবমান হইল। তাহাদের হিমালয় সম্ভূত সুবর্ণজাল সমাবৃত মদোৎকট মাতঙ্গগণ চপলাবিরাজিত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর কুলিন্দরাজ লৌহময় দশ বাণে কৃপাচার্য্যকে অশ্ব ও সারথির সহিত সাতিশয় নিপীড়িত করিল। মহাবীর কৃপাচার্য্য তাহার সায়কে সমাহত হইয়া অচিরাৎ সুতীক্ষ্ণ শরে তাহারে মাতঙ্গের সহিত ভূতলে নিপাতিত করিলেন। কুলিন্দরাজের অনুজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে নিহত দেখিয়া সূর্য্যরশ্মি সদৃশ লৌহময় তোমরে কৃপাচার্য্যের রথ আলোড়িত করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মহাবীর শকুনি তদ্দর্শনে সত্বরে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা শরনিকরে শতানীকের অসংখ্য মাতঙ্গ, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণকে নিহত ও নিপাতিত করিলেন। ঐ সময় বহুতর আয়ুধ ও পতাকা যুক্ত অন্য তিন মহাগজ অশ্বত্থামার শরে আরোহীর সহিত নিহত হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর কুলিন্দরাজের তৃতীয় সহোদর উৎকৃষ্ট শরে দুর্য্যোধনকে তাড়িত করিলে তিনি নিশিত শরনিকরে তাহারে ক্ষত বিক্ষত করত তাহার মাতঙ্গকে নিহত করিলেন। গজরাজ দুর্য্যোধনের শরে নিহত হইয়া বর্ষাকালীন বজ্রাহত গৈরিক ধাতুধারাবর্ষী পর্ব্বতের ন্যায় শোণিত ক্ষরণ করত ভূতলে নিপতিত হইল। কুলিন্দরাজের সহোদর হস্তী পতিত না হইতে হইতেই অবিলম্বে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ধরাতলে অবতরণ করিল এবং সত্বরে অন্য এক মহামাতঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক ক্রাথের অভিমুখে ধাবমান হইল।

মহাবীর ক্রাথ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া শরনিকরে কুলিন্দরাজের সহোদরকে তাহার মাতঙ্গের সহিত নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সেই গজারূঢ় মহাবীর দুর্জ্জয় ক্রাথাধিপকে শরনিকরে নিহত করিল। মহাধনুর্দ্ধর ক্রাথ কুলিন্দরাজ সহোদরের শরে নিহত হইয়া বায়ুবিপাটিত বনস্পতির ন্যায় অশ্ব, সারথি, শরাসন ও ধ্বজের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর বৃক সেই গজারূঢ় কুলিন্দরাজ সহোদরকে দ্বাদশ শরে বিদ্ধ করিলে তাহার মাতঙ্গ পদাঘাতে অশ্ব ও রথের সহিত বৃককে বিপোথিত করিল। তখন বভ্রুতনয় শরনিকর নিক্ষেপ করত কুলিন্দরাজ সহোদরকে তাহার মাতঙ্গের সহিত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। নাগরাজ বভ্রুতনয়ের শরে সমাহত হইয়া দ্রুত বেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। এই অবসরে মহাবীর সহদেবতনয় বভ্রুনন্দনকে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর কুলিন্দরাজ সহোদর সেই যোধবিদারণক্ষম মহাগজ লইয়া শকুনির বিনাশ বাসনায় মহাবেগে গমন করত তাঁহারে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন মহাবীর শকুনি অচিরাৎ তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর অন্যান্য কুলিন্দগণ নিহত হইলে আপনার ধনুর্দ্ধারী পুত্রগণ মহা আহ্লাদে লবণ সমুদ্র সম্ভূত শঙ্খ সকল প্রধ্মাপিত করত কার্ম্মুক ধারণ করিয়া অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কৌরবদিগের পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে খড়্গ, বাণ, শক্তি, ঋষ্টি, গদা ও পরশুর আঘাতে অসংখ্য রথ, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল পরস্পরের আঘাতে নিহত ও নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন বিদ্যুদ্বিরাজিত ও নির্হ্রাদযুক্ত মেঘ সকল মহামারুত বেগে সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হইতেছে। ঐ সময় আপনার হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ নকুলপুত্র শতানীকের শরে নিহত হইয়া সুপর্ণের পক্ষবায়ু বিদলিত ভুজঙ্গমের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন কৌরব পক্ষীয় এক জন কুলিন্দ অসংখ্য শরে শতানীককে সমাহত করিতে লাগিল। মহাবীর নকুলনন্দন কুলিন্দের শরে সমাহত হইয়া ক্রোধভরে ক্ষুর দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কর্ণের পুত্র মহাবীর বৃষসেন লৌহময় তিন শরে শতানীককে বিদ্ধ করিয়া ভীমকে তিন, অর্জ্জুনকে তিন, নকুলকে সাত ও জনার্দ্দনকে দ্বাদশ শরে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময়ে কৌরবগণ কর্ণপুত্রের লোকাতীত কার্য্য সন্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁহারা অর্জ্জুনের পরাক্রম সবিশেষ অবগত ছিলেন, তাঁহারা কর্ণ পুত্রকে হুতাশনে আহুত বলিয়া বোধ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় মাদ্রীনন্দন নকুলকে হতাশ্ব ও বাসুদেবকে নিতান্ত ক্ষত বিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া বৃষসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। সূতপুত্রের সম্মুখস্থিত মহাবীর বৃষসেন অসংখ্য বাণধারী নরবীর অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া পূর্ব্বে দানবরাজ নমুচি যেমন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের প্রতি গমন করিয়াছিল, তদ্রূপ দ্রুত বেগে তাঁহার অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বহু সংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি অর্জ্জুনের দক্ষিণ ভুজমূলে শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৃষ্ণকে নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ধনঞ্জয়কে দশ বাণে বিদ্ধ

করিলেন। এই রূপে কর্ণতনয় অর্জ্জুনের উপর অগ্রে শরাঘাত করিলে মহাবীর পার্থ ঈষৎ রোষ পরবশ হইয়া তাঁহার বিনাশে মনোনিবেশ পূর্ব্বক ললাটে ভ্রূকুটি বিস্তার করিয়া নিরন্তর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রোষকষায়িত লোচনে গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক সূতপুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কর্ণ! আজি আমি তোমার সমক্ষেই দ্রোণপুত্র প্রভৃতি বীরগণ এবং দুর্য্যোধন ও বৃষসেনকে নিশিত শরনিকরে যমলোকে প্রেরণ করিব। সকলেই কহিয়া থাকে যে, আমার পুত্র অভিমন্যু যৎকালে রথ মধ্যে একাকী অবস্থান করিতেছিল, সেই সময় তোমরা সকলে সমবেত হইয়া তাহারে সংহার করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাদিগের সমক্ষেই বৃষসেনকে বিনাশ করিব; তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহারে রক্ষা কর। হে মূর্খ! তুমি আমাদের এই কলহের মূল; বিশেষত দুর্য্যোধনের আশ্রয় লাভে তোমার অন্তঃকরণে অহঙ্কার সঞ্চার হইয়াছে। অতএব আমি অদ্য বৃষসেনের বিনাশের পর বল প্রকাশ পূর্ব্বক তোমারে বিনাশ করিব। আর যাহার নিমিত্ত এই লোকক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে, মহাবীর ভীম সেই নরাধম দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিবেন।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া শরাসন পরিমার্জ্জিত করত বৃষসেনকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারে সংহার করিবার বাসনায় শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক হাস্যমুখে অশঙ্কিত চিত্তে দশ শরে তাঁহার মর্ম্মদেশ বিদ্ধ করিলেন এবং খরধার চারি ক্ষুর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার শরাসন, বাহু যুগল ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে কর্ণাত্মজ বৃষসেন অর্জ্জুনের ক্ষুরাস্ত্রে ছিন্নবাহু ও ছিন্নমস্তক হইয়া বায়ুবেগভগ্ন কুসুমোপশোভিত অতিবিশাল শাল বৃক্ষ যেমন শৈলশিখর হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ আপনার আত্মজকে অর্জ্জুনশরে নিহত ও ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি কাতর ও রোষান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন পুরুষপ্রধান বাসুদেব দেবগণেরও দুর্নিবার্য্য মহাকায় সূতপুত্রকে উদ্বেল মহোদধির ন্যায় গর্জ্জন করত সমাগত হইতে দেখিয়া হাস্যমুখে অর্জ্জুনকে কহিলেন, সখে! যাহার সহিত তোমারে যুদ্ধ করিতে হইবে, ঐ সেই কর্ণ শল্যসঞ্চালিত শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছে; অতএব তুমি এ ক্ষণে স্থির হও। ঐ দেখ, মহাত্মা কর্ণের কিঙ্কিনীজাল মণ্ডিত নানা পতাকা পরিবৃত শ্বেতাশ্বযুক্ত রথ আকাশস্থিত বিমানের ন্যায় সমাগত হইতেছে। উহার শক্রচাপ সন্নিভ নাগকক্ষ ধ্বজ যেন আকাশমার্গ উল্লিখিত করিতেছে। ঐ দেখ, সূতনন্দন দুর্য্যোধনের হিত চিকীর্ষায় বারিধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করত সমাগত হইতেছে। মদ্ররাজ শল্য উহার রথে অবস্থিত হইয়া অশ্ব সঞ্চালন করিতেছেন। ঐ চতুর্দ্দিকে দুন্দুভিধ্বনি, শঙ্খনিস্বন ও বিবিধ সিংহনাদ শ্রবণগোচর হইতেছে। কর্ণের কোদণ্ডনিস্বন সমুদায় মহাশব্দ তিরোহিত করিয়াছে। মহারণ্যে মৃগগণ যেমন কোপাবিষ্ট সিংহকে দর্শন করিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ মহারথ পাঞ্চালগণ সূতপুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ইতস্তত ধাবমান হইয়াছে। অতএব এ ক্ষণে তুমি সম্পূর্ণ যত্ন করিয়া সূতপুত্রকে নিপাতিত কর। তুমি ভিন্ন

আর কেহই কর্ণের বাণ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। আমি বিশেষরূপ অবগত আছি যে, তুমি দেবাসুর গন্ধর্ব্ব সম্বলিত তিন লোক জয় করিতে পার। দেখ, জটাজূটধারী ভীষণাকার ত্রিনয়ন মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, কেহ তাঁহারে দর্শন করিতে সমর্থ নহে; কিন্তু তুমি সেই সর্ব্বভূতের মঙ্গলপ্রদ মূর্ত্তিমান্ দেবদেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারে প্রীত করিয়াছ। অন্যান্য দেবগণও তোমারে বর প্রদান করিয়াছেন। এ ক্ষণে তুমি সেই শূলপাণির প্রসাদে ইন্দ্র যেমন নমুচিরে নিহত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সূতপুত্রকে সংহার কর। তোমার সর্ব্বদা মঙ্গল ও সংগ্রামে জয় লাভ হউক।

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে সখে! তুমি সর্ব্বলোকের গুরু। তুমি যখন আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছ, তখন অবশ্যই আমার জয় লাভ হইবে। অতএব এ ক্ষণে তুমি রথ সঞ্চালন কর। অর্জ্জুন কর্ণকে সমরে নিপাতিত না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইবে না। আজি তুমি ইয় আমার বাণে কর্ণকে না হয় কর্ণের বাণে আমারে ক্ষত বিক্ষত ও নিহত নিরীক্ষণ করিবে। যত দিন পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন লোকে এই উপস্থিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বিষয় কীর্ত্তন করিবে। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবকে এই কথা বলিয়া মাতঙ্গের অনুগামী মাতঙ্গের ন্যায় কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! সময় অতিবাহিত হইতেছে; অতএব অবিলম্বে অশ্ব সঞ্চালন কর। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই রূপ কথিত হইয়া তাঁহারে জয়াশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার মনোমারুতগামী অশ্বগণকে মহাবেগে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুনের রথ ক্ষণকাল মধ্যেই কর্ণরথের অগ্রে উপনীত হইল।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণ বৃষসেনের বিনাশ দর্শনে পুত্রশোকসন্তপ্ত হইয়া বাষ্পবারি পরিত্যাগ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে তিনি অর্জ্জুনকে সমীপে অবলোকন করিয়া রোষতাম্র নেত্রে তাঁহারে যুদ্ধার্থ আহ্বান করত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীরদ্বয়ের ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিবৃত রথদ্বয় একত্র মিলিত হইয়া উদিত সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সেই অরাতিনিসূদন বীরদ্বয় শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে অবস্থান পূর্ব্বক গগনমণ্ডলস্থ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। সৈনিকগণ ত্রৈলোক্য জয়াকাঙ্ক্ষী ইন্দ্র ও বলি রাজার ন্যায় সমরে সমুদ্যত সেই বীরদ্বয়কে দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। ভূপালগণ তাঁহাদিগকে রথ নির্ঘোষ, জ্যাতল শব্দ, শর নিস্বন ও সিংহনাদ করত দ্রুত বেগে পরস্পরের প্রতি ধাবমান এবং কর্ণের ধ্বজে হস্তিকক্ষ ও অর্জ্জুনের ধ্বজে ভীষণ বানর বিরাজমান দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে সিংহনাদ সহকারে সেই রথিদ্বয়কে অনবরত সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র বীর পুরুষ দুই বীরকে দ্বৈরথ যুদ্ধে সমুদ্যত দেখিয়া বাহ্বাস্ফোটন ও বস্ত্রকম্পন করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবগণ কর্ণকে আমোদিত করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বাদিত্রধ্বনি ও শঙ্খনিস্বন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণও তূর্য্য ও শঙ্খের নিনাদে ধনঞ্জয়কে আনন্দিত করত দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে শূরগণের সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোটন শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! তৎকালে মহাবীর

অর্জ্জুন ও কর্ণ শর, শরাসন, শক্তি, খড়্গ, তূণীর, শঙ্খ ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক রথারোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই অতি প্রিয়-দর্শন। তাঁহাদের স্কন্ধ সিংহের ন্যায়, বাহু যুগল বিশাল, লোচন লোহিতবর্ণ, সুবিস্তীর্ণ বক্ষস্থল সুবর্ণ মাল্যদামে সমলঙ্কৃত, ও সর্ব্বাঙ্গ রক্ত চন্দনে চর্চ্চিত। পরিচারকগণ মহাবৃষভের ন্যায় গর্ব্বিত, মহাবল পরাক্রান্ত বীর দ্বয়কে চামর ব্যজন ও তাঁহাদের মস্তকে শ্বেত ছত্র ধারণ করিয়াছিল। ঐ বীরদ্বয়ের মধ্যে এক জনের রথে মহাবীর শল্য এবং অন্যের রথে মহাত্মা বাসুদেব সারথ্য করিতেছিলেন। সেই যুগান্তকালীন কৃতান্ত তুল্য আশীবিষশিশু সন্নিভ বীরদ্বয় পরস্পরের বধ সাধন ও জয় লাভের অভিলাষ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হওয়াতে তাঁহাদিগকে গোষ্ঠস্থিত বৃষভদ্বয়ের ন্যায়, প্রভিন্নগণ্ড মাতঙ্গ যুগলের ন্যায়, রোষাবিষ্ট পর্ব্বত দ্বয়ের ন্যায়, ক্রোধোদ্ধত পুরন্দর ও বৃত্রাসুরের ন্যায়, ক্রুদ্ধ মহাগ্রহদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই দেবাংশসম্ভূত, দেবতুল্য বলশালী ও রূপে দেবতার অনুরূপ। সেই নানা শস্ত্রধারী মহাবীরদ্বয় তৎকালে সমরাঙ্গনে যদৃচ্ছাক্রমে আগত সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ মহাবীর অর্জ্জুন ও কর্ণকে শার্দ্দূল দ্বয়ের ন্যায় পরস্পর সম্মুখীন নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইল। পৌরুষ ও বলপ্রভাবে বিশ্রুত, সম্বর ও অমররাজের সদৃশ ঐ মহাবীর দ্বয় সংগ্রামে মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য তুল্য, দশরথতনয় রামের অনুরূপ ও ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতির তুল্য। তাঁহাদিগের বলবীর্য্য বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর সদৃশ। ঐ সময় তাঁহারা বাহ্বাস্ফোটন শব্দে নভস্তল অনুনাদিত করিতে লাগিলেন। তখন কেহই সেই একত্র সমবেত বীর দ্বয়ের মধ্যে যে কাহার জয় লাভ হইবে, তাহা স্থির করিতে সমর্থ হইল না।

অনন্তর সিদ্ধচারণগণ সেই মহারথ দ্বয়কে সমরাঙ্গনে শোভমান দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন আপনার মহাবল পরক্রান্ত পুত্রগণ সৈন্য সমভিব্যাহারে সমরশোভী মহাত্মা কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডবগণও অদ্বিতীয় যোদ্ধা মহাত্মা ধনঞ্জয়ের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সংগ্রামে মহাবীর কর্ণ কৌরবগণের ও অর্জ্জুন পাণ্ডবগণের পণস্বরূপ হইলেন। বীরগণ পক্ষ দ্বয়ের জয় পরাজয় দর্শনার্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সেই সমরশোভী ক্রোধাবিষ্টচিত্ত বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রহার ও পরস্পরকে বিনাশ করিতে সমুদ্যত হওয়াতে তাঁহাদিগকে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায়, ভীষণমূর্ত্তি মহাধূমকেতু দ্বয়ের ন্যায় বোধ হইল। অনন্তর কর্ণ ও অর্জ্জুনের নিমিত্ত অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিগণের পরস্পর মহাবিবাদ ও ভেদ উপস্থিত হইল। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ সকলেই কেহ কর্ণের এবং কেহ বা অর্জ্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। আকাশমণ্ডল সূতপুত্রের এবং ভূমণ্ডল অর্জ্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিল। পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী, মেঘ, বৃক্ষ ও লতা সকল কেহ কর্ণ ও কেহ অর্জ্জুনের পক্ষ আশ্রয় করিল। মুনি, সিদ্ধ ও চারণ; গরুড় ও অন্যান্য পক্ষী; রত্ন ও নিধি; চতুর্ব্বেদ, আখ্যান, উপবেদ, উপনিষদ, রহস্য ও সংগ্রহ; বাসুকি, চিত্রসেন, তক্ষক, মণিক, ঐরাবত, সৌরভেয় ও বৈশালেয়; বৃক, পশু ও অন্যান্য মঙ্গলজনক পশুপক্ষী; আট বসু, বায়ু, সাধ্য, রুদ্র, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র,

দশ দিক্, পদানুগ সমবেত দেবলোক ও পিতৃলোক; যম, কুবের, বরুণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, যজ্ঞ, দক্ষিণা, সমুদায় রাজর্ষি এবং তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ অর্জ্জুনের পক্ষ হইলেন। আদিত্য, অসুর, রাক্ষস, গুহ্যক, পক্ষী, বৈশ্য, শূদ্র, সূত, সঙ্করজাতি, প্রেত, পিশাচ, অন্যান্য ক্রব্যাদ, জলজন্তু, শৃগাল, কুক্কুর ও ক্ষুদ্র সর্পগণ কর্ণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। প্রাধেয়, মৌনেয়, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ণ ও অর্জ্জুনের সংগ্রাম দর্শন বাসনায় বৃক, শশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, মেঘ ও বায়ু বাহনে আরোহণ করিয়া সমাগত হইলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পক্ষী, তপোনুষ্ঠাননিরত বেদজ্ঞ মহর্ষি, স্বধাভোগী পিতৃলোক এবং ওষধি সকল কোলাহল ধ্বনি করত নভোমণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কমলযোনি ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষি ও প্রজাপতিগণের সহিত সমবেত হইয়া এবং মহাত্মা মহাদেব দিব্য যানে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ দর্শনার্থ সমাগত হইলেন।

অনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র মহাত্মা কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে সংগ্রামার্থ পরস্পর সমাগত দেখিয়া কহিলেন, অদ্য আমার তনয় ধনঞ্জয় সূতপুত্রকে বিনাশ করিবে। সূর্য্যদেব কহিলেন, আমার আত্মজ কর্ণ অর্জ্জুনকে বিনাশ করিয়া জয়শ্রী লাভে কৃতকার্য্য হইবে। এই রূপে তৎকালে সুররাজ ইন্দ্র ও সূর্য্যের বিবাদ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ পক্ষ আশ্রয় করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে দেবর্ষি ও চারণগণ সমবেত ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তি কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে যুদ্ধার্থ মিলিত দেখিয়া বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। অসুরগণ কর্ণের পক্ষে এবং অমরগণ ও অন্যান্য ভূত সমুদায় অর্জ্জুনের পক্ষে অবস্থান করিলেন। অনন্তর দেবগণ সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মারে কহিলেন, ভগবন্! অর্জ্জুন ও কর্ণ এই দুই মহাবীরের মধ্যে কোন্ বীর বিজয় লাভ করিবে। আমাদের মতে ইহাদিগের উভয়েরই জয় লাভ হওয়া উচিত। অতএব ইহারা উভয়েই সমরে ক্ষান্ত হউক। হে দেব! এই দুই বীরের বিবাদে সমস্ত জগৎ সংশয়গ্রস্ত হইয়াছে। এ ক্ষণে ইহাদের মধ্যে কে বিজয় লাভে সম্যক্ অধিকারী, আপনি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন। হে ব্রহ্মন্! ইহাদের উভয়েরই যে বিজয় লাভ হওয়া উচিত, ইহা আপনি স্বীকার করুন।

হে মহারাজ! তখন সুররাজ ইন্দ্র দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মারে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! পূর্ব্বে দেবাদিদেব মহাদেব কহিয়াছিলেন, বাসুদেব ও অর্জ্জুনের নিশ্চয়ই বিজয় লাভ হইবে। এ ক্ষণে আমি আপনারে বারংবার নমস্কার করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। মহেশ্বর যেরূপ কহিয়াছেন, তাহার যেন অন্যথা না হয়। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া মহাদেবের সমক্ষে তাঁহারে কহিলেন, হে সুররাজ! যে মহাবীর খাণ্ডবপ্রস্থে হুতাশনের তৃপ্তি সাধন ও দেবলোকে উপস্থিত হইয়া তোমারে যথোচিত সাহায্য দান করিয়াছে, তাহার অবশ্যই জয় লাভ হইবে। সূতপুত্র দানবদিগের পক্ষ; অতএব তাহার পরাজয় হওয়াই উচিত। অর্জ্জুন কর্ণকে পরাজয় করিলে দেবগণেরও দানবজয়রূপ কার্য্য সাধন হইবে, সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই আমরা অর্জ্জুনের জয় প্রার্থনা করিতেছি। আত্মকার্য্য সংসাধন করাই সকলের গুরুতর কার্য্য। আর দেখ, মহাত্মা ধনঞ্জয় সতত সত্যধর্ম্মনিরত। ঐ বীর অস্ত্রবলে ভগবান্ বৃষভবাহনের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছিল। অতএব সেই মহাবীরের অবশ্যই জয় লাভ হইবে। মহাবীর ধনঞ্জয়

মহাবল পরাক্রান্ত, শিক্ষিতাস্ত্র ও তপোবল সম্পন্ন ; ঐ মহাবীর ধনুর্ব্বেদে সম্যক্ অধিকারী হইয়াছে ; বিশেষত জগতের প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং তাহার সারথ্য করিতেছেন ; অতএব কি নিমিত্ত তাহার জয় লাভ হইবে না। এ ক্ষণে অর্জ্জুনের জয় লাভ হইলে একটি দেবকার্য্য সাধন এবং পাণ্ডবগণের বনবাস প্রভৃতি বিবিধ ক্লেশ নিবারণ হয়। অতএব তাহারই জয় লাভ হওয়া উচিত।

হে দেবেন্দ্র! মহাবীর অর্জ্জুন তপঃপ্রভাব সম্পন্ন ; তাঁহার দৈববল মহত্ত্ব নিবন্ধন পুরুষকারকে অতিক্রম করিয়াছে। অতএব উহাঁর অরাতিগণ সমূলে উন্মূলিত হইবে, সন্দেহ নাই। ধনঞ্জয় ও বাসুদেব রোষপরবশ হইলে সমরাঙ্গনে মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া থাকেন। ইহাঁরা পুরাণ ঋষি নর ও নারায়ণ ; ইহাঁরাই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইহাঁরাই সকলকে শাসন কারয়া থাকেন। কিন্তু ইহাঁদিগের নিয়ন্তা কেহই নাই। কি স্বর্গ কি মর্ত্ত্য কুত্রাপি ইহাঁদিগের তুল্য ব্যক্তি নাই। দেবর্ষি, চারণ, দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ ইহাঁদিগের অনুগত হইয়া আছেন। ইহাঁদেরই প্রভাবে সমগ্র বিশ্ব বিদ্যমান রহিয়াছে ; অতএব এ ক্ষণে ইহাঁরাই জয়শ্রী অধিকার করুন। আর এই সূতপুত্র দ্রোণের সহিত দেবলোক বা ভীষ্মের সহিত বসুলোক প্রাপ্ত হউক। হে মহারাজ! সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে দেবাদিদেব মহাদেবও তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

তখন দেবরাজ পুরন্দর ব্রহ্মা ও রুদ্রদেবের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া তত্রত্য সমুদায় প্রাণীকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাত্মাগণ! ভগবান্ ব্রহ্মা ও রুদ্র যে জগতের হিতকর কথা কহিলেন, তাহা আপনারা শ্রবণ করিলেন। উহাঁদের কথা কদাচ অন্যথা হইবে না। অতএব এ ক্ষণে আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করুন। তখন তত্রত্য সমস্ত প্রাণী দেবরাজের সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবগণ হর্ষভরে নানাপ্রকার সুগন্ধি পুষ্প বর্ষণ ও তূর্য্যধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। সুর, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণ সেই বীর দ্বয়ের অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধ অবলোকন করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরাঙ্গনস্থ মহাবীরগণ সেই বীরদ্বয়ের অধিষ্ঠিত দিব্য রথসমীপে সমাগত হইয়া শঙ্খনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন ও বাসুদেব এবং মহাবীর কর্ণ ও শল্য ইহাঁরাও হৃষ্ট চিত্তে শঙ্খ বাদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় সেই বীরদ্বয়ের ভীরু জন ভয়ঙ্কর ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর কর্ণের আশীবিষ সদৃশ, রত্নময়, সুদৃঢ়, শক্রশরাসন তুল্য হস্তিকক্ষাধ্বজ এবং অর্জ্জুনের মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায়, ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য বিকটদশন বানরধ্বজ সকলের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে তাঁহাদিগের সেই দুইটি ধ্বজ প্রলয়কালে নভোমণ্ডলে সমুদিত রাহু ও কেতুগ্রহের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয়ের ধ্বজস্থিত কপিবর সংগ্রামার্থী হইয়া স্বস্থান হইতে মহাবেগে কর্ণের হস্তিকক্ষাধ্বজে উৎপতিত হইল এবং গরুড় যেমন ভুজঙ্গকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ নখ ও দন্ত দ্বারা উহা ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। তখন সূতপুত্রের সেই কিঙ্কিণীজালজড়িত কালপাশোপম হস্তিকক্ষা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কপিবরের

প্রতি ধাবমান হইল। এই রূপে সেই বীর দ্বয়ের ঘোরতর দ্বৈরথযুদ্ধে প্রথমত দুই ধ্বজের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। ঐ সময় উভয়ের অশ্বগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক হেষারব পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর বাসুদেব শল্যের প্রতি এবং অর্জ্জুন সূতপুত্রের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মদ্ররাজ ও কর্ণ বারংবার কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। অনন্তর মহাবীর সূতপুত্র হাস্যমুখে শল্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মদ্ররাজ! যদি ধনঞ্জয় আজি আমারে বিনাশ করে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে, তাহা সত্য করিয়া বল। শল্য কহিলেন, হে সূতপুত্র! যদি আজি মহাবীর শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুন সমরাঙ্গনে তোমারে নিহত করে, তাহা হইলে আমি সত্য কহিতেছি যে, একাকীই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বাসুদেব! যদি আজি কর্ণ আমারে নিহত করে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে? কৃষ্ণ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! যদি দিবাকর স্বস্থান হইতে নিপতিত হন, যদি মহোদধি পরিশুষ্ক হয় এবং যদি হুতাশন শৈত্যগুণ অবলম্বন করেন, তথাপি কর্ণ তোমারে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। যদিও কথঞ্চিৎ এরূপ ঘটনা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে। আমি কর্ণ ও শল্যকে ভুজ দ্বারা নিহত করিব।

হে মহারাজ! কপিকেতন অর্জ্জুন বাসুদেবের এই কথা শুনিয়া হাস্য করত কহিলেন, হে জনার্দ্দন! সূতপুত্র ও শল্য উহারা উভয়ে সমবেত হইলেও আমি উহাদিগকে আপনার সমকক্ষ জ্ঞান করি না। আজি তুমি অচিরাৎ দেখিতে পাইবে যে, হস্তী যেমন বৃক্ষ বিমর্দ্দিত করিয়া চূর্ণ করে, তদ্রূপ আমি কর্ণকে রথ, অশ্ব, ধ্বজ, পতাকা, ছত্র, কবচ, শর, শক্তি, শরাসন ও সারথি শল্যের সহিত শতধা ছিন্ন ভিন্ন ও বিচূর্ণিত করিব। হে মাধব! আজি কর্ণের পত্নীগণের বৈধব্য দশা উপস্থিত হইবে। তাহারা নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছে। হে কৃষ্ণ! আজি তুমি কর্ণপত্নীদিগকে বিধবা দর্শন করিবে, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে দুরাত্মা সূতপুত্র সভামধ্যে কৃষ্ণারে ও আমাদিগকে বারংবার উপহাস করাতে আমার মনোমধ্যে যে ক্রোধোদয় হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার শান্তি হয় নাই। অতএব মত্ত মাতঙ্গ যেমন পুষ্পিত বনস্পতিরে উন্মূলিত করে, তদ্রূপ আমি কর্ণকে উন্মথিত করিব। হে গোবিন্দ! আজি সূতপুত্র নিপাতিত হইলে তুমি জয় লাভে আহ্লাদিত হইয়া অভিমন্যুর জননী, স্বীয় পিতৃস্বসা কুন্তী, সজলনয়না দ্রৌপদী এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অমৃত তুল্য মধুর বচনে সান্ত্বনা করিবে।

একোন নবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় নভোমণ্ডল দেব, নাগ, অসুর, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অপ্সরা, গরুড় ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণে সমাকীর্ণ হইয়া অত্যন্ত শোভা ধারণ করিল। মানবগণ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে আকাশপথ গীত, বাদ্য, স্তুতি, নৃত্য, হাস্য ও সুমধুর শব্দে পরিপূর্ণ দেখিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। তখন কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণ আহ্লাদিত হইয়া বাদিত্র শব্দ, শঙ্খ নিস্বন ও সিংহনাদে ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া শত্রু পীড়ন করিতে লাগিল। বীরগণের শোণিতধারা অনবরত নিপতিত হওয়াতে সেই চতুরঙ্গিণী

সেনা পরিবৃত, মৃত দেহ পূর্ণ, শর শক্তি ঋষ্টি সঙ্কুল সমরাঙ্গন লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় কৌরব ও পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কর্ণের সরল শরনিকরে উভয় পক্ষীয় সৈন্য ও সমুদায় দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন আর কাহারও কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। অন্যান্য বীরগণ ভয়াকুলিত চিত্তে মহারথ অর্জ্জুন ও কর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন সেই মহাবীরদ্বয় অস্ত্র দ্বারা পরস্পরের অস্ত্র নিবারণ করিয়া কিরণজালবর্ষী অম্বরতলস্থ অন্ধকারাপহারী সমুদিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বীরদ্বয় উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে নিষেধ করিলে তাহারা দেবতা ও অসুরগণ যেমন ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ সময় সমরাঙ্গনে ইতস্তত মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব ও আনকের নিস্বন এবং বীরগণের সিংহনাদ সমুত্থিত হইলে মহাবীর সূতপুত্র ও ধনঞ্জয় শব্দায়মান মেঘমণ্ডল পরিবৃত শশাঙ্ক ও সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। সেই অরাতি নিপাতন অজেয় বীরদ্বয় শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া অনবরত শর নিক্ষেপ করাতে তাঁহাদিগকে সচরাচর জগৎ দহনে প্রবৃত্ত পরিবেশ মধ্যস্থ ময়ূখ পরিশোভিত প্রলয়কালীন সূর্য্য দ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা জিঘাংসা পরতন্ত্র হইয়া ইন্দ্র ও জম্ভাসুরের ন্যায় অশঙ্কিত চিত্তে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অনবরত মহাস্ত্রজাল বর্ষণ করিয়া পরস্পরকে নিপীড়িত ও উভয় পক্ষীয় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা সেই বীরদ্বয় কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার নিপীড়িত হইয়া সিংহতাড়িত মৃগযূথের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন দুর্য্যোধন, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, কৃপ ও অশ্বত্থামা এই পাঁচ মহারথ শরীরবিদারণ শরনিকরে ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে বিত্রাবিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন অরাতিশরে সমাহত হইয়া শরনিকরে তাহাদিগের শরাসন, তূণীর, ধ্বজ, অশ্ব, রথ ও সারথিরে এককালে ধ্বংস করিয়া দ্বাদশ বাণে সূতপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর এক শত রথী, এক শত গঙ্গারোহী এবং অশ্বারোহী শক, জবন ও কাম্বোজগণ অর্জ্জুনের বধাভিলাষে সত্বরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে সত্বরে শরনিকর ও ক্ষুর দ্বারা সেই অশ্ব, হস্তী ও রথারোহী বীরগণের অস্ত্র শস্ত্র ও মস্তক ছেদন করিয়া তাহাদিগকে বাহনগণের সহিত ভূতলসাৎ করিলেন। তখন অন্তরীক্ষস্থিত দেবগণ অর্জ্জুনের পরাক্রম অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে তূর্য্য নিস্বন, ধনঞ্জয়কে সাধুবাদ প্রদান ও তাঁহার মস্তকে সুগন্ধ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া সকল লোকেই বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু একমতাবলম্বী দুর্য্যোধন ও সূতপুত্র কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিস্মিত হইলেন না।

অনন্তর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, হে মহারাজ! এ ক্ষণে ক্ষান্ত হও; আর পাণ্ডবদিগের সহিত বিরোধে প্রয়োজন নাই। যুদ্ধে ধিক্, এই সংগ্রামে আমার পিতা অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ব্রহ্ম সদৃশ দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথগণ নিহত হইয়াছেন। আমি ও আমার মাতুল কৃপাচার্য্য, আমরা উভয়ে অবধ্য, এই

নিমিত্ত অদ্যাপি জীবিত আছি। অতএব এ ক্ষণে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক পরম সুখে চির কাল রাজ্য শাসন কর। আমি নিবারণ করিলে অর্জ্জুন সমরে ক্ষান্ত হইবে; জনার্দ্দনের বিরোধে বাসনা নাই; যুধিষ্ঠির নিয়ত প্রাণিগণের হিত সাধনে তৎপর; আর বৃকোদর এবং যমজ নকুল ও সহদেব ধর্ম্মরাজের বাধ্য, অতএব পাণ্ডবগণকে অনায়াসে শান্ত করা যাইবে। এ ক্ষণে তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলে প্রজা সকল ক্ষেমবান্ হয়। অতএব তুমি সমরে ক্ষান্ত হও। হতাবশিষ্ট বান্ধবগণ স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করুন এবং সৈনিক পুরুষেরাও যুদ্ধে নিবৃত্ত হউক। হে কুরুরাজ! যদি তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত না কর, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতেছি যে, তুমি এই যুদ্ধে নিহত হইবে। এ ক্ষণে তুমি এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ তোমরা স্বচক্ষে দেখিলে যে, ইন্দ্র, যম, কুবের ও ভগবান্ বিধাতা যে কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ হন, অর্জ্জুন একাকী সেই কার্য্য সাধন করিল। হে রাজন্! ধনঞ্জয় এতাদৃশ গুণশালী হইয়াও কদাচ আমার বচন লঙ্ঘন করিবে না। সে সর্ব্বদা তোমার অনুগত হইয়া কাল যাপন করিবে। অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া শান্তি অবলম্বন কর। তুমি আমারে সম্মান করিয়া থাক এবং তোমার সহিত আমার অতিশয় সৌহার্দ্দ আছে বলিয়া আমি এরূপ কহিতেছি। এ ক্ষণে তুমি ক্ষান্ত হইলে আমি সূতপুত্রকেও নিবারণ করিব। হে রাজন্! বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের মতে বন্ধু চারি প্রকার। সাম, দান ও দণ্ড দ্বারা বশীভূত এবং স্বভাবসিদ্ধ। পাণ্ডবগণ তোমার স্বাভাবিক বন্ধু। এ ক্ষণে সন্ধি দ্বারা তাহাদিগের সহিত পুনরায় বন্ধুতা কর। এ ক্ষণে তুমি প্রসন্ন হইয়া যদি পাণ্ডবগণের সহিত মিত্রতা লাভে কৃতকার্য্য হও, তাহা হইলে তোমা হইতে জগতের বিলক্ষণ হিত সাধন হইবে।

হে মহারাজ! পরমাত্মীয় অশ্বত্থামা এই রূপ হিত কথা কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমনায়মান হইয়া কহিলেন, সখে! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। দুরাত্মা বৃকোদর শার্দ্দূলের ন্যায় সহসা দুঃশাসনকে নিহত করিয়া আপনার সাক্ষাতেই যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা আমার হৃদয়ে গ্রথিত রহিয়াছে; অতএব এ ক্ষণে কি রূপে সন্ধি স্থাপন করিব। আর দেখুন, আমরা পাণ্ডবগণের সহিত বারংবার বৈরাচরণ করিয়াছি। তাহারা তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া কখনই সহসা সন্ধি স্থাপনে সম্মত হইবে না। বিশেষত এ সময় কর্ণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। প্রচণ্ড বায়ু যেমন উন্নত মেরু পর্ব্বতকে ভগ্ন করিতে পারে না, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুনও কখনই কর্ণকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইবে না। হে গুরুপুত্র! আজি অর্জ্জুন সাতিশয় শ্রান্ত হইয়াছে; সূতপুত্র এখনই উহারে বিনাশ করিবে।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন বিনয় পূর্ব্বক বারংবার আচার্য্যতনয়কে এই রূপ কহিয়া স্বীয় সৈনিকগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা কেন নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, শীঘ্র বাণ বর্ষণ করত শত্রুদিগের প্রতি ধাবমান হও।

নবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ সূতপুত্র ও অর্জ্জুন পরস্পরের প্রতি শর বর্ষণ করত হিমালয় সম্ভূত উদ্ভিন্নদন্ত মত্ত মাতঙ্গ দ্বয় যেমন করিণীর নিমিত্ত

পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হয়, তদ্রূপ সেই শঙ্খ ও ভেরী শব্দ সমাকুল সংগ্রামস্থলে মিলিত হইলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন সহসা মহামেঘে মেঘে ও পর্ব্বতে পর্ব্বতে সম্মিলিত হইতেছে; যেন নির্ঝর, বৃক্ষ, লতা ও ওষধিযুক্ত উন্নতশৃঙ্গ অচলদ্বয় চলিত হইতেছে। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। সুররাজ ইন্দ্র ও দানবরাজ বলির ন্যায় তাঁহাদের মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। উভয়ের শরে উভয়েরই অশ্ব ও সারথির অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হওয়াতে অনবরত শোণিতধারা নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তৎকালে সেই বীরদ্বয় ধ্বজসমাযুক্ত রথদ্বয়ে একত্র সমাগত হওয়াতে বোধ হইল যেন পদ্ম, উৎপল, মৎস্য, কচ্ছপ ও পক্ষিগণে সমাবৃত, বায়ু সঞ্চালিত হ্রদদ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী রহিয়াছে। অনন্তর সেই মহেন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী মহারথ বীরদ্বয় বজ্র সদৃশ সায়কে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। বিচিত্র বর্ম্ম, আভরণ ও অম্বরধারী উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল মহাবীর কর্ণ ও অর্জ্জুনকে বৃত্র ও বাসবের ন্যায় ঘোর সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ও কম্পিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন মত্ত মাতঙ্গ বধার্থে ধাবমান মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অধিরথীর বিনাশার্থে গমন করিলে দর্শনাভিলাষী বীরগণ মহা আহ্লাদে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অঙ্গুলি সমুত্থিত ও বস্ত্র বিধূনিত করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুনের পুরোবর্ত্তী সোমকগণ চীৎকার করত তাঁহারে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি অবিলম্বে কর্ণের মস্তক ছেদন করিয়া দুর্য্যোধনের রাজ্যপিপাসা নিরাকৃত কর। হে মহারাজ! তখন আমাদিগেরও অসংখ্য যোদ্ধা কর্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে সূতপুত্র! তুমি শীঘ্র গিয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে অর্জ্জুনকে বিনাশ কর। পাণ্ডবগণ দীন ভাবাপন্ন হইয়া পুনরায় বন গমন করুক।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ দশ শরে অর্জ্জুনকে প্রথমে বিদ্ধ করিলে তিনিও হাস্য করত সূতপুত্রের বক্ষস্থলে শিতধার দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে সেই বীর অসংখ্য সুপুঙ্খ সায়ক নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করত পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় বাহ্বাস্ফোটন ও গাণ্ডীবের জ্যা পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক অনবরত নারাচ, নালীক, বরাহকর্ণ, ক্ষুর, অঞ্জলিক ও অর্দ্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সায়ংকালে বিহঙ্গমগণ যেমন অবাঙ্মুখ হইয়া বৃক্ষাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ সেই অর্জ্জুনের শরজাল কর্ণের রথাভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া অবিলম্বে তৎসমুদায় ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বারংবার কর্ণের প্রতি বিবিধ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও তৎ সমুদায় নিরাকৃত করিলেন। এই রূপে অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক তৎকালে যে যে শর পরিত্যাগ করিলেন, সূতপুত্র স্বীয় শরনিকর দ্বারা তৎসমুদায়ই ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের প্রতি শত্রুঘাতন ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ অস্ত্র ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যোধগণ সেই অস্ত্রের প্রভাবে দগ্ধবসন হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় বেণুবন দগ্ধ হইলে যেরূপ শব্দ হয়, সমরাঙ্গনে তদ্রূপ ঘোরতর নিস্বন হইতে লাগিল। তখন প্রতাপান্বিত সূতপুত্র সেই প্রজ্বলিত

আগ্নেয়াস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া উহার নিবারণার্থে বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণের সেই মহাস্ত্রপ্রভাবে নভোমণ্ডল মেঘমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইল এবং অনবরত বারিধারা নিপতিত হইয়া সেই অর্জ্জুনবাণ সঞ্জাত অতি প্রচণ্ড অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। ঐ সময় মেঘমণ্ডলে সমুদায় দিক্ বিদিক্ ও আকাশমার্গ পরিব্যাপ্ত হওয়াতে অন্ধতমসপ্রভাবে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে অবিলম্বে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা কর্ণের বারুণাস্ত্র নিবারণ করিলেন।

অনন্তর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব, জ্যা ও বিশিখজাল মন্ত্রপূত করিয়া এক বজ্রতুল্যপ্রভাব, দেবরাজের অতি প্রিয়তর অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তখন তাঁহার গাণ্ডীব হইতে অসংখ্য সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র, অঞ্জলিক, অর্দ্ধচন্দ্র, নালীক, নারাচ ও বরাহকর্ণ অনবরত নির্গত হইয়া সূতপুত্রের দেহ, অশ্ব, শরাসন, যুগ, চক্র ও ধ্বজদণ্ড ভেদ করিয়া গরুড়ভীত ভুজঙ্গের ন্যায় অবিলম্বে ভূতলে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা সূতপুত্র অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও রুধিরলিপ্ত কলেবর হইয়া ক্রোধবিবৃত্ত নেত্রে সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর নির্ঘোষ সম্পন্ন শরাসন আনত করিয়া ভার্গবাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। ঐ অস্ত্র প্রভাবে ধনঞ্জয় বিনির্ম্মুক্ত অস্ত্রজাল বিনষ্ট এবং পাণ্ডব পক্ষীয় অসংখ্য রথী, হস্তী ও পদাতি বিনষ্ট হইল। অনন্তর সূতপুত্র একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শিলাশিত সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে পাঞ্চাল দেশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধা ও সোমকদিগকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারাও তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র হর্ষভরে শরনিকরে পাঞ্চাল দেশীয় রথী, হস্তী ও অশ্বগণকে বলপূর্ব্বক নিহত, বিদ্ধ ও নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাহারা কর্ণের শরজালে বিদীর্ণ কলেবর হইয়া অরণ্যমধ্যে ক্রোধোদ্ধত ভীমপরাক্রম সিংহ কর্ত্তৃক নিহত গজযূথের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। এই রূপে মহাবীর সূতপুত্র বল প্রকাশ পূর্ব্বক পাঞ্চালগণের প্রধান প্রধান বীরদিগকে বিনষ্ট করিয়া নভোমণ্ডলস্থ প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! তখন আপনার পক্ষীয় বীরগণ সূতপুত্রের জয় লাভ হইল এই বিবেচনা করিয়া প্রফুল্ল মনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং অনুমান করিলেন যে, মহাবীর কর্ণ বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে অতিশয় আঘাত করিয়াছেন।

ঐ সময় ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহারথ সূতপুত্রের পরাক্রম নিতান্ত দুর্ব্বিষহ ও ধনঞ্জয় নিক্ষিপ্ত অস্ত্র প্রতিহত দেখিয়া রোষারুণিত লোচনে করে কর নিষ্পেষণ ও ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে বীর! আজি তোমার সমক্ষে এই অধর্ম্মপরায়ণ সূতনন্দন কি রূপে বল পূর্ব্বক পাঞ্চালগণের প্রধান প্রধান বীরদিগকে বিনাশ করিল? পূর্ব্বে রুদ্রদেবের প্রভাবে কালকেয় অসুরগণও তোমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই; আজি সূতপুত্র দশ শরে কি রূপে তোমারে বিদ্ধ করিল? আজি সূতপুত্র ত্বন্নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাকৃত করাতে আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। হে অর্জ্জুন! ঐ দুরাত্মা সূতপুত্র দ্রৌপদীরে যে রূপ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল এবং সভামধ্যে আমাদিগকে ষণ্ডতিল

বলিয়া অতি কঠোর বাক্যে যে উপহাস করিয়াছিল, তুমি এ ক্ষণে তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া অবিলম্বে উহারে সংহার কর। এ ক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত সূতপুত্রের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছ। ইহা উপেক্ষার প্রকৃত অবসর নহে। পূর্ব্বে তুমি খাণ্ডবারণ্যে ভগবান্ পাবকের তৃপ্তি সাধনার্থে যেরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া তত্রত্য প্রাণি সমুদায়কে বিনষ্ট করিয়ছিলে, এ ক্ষণেও সেই রূপ ধৈর্য্য দ্বারা সূতপুত্রকে বিনাশ কর। ঐ দুরাত্মা তোমার শরে নিহত হইলে আমি উহারে গদাঘাতে বিপোথিত করিব।

ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেবও কর্ণশরে অর্জ্জুনের অস্ত্র সমুদায় প্রতিহত দেখিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সখে! আজি সূতপুত্র যে অস্ত্র দ্বারা তোমার অস্ত্রজাল নিরাকৃত করিল, ইহার কারণ কি? হে বীর! তুমি কেন উহার বিনাশে মনোনিবেশ করিতেছ না এবং কেনই বা বিমোহিত হইতেছ। ঐ দেখ, কৌরবগণ তোমার অস্ত্র প্রতিহত দেখিয়া সূতপুত্রের পুরস্কার করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে। অতএব তুমি যে রূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যুগে যুগে তমোগুণপ্রধান ভয়ঙ্কর রাক্ষস ও গর্ব্বিত অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলে এবং যে রূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ভূতভাবন ভগবান্ শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলে, আজি সেই রূপ ধৈর্য্য সহকারে সূতপুত্রকে অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে সংহার কর। পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা দানবরাজ নমুচিরে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এ ক্ষণে তুমিও মৎপ্রদত্ত এই ক্ষুরধার সুদর্শন দ্বারা উহার শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রাম নগর পরিপূর্ণা সাগরাম্বরা ধরণী প্রদান করিয়া স্বয়ং অসামান্য যশস্বী হও।

হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন ভীমসেন ও বাসুদেবের এই রূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া সূতপুত্রের সংহারে একান্ত অভিলাষী হইলেন এবং আপনার অসাধারণ বিক্রম স্মরণ ও ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিবার কারণ অনুধাবন করিয়া কেশবকে কহিলেন, হে বাসুদেব! আমি সূতপুত্রের বধ ও লোকের উপকার সাধনের নিমিত্ত অতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিতেছি; তুমি আমারে অনুমতি প্রদান কর, আর ভগবান্ ব্রহ্মা, রুদ্র এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সুরগণ ইহাঁরাও এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন। হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মারে প্রণিপাত পূর্ব্বক নিতান্ত দুঃসহ ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তখন মহারথ সূতপুত্র জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক সেই অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবল পরাক্রান্ত ভীম একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্যসন্ধ ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! লোকে তোমারে ব্রহ্মাস্ত্রবেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, অতএব তুমি অন্য এক ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা কর।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ভীমসেনের বাক্যানুসারে পুনরায় ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া দিবাকরের করজাল সদৃশ সুতীক্ষ্ণ ভুজগের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর অসংখ্য শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সেই গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত যুগান্ত কালীন অনল ও সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত শরনিকর ক্ষণকালমধ্যে দিঙ্মণ্ডল ও সূতপুত্রের রথ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অনন্তর অর্জ্জুনের শরাসন হইতে শূল, পরশু, চক্র ও নারাচ সমুদায় অনবরত নির্গত হইতে আরম্ভ হইল। তখন কৌরব পক্ষীয় যোধ-

গণ চতুর্দ্দিকে নিহত হইতে লাগিল। ঐ সময় কোন কোন যোদ্ধা অর্জ্জুনের শরে অন্যের মস্তক ছিন্ন ও দেহ ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। কোন বীরের করিশুণ্ড সদৃশ দক্ষিণ ভুজদণ্ড অর্জ্জুন শরে ছিন্ন হইয়া শাণিত অসির সহিত এবং কোন বীরের বাম হস্ত ক্ষুরনিকৃত্ত হইয়া চর্ম্মের সহিত ধরণীতলে পতিত হইল। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন জীবনান্তকর ভয়ঙ্কর শরনিকর দ্বারা দুর্য্যোধনের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে বিনষ্ট করিলেন।

ঐ সময় মহারথ কর্ণও অর্জ্জুনের প্রতি পর্জ্জন্য নির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে তিনি কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও বৃকোদরকে তিন তিন শরে আঘাত করিয়া ঘোর রবে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্র শরে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ভীম ও জনার্দ্দনকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে অষ্টাদশ শর সন্ধান করত তিন শরে সূতপুত্রকে, এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও চারি শরে মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিয়া সুবর্ণবর্ম্ম সমলঙ্কৃত সভাপতির প্রতি দশ শর প্রয়োগ করিলেন। রাজকুমার সভাপতি অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরে ছিন্নমস্তক, ছিন্নবাহু এবং অশ্ব, সারথি, শরাসন ও কেতু বিহীন হইয়া পরশু নিকৃত্ত শাল বৃক্ষের ন্যায় তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় পুনরায় ক্রমে ক্রমে তিন, আট, দুই, চারি ও দশ শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া চারি শত দ্বিরদ, আয়ুধ সম্পন্ন আট শত রথী, আরোহি সমবেত সহস্র সহস্র অশ্ব ও আট সহস্র পদাতিরে নিহত করিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে সূতপুত্রকে সারথি, রথ ও কেতুর সহিত অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর কৌরবগণ ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক নিহন্যমান হইয়া চীৎকার করত সূতপুত্রকে কহিতে লাগিলেন, হে কর্ণ! তুমি অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক অবিলম্বে অর্জ্জুনকে বিনাশ কর, নচেৎ ঐ মহাবীর অল্প কাল মধ্যেই কৌরব পক্ষীয় সমুদায় বীরগণকে নিহত করিবে। মহাবীর সূতপুত্র কৌরবগণ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া পরম যত্ন সহকারে অনবরত মর্ম্মচ্ছেদী শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে আঘাত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় মহাস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে ও পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইত্যবসরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চিকিৎসকগণের সাহায্যে মন্ত্র ও ওষধি দ্বারা বিশল্য হইয়া যুদ্ধ সন্দর্শনার্থ সত্বরে সংগ্রামস্থলে আগমন করিলেন। তখন সকলে তাঁহারে অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি স্বর্গবৈদ্যগণ কর্ত্তৃক চিকিৎসিত অসুরশরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ সুররাজ পুরন্দরের ন্যায়, রাহুর করাল আস্যদেশ হইতে বিমুক্ত অখণ্ড চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় তথায় সমাগত দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল।

হে মহারাজ! তৎকালে স্বর্গবাসী ও ভূতল নিবাসিগণ অনিমেষ নেত্রে সূতপুত্র ও ধনঞ্জয়ের সেই ঘোরতর সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন সেই পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত বীরদ্বয় অনবরত জ্যানিস্বন ও তলধ্বনি করত বিবিধ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরাসনজ্যা অতিমাত্র আকৃষ্ট হওয়াতে ঘোর রবে সহসা ছিন্ন হইয়া গেল।

এই অবসরে মহাবীর সূতপুত্র এক শত ক্ষুদ্রক ও নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় কঙ্কপত্র ভূষিত তৈলধৌত অপরাপর বাণে ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তৎপরে তিনি ষষ্টি শরে বাসুদেবকে ও আট বাণে পুনরায় অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য উৎকৃষ্ট শরে বৃকোদরের মর্ম্ম ভেদ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের ধ্বজদণ্ডে শর নিক্ষেপ ও তাঁহার অনুগামী সোমকদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন সোমকগণ ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া মেঘমণ্ডল যেমন সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ শরনিকরে কর্ণকে আচ্ছন্ন করিল। অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ সূতপুত্রও অসংখ্য শরে তাহাদিগকে নিস্তব্ধ করিয়া তাহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র নিরাকৃত, হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল নিপাতিত এবং প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। বীরগণ সূতপুত্রের শর প্রভাবে ক্রুদ্ধ সিংহসমুত্থিত কুক্কুরগণের ন্যায় আর্ত্তনাদ করত বিগতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর সূতপুত্র তাঁহার নিধন ও অর্জ্জুনের সাহায্যের নিমিত্ত মহাবেগে সমাগত পাঞ্চালগণকে সুনিশিত শরনিকরে নিপাতিত করিলেন। কৌরবগণ তদ্দর্শনে আপনাদিগকে সমরবিজয়ী জ্ঞান করিয়া তলধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সকলেই বোধ করিল যে, এই বার কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কর্ণের বশবর্ত্তী হইতে হইবে।

তখন সূতপুত্রের শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধভরে শরাসনজ্যা অবনামিত করত কর্ণের শর সমুদায় নিরাকৃত করিয়া চাপজ্যা পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক কর্ণ, শল্য ও সমস্ত কৌরবগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মহাস্ত্র প্রভাবে অন্তরীক্ষ অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হওয়াতে পক্ষিগণের গতিরোধ হইল। ঐ সময় আকাশস্থিত জীব সকল সুগন্ধি সমীরণ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে শল্যের বর্ম্মোপরি দশ বাণ নিক্ষেপ করিয়া কর্ণকে প্রথমত দ্বাদশ বাণে ও পুনরায় সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্র অর্জ্জুনের অশনি সদৃশ শরে সাতিশয় সমাহত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবর হইলে তাঁহারে প্রলয় কালীন শ্মশান মধ্যস্থিত শোণিতদিগ্ধগাত্র রুদ্রদেবের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর সূতপুত্র সুররাজ সদৃশ ধনঞ্জয়কে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া কৃষ্ণের বিনাশ বাসনায় তাঁহার প্রতি ভীষণ ভুজঙ্গম সদৃশ প্রজ্বলিত পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পাঁচ শর তক্ষকপুত্র অশ্বসেনের পক্ষীয় পাঁচ মহাসর্প। উহারা সূতপুত্র কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া পুরুষোত্তম বাসুদেবের বর্ম্ম বিদারণ পূর্ব্বক মহাবেগে পাতালতলে প্রবেশ ও ভোগবতীজলে স্নান করিয়া পুনরায় কর্ণাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে দশ ভল্লে তাহাদের প্রত্যেককে তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি কৃষ্ণকে কর্ণবিক্ষিপ্ত নাগাস্ত্রে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তৃণ দহন প্রবৃত্ত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া আকর্ণাকৃষ্ট দেহান্তকর শরনিকরে কর্ণের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিলেন। সূতপুত্র অর্জ্জুনের শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ক্লেশ নিবন্ধন অতিমাত্র বিচলিত হইলেন; কেবল ধৈর্য্যাতিশয় প্রযুক্ত রথ হইতে নিপতিত হইলেন না। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদায় দিক্, বিদিক্, সূর্য্যরশ্মি ও আধিরথির রথ এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং নভোমণ্ডল নীহার সমাচ্ছন্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

তখন অরাতিপাতন পার্থ একাকীই ক্ষণ-কাল মধ্যে দুর্য্যোধন প্রেরিত দ্বিসহস্র চক্ররক্ষক, পাদরক্ষক ও পৃষ্ঠরক্ষককে অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর আপনার পুত্রেরা ও হতাবশিষ্ট কৌরবগণ নিহত ও ক্ষত বিক্ষত আত্মীয়দিগকে এবং বিলপমান পিতা ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর সূতপুত্র কৌরবগণ তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে দশ দিকে পলায়ন করিয়াছে অবলোকন করিয়াও কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, প্রত্যুত হৃষ্ট চিত্তে অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

একনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয়ের ভীষণ অস্ত্র প্রভাবে কৌরবগণ সসৈন্যে পলায়ন করিয়া দূরে অবস্থান করত চতুর্দ্দিক্ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল অর্জ্জুনাস্ত্র অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র তাঁহার বধার্থী অর্জ্জুনের শরে কৌরবগণকে নিপীড়িত, নিহত ও পলায়িত অবলোকন করিয়া দৃঢ় জ্যাযুক্ত স্বীয় শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক পরশুরামের নিকট শিক্ষিত মহাস্ত্রজাল বর্ষণ করত ধনঞ্জয় নিক্ষিপ্ত মহাস্ত্রজাল নিরাকৃত করিলেন। অনন্তর পরস্পর দন্তাঘাতে প্রবৃত্ত মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কর্ণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাঁহারা অনবরত শরনিকর বর্ষণ করত এককালে আকাশমার্গ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তাঁহাদের বাণবর্ষণে সংগ্রামভূমি তিমিরাবৃত হইলে কৌরব ও সোমকগণ শরজাল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সেই শরনিকরবর্ষী ধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় নিরন্তর শর সন্ধান করত সংগ্রামে বিচিত্র গতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বল, বীর্য্য, পৌরুষ ও অস্ত্রমায়ার প্রভাবে কখন সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের অপেক্ষা এবং কখন বা ধনঞ্জয় সূতপুত্রের অপেক্ষা প্রবল হইতে লাগিলেন। অন্যান্য যোধগণ সেই পরস্পর ছিদ্রান্বেষী বীরদ্বয়ের দুর্ব্বিষহ ঘোর সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিগণ কেহ কেহ সাধু কর্ণ ও কেহ কেহ বা সাধু অর্জ্জুন বলিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অসংখ্য রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গগণের গতায়াতে সমরাঙ্গন বিদলিত হইয়া গেল।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে অশ্বসেন নামে যে সর্প খাণ্ডবদাহ হইতে মুক্ত হইয়া রোষভরে পাতালতলে প্রবেশ করিয়াছিল, ঐ সময় সেই নাগরাজ অর্জ্জুনকৃত মাতৃবধ জনিত পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়া বেগে পাতালতল হইতে উত্থিত হইল এবং অন্তরীক্ষ হইতে সূতপুত্র ও ধনঞ্জয়ের সংগ্রাম সন্দর্শন করত বৈর নির্য্যাতনের এই প্রকৃত অবসর ইহা বিবেচনা করিয়া কর্ণের সেই একতূণীরশায়ী শরমধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর সেই বীরদ্বয়ের কিরণজালময় অস্ত্রজালে দশ দিক্ ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। কৌরব ও সোমকগণ সেই ভীষণ বাণান্ধকার দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইলেন। তৎকালে ভয়ানক শরজাল ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। ঐ সময় সেই অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর মহাপুরুষদ্বয় প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া উভয়েই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন অপ্সরাগণ তাঁহাদিগকে দিব্য চামর বীজন ও চন্দন সলিলে সেচন করিতে লাগিল এবং দেবরাজ পুরন্দর ও দিবাকর করতল দ্বারা তাঁহাদিগের মুখকমল মার্জ্জিত করিয়া দিলেন।

তৎকালে সূতপুত্র যখন বলবীর্য্যে অর্জ্জু-

নকে কোন ক্রমেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না, প্রত্যুত তন্নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সাতিশয় ক্ষত বিক্ষত ও সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। তখন সেই একতূণীরশায়ী শর তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। ঐ শর ঐরাবত নাগবংশ সম্ভূত। সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের নিধনার্থে অতি যত্ন সহকারে উহা বহুদিন সুবর্ণ তূণীর মধ্যে চন্দন চূর্ণোপরি রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি অর্জ্জুনের মস্তক ছেদনার্থে সেই জ্বালাকরাল সর্পমুখ শর শরাসনে সন্ধান ও আকর্ণ আকর্ষণ করিলেন। তৎকালে সেই সর্পবাণ শরাসনে সংহিত হইলে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। শত শত ভীষণ উল্কা নিপতিত হইতে লাগিল এবং ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ হাহাকার শব্দ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে যে ঐ ভীষণ শরমধ্যে মহানাগ অশ্বসেন যোগবলে প্রবেশ করিয়াছিল, সূতপুত্র তাহার কিছুই বিদিত হয় নাই। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র কর্ণের শরমধ্যে নাগরাজকে প্রবিষ্ট অবগত হইয়া এই বারেই আমার আত্মজ অর্জ্জুন বিনষ্ট হইল মনে করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। ভগবান্ কমলযোনি সুররাজকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে ইন্দ্র! তুমি কিছুমাত্র ব্যথিত হইও না। মহাবীর ধনঞ্জয়েরই জয়শ্রী লাভ হইবে। ঐ সময় মদ্ররাজ শল্য সূতপুত্রকে সর্প শর সন্ধান করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে কর্ণ! এই শরটি অর্জ্জুনের গ্রীবা ছেদনে সমর্থ হইবে না; অতএব যদ্দ্বারা অর্জ্জুনের মস্তক ছেদন করা যাইতে পারে, এমন একটি শর সন্ধান কর। তখন মহাবীর সূতপুত্র মদ্ররাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষারুণিত লোচনে কহিলেন, হে শল্য! কর্ণ কখনই এক শর সন্ধান পূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ না করিয়া অন্য শর সন্ধান করেন না এবং আমার সদৃশ ব্যক্তিরা কদাচ কূট যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না। সূতপুত্র শল্যকে এই কথা বলিয়া বিজয় লাভার্থ উদ্যত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই বহুবর্ষ পরিপুজিত প্রযত্ন সহকারে সংরক্ষিত ভয়ঙ্কর শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি এই বারেই বিনষ্ট হইলে। তখন সেই কর্ণশরাসনচ্যুত হুতাশন ও সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত অতি ভীষণ সায়ক অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব সেই সূতপুত্র নিক্ষিপ্ত শর অন্তরীক্ষে প্রজ্বলিত দেখিয়া সত্বরে পদ দ্বারা রথ আক্রমণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে ভূতল মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রবেশিত করিলেন। অর্জ্জুনের সুবর্ণ জালজড়িত চন্দ্রমরীচির ন্যায় ধবলবর্ণ অশ্বগণও জানু আকুঞ্চিত করিয়া ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন নভোমণ্ডলে তুমুল কোলাহল সহকারে বাসুদেবের প্রশংসাবাদ উচ্চারিত হইল এবং অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

এই রূপে মহাত্মা মধুসূদনের প্রযত্নে অর্জ্জুনের রথ ভূতলে নিমগ্ন হওয়াতে কর্ণের সেই নাগাস্ত্র ধনঞ্জয়ের ইন্দ্রদত্ত সুদৃঢ় কিরীটে নিপতিত হইয়া তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহাবীর ধনঞ্জয়ের ঐ ত্রিলোকবিশ্রুত, সুবর্ণ খচিত, মণিহীরক সমলঙ্কৃত, সূর্য্য, চন্দ্র ও অনলের দীপ্তিশীল মহামূল্য কিরীট ভগবান্ স্বয়ম্ভু স্বয়ং তপোবলে প্রযত্ন সহকারে দেবরাজ ইন্দ্রের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিপক্ষেরা উহা নিরীক্ষণ করিতে ভীত হইত। পূর্ব্বে পুরন্দর অসুর সংহারকালে অর্জ্জুনকে ঐ কিরীট প্রদান করিয়াছিলেন। উহা রুদ্রের পিনাক, বরুণেরপাশ, ইন্দ্রের বজ্র ও কুবেরের সায়ক দ্বারাও বিনষ্ট হইবার নহে। এ ক্ষণে দুষ্টস্বভাব অশ্বসেন সূতপুত্রের

শরে প্রবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের সেই কিরীট বিমর্দ্দিত করিল।

হে মহারাজ! অর্জ্জুনের সেই সুবর্ণ জাল পরিবৃত অতি ভাস্বর কিরীট বিষাগ্নি দ্বারা বিমথিত ও ক্ষিতিতলে নিপতিত হইয়া অস্তগিরিশিখর হইতে নিপতিত সন্ধ্যারাগ রঞ্জিত দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বজ্র যেমন ফলপুষ্পোপশোভিত পাদপ পরিপূর্ণ গিরিশিখরকে বিচূর্ণিত এবং প্রবল বায়ু যেমন ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সলিলরাশি বিঘট্টিত করে, তদ্রূপ সেই নাগাস্ত্র অর্জ্জুনের দিব্য কিরীট মহাবেগে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন ত্রিভুবন মধ্যে একটি ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই শব্দ শ্রবণে সকলেই একান্ত ব্যথিত ও স্খলিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই কিরীট ব্যতিরেকে নীলবর্ণ উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তখন তিনি অনাকুলিত চিত্তে শ্বেতবর্ণ বসন দ্বারা কেশকলাপ বন্ধন করিয়া শিখরগত সূর্য্যমরীচি দ্বারা একান্ত উদ্ভাসিত উদয় পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই রূপে সেই অর্জ্জুনের সহিত বন্ধবৈর সূতপুত্র নিক্ষিপ্ত নাগ ধনঞ্জয়কে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল তাঁহার কিরীট চূর্ণ করত পুনরায় স্বস্থানে গমন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহারথ কর্ণ সেই মহোরগকে নিরীক্ষণ করিলেন। তখন সেই ভুজঙ্গ কর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে কর্ণ! তুমি আমারে না দেখিয়াই পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি অর্জ্জুনের মস্তক ছেদন করিতে পারিলাম না; অতএব এ ক্ষণে তুমি আমারে দেখিয়া পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমার ও আমার শত্রুকে সংহার করিব। তখন মহাবীর কর্ণ ভুজঙ্গের এই রূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, হে ভদ্র! তোমার আকার অতি ভয়ঙ্কর দেখিতেছি। এ ক্ষণে তুমি কে, তাহা সবিশেষ করিয়া বল। নাগ কহিল, হে কর্ণ! পূর্ব্বে অর্জ্জুন আমার মাতৃবধ করিয়াছিল, তদবধি উহার সহিত আমার শত্রুভাব বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে; অতএব যদি স্বয়ং দেবরাজও উহার রক্ষক হন, তথাপি আমি উহারে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব।

তখন সূতপুত্র কহিলেন, হে নাগ! কর্ণ কখন অন্যের বলবীর্য্য অবলম্বন করিয়া সমরবিজয়ী হয় না এবং এক শত অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতে হইলেও কখন এক শর দুই বার সন্ধান করে না। অতএব আমি রোষ ও যত্ন সহকারে বিবিধ উৎকৃষ্ট শরে অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতেছি, তুমি নিরাপদে গমন কর। হে মহারাজ! সূতপুত্র এই রূপ কহিলে নাগরাজ তাঁহার সেই বাক্য অসহ্য জ্ঞান করিয়া অস্ত্ররূপ ধারণ পূর্ব্বক রোষভরে অর্জ্জুনের বিনাশ বাসনায় গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি শীঘ্র ঐ কৃতবৈর উরগপতিরে বিনাশ কর। তখন গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয় মধুসূদনকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! যে মহানাগ গরুড়মুখগমনোদ্যতের ন্যায় ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বয়ং আমার সমীপে আগমন করিতেছে, ও কে? কৃষ্ণ কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি যৎকালে খাণ্ডব দাহন পূর্ব্বক হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলে, সেই সময় ঐ ভুজঙ্গমের মাতা আপনার ক্রোড়ে উহারে লুক্কায়িত করিয়া আকাশমার্গে অবস্থান করিতেছিল। তুমি তৎকালে উহার মাতারে বিনাশ করিয়াছিলে, কিন্তু উহারে দেখিতে পাও নাই। এ ক্ষণে ঐ দুরাত্মা সেই মাতৃবধজনিত পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়া তোমার বিনাশ

বাসনায় আকাশচ্যুত প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় সমাগত হইতেছে।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধে মুখ পরিবর্ত্তন করিয়া নভোমণ্ডলে পক্ষীর ন্যায় সমাগত সেই নাগরাজকে ছয় নিশিত শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভুজঙ্গরাজ নিহত হইলে পুরুষোত্তম হৃষীকেশ স্বয়ং বাহু যুগল দ্বারা পৃথিবী হইতে অর্জ্জুনের রথ উত্তোলন করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর কর্ণ ক্রোধভরে দৃষ্টিপাত করত বিচিত্র ময়ূর পুচ্ছযুক্ত নিশিত দশ শরে পুরুষ প্রধান ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন অর্জ্জুনও কর্ণের প্রতি সুশাণিত দ্বাদশ বরাহকর্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক এক আশীবিষ সদৃশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই উৎকৃষ্ট শর কর্ণের প্রাণ সংহারার্থই যেন তাঁহার বর্ম্ম বিদারণ ও রুধির পান করিয়া শোণিতলিপ্ত গাত্রে ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন সূতপুত্র সেই শরপাতে দণ্ড বিঘট্টিত সর্পের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিষাক্ত সর্প যেমন বিষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ উত্তম উত্তম শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রথমত দ্বাদশ শরে জনার্দ্দনকে ও নবতি শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ঘোরতর শরে ধনঞ্জয়ের দেহ বিদারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ ও হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন পুরন্দর তুল্য পরাক্রমশালী মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের আহ্লাদ সহ্য করিতে না পারিয়া সুররাজ ইন্দ্র যেমন বলাসুরের মর্ম্ম বিদারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অসংখ্য শরে সূতপুত্রের মর্ম্ম ভেদ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি যমদণ্ড সদৃশ নবতি শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের শরাঘাতে বজ্রাহত অচলের ন্যায় নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তৎপরে তাঁহার স্বর্ণ, হীরক ও মণিমুক্তাদিখচিত শিরোভূষণ এবং কুণ্ডল দ্বয় অর্জ্জুনের শরাঘাতে ভূতলে নিপতিত হইল। উত্তম উত্তম শিল্পীরা বহু যত্ন সহকারে দীর্ঘ কালে কর্ণের যে মহামূল্য ভাস্বর বর্ম্ম প্রস্তুত করিয়াছিল, মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষণকাল মধ্যে তাহাও বহুধা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধভরে সেই বর্ম্ম বিরহিত কর্ণকে নিশিত চারি শরে অতিমাত্র বিদ্ধ করিলে সূতপুত্র সান্নিপাতিক জ্বরাক্রান্ত আতুরের ন্যায় সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। তখন অর্জ্জুন শরাসন নির্গত নিশিত শরনিকরে তাঁহার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের বিবিধ শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শোণিত ক্ষরণ করত গৈরিকধাতু ধারাবর্ষী পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন ক্রৌঞ্চবিদারণ কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় যমদণ্ড ও অগ্নিদণ্ড সদৃশ লৌহময় সুদৃঢ় শরনিকরে পুনরায় কর্ণের বক্ষস্থল ভেদ করিলেন। সূতপুত্র অর্জ্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও শিথিলমুষ্টি হইয়া ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ শরাসন ও তূণীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন পরম ধার্ম্মিক ধনঞ্জয় আতুর ব্যক্তিরে নিপাতিত করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সূতপুত্রকে সেই ব্যসনকালে বিনাশ করিতে অভিলাষ করিলেন না। তখন ইন্দ্রানুজ বাসুদেব সসম্ভ্রমে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কি নিমিত্ত প্রমত্ত হইতেছ। পণ্ডিতেরা দুর্ব্বল অরাতিদিগকেও নিধন করিতে কাল প্রতীক্ষা করেন না। তাঁহারা ব্যসননিমগ্ন শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়া ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি প্রবল শত্রু বীরপ্রধান কর্ণকে সহসা নিহত করিতে সচেষ্ট হও। তুমি নমুচিনিসূদন

পুরন্দরের ন্যায় সত্বরে উহারে শরবিদ্ধ কর, নচেৎ ঐ বীর অবিলম্বে পূর্ব্ববৎ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তোমার অভিমুখীন হইবে। হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দানবরাজ বলিরে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শরনিকর দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ বৎসদন্ত বাণ দ্বারা সূতপুত্রকে অশ্ব ও রথের সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শরজালে দিঙ্মণ্ডল আবৃত করিলেন। স্থূলবক্ষা সূতনন্দন অর্জ্জুনের বৎসদন্ত বাণে সমাচ্ছন্ন হইয়া কুসুমিত অশোক, পলাশ ও শাল্মলি বৃক্ষ এবং চন্দন কাননে সমাকীর্ণ অচলের ন্যায়, বৃক্ষশ্রেণী পরিপূর্ণ বিকসিত কর্ণিকার পরিশোভিত হিমালয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া অস্তাচলগামী দিনকরের করজাল সদৃশ অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনও নিশিতাগ্র শরনিকর দ্বারা সেই ভুজঙ্গমের ন্যায় দেদীপ্যমান কর্ণ নির্ম্মুক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক রোষিত সর্পের ন্যায় বিশিখজাল বর্ষণ পূর্ব্বক দশবাণে অর্জ্জুন ও ছয় বাণে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহামতি ধনঞ্জয় সেই মহাযুদ্ধে কর্ণের উপর সর্পবিষ অনলের ন্যায় ভীষণ উগ্রনিস্বন রৌদ্র শর ক্ষেপণ করিতে অভিলাষ করিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় কর্ণের বিনাশ কাল উপস্থিত হওয়াতে কাল অদৃশ্য ভাবে তাঁহারে ব্রাহ্মণের শাপ বৃত্তান্ত জ্ঞাপিত করত কহিলেন, সূতপুত্র! বসুন্ধরা তোমার রথচক্র গ্রাস করিতেছেন। কাল এই কথা কহিবামাত্র কর্ণ পরশুরাম প্রদত্ত অস্ত্র বিস্মৃত হইলেন এবং পৃথিবী তাঁহার রথের বাম চক্র গ্রাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণ সন্তানের শাপে সূতপুত্রের রথ বিঘূর্ণিত হইতে আরম্ভ হইল। রথও বেদিবদ্ধ বিশিষ্ট পুষ্পিত চৈত্য বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিমগ্ন হইয়া গেল।

হে মহারাজ! এই রূপে সূতপুত্রের সর্পমুখ বাণ বিনষ্ট, রথ ঘূর্ণিত ও পরশুরাম প্রদত্ত অস্ত্র স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হওয়াতে তিনি সাতিশয় বিষণ্ণ ও বিহ্বল হইলেন। অনন্তর তিনি সেই ক্লেশ সকল সহ্য করিতে না পারিয়া হস্ত বিধূনন পূর্ব্বক আক্ষেপ প্রকাশ করত কহিতে লাগিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা সতত কহিয়া থাকেন যে, ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে সতত রক্ষা করেন। আমরা শাস্ত্র ও শক্তি অনুসারে ধর্ম্ম রক্ষণে যত্ন ও ধর্ম্মে দৃঢ় ভক্তি করিয়া থাকি। ধর্ম্ম তথাপি আমাদিগকে বিনাশ করিতেছেন। অতএব বোধ হয়, ধর্ম্ম আর নিয়ত ধার্ম্মিকগণকে রক্ষা করেন না। মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র এই রূপ কহিতে কহিতে অর্জ্জুন শরে বিচলিত হইলেন। তাঁহার অশ্ব ও সারথি স্খলিত হইল। তিনিও স্বীয় কার্য্যে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া বারংবার ধর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ভীষণ তিন বাণে বাসুদেবের হস্ত ও সাত বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুনও তাঁহার উপর দেবরাজের বজ্র সদৃশ অনলোপম ভীমবেগ সপ্তদশ শর পরিত্যাগ করিলেন। অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরজাল প্রবল বেগে কর্ণশরীর ভেদ করিয়া পৃথিবীতলে নিপতিত হইল। তখন সূতনন্দন কম্পিতাত্মা হইয়া পরাক্রম প্রদর্শন করত বল পূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। শত্রুসূদন অর্জ্জুনও তদ্দর্শনে ঐন্দ্র অস্ত্র মন্ত্রপূত করিলেন এবং গাণ্ডীবজ্যা ও অন্যান্য শরনিকর মন্ত্রপূত করিয়া বারিবর্ষী পুরন্দরের

ন্যায় শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন পার্থরথ নিঃসৃত তেজোময় শরজাল সূতপুত্রের রথ সমীপে প্রাদুর্ভূত হইল। মহারথ কর্ণও সেই সম্মুখাগত শরজাল ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনের অস্ত্র বিনষ্ট হইলে বৃষ্ণিবীর বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! কর্ণ তোমার শরনিকর বিনষ্ট করিতেছে; অতএব তুমি উৎকৃষ্ট অস্ত্র পরিত্যাগ কর। তখন ধনঞ্জয় অতি ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত ও শরাসনে সংযোজিত করিয়া শরজালে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সূতপুত্র সুনিশিত শরনিকরে ক্রমে ক্রমে একাদশ বার অর্জ্জুনের মৌর্ব্বী ছেদন করিলেন কিন্তু অর্জ্জুনের যে এক শত জ্যা আছে, তাহা তাঁহার বোধগম্য হয় নাই। তখন অর্জ্জুন গাণ্ডীবে জ্যা সংযোজিত ও মন্ত্রপূত করিয়া সর্পের ন্যায় দেদীপ্যমান শরনিকরে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন জ্যা ছিন্ন হইবামাত্র অবিলম্বে অন্য জ্যা সংযোজন করাতে কর্ণ তাঁহার জ্যাযোজন বৃত্তান্ত বুঝিতে না পারিয়া চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর সূতপুত্র অস্ত্রজালে সব্যসাচীর অস্ত্র ছেদন করত অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহা অপেক্ষাও প্রবল হইয়া উঠিলেন। তখন বাসুদেব অর্জ্জুনকে কর্ণাস্ত্রে নিপীড়িত দেখিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! প্রধান অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ণের সমীপবর্ত্তী হও। শত্রুতাপন ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর সর্পবিষ ও অনলের ন্যায় ভয়ঙ্কর দিব্য রৌদ্রাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া ক্ষেপণ করিতে বাসনা করিলেন। ঐ সময়ে বসুমতী সূতপুত্রের রথচক্র দৃঢ়রূপে গ্রাস করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভুজদ্বয় দ্বারা চক্রের উদ্ধার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন গিরিকানন সমবেতা সপ্তদ্বীপা মেদিনী কর্ণের বাহুবলে আকৃষ্ট হইয়া চার অঙ্গুলি পর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হইলেন। কিন্তু সূতপুত্রের চক্র কোন ক্রমেই উদ্ধৃত হইল না। তখন তিনি ক্রোধে অশ্রু পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোপাবিষ্ট অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। আমি মহীতল হইতে রথচক্র উদ্ধার করিতেছি। দৈব বশত আমার দক্ষিণ চক্র পৃথিবীতে পোথিত হইয়াছে। এ সময় তুমি কাপুরুষোচিত দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ কর। তুমি রণপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত আছ; এ ক্ষণে অভদ্রের ন্যায় কার্য্য করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। হে অর্জ্জুন! সাধুব্রতাবলম্বী শূরগণ মুক্তকেশ, বিমুখ, বদ্ধাঞ্জলি, শরণাগত, যাচমান, ন্যস্তশস্ত্র, বাণ বিহীন, কবচহীন ও ভগ্নায়ুধ ব্যক্তির এবং ব্রাহ্মণের প্রতি শর পরিত্যাগ করেন না। ইহলোকে তুমি শূরতম, ধার্ম্মিক, যুদ্ধধর্ম্মাভিজ্ঞ, দিব্যাস্ত্রবেত্তা, মহাত্মা, বেদপারগ ও কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় পরাক্রান্ত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। বিশেষত আমি এ ক্ষণে ভূতলগত ও বিকলাঙ্গ হইয়াছি। তুমি রথোপরি অবস্থান করিতেছ; অতএব যে পর্য্যন্ত রথচক্র উদ্ধার করিতে না পারি, তাবৎ আমারে বিনাশ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। আমি বাসুদেব বা তোমা হইতে কিছুমাত্র ভীত হই নাই। তুমি ক্ষত্রিয়দিগের মহাকুলে সমুৎপন্ন হইয়াছ বলিয়াই তোমারে কহিতেছি যে, তুমি মুহূর্ত্তকাল আমারে ক্ষমা কর।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় বাসুদেব কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি ভাগ্যক্রমে এ ক্ষণে ধর্ম্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে;

আপনাদিগের দুষ্কর্ম্মের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টি-পাত করে না। দেখ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতানুসারে একবস্ত্রা দৌপদীরে যে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন দুষ্ট শকুনি দুরভিসন্ধি পরতন্ত্র হইয়া তোমার অনুমোদনে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে যে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন রাজা দুর্য্যোধন তোমার মতানুযায়ী হইয়া ভীমসেনকে যে বিষান্ন ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবত নগরে জতুগৃহমধ্যে প্রসুপ্ত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নি প্রদান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে দুঃশাসনের বশীভূতা রজস্বলা দ্রৌপদীরে হে কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এ ক্ষণে তুমি অন্য পতিরে বরণ কর এই কথা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং অনার্য্য ব্যক্তিরা তাঁহারে নিরপরাধে ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্য লোভে শকুনিকে আশ্রয় পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে দ্যূতক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি মহারথগণ সমবেত হইয়া বালক অভিমন্যুরে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? হে কর্ণ! তুমি যখন তত্তৎকালে অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছ; তখন আর এ সময় ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া তালুদেশ শুষ্ক করিলে কি হইবে। তুমি যে এ ক্ষণে ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও জীবন সত্ত্বে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা কদাচ মনে করিও না। পূর্ব্বে নিষধ দেশাধিপতি নল যেমন পুষ্কর দ্বারা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পুনরায় রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণও ভুজবলে সোমকদিগের সহিত শত্রুগণকে বিনাশ করত রাজ্য লাভ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ অবশ্যই ধর্ম্মসংরক্ষিত পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইবে।

হে মহারাজ! মহাবীর সূতনন্দন বাসুদেব কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। অনন্তর তিনি ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধর হইয়া শরাসন উদ্যত করত অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক সূতপুত্রকে বিনাশ কর। মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেব কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া সূতপুত্রের দুর্ম্মন্ত্রণাজনিত ক্লেশপরম্পরা স্মরণ পূর্ব্বক ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার লোমকূপ হইতে তেজোরাশি বিনির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। অনন্তর সূতপুত্র ব্রহ্মাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিয়া ধনঞ্জয়ের উপর অসংখ্য শর বর্ষণ করত পুনরায় তাঁহার রথ নিমগ্ন করিতে যত্নবান্ হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয়ও ব্রহ্মাস্ত্র প্রভাবে সূতপুত্রের প্রতি শরবৃষ্টি বিসর্জ্জন করত তাঁহার অস্ত্র নিবারণ করিয়া তাঁহারে প্রহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলে উহা স্বীয় তেজ প্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন কর্ণ বারুণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া সেই প্রজ্বলিত পাবক নির্ব্বাণ করিলেন। তৎকালে সূতপুত্রের সায়ক প্রভাবে জলদজালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন ও গাঢ়তর তিমিরে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে অসংভ্রান্ত চিত্তে বায়ব্যাস্ত্র

দ্বারা সূতপুত্রের সমক্ষেই সেই অস্ত্রজাল অপসারিত করিলেন।

অনন্তর সূতপুত্র ধনঞ্জয়কে সংহার করিবার বাসনায় এক প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ ভয়ঙ্কর শর গ্রহণ ও শরাসনে সংযোজন করিলেন। ঐ শর সংযোজিত হইবামাত্র শৈল কানন সম্পন্না অবনি বিচলিত হইল। সমীরণ কর্করারাশি প্রবাহিত করিতে লাগিল; দিঙ্মণ্ডল ধূলিপটলে পরিবৃত হইয়া গেল। দেবগণ দেবলোকে হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণ বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন সেই কর্ণবিসৃষ্ট অশনি সদৃশ শিতধার সায়ক ভুজগরাজ যেমন বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অর্জ্জুনের বক্ষস্থলে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সূতপুত্রের সায়কে অতিমাত্র বিদ্ধ হওয়াতে তাঁহার হস্তস্থিত গাণ্ডীব কোদণ্ড শিথিল হইয়া পড়িল এবং তিনি ভূমিকম্পকালীন অচলের ন্যায় কম্পিত হইলেন। ঐ অবসরে মহাবীর কর্ণ ভূতলগত স্বীয় রথের উদ্ধারাভিলাষে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বাহুযুগল দ্বারা রথচক্র গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দৈব প্রভাবে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর অর্জ্জুন সংজ্ঞা লাভ করিয়া অঞ্জলিক নামে এক যমদণ্ড সদৃশ বাণ গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! কর্ণ রথে আরোহণ না করিতে করিতেই উহার মস্তক ছেদন কর। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের আদেশানুসারে প্রজ্বলিত ক্ষুরাস্ত্র গ্রহণ করিয়া সূতপুত্রের রথধ্বজস্থিত বিমলার্ক সদৃশ হস্তিকক্ষা ছেদন করিলেন। মহাবীর কর্ণের ঐ সুবর্ণ, হীরক ও মণিমুক্তাদি খচিত হস্তিকক্ষা কেতু বহুতর জ্ঞানবৃদ্ধ শিল্পিগণের প্রযত্নে সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ কক্ষা দর্শনে আপনার সৈন্যগণের মনে বিজয় বাসনা এবং অরাতিগণের মনে ভয় সঞ্চার হইত। উহার প্রভা চন্দ্র, সূর্য্য ও হুতাশনের ন্যায় দেদীপ্যমান ছিল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অগ্নি সদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ ক্ষুরপ্র দ্বারা অধিরথির ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবগণের দর্প, যশ, প্রিয় কার্য্য ও মনোরথ সকল ভগ্ন এবং হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। সূতপুত্রের বিজয়াশা তাহাদের মনোমন্দির হইতে এককালে তিরোহিত হইয়া গেল।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন কর্ণের বিনাশ বাসনায় তূণীর হইতে ইন্দ্রের বজ্র, হুতাশনের দণ্ড ও দিবাকরের তীক্ষ্ণ রশ্মি সদৃশ অঞ্জলিক নামে এক বাণ গ্রহণ করিলেন। ঐ মর্ম্মভেদী বাণ মাংস ও শোণিতলিপ্ত এবং হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের প্রাণ নাশক। উহার পরিমাণ তিন রত্নি ও ছয় পাদ। উহা ক্যাদিতাস্য কৃতান্তের ন্যায়, মহাদেবের পিনাকের ন্যায় ও নারায়ণের চক্রের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ এবং দেবতা ও অসুরগণের বিজয়ে সমর্থ এবং মহাত্মা অর্জ্জুন সতত উহার পূজা করিতেন। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় হৃষ্ট চিত্তে ঐ অস্ত্র গ্রহণ করাতে চরাচর বিশ্ব বিচলিত হইল। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ জগতের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সেই অনুপম মহাস্ত্র শরাসনে সংযোজিত করিয়া গাণ্ডীব আকর্ষণ করত হৃষ্ট চিত্তে কহিলেন যে, যদি আমি তপোনুষ্ঠান, গুরুজনের সন্তোষ সাধন ও সুহৃদ্গণের হিত কথা শ্রবণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই অরাতিঘাতন মহাস্ত্র অবিলম্বে প্রবল শত্রু সূতপুত্রের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক আমারে জয়শ্রী প্রদান করুক। মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া সেই অন্তকেরও অতিক্রমণীয়, সাক্ষাৎ আথ-

র্ব্বণ ও আঙ্গিরস কার্য্যের ন্যায় অতি ভীষণ, চন্দ্র সূর্য্যসমপ্রভ অঞ্জলিক শর সূতপুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত মন্ত্রপূত সায়ক সেই অপরাহ্ণকালে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া পুরন্দর নিক্ষিপ্ত বজ্রাস্ত্র যেমন বৃত্রাসুরের শিরশ্ছেদন করিয়াছিল, তদ্রূপ সূতপুত্রের মস্তক ছেদন করিল। তখন কর্ণের সেই ছিন্ন মস্তক গৃহস্থ যেমন অতিক্লেশে ধনরত্ন পরিপূর্ণ গৃহ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তাঁহার সাতিশয় সুরূপ সতত সুখোপভোগ পরিবর্দ্ধিত দেহ অতি কষ্টে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরৎকালীন নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত দিবাকরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর সূতপুত্রের ধনঞ্জয় শরনির্ভিন্ন উন্নত কলেবরও কুলিশ বিদলিত গৈরিক ধারাস্রাবী গিরিশিখরের ন্যায় ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর সূতপুত্র সমরে নিপতিত হইলে তাঁহার দেহ হইতে একটি তেজ বিনির্গত হইয়া নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করত সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে যোধগণ সাতিশয় বিস্মিত হইয়া রহিল। ঐ সময় বাসুদেব সমবেত ধনঞ্জয় ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ সূতপুত্রের নিধনে যাহারপর নাই আহ্লাদিত হইয়া অতি গম্ভীর স্বরে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সোমকগণ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সিংহনাদ, তূর্য্যধ্বনি এবং বস্ত্র ও হস্ত বিধূনন করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য যোধগণ প্রফুল্ল মনে অর্জ্জুন সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কতকগুলি বীর পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক নৃত্য ও সিংহনাদ করত কহিতে লাগিলেন, আজি ভাগ্যবলে সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের শরনিকরে বিনষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে।

হে মহারাজ! এই রূপে সূতপুত্র শরনিকরে পাণ্ডব সৈন্যগণকে সন্তপ্ত করিয়া দিবাবসান সময়ে অর্জ্জুনের ভুজবীর্য্য প্রভাবে বিনষ্ট হইলেন। তাহার সমরাঙ্গনে নিপতিত ছিন্ন মস্তক যজ্ঞাবসানে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায়, অস্তগত সূর্য্যবিম্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার শরনিকর সমাচিত শোণিত পরিপ্লুত কলেবর কিরণজাল পরিব্যাপ্ত সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইল। দিবাকর যেমন অস্তগমনকালে স্বীয় প্রভাজাল লইয়া গমন করেন, তদ্রূপ অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শর কর্ণের প্রাণ লইয়া গমন করিল। কৌরবগণও শত্রুশরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও ভয়বিহ্বল হইয়া অর্জ্জুনের প্রভাপুঞ্জোদ্ভাসিত ধ্বজ বারংবার নিরীক্ষণ করত দশ দিকে ধাবমান হইলেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন সূতপুত্রকে নিহত করিলে মহারথ শল্য সৈন্যগণকে নিতান্ত নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই ছিন্নধ্বজ ছিন্নপরিচ্ছদ রথ লইয়া ধাবমান হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত নিহত অবলোকন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীন ভাবে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য বীরগণ শর সমাচিত ও শোণিতলিপ্ত গাত্রে সহসা অধঃস্খলিত দিবাকরের সদৃশ সূতপুত্রকে দর্শন করিবার মানসে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। ঐ সময়ে স্বপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় যোধগণ স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ আহ্লাদিত, কেহ ভীত, কেহ শোকার্ত্ত ও কেহ কেহ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন বর্ম্ম, আভরণ, অম্বর ও আয়ুধ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সূতপুত্রকে নিপাতিত করিয়াছেন, শ্রবণ

করিয়া কৌরবগণ নির্জ্জন বনে গোযূথ যেমন বৃষভ নিহত হইলে পলায়ন করে, তদ্রূপ পলায়ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ভীষণ সিংহনাদে ও বাহ্বাস্ফোটশব্দে রোদসী পরিপূরিত করত আপনার পুত্রগণকে বিত্রাসিত করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সোমক ও সৃঞ্জয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ মহা আহ্লাদে শঙ্খধ্বনি ও পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় কেশরী যেমন হস্তীকে বিনাশ করে, তদ্রূপ কর্ণকে বিনাশ করিয়া বৈরভাব ও প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অনন্তর মদ্ররাজ একান্ত বিমোহিত চিত্তে সেই ছিন্নধ্বজ রথ লইয়া দুর্য্যোধন সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক বাষ্পগদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! তোমার গিরিশিখর সদৃশ হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ শত্রুসৈন্যগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। কর্ণার্জ্জুন সংগ্রামের ন্যায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আর কখনই উপস্থিত হয় নাই। মহাবীর কর্ণ প্রথমত বাসুদেব ও অর্জ্জুন প্রভৃতি আপনার শত্রুগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈব পাণ্ডবগণের পক্ষে নিতান্ত অনুকূল। এই নিমিত্তই তাহারা জীবিত রহিয়াছে আর আমরা বিনষ্ট হইতেছি। হে মহারাজ! কুবের, যম ও বাসবের ন্যায় প্রভাব সম্পন্ন শৌর্য্যশালী বিবিধ গুণভূষিত অবধ্য ভূপালগণ তোমার কার্য্য সংসাধনে উদ্যত হইয়া পাণ্ডবগণের বাহুবলে নিহত হইয়াছেন। অতএব এ ক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করা অতিশয় সুকঠিন। এ ক্ষণে আশ্বাসযুক্ত হও। সকল সময়ে কার্য্যসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজের বাক্য শ্রবণে স্বীয় দুর্নীতি পর্য্যালোচনা করত বিচেতন প্রায় হইয়া দীন মনে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

চতুর্ণবতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! কর্ণার্জ্জুনের সেই ভীষণ সংগ্রাম দিবসে কৌরব ও সৃঞ্জয়দিগের শরবিক্ষত সৈন্যগণ কিরূপে পলায়ন করিয়াছিল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ দিন যেরূপ লোকক্ষয় হইয়াছিল, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। মহাবীর কর্ণ নিপাতিত ও ধনঞ্জয় সিংহনাদে প্রবৃত্ত হইলে আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল। তখন কৌরব পক্ষীয় কোন যোদ্ধাই সৈন্য সংস্থাপন ও পরাক্রম প্রকাশে সমর্থ হইলেন না। শঙ্কিত, শস্ত্রবিক্ষত ও নাথ বিহীন কৌরব সেনাগণ সমুদ্রমগ্ন প্লবহীন বণিকদিগের ন্যায় কি রূপে সমরসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহারা অর্জ্জুনের শরজালে নিতান্ত ক্ষত বিক্ষত হইয়া সিংহার্দ্দিত মৃগযূথের ন্যায়, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষগণের ন্যায় ও ভগ্নদংষ্ট্র ভুজঙ্গমকুলের ন্যায় পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় আপনার পুত্রগণ যন্ত্র কবচ বিহীন, ভয়ার্দ্দিত ও বিচেতন প্রায় হইয়া পরস্পরকে বিমর্দ্দিত করিয়া পলায়ন করত, অর্জ্জুন ও বৃকোদর আমারই অভিমুখে আগমন করিতেছে, এই মনে করিয়া নিপতিত ও ম্লান হইতে লাগিলেন। অন্যান্য মহারথগণ কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া পদাতিদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে দশ দিকে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পলায়মান কুঞ্জরগণ দ্বারা রথ সমুদায়, রথ সমূহ দ্বারা অশ্বারোহিগণ ও অশ্ব সমুদায় দ্বারা পদাতি সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল।

ব্যাল তস্কর সমাকীর্ণ অরণ্যে নিঃসহায় ব্যক্তিদিগের যে রূপ অবস্থা হয়, সেই সংগ্রাম স্থলে আপনার পক্ষীয় যোধগণেরও তদ্রূপ দুরবস্থা হইল। তাহারা সূতপুত্রের নিধনে আরোহি বিহীন গজযূথের ন্যায়, ছিন্নহস্ত মনুষ্যগণের ন্যায় নিতান্ত বিপন্ন হইল এবং সমুদায় জগৎ পাণ্ডবময় অবলোকন করত মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ভীমসেনের ভয়ে নিতান্ত অভিভূত দেখিয়া সারথিরে কহিলেন, হে সূত! তুমি সৈন্যগণ মধ্যে শনৈঃ শনৈ অশ্ব সঞ্চালন কর। আজি আমি সমরে অর্জ্জুনকে সংহার করিব, সন্দেহ নাই। মহাসাগর যেমন বেলা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আমারে অতিক্রম করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। আজি আমি অর্জ্জুন, বাসুদেব, মহামানী বৃকোদর ও অন্যান্য শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়া কর্ণের ঋণ পরিশোধ করিব। হে মহারাজ! তখন কুরুরাজের সারথি তাঁহার শূর ও আর্য্য লোকের ন্যায় বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদু ভাবে তাঁহার স্বর্ণালঙ্কৃত অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন আপনার পক্ষীয় গজাশ্ব রথ বিহীন পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কোপাবিষ্ট হইয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে তাহাদিগকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাহারাও তাঁহাদের উভয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল এবং কেহ কেহ ভীম ও দ্রুপদনন্দনের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল। তখন বৃকোদর ক্রোধান্বিত হইয়া সেই ভূতলস্থ যোধগণের সহিত ধর্ম্মানুসারে সংগ্রাম করিবার মানসে গদা হস্তে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সকলকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পদাতিগণও জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাবকে পতনোন্মুখ পতঙ্গকুলের ন্যায় ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ভীমসেনও সমরাঙ্গনে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করত জীবসংহর্ত্তা অন্তকের ন্যায় তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। এই রূপে মহাবল পাণ্ডুনন্দন আপনার পক্ষীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র বীর পুরুষকে বিনাশ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বীর্য্যবান্ ধনঞ্জয় কৌরব পক্ষীয় রথিগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি হৃষ্ট চিত্তে দুর্য্যোধনের সৈন্য নিপীড়িত করত শকুনির প্রতি বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহার অশ্বারোহীদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও রথিগণের সম্মুখীন হইয়া ত্রিলোক বিশ্রুত গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার পক্ষীয় যোধগণ মহাবীর অর্জ্জুনকে শ্বেতাশ্ব যুক্ত কৃষ্ণ সঞ্চালিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সমাগত হইতে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। এ দিকে পুরুষপ্রধান মহারথ পাঞ্চালপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে অগ্রসর করিয়া কৌরব পক্ষীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি বিনষ্ট করিয়া অবিলম্বে অন্যান্য যোধগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষীয় যোধগণ সংগ্রামে কোবিদার নির্ম্মিত ধ্বজযুক্ত পারাবতের ন্যায় শ্বেতবর্ণ অশ্ব সংযোজিত রথে সমারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কিত চিত্তে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সাত্যকি এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব লঘুহস্ত গান্ধাররাজের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার অশ্বগণ-

কে সংহার পূর্ব্বক অন্যান্য সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর চেকিতান, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদেয়গণও গান্ধাররাজের অসংখ্য সৈন্য নিপাতিত করিয়া শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই বীরগণ বৃষভগণ যেমন বৃষভদিগকে পরাজিত ও পরাঙ্মুখ করিয়া তাহাদের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণকে পরাজিত ও সমরপরাঙ্মুখ করিয়া তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন।

তখন পরাক্রান্ত সব্যসাচী অর্জ্জুন হতাবশিষ্ট কৌরব সৈন্যগণকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া কোপাবিষ্ট চিত্তে রথিগণের সম্মুখীন হইয়া ত্রিলোকবিশ্রুত গাণ্ডীব বিস্ফারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় সমুদায় সংগ্রামস্থল ধূলিপটল সমাবৃত ও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন কৌরব পক্ষীয় যোধগণ ও ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! এই রূপে সৈনিকগণ পলায়ন পরায়ণ হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সমাগত শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং পূর্ব্বে দানবরাজ বলি যেমন যুদ্ধার্থে দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও সমবেত হইয়া নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক বারংবার দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বিপক্ষগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করত তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্রের অদ্ভুত পৌরুষ লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি একাকী একত্র সমবেত অসংখ্য বিপক্ষের সহিত অনায়াসে যুদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় সৈনিকগণকে অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত ও সন্নিবেশিত করিবার মানসে কহিলেন, হে বীরগণ! এ ক্ষণে এমন কোন স্থানই নাই, যেখানে তোমরা ভীত হইয়া পলায়ন করিলে পাণ্ডবগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। অতএব তোমাদের পলায়ন করা নিতান্ত নিষ্ফল। আর দেখ, পাণ্ডবদিগের সৈন্য অতিঅল্প এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন একান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; অতএব আমি অবশ্যই তাহাদিগকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়া জয় লাভ করিব। হে যোধগণ! যদি তোমরা এ ক্ষণে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন কর, তাহা হইলে পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই তোমাদের অনুগমন পূর্ব্বক তোমাদিগকে নিপাতিত করিবে; অতএব তাহা না করিয়া সমরে প্রাণ ত্যাগ করাই তোমাদের কর্ত্তব্য। ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী যোধগণের সংগ্রামে মৃত্যু সুখজনক। সমরে প্রাণ ত্যাগ করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভূত হয় না এবং পরলোকে অনন্ত সুখ ভোগ হয়। হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! যখন কালান্তক কৃতান্তের নিকটে কি বীর, কি ভীরু পুরুষ, কাহারও পরিত্রাণ নাই, তখন মাদৃশ ক্ষত্রিয়ব্রতধারী কোন ব্যক্তি বিমূঢ় হইয়া সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইবে। তোমরা কি সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া কোপাবিষ্ট বৃকোদরের বশীভূত হইতে উদ্যত হইয়াছ? পিতৃপিতামহাচরিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা তোমাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ক্ষত্রিয়দিগের সমর হইতে পলায়ন করা অপেক্ষা অধর্ম্ম আর কিছুই নাই। হে কৌরবগণ! যুদ্ধধর্ম্ম ব্যতীত স্বর্গেরউত্তম পথ আর নাই। তোমরা অবিলম্বেই নিহত হইয়া স্বর্গ লাভ কর। হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এই রূপে সৈনিকগণকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা অরাতি-

শরে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল ; সুতরাং তাঁহার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া নানাদিকে ধাবমান হইল।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মদ্রদেশাধিপতি শল্য রাজা দুর্য্যোধনকে সৈন্যদিগকে বিনিবর্ত্তিত করিতে উদ্যত দেখিয়া ভীত ও বিমোহিত চিত্তে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! ঐ দেখ, নিহত হস্তী অশ্ব ও মনুষ্যগণে সমরাঙ্গন পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোন স্থানে মাতঙ্গগণ একবারে শরভিন্ন কলেবর, বিহ্বল ও গতাসু হইয়া বিদীর্ণ পাষাণ, বৃক্ষ ওষধি সম্পন্ন, বজ্র বিদলিত অচলের ন্যায় নিপতিত রহিয়াছে এবং উহাদিগের বর্ম্ম, চর্ম্ম, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, তোমর ও ধ্বজ সকল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে। কোন স্থানে সুবর্ণজাল পরিবেষ্টিত শোণিতলিপ্ত তুরঙ্গমগণ শরনির্ভিন্নদেহ, নিতান্ত নিপীড়িত ও নিপতিত হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ ও অনবরত রুধির বমন করিতেছে। উহাদের মধ্যে কতিপয় বীর আর্ত্ত স্বরে চীৎকার করিতেছে ; কতগুলি নেত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া রহিয়াছে এবং কতকগুলি ভূতল দংশন করিতেছে। রণস্থল বিশীর্ণদন্ত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণে পরিপূর্ণ হইয়া বৈতরণী নদীর ন্যায় এবং সুবর্ণজাল জড়িত যোধহীন অসংখ্য রথে সমাবৃত হইয়া জলদজাল পরিবৃত শরৎকালীন নভোমণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। ঐ সমস্ত রথের তূণীর, পতাকা, কেতু, অনুকর্ষ, ত্রিবেণু, যোক্ত্র, চক্র, অক্ষ, ইষু ও যুগ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে। উহাদের নীড় সমুদায় ভগ্ন ও বন্ধন সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে মহাবেগগামী তুরঙ্গমগণ ঐ সকল রথ বহন করিত। কোন স্থানে স্খলিতবর্ম্ম, স্খলিতাভরণ, বস্ত্রহীন আয়ুধ বিহীন উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ও অর্জ্জুনের শরনিকরে ভিন্ন কলেবর ও বিচেতন হইয়া রহিয়াছে, বীরগণ রজনীযোগে বিমল প্রভাশালী নভোমণ্ডল পরিচ্যুত অতি প্রদীপ্ত গ্রহগণের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইয়া মুহুর্মুহু উচ্ছ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্ত পাবকের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। ঐ দেখ, কর্ণ ও অর্জ্জুনের বাহুনির্ম্মুক্ত শরনিকর হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের দেহ ভেদ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া উরগগণ যেমন আবাসগর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ নম্র মুখে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এ ক্ষণে কর্ণ ও অর্জ্জুনের শরনিকর এবং নিহত শরসমাচিত অশ্ব, গজ ও মনুষ্য দ্বারা রণস্থল নিতান্ত দুরভিগম্য হইয়াছে। ঐ দেখ, হেমপট্টমণ্ডিত পরিঘ, পরশু, শাণিত শূল, মুষল ও মুদ্গর সকল চতুরঙ্গ বলের গতায়াতে চূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। বিমল কোশ নিষ্কাসিত অসি, সুবর্ণপট্ট সংযত গদা, স্বর্ণপুঙ্খ শর, হেমবিভূষিত শরাসন, নিশিত ঋষ্টি, কনকদণ্ড সমলঙ্কৃত বিকোষ প্রাস, ছত্র, চামর, ছিন্ন পুঙ্খ, বিচিত্র মাল্য, চিত্রকম্বল, পতাকা, বস্ত্র, ভূষণ, কিরীট, মুকুট, প্রবাল মুক্তা সমলঙ্কৃত হার, পীতবর্ণ কেয়ূর, সুবর্ণসূত্র সমবেত নিষ্ক, নানাবিধ রত্ন এবং নরেন্দ্রগণের সুখোপভোগ পরিবর্দ্ধিত দেহ ও ইন্দ্রপ্রতিম মস্তক সকল নিপতিত রহিয়াছে। ভূপতিগণ বিবিধ ভোগ, মনোজ্ঞ সুখ ও পরিচ্ছদ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোক মধ্যে যশোবিস্তার ও ধর্ম্ম লাভ করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব হে মহারাজ! এ ক্ষণে সৈন্যগণ স্বেচ্ছানুসারে গমন করুক। তুমিও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বশিবিরে প্রবেশ কর। ঐ দেখ, ভগবান্ কমলিনী নায়ক অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইয়াছেন।

হে মহারাজ! শোকাকুলিতচিত্ত মদ্র দেশাধিপতি শল্য রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন দ্রোণাত্মজ প্রভৃতি নৃপতিগণ কুরুরাজকে দুঃখিত মনে অবিরল বাষ্পাকুললোচনে হা কর্ণ! হা কর্ণ! বলিয়া পরিতাপ করিতে দেখিয়া তাঁহারে বারংবার আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মহাবীর অর্জ্জুনের যশঃ প্রভাবে সমুজ্জ্বল অতি প্রকাণ্ড ধ্বজদণ্ড বারংবার নিরীক্ষণ করত গমন করিতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্কর কালে স্বর্গগমনে কৃতনিশ্চয় কৌরবগণ হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের দেহ হইতে নিঃসৃত রুধির প্রবাহে সমাচ্ছন্ন সমরভূমিরে রক্তাম্বরধারিণী বারবিলাসিনীর ন্যায় বিবিধ মাল্য বিভূষিত, সুবর্ণালঙ্কার সম্পন্ন ও সর্ব্বলোকগম্য অবলোকন পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না এবং কর্ণ বধে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া বারংবার হা কর্ণ! হা কর্ণ! বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করত দিবাকরকে সন্ধ্যারাগ লোহিত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সত্বরে শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় অর্জ্জুনের শিলাশিত সুবর্ণপুঙ্খ সম্পন্ন শরনিকরে সমাচিত মহাবীর সূতপুত্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াও অংশুমান মার্ত্তণ্ড মণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তানুকম্পী ভগবান ভাস্কর করজালে কর্ণের রুধিরসিক্ত দেহ স্পর্শে আরক্ত কলেবর হইয়া স্নান করিবার নিমিত্তই যেন অপর সমুদ্রে গমন করিলেন। তখন সুরর্ষিগণও স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। অভ্যাগত ব্যক্তিগণ মহাবীর সূতপুত্র ও অর্জ্জুনের সেই ভীষণ যুদ্ধ দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের প্রশংসা করত স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণ রুধিরাক্ত বস্ত্র, নিকৃত্ত কবচ ও গতাসু হইয়াও কিছুমাত্র শোভাবিহীন হন নাই। তাঁহার প্রদীপ্ত সূর্য্য সমপ্রভ ও তপ্তকাঞ্চনাভ মূর্ত্তি দর্শনে সকলেরই বোধ হইল যেন তিনি জীবিত রহিয়াছেন। সিংহ নিহত হইলেও যেমন অন্যান্য মৃগগণ তাহার দর্শনে শঙ্কিত হয়, তদ্রূপ সূতপুত্র নিহত হইলেও যোধগণ তাঁহারে দর্শন করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। তাঁহার মনোহর গ্রীবা সম্পন্ন সুন্দর মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই বিবিধ ভূষণ বিভূষিত কনককেয়ূরধারী মহাবীর রণশয্যায় শয়ন করাতে বোধ হইল যেন শাখা প্রশাখা পরিশোভিত বনস্পতি বিপাটিত হইয়াছে। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর সূতপুত্র সুযুদ্ধে স্বীয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করত দিবাকর যেমন স্বীয় কিরণজালে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করেন, তদ্রূপ শরজালে দশ দিক্ সমুদায় পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও তাঁহাদের সৈন্যগণকে সন্তপ্ত করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশন যেরূপ সলিলস্পর্শে নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত অর্জ্জুন শরে নিহত হইলেন। তিনি অর্থিগণের কল্পবৃক্ষ স্বরূপ ছিলেন। তিনি যাচকদিগকে কখনই প্রত্যাখ্যান করিতেন না। সাধু ব্যক্তিরা যাঁহারে সর্ব্বদা সৎপুরুষ বলিয়া গণনা করিতেন; যাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণসাৎ হইয়াছিল; যিনি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত জীবনদানেও উদ্যত হইতেন, যিনি কামিনীগণের সতত প্রিয় পাত্র ছিলেন এবং আপনার পুত্রগণ যাঁহারে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এ ক্ষণে কৌরবকুলের বর্ম্ম স্বরূপ সেই মহারথ কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার পুত্রগণের জয়াশা ও মঙ্গলের সহিত নিহত ও পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন।

হে মহারাজ! মহারথ কর্ণ এই রূপে নিহত হইলে নদী সমুদায়ের বেগ রুদ্ধ হইল; দিবাকর অস্তগমন করিলেন; দিগ্বিদিক সকল ধূমাকীর্ণ ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ড সদৃশ বুধগ্রহ তির্য্যগ্‌ভাবে অস্ত্যুদিত হইলেন; নভোমণ্ডল যেন ভূতলে নিপতিত হইল; বসুন্ধরা গভীর ধ্বনি করত কম্পিত হইয়া উঠিল; বায়ু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহার্ণব সকল সংক্ষুব্ধ ও শব্দায়মান হইল; কাননের সহিত ভূধর সকল কম্পিত হইতে লাগিল; জীব সকল নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। বৃহস্পতি রোহিণীরে নিপীড়িত করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্য সদৃশ শোভা ধারণ করিলেন; নভোমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; অনল সদৃশ উল্কা সকল নিপতিত হইতে লাগিল এবং নিশাচরগণের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

হে মহারাজ! যৎকালে মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষুর দ্বারা অধিরথির মস্তক ছেদন করেন, ঐ সময় সহসা অন্তরীক্ষে সুরগণ হাহাকার শব্দ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে পুরন্দর বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়া যেমন প্রভাবশালী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ এ ক্ষণে মহাত্মা অর্জ্জুনও মনুষ্য, দেব ও গন্ধর্ব্বগণের সম্মানিত সূতপুত্রকে নিপাতিত করিয়া মহাপ্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর পুরন্দরপরাক্রম, অগ্নি ও দিবাকরের সদৃশ তেজস্বী, সুবর্ণ হীরক মণি মুক্তা ও প্রবালে বিভূষিত পুরুষোত্তম কেশব ও অর্জ্জুন মেঘগম্ভীরনির্ঘোষ, তুষার চন্দ্র শঙ্খ ও স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, ঐরাবত সদৃশ, পতাকা পরিশোভিত রথে আরোহণ করিয়া বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায় নির্ভয়ে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট কৌরবগণ মহাবীর ধনঞ্জয়ের ধ্যানিষ্বন ও তলশব্দে ভয়প্রস্ত ও শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলেন।

তখন মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জ্জুন অরাতিগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারিত করত মহা আহ্লাদে সুবর্ণজালজড়িত তুষারসবর্ণ মহাশঙ্খ গ্রহণ পূর্ব্বক এককালে প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের ভীষণ শব্দে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত এবং নদী, ভূধর ও বন সমুদায় পরিপূরিত হইল। সেই গভীর নির্ঘোষ শ্রবণে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ বিত্রাসিত ও যুধিষ্ঠির যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। কৌরবগণ সেই ভীষণ শঙ্খধ্বনি শ্রবণে মদ্ররাজ শল্য ও দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুত বেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় জীবগণ সমবেত হইয়া সমরশোভী ধনঞ্জয় ও জনার্দ্দনের অভিনন্দন করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ কর্ণশরসমাচিত বীরদ্বয়কে অবলোকন করিয়া বোধ হইল যেন চন্দ্র ও সূর্য্য গাঢ়ান্ধকার নাশ করিয়া অভ্যুদিত হইয়াছেন। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায় সুহৃদ্গণে পরিবেষ্টিত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, দেবতা, মহর্ষি, চারণ ও মহোরগগণ তাঁহাদিগকে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা যথানিয়মে পূজিত ও প্রশংসিত হইয়া বলির নিধনানন্তর বিষ্ণু ও বাসব যেরূপ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সবান্ধবে যাহার পর নাই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহারথ সূতপুত্র নিহত হইলে কৌরবগণ বিপক্ষগণের শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত ও নিতান্ত ভীত হইয়া দশ দিক্ অবলোকন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষীয় যোধগণ দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন মনে

অবহার করিতে বাসনা করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া শল্যের অনুমত্যনুসারে সেনাগণের অবহারে আদেশ করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা কৌরব পক্ষীয় রথিগণ ও অবশিষ্ট নারায়ণী সেনার সহিত, শকুনি অসংখ্য গান্ধার সৈন্যগণের সহিত, কৃপাচার্য্য মহামেঘ সন্নিভ মাতঙ্গ বলের সহিত ও মহাবীর সুশর্ম্মা হতাবশিষ্ট সংসপ্তকগণের সহিত দ্রুত বেগে শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের জয় লাভ দর্শনে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন হতসর্ব্বস্ব ও হতবান্ধব হইয়া শোকাকুলিত চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ শল্য কর্ণের সেই ছিন্নধ্বজ রথ লইয়া দশ দিক অবলোকন করত শিবিরে প্রস্থান করিলেন। তখন কৌরব পক্ষীয় অন্যান্য মহারথগণ কম্পিত কলেবরে ভীত ও উদ্বিগ্ন মনে অনবরত রুধির ক্ষরণ পূর্ব্বক দশ দিকে ধাবমান হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অর্জ্জুনের ও কেহ কেহ বা কর্ণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সেই অসংখ্য যোধগণ মধ্যে কাহারই আর যুদ্ধ করিবার বাসনা রহিল না। কর্ণ নিহত হওয়াতে কৌরবগণ আপনাদের জীবন, রাজ্য, ধন ও কলত্রের আশা এককালে পরিত্যাগ করিলেন।

তখন রাজা দুর্য্যোধন শোক দুঃখে একান্ত সমাকুল হইয়া যত্ন সহকারে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করত শিবিরে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। তাঁহারাও রাজরাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মান বদনে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! দেবরাজ যেমন বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছেন, তদ্রূপ তুমি শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিলে। অতঃপর মানবগণ কর্ণ ও বৃত্রাসুর এই উভয়েরই বধোপাখ্যান কীর্ত্তন করিবে। এ ক্ষণে যশস্কর কর্ণবধ বৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজকে নিবেদন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি বহু দিবসাবধি কর্ণবধে সচেষ্ট ছিলে, এ ক্ষণে এই ব্যাপার ধর্ম্মরাজকে বিজ্ঞাপিত করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ কর। পূর্ব্বে পুরুষপ্রধান যুধিষ্ঠির তোমাদিগের যুদ্ধ দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিতান্ত শর বিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া সমরাঙ্গন হইতে স্বশিবিরে প্রস্থান করিয়াছেন।

হে মহারাজ! যদুপুঙ্গব বাসুদেব এই কথা কহিলে মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠির সমীপে গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন দেবকীতনয় অর্জ্জুনের রথ পরিবর্ত্তিত করত সৈনিকদিগকে কহিলেন, হে যোধগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা সজ্জীভূত হইয়া শত্রুগণের অভিমুখে অবস্থান কর। মহামতি বাসুদেব সৈন্যগণকে এই রূপ আদেশ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, বৃকোদর, সাত্যকি ও মাদ্রীপুত্র দ্বয়কে কহিলেন, হে বীরগণ! আমরা এ ক্ষণে ধর্ম্মরাজের নিকট অর্জ্জুন হস্তে কর্ণের নিধন বার্ত্তা প্রদান করিতে চলিলাম। যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগতা হই, তাবৎকাল তোমরা সকলে সুসজ্জিত হইয়া যত্ন সহকারে এই স্থানে অবস্থান কর। হে মহারাজ! মহাত্মা কৃষ্ণ এই কথা কহিলে শূরগণ তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহারে গমনে অনুজ্ঞা করিলেন। তখন তিনি পার্থ সমভিব্যাহারে শিবিরে গমন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে সুবর্ণময় উত্তম শয্যায় শয়ান দর্শন করিয়া তাঁহার চরণযুগল গ্রহণ করিলেন। মহারথিযুগল মহাবাহু

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের হর্ষচিহ্ন দর্শনে কর্ণকে নিহত বোধ করিয়া আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ ও গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বারংবার তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করত কর্ণের নিধন-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব ও অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের সমীপে কর্ণের নিধনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর মহাত্মা মধুসূদন ঈষৎ হাস্য করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহারাজ! আজি সৌভাগ্য বশত মহাবীর অর্জ্জুন, বৃকোদর, নকুল, সহদেব ও আপনি আপনারা সকলে এই লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কুশলী হইয়াছেন। অতঃপর সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। আজি ভাগ্যক্রমে মহারথ কর্ণ নিপাতিত, আপনি বিজয় প্রাপ্ত ও আপনার সৌভাগ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। যে নরাধম দ্রৌপদীরে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল, আজি পৃথিবী সেই সূতপুত্রের শোণিত পান করিতেছে। আপনার সেই শত্রু শরজালে বিভিন্ন কলেবর হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিয়াছে। আপনি সমরাঙ্গনে গমন পূর্ব্বক তাঁহার দুর্দ্দশা সন্দর্শন করুন। আপনার রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল। এক্ষণে আপনি আমাদিগের সহিত যত্ন সহকারে এই অরাতি শূন্য পৃথিবী শাসন ও বিপুল সুখ ভোগ করুন।

হে মহারাজ! তখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির হৃষীকেশের বাক্য শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, হে দেবকীনন্দন! আজি আমার পরম সৌভাগ্য! তুমি সারথি হওয়াতেই ধনঞ্জয় সূতপুত্রকে নিহত করিয়াছে। তোমার বুদ্ধি কৌশলেই সূতপুত্র নিহত হইয়াছে। অতএব উহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কেশবকে এই কথা বলিয়া তাঁহার অনন্তর দক্ষিণ বাহু ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহারে ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে বীরদ্বয়! আমি নারদের নিকট শুনিয়াছি এবং মহর্ষি বেদব্যাসও বারংবার বলিয়াছেন যে, তোমরা পুরাতন ঋষি মহাত্মা নর ও নারায়ণ। হে কৃষ্ণ! কেবল তোমার অনুগ্রহেই ধনঞ্জয় শত্রুগণের অভিমুখীন হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে; কখনই সমরে বিমুখ হয় নাই। যখন তুমি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমাদিগের জয় লাভ হইবে, কখনই পরাজয় হইবে না। হে গোবিন্দ! তোমার বুদ্ধি কৌশলে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ নিহত হওয়াতে মহাবীর কৃপ ও কৌরব পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণও নিহত হইয়াছেন।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া কৃষ্ণপুচ্ছ মনোবেগগামী শ্বেতাশ্ব সমুদায়ে সংযোজিত কনকখচিত রথে আরোহণ করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রিয় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করত সমরভূমি সন্দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। পরে অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাবীর কর্ণ অসংখ্য শরে সমাচিত হইয়া কেশর পরিবৃত কদম্ব কুসুমের ন্যায় রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। সুগন্ধ তৈলযুক্ত সহস্র সহস্র কাঞ্চনময় দীপ তাঁহারে উদ্ভাসিত করিতেছে। অর্জ্জুনের শরপাতে তাঁহার কবচ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার পুত্রগণও সংগ্রামস্থলে নিহত ও নিপতিত রহিয়াছেন। তখন ধর্ম্মরাজ বারংবার কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বারংবার প্রশংসা করত বাসুদেবকে কহিলেন, হে গোবিন্দ! তুমি সহায় ও রক্ষক হওয়াতেই আজি আমি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। আজি দুরাত্মা দুর্য্যোধন সূতপুত্রের নিধন নিবন্ধন রাজ্য ও জীবিতে

নিরাশ হইবে। আজি কেবল তোমার অনুগ্রহেই আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। আজি ভাগ্যক্রমে শত্রু নিপাতিত হইল এবং ধনঞ্জয় ও তুমি তোমরা উভয়ে বিজয়ী হইলে। আমাদিগের ত্রয়োদশ বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত হইয়াছে; এক দিনও নিদ্রা হয় নাই। আজি তোমার অনুগ্রহে নিদ্রাসুখ অনুভব করিব।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই রূপে জনার্দ্দন ও অর্জ্জুনকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি অর্জ্জুন শরে সূতপুত্রকে পুত্রগণের সহিত নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আপনারে পুনর্জাত বলিয়া বোধ করিলেন। অনন্তর মহারথ নকুল, সহদেব, বৃকোদর, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ স্তবার্হ বাক্য কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রশংসা ও ধর্ম্মরাজের সম্বর্দ্ধনা করিয়া মহা আহ্লাদে স্ব স্ব শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন। হে মহারাজ! কেবল আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা বশতই এরূপ লোমহর্ষকর মহাক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর কেন বৃথা অনুতাপ করিতেছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে এই রূপ অমঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণ করিবা মাত্র জ্ঞানশূন্য হইয়া ছিন্নমূল বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। দূরদর্শিনী গান্ধারীও ভূতলে নিপতিত হইয়া কর্ণের উদ্দেশে নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয় উভয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে ধারণ করিয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরব-পত্নী-গণও গান্ধারীরে উত্থাপিত করিলেন। চিন্তাকুলচিত্ত শোকসন্তপ্ত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুর ও সঞ্জয় কর্ত্তৃক সমাশ্বাসিত হইয়া দৈব ও ভবিতব্য সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বিবেচনা করিয়া বিচেতনের ন্যায় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

হে ভূপাল! যে ব্যক্তি মহাত্মা ধনঞ্জয় ও সূতপুত্রের সমরযজ্ঞের বৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার বিধিবিহিত যজ্ঞের অখণ্ড ফল লাভ হয়। পণ্ডিতগণ অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, দিবাকর ও ভগবান্ বিষ্ণুরে যজ্ঞ স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হইয়া এই সমরযজ্ঞ বৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি সুখী ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। মানবগণ ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিরন্তর এই পবিত্র উৎকৃষ্ট সংহিতা পাঠ করিলে ধন ধান্য সম্পন্ন, যশস্বী ও সমস্ত সুখ লাভে অধিকারী হয় এবং ভগবান্ হয়ন্তু, শম্ভু ও বিষ্ণু সতত তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। এই কর্ণ পর্ব্ব পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের বেদ লাভ, ক্ষত্রিয়ের বল ও যুদ্ধে জয় লাভ হইয়া থাকে। বৈশ্যের প্রভূত ধন লাভ এবং শূদ্রের আরোগ্য লাভ হয়। এই পর্ব্বে সনাতন ভগবান্ নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি এই কর্ণ পর্ব্ব পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। ব্যাসদেবের এই কথা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। এক বৎসর নিরন্তর সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, এই কর্ণ পর্ব্ব শ্রবণেও সেই পুণ্য হইয়া থাকে।

কর্ণ পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

এসিয়াটিক্ সোসাইটি তথা শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও মৃত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়দিগের পুস্তকালয়স্থ হস্ত লিখিত মূল পুস্তক দৃষ্টে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল।